GIFT

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

401608

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
401608

হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও রশিদুদ্দিন মেইবুদী (রহঃ) : কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ

পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

401608

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

শিক্ষাই আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
রেজি: নং-৭৩/২০০৩-২০০৪
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জিলহজ্ব ১৪২৪ হি. জানুয়ারী, ২০০৪ইং

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও রশিদুদ্দিন মেইবুদীর (রহঃ) : কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ

পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

401608

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক
আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহফুযুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জিলহজ্জ ১৪২৪ হি. জানুয়ারী, ২০০৪ইং

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
এম.এ.,পি-এইচ.ডি.,এম.এম.
অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৬১৮৮০৩ (বাসা)
৯৬৬১৯২০-৫৯/৪২৯০ (অঃ)

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য দাখিলকৃত **'হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও রশিদুদ্দিন মেইবুদী (রহঃ) ঃ কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি গবেষকের একক, নিজস্ব ও মৌলিক গবেষনা কর্ম। আমার জানামত ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোণামে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ব্যতিক্রম, তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

২১/১/০৪

(ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক)
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **'হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও রশিদুদ্দিন মেইবুদী (রহঃ) ঃ কাশফুল আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ'** শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

২০/৪/০৪

(আবুল কালাম মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান)
পি-এইচ.ডি গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও রশিদুদ্দিন মেইবুদী (রহঃ) ঃ কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর, আমার পরম সম্মানিয় শিক্ষক ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। গবেষণা কর্মটির মান বাঞ্ছিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য এ মহান শিক্ষক তার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও গবেষণা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। আল্লাহ্র কালামের রহস্য উন্মোচন ও আধ্যাত্মিক পরিভাষাসমূহ যথাযথ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার পরিশ্রম সত্যই অতুলনীয়। তাই এই স্নেহধন্য সহযোগিতার ঋণ কোনদিন পরিশোধযোগ্য নয়।

রেডিও তেহরানের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বর্তমান এসিয়ান ইউনিভারসিটির সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক জনাব ফরিদ উদ্দিন খানের বিশেষ প্রেরণায় আমি হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র.) এ মহান দুই মনীষী ও মহাসাগরসম তাফসীর গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহীহই। 'ইউনিস্কো' প্রস্তাবিত ইরানের **সাংস্কৃতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন** আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান এবং খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন জনাব ফরিদ উদ্দিন খান সাহেব। তাই গবেষণা কর্মের প্রতি মুহূর্তে তাঁর কথা স্মরণ হয়েছে বারবার। বিশ্ববিখ্যাত দু'ই মনীষী ও 'কাশফুল আসরারের' মত মহাসাগরে পাড়ি দিতে আমাকে সাহস যুগিয়েছেন ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাবেক মাননীয় কালসারাল কাউন্সেলর জনাব আলী আভারসাজী ও বর্তমান কাউন্সিলর জনাব শাহাব উদ্দিন দারায়ী। সত্যই এ দু'জনের ঋণ কোনদিন শোধ করা যাবে না।

আমার মুহতারাম শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য **ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান** আমার গবেষণার বিষয়ের নতুনত্ব

Dhaka University Institutional Repository

ও একটি আন্তর্জাতিক বিষয় দেখে খুবই আনন্দিত হয়ে দোয়া করেছেন। আমি যখন তাঁকে বলেছিলাম ঃ 'স্যার! বিষয়টি খুবই কঠিন'-তিনি শান্তনা দিয়ে বলেছিলেন **'আল্লাহ্ তোমার দ্বারাই এ কঠিন কাজ সহজ করিয়ে নেবেন। আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করো।'** তার এ কথাটি আমাকে এ মহাসাগর পাড়ি দিতে সাহস যুগিয়েছে। আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মুহতারাম ওস্তাদ অধ্যাপক আ.ন.ম আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক নজির আহমদ, দর্শন বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং থিওল মেডিকেল কলেজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডা. মফিজুর রহমান, বাংলাদেশে ইরানের ভিজিটিং প্রফেসর ড. বাশিরী ও ডেপুটি কালচারাল কাউন্সেলর ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র জনাব আযীয আলীযাদেহ-এর উৎসাহ সত্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মর্তব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছোট ভাই ড. এ.বি. এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ফার্সী ও উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জাফর আহমেদ, স্নেহাস্পদ ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলহাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন, দাওয়া বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম নূরী পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে ধন্য করেছেন। স্নেহাস্পদ ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী, সহযোগী অধ্যাপক দাওয়া বিভাগ, ই.বি আন্তরিকতার সাথেই থিসিসের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের প্রভাষক তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, সহকারী অধ্যাপক মুহসিন উদ্দিন মিয়া, প্রভাষক আবদুস সবুর খান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ভাষা বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ শাহজালাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. নূরুল হুদার উৎসাহ সত্যই স্মরণযোগ্য।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব, মাওঃ শোয়াইব আহমদ, ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা বৃন্দের মধ্যে বিশিষ্ট গবেষক জনাব মাওলানা ঈসা শাহেদী, জহির উদ্দিন মাহমুদ, সাঈদ সিদ্দিকী,

Dhaka University Institutional Repository

সবাই উৎসাহ দিয়েছেন এ কাজে। বিশেষ করে ছোট ভাই মাওঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাবিবুল আলম শোয়াইব সুপার-ঢাকা মুহাম্মাদিয়া মাদ্রাসা, বিশিষ্ট গবেষক মাওঃ মুর্শেদ খান, মাওঃ রুকনুজ্জামান, মাওঃ মোশাররফ হোসাইন খান, স্নেহাস্পদ অধ্যাপক এসএম আবদুল হামীদ, প্রভাষক আবদুস সামাদ জেহাদী স্নেহস্পদ মাওলানা আবদুর রহমান, অধ্যক্ষ নূরুন্ন আলা নূর কামিল মাদ্রাসা, পঞ্চগড়, মাওলানা বদরুল ইসলাম, স্নেহের মুহাম্মদ হোসেন উৎসাহ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা স্নেহাস্পদ জনাব আহমদ উল্লাহর সার্বিক সহযোগিতা সত্যিই স্মরণযোগ্য। এ গবেষণাকর্মে ব্যস্ত থাকায় পারিবারিক অনেক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি দীর্ঘদিন। চরম ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে ধন্য করেছেন আমার সহধর্মিনী শাহিন আক্তার, আর এ কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদ দিয়েছে আমার আদরের ধন মেয়ে ফাতিহাতুল জান্নাত, ছেলে মুহাম্মদ তানযীম শরীফ, হাফিজ আবুল হাসান মোঃ বায়েযীদ ওরফে মিলাদ শরীফ, মুহাম্মদ মিরাজ শরীফ ও মিনহাজ শরীফ। গবেষণাকর্মটি তৈরি করতে দীর্ঘ সময় যিনি আদর-আপ্যায়ন করেছেন তিনি হলেন ছোট ভাবি আম্মানজান সত্যই তার কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য নিয়েছি, যাদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আমি সহযোগিতা নিয়েছি, তথ্য সংযোজন করেছি, রেফারেন্স উল্লেখ করেছি, যারা উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের সবার প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে আবিদ কম্পিউটারের স্নেহের ভাই বিল্লাল হোসেন ও আদরের ছোট বোন বেগম রাবেয়া বেগম (রুবা)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে পান্ডুলিপি সুন্দরভাবে উপস্থাপন সম্ভব হতো না, আল্লাহ্ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

মদীনা জামা'য়াতের ইমাম শাহ সূফী ডা. বদিউযযামান (র.)-এর রূহানী ফায়িয ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এবং আমার দোয়ার ভান্ডার উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ যুগিয়ে যিনি আজ জান্নাতবাসী হয়েছেন মরহুমা মা জননী-রাযিয়া বেগম (র) ও মরহুম শ্বশুর শাহ সূফী মাওলানা রফিক আহমদ (র.)-এর রূহের মাগফিরাত কামনায় এবং মুহতারাম পিতা আলিমকুল শিরমনি আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (মুদ্দা জিল্লুহুল আলী) এবং যার কদম ধূলি পেয়ে ইলমুল-মা'রিফাতের খুশবু নসীব হয়েছে পরম সম্মানিত মুর্শিদে বরহক শাহসূফী আলহাজ্ব কমর উদ্দিন আহমদ সাহেব কেবলা (মুদ্দা জিল্লুহুল আলীর) প্রতি রূহানী ফায়িয ও বরকতের দোয়া প্রার্থনায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন

আরবী, ফার্সী ও উর্দু বর্ণমালা (الحروف الهجائية العربية والفارسيه والارديه) এর বাংলায় প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র সন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতি বর্ণ	বর্ণ	প্রতি বর্ণ	বর্ণ	প্রতি বর্ণ
ا	উর্ধ্বক'মা	ز	য	ق	ক/ক্ব
ب/پ	ব/প	س	স	ك/گ	ক/গ
ت/ٹ	ত/ট	ش	শ	ل	ল
ث	ছ/স	ص	স/স্ব	م	ম
ج/چ	জ/চ	ض	য/দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত/ত্ব	و	ভ/ওয়া
خ	খ	ظ	য	ة = ه	হ/ঃ
د	দ	ع	উল্টোকমা	ى	য়
ذ	য	غ	গ/ঘ		
ر/ژ	র/ঝ	ف	ফ		

ধ্বনি-চিহ্ন - الحركات

হরকত্	প্রতি বর্ণ/ধ্বনি চিহ্ন	হরকত	প্রতিবর্ণ/ধ্বনি চিহ্ন
ـَ	অ / আ	ـٍ	-ইন
ـِ	ই / ি	ـٌ	- উন
ـُ	উ / ু	ـَّ	আ (যুগ্ম ধ্বনি)
ـْ	হসন্তচিহ্ন	ـِّ	ই (যুগ্ম ধ্বনি)
ـً	অন/আন	ـُّ	উ (যুগ্ম ধ্বনি)

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘস্বর-বর্ণ

حروف المد

আরবী বর্ণমালার মধ্যে তিনটি স্বরবর্ণ : ا و ى : এরা যখন حركة বা ধ্বনি-চিহ্ন বিহীন থাকে তখন পূর্ববর্তী বর্ণের ধ্বনিকে দীর্ঘ করে। ا 'আ' ধ্বনিকে, و 'উ' ধ্বনিকে এবং ى 'ঈ' ধ্বনিকে দীর্ঘ করে। আলোচ্য সন্দর্ভে এ বিষয়গুলো নিম্নরূপভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

آ (আ)	او (ঊ/ ূ)	اى (ঈ/ ী)	ضا (যা/দ্বা)	ضا (যু/দ্বু)	ضي (দ্বী)
با (বা)	بو (বূ)	بى (বী)	طا (ত্বা/তা)	طو (তূ/ত্বূ)	طى (তী/ত্বী)
پا পা	پو (পূ)	پى (পী)	ظا (যা)	ظو (যূ)	ظى (যী)
تا তা	تو (তূ)	تى (তী)	عا ('আ)	عو (ঊ)	عى ('ঈ)
ٹا টা	ٹو (টূ)	ٹى (টী)	غا (গা/ঘা)	غو (গূ/ঘূ)	غي (গী/ঘী)
ثا সা	ثو (সূ)	ثى (সী)	فا (ফা)	فو (ফূ)	فى (ফী)
جا জা	جو (জূ)	جى (জী)	قا (ক্বা/কা)	قو (ক্বূ/কূ)	قى (ক্বী/কী)
چا চা	چو (চূ)	چى (চী)	کا (কা)	کو (কূ)	کی (কী)
خا খা	خو (খূ)	خى (খী)	گا (গা)	گو (গূ)	گی (গী)
دا দা	دو (দূ)	دى (দী)	لا (লা)	لو (লূ)	لى (লী)
ذا যা	ذو (যূ)	ذى (যী)	ما (মা)	مو (মূ)	مى (মী)
را রা	رو (রূ)	رى (রী)	نا (না)	نو (নূ)	نى (নী)
ژا ঝা	ژو (ঝূ)	ژى (ঝী)	وا (ওয়া/ভা)	وو (ভূ)	وى (ভী)
زا যা	زو (যূ)	زى (যী)	ها (হা)	هو (হূ)	هى (হী)
سا সা	سو (সূ)	سى (সী)	يا (য়া)	يو (য়ূ)	يى (য়ী)
شا শা	شو (শূ)	شى (শী)			
ص সা, স্বা	صو সূ	صى (সী)			

দ্রষ্টব্য : (১) শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণে হস্ব চিহ্ন না থাকলে তার উচ্চারণ 'অ' কারান্ত হবে।
(২) যে সব আরবী, ফার্সী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে। যেমন-হেরাত শব্দে 'ে' উচ্চারণই অধিক প্রচলিত।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

হি. = হিজরী

খ্রী. = খ্রিষ্টাব্দ

(স.) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম

(আ.) = আলাইহিস সালাম

বি.দ্র. = বিস্তারিত দ্রষ্টব্য

দ্র. = দ্রষ্টব্য

প.দ্র : = পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য

প. = পরবর্তী

ড. = ডক্টর

মৃ. = মৃত্যু

(রা) = রাদিআল্লাহু আনহু

(র.) = রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

(রেদ.) = রেদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম

পৃ. = পৃষ্ঠা

পান্ডু = পান্ডুলিপি

সং = সংস্করণ

সম্প. = সম্পাদিত

প্রাগুক্ত = পূর্বোল্লিখিত

জ. = জন্ম

ইং. = ইংরেজী

খ. = খন্ড

অনু. = অনূদিত

আ. = আরবী

ফা. = ফার্সী

তা. বি. = তারিখ বিহিন

৬৪০/১২৪২ = হিজরী ৬৪০ সাল মুতাবিক ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ

১ম খ. ৫০ = প্রথম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)

ইঃ ফা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ঢা. বি. = ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

P. = Page

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী শামসী বা সৌর সাল থেকে খ্রীস্টাব্দ বের করার পদ্ধতি

হিজরী সৌর বছর আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত নয়। এই সৌর বছরকে ফার্সী সাল বলা হয়। এ উপমহাদেশে হিজরী চন্দ্র বছর ও খ্রীস্টাব্দ প্রচলিত রয়েছে। তাই নিম্নে খ্রীস্টাব্দের সাথে হিজরী শামসী বা সৌর বছরের হিসেবের পদ্ধতি সন্নিবেশিত হলো ঃ

১. ফার্সী সাল থেকে খ্রীস্টাব্দ বের করতে হলে সাধারণতঃ খ্রীস্টাব্দের সাথে ৬২১ বছর যোগ করতে হবে। যেমন ঃ ১৩৬৬ ফার্সী সাল। খ্রীস্টাব্দ বের করতে হলে ১৩৬৬+৬২১= ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ।

২. যদি মাসের নাম উল্লেখ থাকে তাহলে দেখতে হবে ফার্সী সালের প্রথম ৯ মাস কিনা। প্রথম ৯ মাস হলে ৬২১ বছর যোগ হবে। আর যদি শেষ ৩ মাস তথা ফার্সী মাস 'দেই', 'বাহমান', 'ষ্ফান্দ' হয় তাহলে ৬২২ বছর যোগ করতে হবে। যেমন ঃ ইরানের ইসলামী বিপ্লব হয়েছে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সাল। ২২ বাহমান। এখন বিয়োগ করতে হবে ৬২২ বছর। যেমন ঃ ১৯৭৯-৬২২= ১৩৫৭ ফার্সী সাল।

বানান রীতি

আরবী, ফার্সী শব্দে যেখানে وا যুক্ত হয়েছে সেখানে বাংলা প্রতি বর্ণায়নে ূ দীর্ঘ উকার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ رومی = রুমী

যেখানে ی এসেছে সেখানে ী ই কার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ انصاری = আনসারী

তবে মূল শিরোনামে রশিদুদ্দিন শব্দটি ি ই কার ব্যবহৃত হওয়ায় সর্বত্র এ শব্দটিতে ি ই কার ব্যবহৃত হয়েছে।

যুক্ত শব্দে হাইপেন - ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ কাশফুল-আসরার, আল-ফাতিহা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ

- অত্র অভিসন্দর্ভে আরবী ও ফার্সী উদ্ধৃতির অনুবাদ সম্পূর্ণ গবেষকের নিজস্ব।
- কবিতাংশের কাব্যিক অনুবাদও গবেষকের সম্পূর্ণ নিজস্ব।
- ফার্সী শব্দসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উচ্চারণরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ প্রাচীন ফার্সীতে বলা হতো مناجات نامه মুনাজাতনামা। বর্তমানে উচ্চারিত হয় মুনাজাতনামে।
- আল-কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনুবাদসমূহকে সামনে রেখে গবেষকের গবেষণালব্ধ অনুবাদ পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথমেই সকল হামদ ও কৃতজ্ঞতা সেই মহান আল্লাহর প্রতি যার রাহমান ও রাহীম গুণে তার চিরন্তন, শাশ্বত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের খাদিম হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) ও হযরত রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র) এর যৌথ প্রচেষ্টায় রচিত ইলমে তাফসীরের ইতিহাসের এক আলোকউজ্জল নক্ষত্র **'কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর' গ্রন্থের** (كشف الاسرار و عدة الابرار) মূল্যায়নের সুযোগ দিয়েছেন। লাখ কোটি দরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তিদূত, বাস্তব কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি ছিলেন আল-কুরআনের একমাত্র প্রকৃত মুফাস্‌সির। যার অবদানে বুঝতে সক্ষম হয়েছে বিশ্বমানবতা আল-কুরআনের বাহ্যিক ও গূঢ় রহস্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ অমীয় বাণী। সাথে সাথে দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইত তাঁর সাহবায়েকিরাম (রেদঃ) ও সকল উম্মতের উপর বর্ষিত হোক।

আল-কুরআন কালোত্তীর্ণ, অবিনশ্বর, চিরন্তন, সন্দেহাতীত গ্রন্থ। যুগ জিজ্ঞাসার উৎকর্ষতা বিধানে, সমকালীন চাহিদা পূরণে, জ্ঞানের আধুনিকতায় অনন্য গ্রন্থ। জ্ঞান গবেষণার মহান বাণী নিয়ে, নূরের ফেরেশতার মাধ্যমে নূরে মুজাস্‌সমের কাছে, জাবালে নূরে আগমন করেছে জাহিলিয়্যাতের গভীর অমানিশায় তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলো দান করতে। আমি কোথায় ছিলাম? কিভাবে আসলাম? কোথায় আসলাম? কিজন্য আসলাম? কোথায় যাব? কি নিয়ে যাব? শেষ পরিণতি কি হবে? এসব মৌলিক প্রশ্নের নিখুঁত, নির্ভুল, যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব নিয়ে এসেছে এই আল-কুরআন। প্রথমেই ঘোষিত হয়েছে :

اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم، الذى علم با لقلم، علم الانسان ما لم يعلم.

'পড়ুন আপনার রবের (স্বত্তাধিকার বলে নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকের) নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে, পড়ুন আপনার রব মহিয়ান, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে, শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'[১] এ চিরন্তন বানী দিয়ে শুরু হয়ে সুদীর্ঘ ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিনে নাযিল হয়েছে আল কুরআন।

যার প্রতিটি আয়াত মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে অন্যতম সেতুবন্ধন। ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে ইসলামের সৌন্দর্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সুসজ্জিত করে ইহসানের বাহনে মানুষ আল্লাহর কুরবত তথা নৈকট্য লাভ করবে এটাই আল-কুরআন নাযিলের প্রধান লক্ষ্য। পার্থিব জীবনে কালিমা তাইয়্যেবার বাস্তবায়নের মাধ্যমে হায়াতে তাইয়্যেবা তথা পূতঃ পবিত্র, সর্বাধুনিক সদা সতেজ, প্রগ্রতিশীল, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় জীবন লাভ করবে, আর পরকালিন জীবনে জান্নাত লাভ করে প্রিয়তম মনিব মালিকের দিদারে ধন্য হবে এটাই তো মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাই এ কুরআনকে তত্ত্ব, তথ্য ও বাস্তবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে ঃ

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسا لته

و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الظا لمون.

'হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা আপনি পৌঁছেদিন, আর যদি তা না করেন তবে তো তাঁর পয়গাম পৌছালেন না, আল্লাহ আপনাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হেদায়াত করেন না।'[২]

এ কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসাগর অনন্য বিশ্বকোষ। এ কুলকিনারাহীন মহা সমুদ্র মন্থন করে মুক্তো আহরণ করার চেষ্টা চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ এ বিশ্বকোষ নিয়ে চলছে গবেষণা, মহান আল্লাহ তায়ালাও গবেষণার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন ঃ

كتاب انزلناه اليك مبارك ليد بروا اياته و ليتذكراولو الالباب.

'এ আল-কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান

---

১. আল-কুরআন-সূরাতুল আলাক আয়াত-১-৫
২. আল-কুরআন সূরাতুল-মাইদা আয়াত-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে'।[৩]

চিরন্তন মু'যিযা ও সন্দেহাতীত গ্রন্থের তাফসীর করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

(وان علينا بيانه) 'নিশ্চিত যে এ কুরআনের বয়ান বা তাফসীর পেশ করাও আমারই দায়িত্ব।'[৪]

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন নিজেই পেশ করেছে বহুক্ষেত্রে। যাকে মুফাসসিরগণ তাফসীরুল-কুরআন বিল-কুরআন (تفسير القران با لقران) বলে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের বলে জীবন্ত কুরআন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যা মুফাসসিরগণের পরিভাষায় তাফসীরুল-কুরআন বিল-হাদীস (تفسير القران با لحديث) বলা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে উলূমূল কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে কুরআনের বাহ্যিক শব্দ, বাক্য, অলংকরণ বর্ণনাশৈলী, শানে নুযূল ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। মুফাসসিরগণের পরিভাষায় যেগুলোকে তাফসীর বিল-মা'কূল বা (تفسير با لمعقول) বা তাফসীর বির রায় (تفسير با لراى) বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর বলা হয়। এক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান দ্বীনের এ তিনটি দিককে সামনে রেখে যারা কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটন, আসরার বা রহস্যের উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের ব্যাখ্যা উম্মতের আলিম সমাজ ও সাধারণ জনগণের কাছে অধিক সমাদৃত হয়েছে। এ শ্রেণীর আলিম, মুফাসসিরের সংখ্যা খুবই কম।

আল-কুরআনের বাহ্যিক ও গুঢ়রহস্য উন্মোচন করে আল-কুরআন যে চিরন্তন ও শাশ্বত বিধান এবং কালোত্তীর্ণ গাইডবুক তার জীবন্ত রূপ ফুটে উঠেছে **'কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার'** তাফসীর গ্রন্থে। তাই এ তাফসীর গ্রন্থ মূল্যায়ন করে আল-কুরআনের মাঝে লুকিয়ে থাকা রহস্য উন্মোচন করে আল্লাহর মহাপবিত্র কালামের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষুদ্র প্রয়াস এ গবেষণাকর্ম।

---

৩ আল কুরআন সূরা সাদ-২৯
৪ সূরাতুল কিয়ামাহ, আয়াত ১৯

Dhaka University Institutional Repository

কেন এ বিষয় বাচাই করা হলো ?

'যে জাতি গুনির কদর করে না সে জাতির মাঝে গুণী জন্মায় না' এ চিরন্তন সত্য কথাটি ইতিহাসের প্রতি বাঁকে বাঁকে প্রমাণিত হয়েছে। দুনিয়ার সর্ব প্রথম **শায়খুল ইসলাম** উপাধিপ্রাপ্ত, বহু গ্রন্থের প্রণেতা, তরীকত জগতের একটি গ্রহণযোগ্য তরীকার ইমাম, ইসলামী দর্শনের জটিলতা নিরসনকারী অন্যতম দার্শনিক, ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক সর্বোপরি একজন উঁচুমানের জ্ঞানী, মনীষী ও ওলী হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে যে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন তা বিশ্ব সাহিত্যের দীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসে বিশেষ করে উপমহাদেশের জ্ঞান জগতে প্রায় অজানাই থেকে যায়। এটা সত্যিই দুঃখজনক। তার সুযোগ্য ছাত্র আল্লামা মেইবুদী (র.)-এর জ্ঞান মনীষার বাস্তব ফল, খাজা আনসারী (র.)-এর রহস্য উন্মোচনকারী তাফসীরের সমন্বয়ে দশখন্ডে রচিত বিশাল তাফসীর গ্রন্থ আল-কুরআন গবেষকদের দৃষ্টিতে আসেনি এ কথা ভাবতেও অবাক লাগে। কেন এ নির্মমতার শিকার এ ইলমী খেদমত তা সত্যই ভাববার বিষয়।

মহান আল্লাহর লাখ শোকরিয়া ১৯৮৯ সালের ২৪ অক্টোবর রেডিও তেহরানের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বিশিষ্ট গবেষক আমার পরম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব **জনাব ফরিদ উদ্দিন খান** হঠাৎ বললেন, একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে আপনাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম সেমিনারের বিষয় কি? জবাবে বললেন, বিশ্ব বিখ্যাত আরিফ, ওলীকুল শিরোমণি হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ৯ শততম ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিস্মিত হলাম বাংলা, আরবী, উর্দু বিভিন্ন ভাষায় শত শত আ'রিফ, দার্শনিক মনীষীর জীবন পড়েছি এ মহান মনীষীর নামও তো শুনিনি।

তিনি বললেন ঃ 'খাজা আনসারী (র.) এক মহাসাগর, সেমিনারে গিয়ে তা বুঝতে পারবেন।'

আমি সানন্দচিত্তে আগ্রহের সাথে এ সেমিনারে যোগদান করলাম। ২৬/১০/১৯৮৯ বৃহস্পতিবার ছিল ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রথম দিবস। **ইউনেস্কো** প্রস্তাবিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের **সাংস্কৃতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন** আয়োজিত এ সেমিনারের প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল

Dhaka University Institutional Repository

'খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ইরফান তথা আধ্যাত্মিকতা এবং ছন্দবদ্ধ গদ্যে তার অবদান'। পরবর্তী তিনদিনের ধারাবাহিক আলোচনার বিষয় ছিল 'ইসলামের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় গুঢ়তত্ত্ব উদঘাটনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারীর অবদান এবং বিশ্ববিখ্যাত কাশফুল আসরারের দর্পণে খাজা হেরাত'। এ সব অনুষ্ঠামালায় দার্শনিক, গবেষক মুহাম্মদ জাওয়াদ শরীয়ত, ড. মুহসিন যিনা, ড. মুহাম্মদ বরুজারদী, ড. সাইয়্যেদ হাসান সাদাত নাসিরী, ড. ইসমাইল হাকেমীসহ বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী মনীষীর বক্তব্য শুনে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। এতো বড় মাপের একজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী সম্পর্কে উপমহাদেশের তাফসীর জগত সম্পূর্ণ নীরব এটা সত্যই দুঃখজনক। তার পরই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সময় সুযোগ মতো এ মহান মনীষী ও জ্ঞানের মহাসাগর কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা চালাবো ইনশাল্লাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ডিগ্রীর জন্য এ বিষয় প্রস্তাব করতে গিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম কাশফুল-আসরার বুঝার মতো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধান ছাড়া এ মহাসাগর পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। অনেক খুঁজাখুঁজির ও ইস্তেখারার পর আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবানী বর্তমান যামানার নির্ভেজাল ও সমালোচনামুক্ত, তরীকতের সুউচ্চ মাকামের অধিকারী, কামিলে মুকাম্মাল মুর্শিদ ওলী, আমার মাথার তাজ ড. আ.ফ.ম. আবুবকর সিদ্দিক (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী)-এর খেদমতে আরজ করলে তিনি এ কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বিশেষ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে এ কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। এ মহান ব্যক্তির ইলমুল-মা'রিফাতের বাস্তব জ্ঞানের আলো না পেলে কোন অবস্থায়ই এ গবেষণা কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাকে এ কাজের সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

গবেষণাকর্মে অভিসন্দর্ভে কি কি বিষয় স্থান পেয়েছে

গবেষণা শিরোণামের আলোকে গবেষণার বিষয়কে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছি।

১। হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর জীবন ও কর্ম এবং সাহিত্যিক অবদান।

২। আল্লামা মেইবুদী (র.)-এর পবিত্র জীবন ও কর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

৩। কাশফুল আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থের মূল্যায়ন।

মূল তিনটি বিষয়কে মোট ছয়টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে বিন্যস্ত করেছি। যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম অধ্যায়ে অবতরণিকা, নাম, বংশধারা, জন্মস্থান, জন্মের পূর্বে সুসংবাদ, দুনিয়ায় আগমনের সময়কার অবস্থা, জ্ঞান অর্জনে পীরে হেরাত (র.), জ্ঞান অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে খাজা আনসারী, শিক্ষক হিসেবে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.), খাজা আনসারী (র.)-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র, খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (রঃ)-এর মাযহাব, খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর আকীদা, নির্বাসনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.), শায়খুল ইসলাম উপাধী লাভ, আধ্যাত্মিক সাধনায় খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.), শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শায়খ খারাকানী (র.)-এর সাথে ইবন সিনায় সাক্ষাৎ, শায়খ খারাকানীর (র.) দরবারে কবি নাসের খসরু, শায়খ খারাকানী (র.)-এর সাথে সুলতান মাহমূদ গযনবীর সাক্ষাৎ, শায়খ খারাকানীর (র.) সাথে শায়খ আবূ সাঈদ আবুল খায়ের (র.)-এর সাক্ষাৎ, খাজা আনসারী (র.)-এর সাথে শায়খ খারাকানী (র.)-এর সাক্ষাৎ, খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর তরীকতের খিলাফত লাভ, তরীকতের ইমামের আসনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.), খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ইবাদত-বন্দেগী, খাজা আনসারী (র.)-এর সন্তান-সন্ততি, শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ব্যক্তিত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ঃ ভূমিকা ঃ খাজা আনসারী (র.) রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা, যে তালিকায় রয়েছে-ফার্সী ভাষা ও আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী, এরপর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয়, যেমন ঃ ১. কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল আবরার, ২. মানাযিলুস-সাইরীন, ৩. সদময়দান, ৪. মুনাজাতনামে, ৫. তাবাকাতুস সূফীয়্যা, ৬. রিসালায়ে দিল ও জান, ৭. রিসালায়ে ওয়ারিদাত, ৮. কানযুস-সালিকীন, ৯. রিসালায়ে কালান্দরনামে, ১০. রিসালায়ে হাফত হিসার, ১১. রিসালায়ে মুহাব্বতনামে, ১২. রিসালায়ে মাকূলাত, ১৩. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলুহু, ১৪. মুখতাসার আদাবিস সূফীয়্যা, ১৫. মানাকিবুল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.), ১৬. দারতাসাওউফ, ১৭. ইলাহীনামে, ১৮. বাবুন ফিল-ফতুত,

Dhaka University Institutional Repository

১৯. আল-আরবাইন ফী দালায়িলিত তাওহীদ, ২০. আনওয়ারুত-তাহকীক, ২১. ইলালুল-মাকামাত, ২২. দিওয়ানে শে'র এরপর খাজা আনসারী (র.)-এর ওফাত ও মাযার শরীফ, সম্পর্কে বর্ণনা এবং খাজা আনসারী (র.) সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ঃ অবতরণিকা, নাম ও বংশ পরিচয়, তাফসীর সংকলনে মেইবুদী (র.), গ্রন্থ রচনায় আল্লামা মেইবুদী (র.)।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইলমুত তাফসীরের পরিচয়, ইতিহাস ও মুফাস্সীরের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এতে স্থান পেয়েছে আল-কুরআনের পরিচয়, ইলমুত-তাফসীরের পরিচয়, ইলমুত তা'বীলের পরিচয়, তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইলমুত-তাফসীর, সাহাবায়ে কিরামগণের (রাঃ) যুগে ইলমুত-তাফসীর, তাবিঈগণ (রাহেমা) যুগে ইলমুত-তাফসীর, তাফসীর গ্রন্থ সংকলন অধ্যায়, মুফাসসিরের গুণাবলী।

পঞ্চম অধ্যায়ে কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার গ্রন্থের পরিচিতি, মূল্যায়ন ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ঃ ভূমিকা, কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার নামকরণের তাৎপর্য, কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার গ্রন্থের রচয়িতা কে?, কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি, কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমনঃ ১. তাফসীরুল কুরআন বিল-কুরআন, ২. তাফসীরুল কুরআন-বিল হাদীস, ৩. মনীষীগণের মতামত উপস্থাপনে কাশফুল-আসরার, ৪. ফিকহী মাসাইল বর্ণনায় কাশফুল-আসরার, ৫. আল-কুরআনের রহস্য উদঘাটনে কাশফুল-আসরার, ৬. বিভ্রান্ত আকীদা খন্ডনে কাশফুল-আসরার, ৭. কুরআনিক ভূগোল বিশ্লেষণে কাশফুল-আসরার, ৮. আল-কুরআনের তথ্য উপস্থাপনে কাশফুল-আসরার, ৯. শাব্দিক অর্থের ব্যাপকতায় কাশফুল-আসরার, ১০. সর্ব স্তরের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে কাশফুল-আসরার, ১১.তাফসীরের শর্ত পূরণে কাশফুল-আসরার, ১২. আহলে বাইতের মহা মূল্যবান বাণী উপস্থাপনে কাশফুল- আসরার, ১৩. আহলে বাইতের সম্মান প্রদর্শনে

Dhaka University Institutional Repository

কাশফুল- আসরার, ১৪. ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কাশফুল-আসরার, ১৫. বিষয়বস্তু বিন্যাস ও ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কাশফুল-আসরার, ১৬. মহান প্রভুর দরবারে মনের আকুতি প্রকাশে কাশফুল- আসরার, ১৭. যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানে কাশফুল-আসরার, ১৮. বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ তাফসীরের আবেদন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের সাথে কয়েকখানা বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেমন ঃ জামিউল বয়ান ফী তা'বীল আয়িল-কুরআন লিত্ তাবারীর সাথে তুলনা, তাফসীর আল-কাশশাফের সাথে তুলনা, তাফসীরু ইবন কাসীরসহ ১২ খানা তাফসীর গ্রন্থের সাথে সামগ্রিক পর্যালোচনা।

পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে ঃ ১. ইউনেস্কো প্রস্তাবিত এবং ইরানের সাংস্কৃতিক গবেষনা ফাউন্ডেশন আয়োজিত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট, ২. খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ৯ শত বর্ষ ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে রেডিও তেহরানের বর্হিবিশ্ব কার্যক্রমে প্রচারিত জীবনালেখ্যের মূল পান্ডুলিপি (প্রচার-১৯৮৯ইং), ৩ ফার্সী পান্ডুলিপির অনুবাদ, ৪ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সম্পর্কে ইন্টারনেট সফটওয়্যারে সংরক্ষিত তথ্য, ৫. গ্রন্থপঞ্জি, গ্রন্থাবলীর আলোকচিত্রসমূহ, ক. খাজা আনসারী (র.) ও মেইবুদী (র.) রচিত কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের আলোকচিত্র, খ. মানযিলুস সাইরীন গ্রন্থের আলোকচিত্র, গ. মুনাজাত নামে গ্রন্থের আলোকচিত্র, ঘ. সদ ময়দান গ্রন্থের আলোকচিত্র, ঙ. রাসাইলে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) আলোকচিত্র, চ. গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার গ্রন্থে আলোকচিত্র, ছ. সুলতান মাহমুদ গযনবীর সাথে শায়খ খায়াকানী (র.)-এর সাক্ষাৎকারের আলোকচিত্র।

এ মহাসাগরসম গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহে ১৯৯৩ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আশুরা সেমিনারের যোগদান এবং ২০০১ সালে পবিত্র হজ্ব ও আন্তর্জাতিক হজ্ব সম্মেলনের পবিত্র মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানকালে মসজিদে নবুবীর বাবে ওমর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফার্সী ভাষায় ইলমে তাফসীর শীর্ষক পি.এইচ-ডি গবেষণা পত্র আশাতিরিক্ত সহযোগিতা করেছে তবে প্রয়োজনীয় উপাদান দেশের বাইরে থাকায় সংগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়, তারপরও পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করায় তাওফীক দিয়েছেন পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তার প্রতি জানাচ্ছি লাখ শোকরিয়া।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচি নির্দেশিকা

প্রত্যয়নপত্র

ঘোষণাপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উৎসর্গ

প্রতি বর্ণায়ন

শব্দ সংক্ষেপ

হিজরী শামসী বা সৌর সাল থেকে খ্রীষ্টাব্দ বের করার পদ্ধতি, বানান রীতি

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর জীবন ও কর্ম ২৯-১০২

পরিচ্ছেদ-০১ ঃ অবতরণিকা ৩০

পরিচ্ছেদ-০২ ঃ নাম, বংশধারা, জন্মস্থান ৩০

পরিচ্ছেদ-০৩ ঃ জন্মের পূর্বে সুসংবাদ ৩৩

পরিচ্ছেদ-০৪ ঃ দুনিয়ায় আগমনের সময়কার অবস্থা ৩৮

পরিচ্ছেদ-০৫ ঃ জ্ঞান অন্বেষণে পীরে হেরাত (র.) ৪৩

পরিচ্ছেদ-০৬ ঃ জ্ঞান অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ৪৬

পরিচ্ছেদ-০৭ ঃ শিক্ষক হিসেবে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ৪৯

পরিচ্ছেদ-০৮ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র ৫১

পরিচ্ছেদ-০৯ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (রঃ)-এর মাযহাব ৫২

পরিচ্ছেদ-১০ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর আকীদা ৫২

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-১১	ঃ নির্বাসনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)	৫৪
পরিচ্ছেদ-১২	ঃ শায়খুল ইসলাম উপাধী লাভ	৫৮
পরিচ্ছেদ-১৩	ঃ আধ্যাত্মিক সাধনায় খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)	৬২
পরিচ্ছেদ-১৪	ঃ শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৭০
পরিচ্ছেদ-১৫	ঃ শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর সাথে ইবন সিনার সাক্ষাৎ	৭৬
পরিচ্ছেদ-১৬	ঃ শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর দরবারে কবি নাসের খসরু	৭৮
পরিচ্ছেদ-১৭	ঃ শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর সাথে সুলতান মাহমূদ গযনবীর সাক্ষাৎ	৮২
পরিচ্ছেদ-১৮	ঃ শায়খ আবুল হাসান খারাকানীর (র.) সাথে শায়খ আবূ সাঈদ আবুল খায়ের (র.)-এর সাক্ষাৎ	৮৬
পরিচ্ছেদ-১৯	ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সাথে শায়খ খারাকানী (র.)-এর সাক্ষাৎ	৯২
পরিচ্ছেদ-২০	ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর তরীকতের খিলাফত লাভ	৯৭
পরিচ্ছেদ-২১	ঃ তরীকতের ইমামের আসনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)	৯৮
পরিচ্ছেদ-২২	ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ইবাদত-বন্দেগী	১০০
পরিচ্ছেদ-২৩	ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সন্তান-সন্ততি	১০১
পরিচ্ছেদ-২৪	ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ব্যক্তিত্ব	১০১

অধ্যায়-২

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সাহিত্য কর্ম ১০৩-১৫৮

পরিচ্ছেদ-০১ ভূমিকা ঃ ১০৪

পরিচ্ছেদ-০২ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

ক- ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী	১০৪
খ- আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী	১০৬
পরিচ্ছেদ-০৩ ঃ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয়	
১. কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার	১০৭
২. মানাযিলুস্ সাইরীন	১০৮
৩. সদময়দান	১২৩
৪. মুনাজাতনামে	১২৪
৫. তাবাকাতুস-সূফীয়্যা	১২৬
৬. রিসালায়ে দিল ও জান	১২৮
৭. রিসালায়ে ওয়ারিদাত	১৩০
৮. কানযুস-সালিকীন	১৩৩
৯. রিসালায়ে কালান্দরনামে	১৩৫
১০. রিসালায়ে হাফত হিসার	১৩৬
১১. রিসালায়ে মুহাব্বতনামে	১৩৮
১২. রিসালায়ে মাকূলাত	১৪১
১৩. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলুহু	১৪২
১৪. মুখতাসার আদাবিস সূফীয়্যা	১৪৩
১৫. মানাকিবুল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)	১৪৩
১৬. দার তাসাওউফ	১৪৩
১৭. ইলাহীনামে	১৪৩
১৮. বাবুন ফিল-ফতুত	১৪৫
১৯. আল-আরবাইন ফী দালাযিলিত-তাওহীদ	১৪৫
২০. আনওয়ারুত-তাহকীক	১৪৫
২১. ইলালুল-মাকামাত	১৪৬
২২. দিওয়ানে শে'র	১৪৭
পরিচ্ছেদ-৪ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ওফাত ও মাযার শরীফ	১৫০
পরিচ্ছেদ-৫ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য	১৫১

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র.)-এর জীবন ও কর্ম ১৫৯-১৭১

পরিচ্ছেদ-০১ ঃ অবতরণিকা ১৬০

পরিচ্ছেদ-০২ ঃ নাম ও বংশ পরিচয় ১৬০

পরিচ্ছেদ-০৩ ঃ তাফসীর সংকলনে মেইবুদী (র.) ১৬৪

পরিচ্ছেদ-০৪ ঃ গ্রন্থ রচনায় আল্লামা মেইবুদী (র.) ১৬৯

অধ্যায়-৪

ইলমুত-তাফসীরের পরিচয়, ইতিহাস ও মুফাস্‌সীরের গুণাবলী ১৭২-২২৩

পরিচ্ছেদ-০১ ঃ আল-কুরআনের পরিচয় ১৭৩

পরিচ্ছেদ-০২ ঃ ইলমুত-তাফসীরের পরিচয় ১৭৭

পরিচ্ছেদ-০৩ ঃ ইলমুত-তা'বীলের পরিচয় ১৮০

পরিচ্ছেদ-০৪ ঃ তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য ১৮১

পরিচ্ছেদ-০৫ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইলমুত-তাফসীর ১৮২

পরিচ্ছেদ-০৬ ঃ সাহাবায়ে কিরামগণের (রদ.) যুগে ইলমুত-তাফসীর ১৮৪

পরিচ্ছেদ-০৭ ঃ তাবিঈগণের যুগে ইলমুত-তাফসীর ১৮৮

পরিচ্ছেদ-০৮ ঃ তাফসীর গ্রন্থ সংকলন অধ্যায় ১৯১

পরিচ্ছেদ০৯ ঃ সংকল অধ্যায়ের ধারা ১৯২

পরিচ্ছেদ-১০ ঃ মুফাসসিরের গুণাবলী ২২০

অধ্যায়-৫

কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার গ্রন্থের পরিচিতি, মূল্যায়ন ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ২২৪-২৮৪

পরিচ্ছেদ-০১ ঃ ভূমিকা ২২৫

পরিচ্ছেদ-০২ ঃ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার নামকরণের তাৎপর্য ২২৮

পরিচ্ছেদ-০৩ ঃ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার গ্রন্থের রচয়িতা কে? ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ-০৪ ঃ কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি ২৩৩

পরিচ্ছেদ-০৫ ঃ কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ২৩৬

১. তাফসীরুল-কুরআন বিল-কুরআন ২৩৬

২. তাফসীরুল-কুরআন বিল-হাদীস ২৩৮

৩. মনীষীগণের মতামত উপস্থাপনে কাশফুল-আসরার ২৪৫

৪. ফিকহী মাসাইল বর্ণনায় কাশফুল-আসরার ২৪৬

৫. আল-কুরআনের রহস্য উদঘাটনে কাশফুল-আসরার ২৪৯

৬. বিভ্রান্ত আকীদা খন্ডনে কাশফুল-আসরার ২৫১

৭. কুরআনিক ভূগোল বিশ্লেষণে কাশফুল-আসরার ২৫৩

৮. আল-কুরআনের তথ্য উপস্থাপনে কাশফুল-আসরার ২৫৫

৯. শাব্দিক অর্থের ব্যাপকতায় কাশফুল-আসরার ২৬০

১০. সর্ব স্তরের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে কাশফুল-আসরার ২৬৩

১১.তাফসীরের শর্ত পূরণে কাশফুল-আসরার ২৬৪

১২. আহলে বাইতের মহা মূল্যবান বাণী উপস্থাপনে কাশফুল- আসরার ২৬৫

১৩. আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কাশফুল-আসরার ২৬৭

১৪. ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কাশফুল-আসরার ২৭০

১৫. বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কাশফুল-আসরার ২৭৭

১৬. মহান প্রভুর দরবারে মনের আকুতি প্রকাশে কাশফুল- আসরার ২৮১

১৭. যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানে কাশফুল-আসরার ২৮২

১৮. বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ তাফসীরের আবেদন ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের সাথে কয়েকখানা বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা ২৮৫-২৯৮

পরিচ্ছেদ-০১ ঃ জামি'উল-বয়ান ফী তা'বীল আয়িল-কুরআন লিত্ তাবারীর সাথে তুলনা ২৮৬

পরিচ্ছেদ-০২ ঃ তাফসীর আল-কাশশাফের সাথে তুলনা ২৮৭

পরিচ্ছেদ-০৩ ঃ তাফসীরু ইবন কাসীরসহ ১২ খানা তাফসীর গ্রন্থের সাথে সামগ্রিক পর্যালোচনা ২৯০

পরিশিষ্ট ২৯৯

পরিশিষ্ট-০১ ঃ ইউনেস্কো প্রস্তাবিত ইরানের সাংস্কৃতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন আয়োজিত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট ৩০০

পরিশিষ্ট-০২ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ৯ শত বর্ষ ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে রেডিও তেহরানের বর্হিবিশ্ব কার্যক্রমে ১৩টি ভাষায় প্রচারিত জীবনালেখ্যের মূল পান্ডুলিপি (প্রচার-১৯৮৯ইং) ৩০৪

পরিশিষ্ট-০৩ ঃ ফার্সী পান্ডুলিপির বাংলা অনুবাদ ৩০৭

পরিশিষ্ট-০৪ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সম্পর্কে ইন্টারনেট সফটওয়্যারে সংরক্ষিত তথ্য ৩১১

পরিশিষ্ট-০৫ ঃ গ্রন্থপঞ্জি ৩১২

পরিশিষ্ট-০৬ ঃ গ্রন্থাবলীর আলোকচিত্রসমূহ ৩৪০

ক. খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও মেইবুদী (র.) রচিত কাশফুল আসরার-তাফসীর গ্রন্থের আলোকচিত্র ৩৪১

খ. মানযিলুস সাইরীন গ্রন্থের আলোকচিত্র ৩৪২

গ. মুনাজাত নামে গ্রন্থের আলোকচিত্র ৩৪৩

ঘ. সদ ময়দান গ্রন্থের আলোকচিত্র ৩৪৪

ঙ. তাবাকাতুস সুফিয়্যা গ্রন্থের আলোকচিত্র ৩৪৫

চ. রাসাইলে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) আলোকচিত্র ৩৪৬

ছ. গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার গ্রন্থ ৩৪৭

জ. সুলতান মাহমুদ গযনবীর সাথে শায়খ খারাকানী (র.)-এর সাক্ষাৎ ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর জীবন ও কর্ম

একনজরে

- অবতরণিকা
- নাম, বংশধারা, জন্মস্থান
- জন্মের পূর্বে সুসংবাদ
- দুনিয়ায় আগমনের সময়কার অবস্থা
- জ্ঞান অর্জনে পীরে হেরাত (র.)
- জ্ঞান অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)
- শিক্ষক হিসেবে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (রঃ)-এর মাযহাব
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর আকীদা
- নির্বাসনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)
- শায়খুল ইসলাম উপাধী লাভ
- আধ্যাত্মিক সাধনায় খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)
- শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর সাথে ইবন সিনার সাক্ষাৎ
- শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর দরবারে কবি নাসের খসরু
- শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর সাথে সুলতান মাহমুদ গযনবীর সাক্ষাৎ
- শায়খ আবুল হাসান খারাকানীর (র.) সাথে শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের (র.)-এর সাক্ষাৎ
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সাথে শায়খ খারাকানী (র.)-এর সাক্ষাৎ
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর তরীকতের খিলাফত লাভ
- তরীকতের ইমামের আসনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ইবাদত-বন্দেগী
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সন্তান-সন্ততি
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ব্যক্তিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এক

হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর জীবন ও কর্ম

০১. অবতরণিকা

৫ম হিজরী শতকে যে ক'জন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী তাঁদের জ্ঞান, প্রতিভা ও অবদানে বিশ্ব সাহিত্য ও জ্ঞান জগতকে আলোকিত করেছেন, বিশেষ করে আল-কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটনে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন, হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ছিলেন তাদের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। দুনিয়ার সর্বপ্রথম "শায়খুল ইসলাম" উপাধী প্রাপ্ত-এ মহান মনীষী একাধারে মুফাস্সির, দার্শনিক, সাহিত্যিক, আরিফ, কবি ও সমাজ সংস্কারক, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক একজন উঁচু মানের ওলী ছিলেন। হযরত আবু আইউব খালিদ ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) (মৃ.-৫২ হি.) এর বংশধর এ মহান জ্ঞান তাপসের জীবন ও কর্ম নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

০২. নাম বংশধারা, জন্ম স্থান :

নামঃ আবদুল্লাহ, শৈশবে ডাক নাম-আবূ আহমদ, উপনাম-আবূ ইসমা'ঈল, উপাধীঃ শায়খুল ইসলাম, ইমামুল আইম্মাহ্, পীরে হেরাত, পীরে হাজাত, খাতীবুল আ'যম।[১] পিতার নাম, আবূ মানসূর মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর বংশধর। হযরত খাজা আনসারী (র) ছিলেন হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ।[২] তার বংশধারা নিম্নরূপ ঃ

---

১ ড. সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন সাজ্জাদী, মুকাদ্দামায়ে বার মাবানীয়ে ইরফান ওয়া তাসাওউফ (مقدمه ای برمبانی عرفان و تصوف) (তেহরান ঃ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানবিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা সংস্থা (সেমাত), সং ৪র্থ, ফার্সী ১৩৭৪, খ্রী. ১৯৯৫), পৃ. ৯৬

২ অধ্যাপক ওয়াহিদ দাস্তগায়দী, মুকাদ্দামায়ে রাসাইলে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (مقدمه رسائل خواجه عبد الله انصاری) (তেহরান ঃ ফরুগী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৫ খ্রী. ১৯৮৬), পৃ. ৬

❑ কাসিম আনসারী, যবান ওয়া ফারাহাঙ্গে ইরান (زبان وفرهنگ ایران) ম্যাগাজিন সংখ্যা-৮৮ (তেহরান ঃ তাহুরী প্রকাশনী ফার্সী সাল ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৮৯), পৃ. ৪

❑ ইমাম যাহাবী (র.), তাযকিরাতুল হুফ্ফায (تذكرة الحفاظ) (বৈরুতঃ দারুএহইয়াইততুরাসিল আরাবী), তা.বি. খ. ৩, পৃ. ১১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)

↓

হযরত আবূ মানসূর মুহাম্মদ (র.)

↓

হযরত আবূ মা'য়ায (র.)

↓

হযরত জা'ফর (র.)

↓

হযরত মানসূর (র.)

↓

হযরত মা'ত (র.)

↓

হযরত আবূ আইউব খালিদ ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা.)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর বংশধারা হযরত আবু আইউব **আনসারী**[৩] (র.) পর্যন্ত পৌঁছেছে বলেই তাকে **আনসারী** বলা হয়।[৪] খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের ঐ সৌভাগ্যবান সাহাবীর বংশধর ছিলেন, যিনি প্রিয় নবীর মদীনা

---

৩ আবূ আইউব আনসারী ঃ আবূ আইউব খালিদ ইবন যায়িদ ইবন কুলাইব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী। আল্লাহর রাসূল হিজরতের সময় তাঁর বাড়িতে মেহমান হয়েছেন। তিনি ছিলেন রাসূলের মেযবান। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন। গুরুত্বপুর্ণ কাজে তার সহযোগিতা করেন। আল্লামা ওয়াকেদী (র.)-এর মতে আবূ আইউব আনসারী (রা.) উমাইয়্যা শাসনের প্রথম দিকে কনসটেনটিনেপল আক্রমনের সময় তিনি ৫২ হি. তে শহীদ হন, তুরকের ইস্তাম্বুলে অবস্থিত কনসটেনটিনেপল দুর্গের অভ্যন্তরেই তার মাযার অবস্থিত। (শরহে মানাযিলুস সাইরীন, আবদুর রাজ্জাক কাশানী)

৪ ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আম্‌বাউ আবনাইয-যামান (وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان) (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল্‌ আরাবী হি. ১৪১৪), পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

তাইয়্যেবায় হিজরতের পর মেযবান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে ছিলেন।

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত শহরে জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে হারাবী বলা হয়।[৫] হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) এর ছেলে মাত আনসারী (র) হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) এর সময় মতান্তরে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর যুগে খোরাসান বিজয়ী হযরত আহনাফ ইবন কায়স (র.) এর সাথে হেরাত আগমন করেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন।[৬] হেরাত ছিল তৎকালীন যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও উত্তম আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত অঞ্চল। যার পশ্চিমে নিশাপুর, দক্ষিণে সিস্তান, উত্তরে বালখ, পূর্বে গুর পাহাড় অবস্থিত। ২১ বা ২২ হিজরী সনে হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) এর নির্দেশে হযরত আহনাফ ইবন কায়স (র.) এ এলাকা জয় করেন।[৭]

অষ্টম হিজরী শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হামদুল্লাহ মুস্তাওফী হেরাতের আবহাওয়া সম্পর্কে লিখেন ঃ

هوائی در غایت درستی و نیکوئی دارد و پیوسته در تابستان شمال وزد ودرخوشی ان گفته اند.

---

৫ কাসিম আনসারী, সদ ময়দান (صد میدان) গ্রন্থের ভূমিকা, (তেহরান ঃ তাহুরী, প্রকাশনী, ফার্সী সাল-১৩৬৮ খ্রী. ১৯৮৯), পৃ, ভূমিকা-৩

❑ ইবন রাজাব হাম্বলী, কিতাবুয-যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা (كتاب الذيل على طبقات الحنابلة) (দামেস্ক ঃ রুযাইয়াত দারুল মা'রিফা, হি. ৩৭০, খ্রী. ১৯৫১), খ. ১, পৃ. ৫০

৬ ড: মুহাম্মদ সা'ঈদ আবদুল মজীদ, শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ আনসারী হায়াতুহু ওয়া আরাউহু (شيخ الاسلام عبد الله انصارى حياته و ارائه) (মিশর ঃ দারুল কুতুবিল হাদীসাহ, তা.বি.) পৃ. ২৭

❑ শামসুদ্দীন দাউদী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন (طبقات المفسرين) (দামেস্ক ঃ হি. ১৩৭০ খ্রী. ১৯৫১), খ. ১, পৃ. ২৪৯

৭ আবদুর রহমান জামী, নুফহাতুল উন্‌স মিন হাযারাতিল কুদ্‌স (نفحات الانس من حضرات القدس) সম্পাদনা মাহদী তাওহীদপুর (তেহরান ঃ মাহমুদী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৩৮, খ্রী. ১৯৫৯), পৃ. ৩৩৩

❑ গোলাম সরওয়ার হিন্দী, খাযিনাতুল আসফিয়্যা (خزينة الاصفياء) (পাকিস্তান ঃ লাহোর প্রকাশনী তা.বি.) পৃ. ২৭

❑ ইমাম যাহাবী (র.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (سير اعلام النبلاء) (লেবানন ঃ আররিসালা ফাউন্ডেশন) খ. ১৮, পৃ. ৫০৮-৫১৩

Dhaka University Institutional Repository

لو جمع تر آب الاصفهان و شمال الهرات و ماء الخوارزم فی بقعة قل الناس یموت فیها ابداً

এ স্থানের সমীরন খুবই আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে উত্তর এলাকার আবহাওয়া দেখে আনন্দে লোকেরা বলে উঠে

'যদি ইস্ফাহান ও উত্তর হেরাতের মাটি আর খারযমের পানি একই টুকরা জমিতে একত্রিত হয় সেখানে মানুষের মৃত্যুর হার সব সময় কম থাকবে।'

এ অঞ্চলের পানি 'হারি'নদী থেকে আসে। এ নদীর দু'পাশে ফলফলাদীর বাগান খুবই মনোরম। আংগুর, খারবুজা সহ বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয় হেরাতে। অস্ত্র, বর্ম ও যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীতে হেরাতের লোকজন সিদ্ধ হস্ত। শামিরান নামক মজবুত কিল্লা, 'আমকালজা' নামক কিল্লা, আরশক নামক অগ্নিকুণ্ড, রয়েছে এ অঞ্চলে। 'পীরে হেরি' নামে খ্যাত শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (র.), খাজা মুহাম্মদ আবুল ওয়ালিদ (র.) এবং ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) এর মাযার হেরাতের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত। হেরাতের আনন্দঘন পরিবেশ সম্পর্কে কবি বলেন :

گرکسی پرسد ترا کز شهرها خوشتر کدام؟
از جواب راست خواهی گفتن اورا گوهری
این جهان راهمچو دریادان، خراسان را صدف
درمیان این صدف، شهرهری چون "گوهری"

জিজ্ঞেস করে যদি কেউ, কোন শহর অধিক ভাল?

সঠিক জবাবে তাকে অমূল্য রত্ন বলো।

এ বিশ্বকে মনেকরো সমুদ্র, মুক্তা খোরসান।

মুক্তার মাঝে 'হেরি' শহর যেন অমূল্য রতন।[৮]

০৩. জন্মের পূর্বে সুসংবাদ

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন :

که پدر من ابو منصور در بلخ با شریف حمزه عقیلی می بوده. وقتی زنی

---

৮ হামদুল্লাহ মুস্তাওফী, নুযহাতুল-কুলুব (نزهة القلوب), (তেহরান : তাহুরী প্রকাশনী, তা.বি.), খ. ৭, পৃ: ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

شریف گفت که ابو منصور را بگونی مرا بزئی اختیار کند. پدر من گفت من هرگز زن نخواهم وانرا رد کرد. شریف گفت آخر زن خواهی وترا پسری آید و چه پسری! واورا بتو لد فرزندی نامی و صالح بشارت داد سپس چون ابو منصور بهرات آمد و زن خواست. شیخ الاسلام متولد شد. شریف در بلخ گفت که ابو منصور مارا در هری پسری آمده چنان کی جامع مقامات. شیخ الاسلام میگوید این کلمه آفرین است که همه نیکها در ضمن آنست.

"আমার পিতা আবূ মানসূর 'শরীফ হামযা 'উকাইলীর' সাথে বল্খে অবস্থান করছিলেন। একজন নারী শরীফকে বললেন : 'আবূ মানসূরকে বলুন : 'আমাকে যেন স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে।' আমার পিতা এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বললেন : 'আমি কখনো বিবাহ করবো না।' 'শরীফ 'উকাইলী' ভবিষ্যতবাণী প্রকাশ করে বললেন : 'শেষ পর্যন্ত বিবাহ করবে এবং নামকরা ও নেককার সন্তানের বাবা হবে। সে ছেলে কতই না চমৎকার ছেলে হবে।' আবূ মানসূর হেরাতে এসে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সে ঘরেই 'শায়খুল ইসলাম' জন্মগ্রহণ করেন। শরীফ বলখে তার সেনাবাহিনীকে বললেন : হেরাতে আমাদের আবূ মানসূরের ঘরে এমন একটি ছেলে হয়েছে যে ছেলে হবে জামিউল মাকামাত (جامع المقامات) বা সকল মর্যাদার অধিকারী।" শায়খুল ইসলাম বলতেন : তাঁর এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, সকল কল্যাণ এর মাঝেই নিহিত।[৯]

শায়খুল ইসলাম আনসারী (র)-এর নিজ বর্ণনা মোতাবেক বাগদাদের খলিফা 'আল-কাদির বিল্লাহ আব্বাসীর'[১০] শাসন আমলে (হি: ৩৮৬-৪২৭) 'আলেব আরসালান সালজুকী(মৃ. ১০৭২)[১১], হাসান ইবনে আবুল-হাসান আলী ইবনে ইছহাক ইবনে আব্বাস ওয়ফে নিযামুলমুল্‌ক তুসী (মৃ. ৪৮৫ হি.)[১২] ও শায়খ আবূ সা'ঈদ আবুল খায়ের (র.) (মৃ. ৪৪০হি.)[১৩] এবং সুলতান মাহমূদ গযনবীর সময়ে (৪২১হি.) হিজরী ৩৯৬ সনের ২ শা'বান

---

৯ আবদুর রহমান জামী (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

১০ আল কাদের বিল্লাহ আল-আব্বাসীর নাম ছিল আহমদ, উপনাম আবুল-আব্বাস। তিনি ৩৮১ থেকে ৪২২ হিজরী মোতাবেক ৯৯১ থেকে ১০৩১ খ্রী. পর্যন্ত ৩৯ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন আব্বাসী খিলাফতের এমন একজন খলিফা যার পিতা খলিফা ছিলেন না। (লুইস আজিল, আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম, (লেবানন ঃ দারুল মাশরিক, স. ১৩, ১৯৮২ইং), পৃ. ৭২৮

Dhaka University Institutional Repository

---

১১ আলেপ আরসালান আদাদুদদৌলা মুহাম্মদ আবু সুজা (খ্রী. ১০৭২) ছিলেন সালজুকী রাজবংশের দ্বিতীয় সুলতান (১০৬৩-১০৭২)। বীরত্বের দিক থেকে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১০৭০ খ্রী. তিনি আলেপ্পোর শাসন ক্ষমতা হাতে নেন। ১০৭১ সালে রোমান সম্রাটের সাথে মান্টিক্রেটের যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তাকে জুনদী কুরখানী আহত করে। এর ফলেই তিনি মারা যান। লুইস আজিল, আল মুনজিদ ফিল আ'লাম, লেবানন, দারুল মাশরিক, স. ১৩, ১৯৮২ইং, পৃ. ৭২৮

১২ নিযামুল মুলক তূসী আবূ আলী সাইয়্যেদুল ওযারা, কাওয়ামুদ্দীন, রাদী আমিরুল মু'মিনীন হাসান ইবন আবুল-হাসান আলী ইবন ইসহাক ইবনে আব্বাস ওরফে নিযামুলমুলক তূসী পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মনীষী, লেখক এবং সালজুকী রাজবংশের মালেকশাহ সালজুকীর নামকরা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ৪০৮ মতান্তরে ৪১০ হিজরী সনে ইরানের তূসের রাদেকান এলাকার নোগান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সূরী ইবনে আল মু'তাযির পক্ষ থেকে তূসের গভর্নর ছিলেন। তিনি তূসে আল-কুরআন শিক্ষা করেন। নিশাপুরে শাফেয়ী ফিকহ অধ্যয়ন করেন। বালখে আবু আলী শাযানের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর একই পদে আলেপ আরসালানের দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। আলেপ আরসালান পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র খোরাসান তার অধীনে চলে আসে। ৪৫১ হিজরী সনে খাজা নিযামুলমুলককে মন্ত্রী পদে আসীন করেন। এর চার বছর পর আলেব আরসালান তার চাচা তুগরলের স্থলাভিষিক্ত সম্রাট পদে আসীন হলে নিযামুলমুলকও আমীদুল মুলকের স্থলাভিষিক্ত প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। ৪৫৫ হিজরী সন থেকে ৪৮৫ হিজরী মোতাবেক ১০৭২ থেকে ১০৯২ইং পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে অত্যান্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সালজুকী শাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারই হাতে সম্পাদিত হয়। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাসাওউফ ও ইরফানের কদর করতেন। তার উদ্যোগে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খানকা বিশেষ করে নিযামিয়া পদ্ধতির দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ইস্পাহান, বসরা, বালখ, বাগদাদ, মারভ, নিশাপুর, হেরাত, আমুল ও মুসেলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১০৬৫ইং সনে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসা পরবর্তীতে বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের থাকা-খাওয়া, শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য খরচ সরকারীভাবে বহন করা হতো। খাজা নিযামুলমুলকের সাহিত্যিক অবদানও অতীব মুলবান। তার লিখিত সিয়াসতনামা মালেকশাহ সালজুকীর শাসনামলের এক খ্যাতিমান কৃর্তি। তার অপর সাহিত্যিক অবদান হলো দাস্তুরুল ওযারা বা ওসাইয়ায়ে নিযামুল মুলক (وصایای نظام الملك) সমধিক প্রসিদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের খাদেম এ মহান মনীষী, বাগদাদ যাওয়ার পথে ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের আবূ তাহির আরানী নামক এক ঘাতকের হাতে ৪৮৫ হিজরী সনের ১০ই রমযান নিহত হন। (লুগাত নামে দেহখোদা, খ. ৪৮, পৃ. ৫৯৭-৫৯৮, আল মুনজিদ, খ. ২, স. ১২, পৃ. ৭১১

১৩ শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের (র.)-এর নাম ছিল ফযলুল্লাহ। পিতার নাম আবুল খায়ের। তিনি ছিলেন তার যুগের সেরা মনীষী ও ওলীকুল শিরমণি। ৩৫৭ হিজরীর মুহররম মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো- তাসাউউফ কি? উত্তরে তিনি বললেন- تصوف ان است که انچه درسردا ری بنهی وانچه دردست داری بدهی واز انچه برتو اید بجهی. তাসাওউফ তাকেই বলে যা মাথায় আছে ফেলে দাও, হাতে যা আছে দিয়ে দাও, তোমার কাছে যা আসে দ্রুত গ্রহণ করো? এ মহান মনীষী বহু চতুস্পদী রচনা করেছেন। ৪৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। (নফহাতুল উনস্ আল্লামা জামী, আসরারুত তাওহীদ ফী মাকামাতি শায়েখ আবি সাঈদ, মুহাম্মদ ইবনে মুনাওয়ার-কিতাবখানে তুহুরী-তেহরান, ১৩১৩ খ্রী. ১৯৩৪ ফার্সী সাল পৃ. ৯, খানামাতে মুকাবিলে ইসলাম ও ইরান-আযাতুল্লাহ মুতাহহারী (র.) পৃ. ৫৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

মোতাবেক ৪ঠা মে ১০০৩ খ্রী. মতান্তরে ১০০৫ খ্রী:[১৪] শুক্রবার বসন্তকালীন এক মনোরম সন্ধ্যায় আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের তুর (تور) এলাকার কাহান্দুয (قهندز) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫]

কোন কোন ঐতিহাসিক জন্ম তারিখ হি. ৩৯৭[১৬] মতান্তরে ৩৯৫ হি.[১৭] ৩৯৪ হিজরীর কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮]

শায়খ আনসারী (র) এর জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে আবদুল হাই হাবিবী কান্দাহারী (র) লিখেন ঃ

شیخ عالم خواجه عبدالله انصاری که بود

مفخر اقطاب دهر از قیروان تا قیروان؟

سیصد وپنج ونودبه سال کا مد دروجود

چون گذ شت از چارصد هشتاد و یك رفت از جهان

শায়খে আলম খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ছিলেন

কতুবগণের গর্ব, দিগ থেকে দিগন্তের

৩৯৫ হিজরীতে আসলেন এ ধরণীতে

---

১৪ লুইস আজিল, আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম (লেবানন ঃ দারুল মাশরিক, ১৯৮২ইং, সং ১৩,) পৃ. ৭২৮

১৫ ফাযলুল হাদী এবং যাইন মুহাম্মদ ওমর, আত্ তাফসীর বিল লুগাতিল ফারসিয়্যাতে ওয়া ইত্তজাহাতিহা (التفاسير باللغة الفارسيه واتجاهاتها) (পি-এইচ.ডি গবেষণা পত্র জামিয়া আল ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ আল ইসলামিয়্যা উলুমিদ্দীন অনুষদ কুরআনুল-কারীম ও উলুমুল-কুরআন বিভাগ।) খণ্ড-২ পৃ: ৮০ (মসজিদেন নববীর বারে ওমর গ্রন্থাগার, গ্রন্থ নং ৪৮৩২৯। উল্লেখ্য গত ২০০১ সনে হজ্জ সফরে মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানকালে উক্ত গ্রন্থখানা অধ্যায়ন করার সুযোগ হয়।)

১৬ সা'ঈদ নাফিসী, তারিখে নাযম ও নাসর দার ইরান ওয়া দারযাবানে ফার্সী (تاریخ نظم ونثرد رایران و درزبان فارسی) (তেহরান ঃ ফরুগী প্রকাশনী, ফার্সী সাল-১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪) পৃ. ৫৬

১৭ কাসিম আনসারী, সদ ময়দানের ভূমিকা, পৃ. ৪

- ইমাম যাহাবী (র.), তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ. ৩, পৃ. ১১৮৩
- আল্লামা ইবনু রাজব হাম্বলী (রঃ), কিতাবুয যাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, খ. ১, পৃ. ৫০

১৮ গোলাম সরওয়ার হিন্দী, খাযিনাতুল আসফিয়া, পৃ. ২৭

- আবদুল হোসাইন সা'ঈদিয়ান, মাশাহীরে জাহান, (مشاهیر جهان), (তেহরান ঃ ইলম ও যিন্দিগী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৩ খ্রী. ১৯৮৪), স. ১ম, পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৪৮১ তে বিদায় নিলেন এ জাহান হতে।[১৯]

খাজা আনসারী (র)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া গেলেও শায়খ আনসারী (র) তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে নিজেই বলেছেন আমি হি ৩৯৬ জন্মগ্রহণ করেছি। তাই হি. ৩৯৬ তার জন্ম সন হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

বর্ণিত আছে বছরের ঐ দিনের সূর্যাস্তের পূর্বে তিনি বলতেন

هرگاه آفتاب بدآنجارسد سال من تمام گردد

'যখনই সূর্য এখানে পৌছবে, আমার আয় একটি বছর পূর্ণ হবে'।[২০]

কোন কোন ঐতিহাসিক জন্মস্থান ইরানের তূস এলাকার কাহান্দুয, মতান্তরে মিশরের কাহান্দুযের কথা উল্লেখ করেছেন।[২১] তবে মিশর শব্দটি ভুল বা লেখকের বিকৃত তথ্য হিসেবে পরিগণিত। কাহান্দুয শব্দটি (كهن دز) শব্দের আরবী রূপ। কাহান্দুয অর্থ পুরোনো কিল্লা বা দেয়াল ঘেরা এলাকা।

আমার মতে কাহান্দুয শব্দটি ফার্সী। আর বেশির ভাগ ঐতিহাসিক কাহান্দুযকে হেরাতের একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে মিশর শব্দটি ভুলক্রমে ইতিহাসে এসেছে। হেরাতের কাহান্দুযই গ্রহণযোগ্য। যেমন আল মুনজিদ ফিল আলাম (المنجد فى الاعلام) গ্রন্থকার লিখেন ঃ

الهروى الانصارى (عبد الله بن محمد ابن على) (١٠٠٥–١٠٨٩) ولد فى قهندز (من اعمال هراة) شيخ الاسلام وصوفى كبير زاد بغداد والرى وسمع الى كبار العلماء–اشتهر بالحديث والتفسير والوعظ له "منازل السائرين الى الحق المبين" و "ذم الكلام واهله" و "طبقات الصوفيه".

'আল হারাবী আল আনসারী (আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী) (১০০৫-১০৮৯) কাহান্দুযে (হেরাতের একটি প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন।

---

১৯ হুসাইন আ'হী, তাবাকাতুস্ সুফিয়্যা (ভূমিকা) (طبقات الصوفيه), (তেহরান ঃ ফরুগী প্রকাশনী, ফার্সী সাল, ১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪), পৃ. ১

২০ রাসাইলে জা'মে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ১৫

২১ আল্লামা ইবনু রাজব হাম্বলী (র.), খ. ৩, পৃ: ১৩৭-১৩৮

❑ আবদুল হোসাইন সা'ঈদিয়ান, মাশাহীরে জাহান, পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল ইসলাম মহান সূফী 'বাগদাদ' এবং 'রেই' শহরে অবস্থান করেন। বড় বড় আলিমের কাছে ইলম অর্জন করেন। হাদীস, তাফসীর ও ওয়াজ নসীহতে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার বিরচিত গ্রন্থের মধ্যে মানাযিলুস সাইরীন ইলাল হাক্কিল মুবীন, যাম্মুল কালাম ওয়া আহলুহু ও তাবাকাতুস সুফিয়্যা সমধিক প্রসিদ্ধ।[২২]

০৪ শায়খুল ইসলামের দুনিয়ায় আগমনের সময়কার অবস্থা

শায়খুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) যে সময় দুনিয়ায় আগমন করেন এ সময় বাগদাদ ছিল মুসলিম খিলাফতের প্রাণ কেন্দ্র। মিশরে ফাতিমীয় শাসন, আর খোরাসান শাসন করতেন সুলতান মাহমুদ গযনবী। (৩৮৮-৪২১হি:) সালজুকী, ঘোরী ও গযনী শাসকদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করেছিল। কখনো কখনো যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। এ মতানৈক্যের কারণে মুসলিম জাহান ছিল সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল। অন্যদিকে আবুল-হাসান আশ'আরীর,[২৩] মতবাদ, মু'তাযিলা,[২৪] মাতুরিদিয়্যা,[২৫] হানাফী, শাফে'য়ী, হাম্বালী, মালিকী, জাবরিয়া, কাদরিয়া[২৬] সহ বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে আকীদাগত বিভেদ চরম আকার ধারণ করেছিল। এমনকি একদল অপর দলকে কাফির, যিন্দিক ইত্যাদী পদবাচ্যে আখ্যা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করতো না, আবার সূফীগণের মধ্যে আল্লাহর মা'রিফাত, সাইর ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে ভ্রমণ) সাইর ফিল্লাহ (আল্লাহতে ভ্রমণ) কাশফ মুকাশাফার (রহস্য উদঘাটন, অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে দেখা ও উপলব্ধিকরা) চর্চা এতই তীব্র ছিল যে, সাধারণ জনগণের চিন্তা চেতনায় এসব বিষয় নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় দেখা দেয়।

---

২২ আল-মুনজিদ ফিল-আলাম, পৃ. ৭২৮

২৩ আবুল-হাসান আলী ইবন ইসমাঈল আল-আশআরী (র.) ২৬০ হি./৮৭৩ খ্রী. বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বছর মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্ববিদ আল-জুব্বাঈর বিশেষ ছাত্র ছিলেন। তাকদীরের মাসআলা নিয়ে ওস্তাদের সাথে মতবিরোধ হয়ে যায়। এ ছাড়া ইলমে হাদীসে ব্যাপক গবেষণা করে তিনি মু'তাযিলীদের মতবাদের অসারতা বুঝতে পারেন। তিনি মাকালাতু আল-ইসলামিয়্যীন গ্রন্থে তৎকালীন শীয়া, খাওয়ারিজ, মুরজিয়্যা, মু'তাযিলা, মুজাস্সামিয়্যা, জাহমিয়্যা, দিরারিয়্যা, নাজ্জারীয়্যা, বাকারিয়্যা সহ বাতিল মতবাদসমূহের আকীদা বিশ্বাসের ভুল প্রমাণ করে আহলুস সুন্নাতু ওয়াল জামা'আতের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের অনন্য সাধারণ খেদমত করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ও বাহাস বিতর্কের ফলে বাতিল মতবাদ দূরীভূত হয়ে যে সঠিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তা-ই পরবর্তীতে আশ'আরীয় মতবাদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তিনি হিজরী ৩৩০ মোতাবেক ৯৪১ খ্রী. ইন্তেকাল করেন (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-ই.ফাঃ পৃ. ৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

২৪ মু'তাযিলা ঃ যে ধর্ম তাত্ত্বিক দল ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তিমূলক মতবাদকে সর্বপ্রধান সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার নাম। উমাইয়্যা খলিফা হিশাম ও তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে (১০৫-১৩১/৭২৩-৭৪৮) 'ওয়াসিল ইবন আতা' ও আমর ইবন উবায়দ নামক বসরার দুই পন্ডিত ব্যক্তি এ দলের প্রতিষ্ঠাতা। কবিরা গুনাহকারী জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে এ নিয়ে 'ইমাম হাসান বসরী' (র.) কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তাদের শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে যাবে। খারেজীদের আকীদা ছিল তারা জাহান্নামে যাবে। ওয়াসিল ইবন আতা দাঁড়িয়ে বললেন : (منزلة بين المنزلتين) "না হুজুর এরা জান্নাতে যাবে না, জাহান্নামেও যাবে না বরং উভয়ের মাঝে অবস্থান করবে।" তার মত শুনে ইমাম হাসান বসরী (র.) বললেন : (اعتزل عنا) 'ই'তাযিল আন্না' 'আমাদের মজলিস থেকে বের হয়ে যাও', এরপর সে বের হয়ে এসে নতুন মতবাদ প্রচার করলে পরবর্তীতে এ দল মু'তাযিলা ফিরকা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল মুনিয়া গ্রন্থকার শরহে আল মিলাল ওয়ান নাহাল গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেন : ওয়াসিল ইবনে আতা তাঁর ওস্তাদ হাসান বসরীকে লক্ষ্য করে বলেন, انا لا اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولاكافر مطلقا بل هوفى منزلة بين المنزلتين، لامؤمن ولاكافر ثم قام واعتزل الى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ماأجاب به على جماعة من اصحاب الحسن. فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمى هوواصحابه معتزلة "আমি এ কথা বলছি না যে, কবিরা গুনাহ' সম্পাদনকারী সাধারণ মু'মিন বা সাধারণ কাফির বরং সে মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়। উভয়ের মধ্যেখানে অবস্থান করছে। এ কথা বলে মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে তার কিছু সাথী-সঙ্গী নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, (اعتزل عنا) আমাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। তারপর ওয়াসিল এবং তার সাথীরা মু'তাযিলা নামে নিজেদেরকে পরিচিত করে। (আল মুনিয়া ওয়াল আমাল ফী শরহিল মিলাল ওয়ান নাহাল কৃত আল মাহাদি লিদিনিল্লাহ আহমাদ ইবন ইয়াহিয়া আল ইয়ামানী (মৃ. ৮৪০ হি.), প্রকাশ ১৯৮৮, মুয়াসসাসা আল কিতাব আস সাকাফা, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-২, পৃ. ২০৯ আল বাগদাদী, কিতাবুল ফারাক-কায়রো, ১৯১০, পৃ. ৯৩-১৮৯)

২৫ মাতুরিদিয়্যা ঃ ইমাম আবু মানসুর মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ আল হানাফী আল মাতুরীদী আস্‌সামারকানদী (র.) ইলমুল-কালামের মাতুরীদী শাখার প্রধান। মাতুরীদ বা মাতুরীত সামারকান্দের একটি গ্রামের নাম। ততকালীন মু'তাযিলা ফিরকাসহ বাতিল মতবাদসমূহ খন্ডন করে যে তিনজন বিখ্যাত মনীষী কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে ইসলামী আকাঈদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তারা ছিলেন ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী (র.) (মৃ. ৩৩০/৯৪১) আল্লামা মাতুরীদী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪) এবং ইমাম আত্‌তাহাবী (মৃ. ৩২১/৯৩৩)। ইমাম মাতুরীদী বিরচিত 'কিতাবুততাওহীদ', 'কিতাবুল মাকালাত', কিতাবুর রাদ্দি আওয়াইলিল আদিল্লা লি আল-কাবী, কিতাবু বায়ানি ওয়াহমিল-মু' তাযিলা, তা'বীলাতু আহলিস্‌ সুন্নাহ গ্রন্থ সকল ভ্রান্ত মতবাদের জাল ছিন্ন করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ই.ফা. পৃ. ১৩৭-১৩৮, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশ ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অস্থিরতা, আকীদাগত দ্বন্দ্ব, আধ্যাত্মিক ময়দানে দুর্ভেদ্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের। আল্লাহ তায়ালা সে প্রয়োজন পূরণের জন্যই পাঠিয়েছিলেন শায়খুল ইসলাম পীরে হেরাতকে।[২৭] পীরে হেরাত সত্যই বিক্ষুব্ধ দুনিয়ায় বসন্তের আগমনের মতই বসন্তকালেই আগমন করেন। তিনি নিজেই বলেন :

من ربیعی ام و در وقت بهارزاده م و بهاررا سخت دوست دارم آفتاب بهفدهم درجه نور بوده است که من زاده ام هرگاه که آفتاب بدانجارسید سال من تمام گردد. آن میانه ی بهار بود وقت گل و ریاحین.

"আমি বাসন্তী" বসন্তকালে জন্মেছি, বসন্তকে অত্যন্ত ভালবাসি, আমার জন্মের সময় সূর্যের তাপ ১৭ ডিগ্রী ছিল। প্রতি বছর সূর্যের তাপ ঐ ডিগ্রীতে পৌছলে আমার জীবনের বছর পূর্তি হয়। এ সময়টি ছিল বসন্তের মাঝামাঝি অবস্থা যেসময় ফুল আর কলি ফুটতে থাকে।"[২৮]

শায়খুল ইসলাম দুনিয়ার মুখ দেখেই হেরাতের সম্ভ্রান্ত ও পরহিযগার মা জননীর সান্নিধ্যে ইলম ও প্রজ্ঞার পরিবেশে বড় হতে থাকেন। শৈশব কালেই তার চেহারায় বুযর্গীর চিহ্ন ফুটে উঠে। তিনি নিজেই বলেন : অতি শৈশবে আমাকে যমানার শ্রেষ্ঠ ওলী ও আত্মীয় হযরত আবূ আসিম (র.) এর কাছে নেয়া হল, তিনি আমাকে রুটি ও মাখন খেতে দিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলেন, আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী একজন উঁচু পর্যায়ের ওলী ছিলেন। তিনি বললেন ঃ

---

২৬ কাদারিয়্যা ঃ আকীদা সম্পর্কে বিশেষ মতবাদ পোষণ করে এমন একটি দলের নাম। ইসলামের প্রথম যুগে মু'তাযিলীগণকেও এই নামে কখনও অভিহিত করা হয়। হাসান বসরী (র.) (মৃ. ৭২৮ খৃ.) এর শিষ্যদের মধ্যে তাকদীরের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার সাথে বসরাতে এই দলের উদ্ভব হয়। অদৃষ্টবাদ ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে পর পর বিরোধী মত পোষণের ফলে জাবারিয়্যা ও কাদারিয়্যা নামে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। জাবারিয়্যার মতে মানুষের ইচ্ছা বা কর্মের স্বাধীনতা নেই, আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। এই দলের বিপরীত কাদারিয়্যা দলের মত হলো মন্দ ইচ্ছা ও কর্মের সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। এর সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে। আল্লাহ্ মানুষকে কিছু করা না করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশ জুন, ১৯৯৫, রবিউল আউয়াল ১৪২২, সং ৪র্থ, পৃ. ২৭৫)

২৭ অধ্যাপক জালাল উদ্দীন হুমায়ী, গাযযালী নামে, (غزالی نامه), (তেহরান ঃ প্রকাশনা সংস্থা, তেহরান, ফার্সী সাল, ১৩১৮, খ্রী. ১৯৩৯), সং-২, পৃ. ৪০-৭৫

২৮ কাসিম আনসারী, সদ ময়দান, পৃ. ভূমিকা-৫

Dhaka University Institutional Repository

پیر من یعنی حضرت خضر علیه السلام عبداللّه را دیدگفت وی کیست؟ گفتم فلان کس است گفت از مشرق تا مغرب همه جهان از وی پر شود یعنی از آوازه ی وی

---

২৯ হযরত খিযির (আ.), হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পূর্বে বর্তমান ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় সুস্তারে জন্মগ্রহণ করেন। আজও ইরানের সুস্তারে মাওলাদে খিযির নামক টাওয়ার বিদ্যমান রয়েছে। হযরত খিযিরের নাম বেলিয়া ইবন মালাকান। বংশ নিম্নরূপ : بلیابن ملکان بن فالغ بن عابربن شالخ بن ارفخشدبن سام بن نوح (ع.) বিলইয়া ইবন মালকান ইবন ফালিগ ইবন আবির ইবন শালিখ ইবন আরফাখশাদ ইবন সাম ইবন নূহ (আ.) আবদুল্লাহ ইবনে সাওযাব বলেন : الخضر ولد فارس খিযির পারস্যের সন্তান। তার নাম খিযির কেন হলো এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন : انما سمی خضر خضرا لانه قعد علی فروة بیضاء فاحتزت به خضراء. নিশ্চয়ই খিযিরকে খিযির এই জন্য নাম রাখা হয়েছে কেননা তিনি শুভ্র শুষ্ক তৃণের উপর বসার পর তা সবুজ রং ধারণ করে। (তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.) দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী, ১৯৮৮ইং), পৃ. ২২৫।) আল্লামা আলায়ী (র.) সুরাতুল কাহফ এর তাফসীরে লিখেন : اسم الخضر خضربن عامیل খিযিরের নাম খিযির ইবনে আমীল। (নুযহাতুল মাজালিস, আল্লামা আবদুর রহমান সফুরী (র.) দারুল ইমান, দামেস্ক, সিরিয়া, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫৬।) হযরত আনাছ বিন মালেক (রা.) বলেন : رایت شیخا یقول اللهم اجعلنی من امة محمد فقلت من انت قال الخضر আমি একজন বৃদ্ধলোককে দোয়া করতে দেখেছি এই বলে : হে আল্লাহ আমাকে উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর। আমি বললাম আপনি কে, তিনি বললেন, আমি খিযির (আ.)। (নুযহাতুল মাজালিস প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫৬ আল্লামা আলায়ী লিখেন : والخضر والالیاس باقیان الی یوم القیامة والخضر یدور فی البحار ویهدی من ضل فیها والالیاس یدور فی الجبال یهدی من ضل فیها. খিযির (আ.) এবং ইলিয়াস (আ.) কিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত থাকবেন। খিযির (আ.) সমুদ্রে ঘুরাফেরা করেন এবং সমুদ্রে পথহারাদেরকে পথ দেখান। ইলিয়াস (আ.) পাহাড়ে ঘুরাফেরা করেন এবং পথহারাদেরকে পথ দেখান। আল্লামা ইয়াফেয়ী রাওদুর রিয়াহী গ্রন্থে লিখেন : کنت جا لسابیت المقدس بعد عصر الجمعة فرایت رجلان احد هما فیه خلقنا والاخر طویل وعرض وجهه زاع فقلت من انتم قالاانا الخضر و هذا الیاس من صلی العصر یوم الجمعه تم استقبل القبلة ثم قال یا الله یار حمان حتی تغیب الشمس لم یسئل الله شیئا الا عطاه فقلت بالخضر ما طعا مك قال الكر فش والكماة وعن النبی صلی الله علیه و سلم : ان اخی الخضر والالیاس یجتمعان فی كل عام و یشر بان من زمزم شربة فتخفیهما الی كابن و طعما مهما علی الكرفش. (নুযহাতুল মাজালিস, প্রথম খন্ড, পৃ. ১০৩।) হযরত খিযির (আ.)-এর হায়াত নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা ইবনে সালাহ (র.) তার ফতুয়া গ্রন্থে বলেন : هوحی عند جما هیر العلماء والصالحین তিনি জীবিত, বেশী সংখ্যক আলিম ও ওলীগণের এটাই মত। আল্লামা ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন : ان الخضر باق الی ان یرث الله الارض ومن علیها. নিশ্চয় খিযির জীবিত যতদিন আল্লাহ এ পৃথিবী ও তার মধ্যাস্থিত বস্তুকে টিকিয়ে রাখবেন। আল্লামা আমর ইবনে দীনার (র.) বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

"আমার পীর অর্থাৎ হযরত খিযির আলাইহিস সালাম[২৯] আবদুল্লাহকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন : 'এ ছেলে কে?' বললাম : এতো আবদুল্লাহ, তিনি বললেন : 'প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য তথা গোটা বিশ্ব তার নাম যশ ও সম্মানে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।'

হযরত খিযির (আ) এর কথা শুনে ঐ ভদ্রমহিলা বললেন :

نه پدر داند که او کیست و نا مادر؛ وی چنان شود که در همه روی زمین کس از وی مه نبود.

الخضر والالياس حيان مادام القران فى الارض فاذا رفع القران ماتا. খিযির এবং ইলিয়াস দু'জন ততদিন জীবিত থাকবে। যতদিন কুরআন পৃথিবীতে থাকবে। আর যখন কুরআন উঠে যাবে তারাও ইন্তেকাল করবেন। আল্লামা আবু হাতেম সহল ইবনে মুহাম্মদ সিজিস্তানী (র.) বলেন : আমি আমার ওস্তাদকে বলতে শুনেছি : ان اطول بنى ادم عمرا الخضر و اسمه خضر بن قابيل بن ادم. যানি আদমের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী খিযির। তার নামই হলো খিযির ইবন কাবিল ইবনে আদম (আ.)। আল্লামা হাফিয ইবনে আসাকির (র.) বলেন : الخضر بن ادم عليه السلام. খিযির আদম (আ.)-এর এক সন্তানের নাম। তিনি ভিন্ন সূত্রে বলেন : عن سعيد ابن المسيب انه قال الخضرا مه رومية وابوه فارسى. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) বলেন : খিযিরের মা হলেন রূমীয় এবং পিতা হলেন পারস্যের। আল্লামা খাত্তাবী (র.) লিখেন : انما الخضر خضرا لحسنه واشراق وجهه. খিযিরকে খিযির এই জন্য নাম রাখা হয়েছে তার সৌন্দর্য ও চেহারায় ছিলো আলো ঝলমল। (আল বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ, ইবনু কাসির, তারিখে তাবারী আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র.)) ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন : عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله قال انما سمى الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هى تهتز من خلفه خضراء. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : খিযিরকে খিযির এই জন্যই নাম রাখা হয়েছে, তিনি যখন শুষ্ক সাদা ঘাসে বসতেন মুহূর্তেই তা পরিবর্তন হয়ে সবুজ ঘাসে পরিণত হতো। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, পৃ. ৬০) খিযির (আ.)-এর পিতা মালকান তৎকালীন যুগের নাম করা বাদশাহ ছিলেন। শৈশবকাল থেকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাকে সমুদ্রের দায়িত্ব দান করেন। কেউ পথ হারালে তাকে পথ দেখান। পানিতে কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়ান। আরিফ ও ওলীগণ খিযির (আ.)-কে তরিকতের স্থায়ী মুরশিদ মনে করেন। যিনি সালিকগণকে তরিকতের পথে পথ নির্দেশ করেন। কুরআনে বর্ণিত হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে খিযির (আ.) এর ঘটনা আল্লাহপ্রদত্ত ইলমে লাদুন্নী এবং মা'রিফাতের গোপন রহস্যময় জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছেন। (ফায়হাসে আসাতীর, ড. মুহাম্মদ জাফর ইয়াহেক্বী, সুরুশ প্রকাশনী, তেহরান, ১৩৬৯ ফার্সী সাল, খ্রী. ১৯৯০, পৃ. ১৮২-১৮৩)। হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে হযরত খিযির (আ.)-এর দুই সমুদ্রের মধ্য স্থানে সাক্ষাৎ হয়। তখন দেখা গেল একটি পাখি সমুদ্রে পানি পান করছে। হযরত খিযির (আ.) মুসা (আ.)-কে বললেন, আল্লাহতায়ালার জ্ঞানের তুলনায় আপনার জ্ঞানের পরিমাণ তেমনি অকিঞ্চিতকর, যেমনি সমুদ্রের তুলনায় পাখিটির ঠোঁটের পানি। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ৩৯৫।)

Dhaka University Institutional Repository

'তার পিতাও জানে না, এমন কি তার মাতাও জানে না, সে কোন পর্যায়ের, একদিন এমন হবে যে, এ পৃথিবীতে তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান আর কেউ থাকবে না ।[৩০]

০৫. জ্ঞান অর্জনে পীরে হেরাত

জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) একজন নারীর কাছে লেখাপড়া করেন। এরপর প্রাথমিক স্কুলে গমন করেন। তিনি নিজেই বলেন:

چون چهار ساله شدم مرا در دبیر ستان مالینی کردند و چون نه ساله شدم املاء می نوشتم از قاضی ابو منصور و از جاروذی

"চার বছর বয়সে আমাকে আমার পিতা মকতবে পাঠান, নয় বছর বয়সেই রাজ ফরমান লেখার যোগ্যতা অর্জন করি, এ সময়েই আমি কাযী আবু মানসূর ও জারূযীর বিচার ফয়সালার নথি লিখতে পারতাম।"

چون به نه سالگی رسیدم شعر خود میگفتم پسرکی از خویشان خواجه یحیی اعمار با من در دبیرستان بود. من بر بدیهه شعرهای تازی می گفتم و هر چیز که کودکان از من خواستند ی که در فلان معنی شعری بگوی بگفتمی زیاده از آنکه انکس خواسته بودی، وقتی آن پسر پدر خود را گفته بود که وی در هر معنی که خواهد شعر گوید. پدر وی فاضل بود گفت چون بدبیر ستان شوی از وی خواه که این بیت را تازی کند بیت این بود

روزی که بشادی گذرد روزهما نست.

و آن روز دگر روز بداند یشان است

'আমি নয় বছর বয়সেই অনর্গল কবিতা বলতে পারতাম। খাজা ইয়াহইয়া আ'মারের আত্মীয় একটি ছেলে স্কুলে আমার সাথে পড়তো। আমি তাকে মুখে মুখে কবিতা বলতাম, যেকোন ছেলেই আমার কাছে চাইত তার মনমত কবিতা রচনা করে দিতাম। ঐ ছেলেটি তার বাবার কাছে গিয়ে বললঃ 'আমার সহপাঠী অনর্গল কবিতা রচনা করে।' তার বাবা ছিল সুচতুর শিক্ষিত ব্যক্তি। ছেলেকে বলল : 'স্কুলে গেলে ছেলেটিকে বলবে আমার এই

৩০ আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র), পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

শ্লোকটি যেন আরবী কবিতায় রূপান্তরিত করে দেয়।' কবিতাটি ছিল ঃ

'আনন্দের দিন যেটি তাই তো আসল দিন,

ঐ দিন দুশ্চিন্তদের দুঃখের দিন।'

ছেলেটি এসে যখন তার বাবার এ কবিতার লাইন শোনালো, "আমি ততক্ষণাৎ আরবী ভাষায় বলে দিলাম ঃ

و يوم الفتى ما عاش فى مسرة.

وسائر يوم الشقاء عصيب

رم الوصل ما دمت السعادة فالدجى.

بتنفيص عيش الاكرمين رقيب

যুবকের দিন তো সেই দিন, থাকে যেদিন আনন্দে

দুর্ভাগার সকল দিনই যায় দুঃখে

সম্পর্ক রাখো যতক্ষণ সৌভাগ্য নিয়ে থাক

দুর্ভাগ্য সুখের জীবনের সাথী হয়েই থাকে।

ছেলেটি আরেকটি কবিতাংশ উল্লেখ করে বলল ঃ 'এ অংশটির' আরবী করো। লাইনটি ছিল ঃ

آب آيدباز در جوئى كى روزى رفته بود.

সময় হারিয়ে পানি আসল কুপে যখন আর এসেও লাভ নেই।

আমি সাথে সাথে আরবীতে বলে দিলাম ঃ

عهد نا الماء فى نهر و نرجوا كما زعموا رجوع الماء فيه

'পানি এমন সময় আসল নহরে, আশা করে ছিলাম এর আগেই পানি আসবে।'

ছাত্ররা আমাকে বলল ঃ 'কুলে আবূ আহমদ নামের ছেলেটি দেখতে খুবই সুন্দর। তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে একটি লাইন রচনা করো। আমি সাথে সাথে বলে উঠলাম ঃ

لابى احمد وجه قمراالليل غلامه . و له لحظ غزال رشق القلب سهامه

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

"বালক আবূ আহমদের চেহারা এমনই উজ্জ্বল, রাতের চাঁদ তার কাছে হেরে গেছে, মনের কোমলতায় হরিণ ছানার কোমলতা যেন অতি তুচ্ছ।"৩১

শৈশবে তিনি তার বিদুৎসাহী মা বাবার কাছেই প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। চার বছর বয়সেই তার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় ঘটে। নয় বছর বয়সে অনর্গল কবিতা রচনার ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি ছাত্র জীবনেই প্রাচীন ও আধুনিক আরবী কবিদের লক্ষাধিক কবিতার পংক্তি মুখস্ত করে ফেলেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

وقتی قیاس کردم که چند بیت یاد دارم از اشعار عرب هفتاد هزار بیش باد داشتم و در وقتی دیگر گفته است، من صد هزار بیت تازی از شعرای عرب چه متقدمان و چه متأخران بتفاریق یاد دارم.

'একবার হিসেব করে দেখলাম সত্তর হাজার আরবী কবিতা আমার স্মৃতিতে রয়েছে।' অন্যত্র তিনি বলেন : "আমি প্রাচীন ও আধুনিক আরব কবিদের একলক্ষ পংক্তি মুখস্ত করেছি।"৩২

স্মৃতিশক্তি ও লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

بامداد پگاه بمقری شد می بقرآن خواندن چون باز آمد می بدرس مشغول شدمی هرروزشش روی ورق بنوشتمی وازبرکردمي چون از درس فارغ گشتمی چاشتگاه با دیب شد می و همه روز بنوشتمی روزگار خودرا بخش کرده بودم چنانکه مراهیچ فراغت نبودی و از روزگار من هیچ بسرنیا مدی بلکه هنوز در باشی و بیشترروز بودی که تاپس نماز خفتن برنهار بودمی شب در چراغ حدیث می نوشتمی و فراغت نان خوردن نبودی مادر من نان پاره لقمه کرده بودی و در دهان من می نهادی درمیان نوشتن. حق سبحانه تعالی مراحفظی داده بود. که هرچه زیر قلم من گذشتی مرحفظ شدی.

"ভোরবেলায় কুরআন পড়তে মকতবে যেতাম, সেখান থেকে এসেই নিজের পড়ায় মশগুল হয়ে যেতাম। দৈনিক ছয় পৃষ্ঠা লিখতাম এবং মুখস্ত করে ফেলতাম। চাশতের সময় সাহিত্য পড়ার জন্য যেতাম, গোটা দিন লিখতাম। রাতদিন লেখা পড়ায় মশগুল থাকতাম। আমার বিশ্রামের সময় ছিল না। লেখাপড়া ছাড়া আমার জীবনের অন্যকোন কাজই ভাল লাগত না। সকাল থেকে ইশা নামায পর্যন্ত পড়ার টেবিলেই বসে থাকতাম। রুটি

---

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

Dhaka University Institutional Repository

খাওয়ার সময় পেতাম না। আমার মা জননী আমার মুখে রুটির টুকরা পুরে দিতেন আমি খেতাম আর লিখতাম। 'আল্লাহ সুবাহানুহু ওয়া তায়ালা আমাকে এমন মেধা ও মুখস্ত শক্তি দান করেছেন আমি যা কিছু লিখতাম, তা-ই আমার মুখস্ত হয়ে যেত।[৩৩] তিনি ১৪ বছর বয়সে তৎকালীন যুগে প্রচলিত বিষয়সমূহ যেমন আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইলমুত তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, কালাম ও দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৩৪]

০৬. জ্ঞান অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে খাজা আনসারী (র.)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) জ্ঞান অন্বেষণে তৎকালীন বিশ্বের প্রখ্যাত ওস্তাদগণের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

১। শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (র.) হেরাতে অবস্থানকালে সিস্তানের ইমামুল মুহাদ্দিসীন, প্রখ্যাত মুফাসসির, সুসাহিত্যিক, ওয়ায়িয, মুর্শিদে কামিল, হযরত ইয়াহইয়া ইবন আম্মার ইবন ইয়াহইয়া আশ-শায়বানী (মৃ. ৪২২ হি.) এর কাছে ইলমুল-হাদীসের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেন। এ ছাড়াও ইলমুত-তাফসীরের গূঢ়রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়ে ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন :

لوانی مارایته لما استطعت ان اطلق لسانی فی مجالس التذکیر و التفسیر

اگر من ویرا ندیدمی دهان باز ندانستمی کرد یعنی تفسیر قرآن

"এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য না পেলে আমার পক্ষে আল-কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে মুখ খোলাই সম্ভব হতো না।"[৩৫]

তিনি খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-কে উদ্দেশ্যে করে বলেন ঃ

ساعد و اعبدالله الانصاری و تلطفوامعه لانه یخرج منه رائحة الامام.

"আবদুল্লাহ আনসারী চেষ্টা চালাও" তিনি ছাত্রদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা তার সাথে উত্তম ব্যবহার করো কেননা তার মাঝে ইমাম হওয়ার সুবাস পাওয়া যায়।'

এ মহান উস্তাদ ইরানের শিরায থেকে হেরাতে এসে তরীকত পন্থীদেরকে শরীয়তের অনুশাসনের অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা চালান।[৩৬]

---

৩৩ ইমাম যাহাবী (র.), সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, খ. ১৭, পৃ. ৩৫০

৩৪ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, রাসায়েলে জা'মে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ভূমিকা-১৮

৩৫ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সুফিয়্যা, পৃ. ভূমিকা-১

৩৬ ইমাম যাহাবী (র.), সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, খ. ১৭, পৃ. ৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

২। হেরাতের বিচারপতি, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির শাফে'য়ী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ হযরত আবূ মানসূর মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল আযদী, আল হারাবী (র.) (মৃ. ৪১০)-এর সান্নিধ্যে এসে ইলমুত্-তাফসীরের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। এ মহান ব্যক্তিত্ব প্রায় ত্রিশ বছর বিচারপতির আসনে আসীন ছিলেন। গযনীর সুলতান মাহ্মূদ ছিলেন তার ভক্ত। সুলতান তাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন।

৩। শায়খে হেরাত হযরত আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল জারূদী আল হারাবী (র.) (মৃ. ৪১৩ হিজরী) ছিলেন রিজাল বা হাদীস শাস্ত্রে রাবীগণের জীবন ও কর্মের তথ্যজ্ঞান কুরআনিক বিজ্ঞান ও ইলমুল-হাদীসে বিশেষজ্ঞ। নিশাপুর, হামেদান ও বসরা এলাকায় হাজার হাজার ছাত্র তার জ্ঞান সমুদ্র থেকে তাদের জ্ঞান পিপাসা মিটাতে সক্ষম হন। খাজা আনসারী (র.) এ মহান ব্যক্তিত্বের বিশেষ যত্নে ইলমে হাদীসের সনদ, মতন ও গূঢ়রহস্য, কুরআনের তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ের খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন।[৩৭]

এই মহান শিক্ষকের ইন্তেকালের পর হযরত আল্লামা আবূবকর হায়েরী (র.) ছিলেন ততকালীন বিশ্বে সর্বজন মান্য আলিম। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র নিশাপুরে এ মহান শিক্ষক ইলমুল-কালাম তথা আকাঈদ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা দান করতেন। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) তার জ্ঞান-পিপাসা মিটানোর জন্য ৪১৭ হি. সনে ২১ বছর বয়সে নিশাপুরে গমণ করে এ মহান শিক্ষকের সাহচর্য লাভ করেন।[৩৮] ইলমুল-কালামের তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক জ্ঞানে অতি অল্প দিনে তিনি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। তিনি অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করার ফলেই পরবর্তীকালে ইলমুল-কালামের অতীব জটিল সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। মু'তাযিলা, মারজিয়্যা, কাদরিয়্যা, জাবরিয়্যাসহ বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে হককে প্রতিষ্ঠিত করে সমগ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম শায়খুল ইসলাম উপাধি লাভ করতে সক্ষম হন।[৩৯]

৫। হযরত আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইবন মূসা ইবন আল ফযল আস্‌সাইরাফী আন্‌নিশাপুরী (র.) (মৃ. ৪২১ হিজরী) ছিলেন নিশাপুরের খ্যাতনামা আলিম। এ মহান ওস্তাদের কাছে খাজা আনসারী (র.)

---

৩৭ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সূফিয়্যা, পৃ. ভূমিকা-১

৩৮ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, পৃ. ভূমিকা-১৮

৩৯ ইমাম যাহাবী (র.), আল'ইবার (العبر), খ. ২, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে হাদীস ও তাফসীয়ের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জ্ঞান অর্জন করেন।[৪০]

৬। হেরাত ও খোরাসানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ইলমুল হাদীসের ইমাম, রিজাল বিষয়ের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, হযরত আল্লামা আবূ ই'য়াকুব ইসহাক ইবন ইব্রাহিম ইবন মুহাম্মদ আল কেরাব আসসারাখসী আল হারাবী (র.) ছিলেন নিশাপুরের মধ্যমণি (মৃ. ৪২৯ হি.)। খাজা আনসারী (র.) এ মহান ওস্তাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে থেকে ইলমুল-হাদীস, তাফসীর, কালামসহ মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন।[৪১]

৭। শায়খ আবু আবদুল্লাহ ইবন বাকুইয়া আশ্ শিরাযী (র.)। খাজা আনসারী (র.) ছিলেন এ মহান ওস্তাদের বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি নিজেই বলেন ঃ

شیخ ابو عبداللّٰه بن با کویه الشیرازی سفرهای نیکوکرده بود و مشائخ جهان همه را دیده بود. حکایت بسیار داشت از ایشان من خود از او بانتخاب سی هزار حکایت نوشته ام و وسی هزار حدیث وی ملك بوده بهانه تصوف وازهمه علوم بانصیب ووی مرا تعظیم می داشت که کس رانمی داشت هرگه من پیش وی آمدمی برپای خاستی ومشائخ نیشابور راچون ابن ابوالخیر وجزاو برپای نمی خاست وفراست عظیم داشت .

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ ইবন বাকুইয়া আশ্‌শিরাযী (র.) বহু মোবারক সফর করেছেন। বিশ্বের পীর মাশায়িখ বুযর্গদের সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। বহু ঘটনা তিনি জানতেন। আমি তার বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে বাছাই করে ত্রিশ হাজার ঘটনা এবং তার বর্ণিত ত্রিশ হাজার হাদীস লিখেছি।[৪২]

তিনি ছিলেন ইলমে তাসাওউফের আবরণে শাহানশাহ! সকল দিকের জ্ঞানে ছিলেন অনন্য। তিনি আমাকে যে রূপ সম্মান করতেন অন্য কাউকে এরূপ সম্মান দেখাতেন না। আমি যখনই তাঁর খিদমতে হাজির হতাম, তিনি সম্মান দেখিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। নিশাপুরের পীর মাশায়িখগণের মধ্যে আবূ সা'ঈদ আবুল খায়ের (র) ছাড়া কারো সম্মানে তিনি দাঁড়াতেন না। তিনি বড় মাপের দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

---

৪০ ইমাম যাহাবী (র.) তাযকিয়াতুল হুফ্ফায, খ. ৩, পৃ : ১১০০

৪১ আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র), পৃ. ৩৩৮

৪২ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, রাসায়িলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ভূমিকা-১৮

Dhaka University Institutional Repository

৮। শায়খ আবূ আবদুল্লাহ তায়ী (র) (মৃ. পহেলা সফর ৪০৯ হি.) ছিলেন প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ। এ মহান ব্যক্তিত্ব থেকে খাজা আনসারী (র.) তিন শতাধিক হাদীসের সনদ লাভ করেন।[৪৩]

৪২৩ হিজরী সনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) বায়তুল্লাহ যিয়ারতে গমন করেন। ফেরার পথে কিছু দিন বাগদাদে অবস্থান করে, আবূ মুহাম্মদ খিলাল বাগদাদীর (র) (মৃ. হি. ৪৩৯) সান্নিধ্য লাভ করেন।[৪৪]

৯। হযরত শায়খ আবূ ইসমাঈল নসরাবাদী (র)

খাজা আনসারী (র) বলেন ঃ শায়খ আবূ ইসমাঈল নসরাবাদী (র) ছিলেন শায়খ আবুল কাসিম নসরাবাদীর ছোট ছেলে। তার কাছে আমি হাদীস শিখেছি। আর তার পিতার কাছ থেকে শিক্ষনীয় কাহিনী শুনেছি।[৪৫]

১০। শায়খ আমু আবুল আব্বাস নাহাওয়ান্দী (হি. ৩৪৯) ছিলেন বাবা ফারাগানী, আহমদনসর তালেগানী ও আবূ বকর ফালেযিয়ানের ছাত্র। ইলমুশ-শরীয়ত ও তরীকত উভয় জ্ঞানে তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। খাজা আনসারী (র.) বেশ কিছু দিন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে ইলমুশ-শরীয়ত ও তরীকত উভয় জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন।[৪৬]

১১। মুহাম্মদ ইবন ফযল ইবন মুহাম্মদ ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) যে সব ওস্তাদের কাছে ইলমুল-হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন শায়খ মুহাম্মদ ইবন ফযল ইবন মুহাম্মদ (র.) (মৃ. ৪০৯ হি.) ছিলেন তাদের অন্যতম।[৪৭]

এ সকল উস্তাদ ছাড়াও খাজা আনসারীর উথাপনের মধ্যে বেশরী, সাগযী, জাররাহী, মুহাম্মদ, রাশনী, আহমদ আলহাজা, আবূ সালমা বারুদী, আবূ আলী যারগার, আবূ আলী বুতাগার, ইসমাঈল দাববাস, এবং মুহাম্মদ আবূ হাফস কুরুনী (র.) সমাধিক প্রসিদ্ধ।

০৭. শিক্ষক হিসেবে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)

শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (র.) তার জীবনের বেশীর ভাগ অংশ জ্ঞান

---

৪৩ আবদুর রহমান জামী (র), পৃ. ৩৪৩

৪৪ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সুফিয়্যা, পৃ. ভূমিকা-১

৪৫ আব্দুর রহমান জামী (র), পৃ. ৩৪৩

৪৬ ড: মুহাম্মদ সাঈদ আবদুল মজীদ, শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ আনসারী হায়াতুহু ওয়া আরাউহু, পৃ. ২৭

৪৭ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, রাসায়েলে জামে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী হায়াবী, পৃ. ভূমিকা-১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিতরণে ব্যয় করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা যাহাবী (র.) লিখেন-

قضى شيخ الاسلام الانصارى عمره فى التدريس والتذ كير والارشاد و قديخرج عليه خلق كثير

শায়খুল ইসলাম আনসারী (র) তার জীবনটাই শিক্ষকতা, ওয়াজ নসিহত ও গণমানুষের পথ-নির্দেশনা দানে কাটিয়েছেন। তার সান্নিধ্যে এসে বহু জ্ঞানী মনীষী তাদের জ্ঞান পিপাসা মিটিয়েছেন।[৪৮]

শায়খ আবদুল আনসারী (রঃ)-এর বক্তব্যের ধরন সম্পর্কে

ড. যিয়া উদ্দিন সাজ্জাদী লিখেন ঃ

پیر هرات هنگامی که برای مرید ان سخن می گفت وحدیث و روایت وتفسیر املا می کرد-عادت داشت، که ان سخنان راموز ون بیا ورد وبا شعر درهم امیزد و نثررا هم مسجع سازد که بیشتر و بهتر در دلها نشیند به این جهت رسائل خوا جه عبد الله مسجع است واو در نثر مسجع فارسی پیشقدم دیگران از جمله سعدی است از این جهت فضل تقدم دارد واز عبارات مسجع او بعضی چنین است.

পীরে হেরাত যখন মুরীদগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন হাদীস ও বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আল-কুরআনের তাফসীর উদ্ধৃত করতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল বক্তব্য ছন্দবদ্ধ ও কবিতার ছন্দ মিশ্রিত বলা। গদ্য বলতেও তিনি ছন্দের ঝংকারে উপস্থাপন করতেন যাতে অন্তরসমূহে গেথে যায়। এ জন্যই খাজা আবদুল্লাহর রিসালাসমূহ ছন্দবদ্ধ। তিনি ফার্সী সাহিত্য ও ভাষায় ছন্দবদ্ধ গদ্য রচনায় শায়খ সা'দী (র.) থেকেও অগ্রণী ও বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। তার ছন্দ বদ্ধ গদ্যের নমুনা নিম্নরূপ ঃ

عقل گفت : من سبب كما لاتم، عشق گفت : نه من دربند خيا لاتم، عقل گفت : من مصرجا مع معمورم، عشق گفت : من پروا نه ديوا نهَ مخمورم.

আকল বলল ঃ আমি কারণ পূর্ণতায়।

প্রেম বলল ঃ আমি বন্দী নই খেয়াল খুশি যার।

---

৪৮ ইমাম যাহাবী (র.), আল ইবার (العبر), খ. ২, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

আকল বলল ঃ আমি মিশরের জামে মসজিদের দায়িত্বে

প্রেম বলল ঃ আমি মাদকাসক্ত পাগল পতঙ্গমাত্র ।[৪৯]

০৮. খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র

শায়খুল ইসলাম আনসারী (র.) এর শিক্ষকতার জীবনে ছাত্র সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। এর মধ্যে যারা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন তাদের কয়েকজন হলেন ঃ

* শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল আউয়াল ইবন ঈসা ইবনে শু'য়াইব আস্ সাজযী আল হারাবী (র)। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, আ'রিফ, যাহিদ, দীর্ঘ বিশ বছর শায়খুল ইসলামের সান্নিধ্যে থেকে তার খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। (মৃ ৫৫৩ হি.) বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৫০]

* ইমামুল মুহাদ্দিসীন, হাফিযে হাদীস, আল্লামা আবুল খায়ের আবদুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম। তিনি ইরানের ইস্ফাহানে অবস্থান করে ছিলেন। সেখানেই সমাহিত হন।[৫১]

* মসনাদুল হেরাত শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল জলীল ইবনে মনসুর ইবন ইসমাঈল আল হারাবী আলফামী (মৃ. ৫৬২ হি.) ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জ্ঞান তাপস। তাকে মসনদে হেরাত বলা হতো। হি. ৫৬২ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৫২]

এছাড়াও

* হযরত আবূল ফাত্হ আবদুল মালিক কায়রুখী (র)
* হযরত আবূ জা'ফর মুহাম্মদ সাইদালানী (র)
* হযরত আবু জা'ফর হাম্বল ইবন আলী আল-বুখারী (র)
* হযরত আবুল ফাখর জাফর কায়িনী (র)
* হযরত আবদুস্ সবুর ইবন আবদুস্ সালাম (র)
* হযরত হোসাইন আল-কাতবী (র)
* হযরত আহমদ কালানূসী (র)
* হযরত আবুল ফযল রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র)[৫৩]

সমধিক প্রসিদ্ধ।

---

৪৯ ড. সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন সাজ্জাদী-মুকাদ্দামায়ে মাবানীয়ে ইরফান ওয়া তাসাওউফ, পৃ. ৯৬

৫০ ইমাম যাহাবী (র.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ২০, পৃ. ৩০৩

৫১ ইমাম যাহাবী (র.) তাযাকিরাতুল হুফ্ফায, খ. ৪, পৃ. ১২৪৬

৫২ ইমাম যাহাবী (র.) সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, খ. ৩, পৃ. ২০

৫৩ কাসিম আনসারী, সদ ময়দান, পৃ. ভূমিকা-৭

Dhaka University Institutional Repository

০৯ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)-এর মাযহাব

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সম-সাময়িক দার্শনিক, আ'রিফ ও মনীষীগণ কোন না কোন প্রচলিত মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর সময়ে হেরাত এলাকার বেশীরভাগ লোকই ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। হাম্বলী মাযহাবের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদৃঢ় :

আল্লামা যাহাবী (র) লিখেন ঃ

وكان شديد الا نتصار والتعظيم لمذهب الامام احمد.

তিনি ছিলেন ইমাম আহমদের মাযহাবের কট্টর অনুসারী ও সম্মান প্রদর্শনকারী।

হাম্বলী মাযহাবের প্রশংসায় তিনি লিখেন ঃ

انا حنبلى ما حييت وان امت فوصيتى للناس ان يتحنبلوا.

'আমি হাম্বলী বেঁচে থাকলেও, আর মরে গেলেও, সকলের প্রতি আমার ওসিয়ত হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করবে।'[৫৪]

তিনি আরো বলেন :

اناحنبلى ما حييت وان امت فوصيتى ذاكم الى اخوانى

اذ دينه دينى ودينى دينه ماكنت امعه له دينان

'আমি বাঁচলেও আমি মরলেও হাম্বলী, আমার বন্ধুদের প্রতি ওসিয়তও তাই তার দ্বীনী পদ্ধতি আমারই, আমার দ্বীনী পদ্ধতি তারই পদ্ধতি, একই সূত্রে গাঁথা দু'জনার দ্বীনী পদ্ধতি দু'রকম হতে পারে না।[৫৫]

১০ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)-এর আকীদা

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে একজন খাটি সুন্নী মনীষী ছিলেন। ইসলামের মূল আকীদা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেসব বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখে ছিল খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা, লিখনী, ও প্রকাশ্যে প্রতিবাদের মাধ্যমে কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন ফিরকার বাতিল আকীদার জবাবে তার

---

৫৪ ইবনু খাল্লিকান ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান, পৃ. ৫৭

❑ ড. যাবীহ উল্লাহ সাফা, তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, পৃ. ২১৯

৫৫ ইবনু রাজাব হাম্বলী (র.), কিতাবুয যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা খ. ১, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

গণমুখী কর্মসূচী, খুরধার লিখনী, ভ্রান্ত আকীদার আপনোদনে সার্থক ভূমিকা পালন করেছে। সহী আকীদা প্রতিষ্ঠা ও বাতিলদের দাতভাঙ্গা জবাব দানে তার পদক্ষেপ ছিল অনন্য। শায়খ ইবন তাইমিয়া, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম,[৫৬] ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন রাজাব হাম্বালী[৫৭] (রাহিমাহুল্লাহ আনহুম) সহ হাজার হাজার আলিম খাজা আনসারী (র)-এর এ বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৫৮]

---

৫৬ ইবনুল কাইয়্যিম : শামসুদ্দিন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবুবকর ইবন আইয়ুব.....ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ (৬১৯-৭৫১) দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উছুলে ফিক্হ, আরবী ব্যাকরণ ও কালামশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিদ্যায় সমকালীন ইসলামী বিশ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন। ইবন রাজাব (র.) (৭৩৬-৭৯৫) বলেন ঃ 'আমি তাঁর চাইতে গভীর বিদ্যার অধিকারী এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনকারী আর কাউকে দেখিনি। একই মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে স্বীয় উস্তাদ ইবনু-তাইমিয়ার ন্যায় তাকেও কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে কয়েকদফায় জেল খাটতে হয়েছে। প্রাণপ্রিয় উস্তাদের শেষ কারা জীবনের তিনি স্বেচ্ছাসঙ্গী ছিলেন। উস্তাদের মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন তাঁর ইলমের যোগ্য উত্তরাধিকারী। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। যাদুল মা'আদ, সাওয়ায়িকুল মুরসালাহ, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়াহ প্রভৃতি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ। ইত্তিবায়ে সুন্নাহর উপরে লিখিত তার দীর্ঘকবিতা 'আল ক্বাছীদাতুন নূনিয়াহ' অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও জনপ্রিয়। তার ইন্তেকালের পর দামেস্কের বাবছগীর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়, (ইবন রাজাব, যিতাবুয যায়ল, ৪র্থ খন্ড পৃ: ৪৪৭-৫২; দাউদী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন ২য় খন্ড পৃ. ৯০-৯৩ ড. নজরুল ইসলাম খান)

৫৭ ইবন রাজাব হাম্বলী (র.) ঃ যায়নুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন শিহাব আদ্দীন আবুল-আব্বাস আহমদ ইবন রাজাব আসসালিমী আল-বাগদাদী আদ-দামেস্কী আল-হাম্বলী (র.) ৭০৬ হিজরী মতান্তরে ৭৩৬ হিজরী সালের ১৫ রবিউল আউওয়াল বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪৪ হিজরী সালে পিতার সাথে দামেস্কে গমন করেন। ৭৯৫ হিজরী সালে তিনি দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৩২ খানা অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'আযযায়ল আলা তাবাকাতিল হাম্বালিলা', ইবনে রাজাবের অমরকৃতী। এই গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) থেকে শুরু করে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত হাম্বলী আলিমগণের জীবন চরিত লিখিত হয়েছে। এছাড়াও শরহে জামি আবী ইসা আত্তিরমিযী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

৫৮ ইবনুল জাওযী, মাদারিজুস সালিকীন (مدارج السالكين), (লেবানন ঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, খ্রী. ১৯৮৮), সং ২য়, খ. ৩, পৃ. ৫২১

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম যাহাবী (র) বলেন ঃ

وكان سيفا مسلولا عن المخالفين و جذعا فى عين المتكلمين و طودا فى السنة لا يتزلزل و قد امتحن مرات

"তিনি ছিলেন বিরোধীদের জন্য খোলা ধারাল তরবারী, কালাম শাস্ত্র বিদগণের চক্ষুশুল, সুন্নাতের উপর এমন অবিচল পাহাড় যা টলে না, এসব ব্যাপারে তাঁকে বহুবার পরীক্ষা করা হয়েছে" ।[৫৯]

সহী আকীদা তুলে ধরার জন্য তিনি আকীদা সংক্রান্ত কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে 'আল-আরবাঈন ফি দালায়িলিত্ তাওহীদ' (الاربعين فى دلائل التوحيد) এবং 'যাম্মুলকালামি ওয়া আহলুহু' (ذم الكلام واهله) বাতিল ফেরকার ভিতকে নড়বড়ে করে দিয়েছে।

১১ নির্বাসনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)

সহী আকীদা প্রকাশ করায় তৎকালীন প্রশাসন ও দরবারী আলিমদের কোপানলে পতিত হয়ে তিনি বহুমুখী ক্ষতি ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। সহী আকীদা তুলে ধরায় তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাকে হেরাত থেকে বালখে নির্বাসন দেন। ইরানের প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা গুনাবাদী লিখেন ঃ

ووقتى كه به بلخ تبعيد شدان جلاوطن راحاصل خطائى پنداشته است كه نسبت به سجادهٔ شيخ ابوالحسن مرتكب شده است.

তিনি যখন বালখে নির্বাসিত হলেন এবং দেশান্তরের কারণ হিসেবে নিজের একটি ভুলকে দায়ী করেছেন যা শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.) এর নামাযের মুসাল্লার সাথে করে ছিলেন।[৬০] হযরত খারাকানী (র.)-এর নামাযের মুসাল্লার উপর তার পা পড়েছিল তিনি প্রথমে এ কাজকে ততটা গুরুত্ব দেননি। পরে বুঝে এসেছে বেআদবী হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক হুসাইন আহী লিখেন ঃ

---

৫৯ ইমাম যাহাবী (র.), তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ. ৩, পৃ. ১১৮৪

৬০ কাসিম আনসারী, সদ ময়দান, পৃ. ভূমিকা-৭

Dhaka University Institutional Repository

درنظا میه نیشاپور، امام الحرمین فقیه شافعی کلام اشعری وفقه شافعی می آموخت وخواجه درا نهنگام با علم کلام به مخالفت پرداخت وعلیه آن به تالیف کتاب همت گما شت بدین سبب با رها بقتلش کمر بستند تا آنجا که با فرمان خواجه نظام الملك طوسی، ان آن سامان، به دیا ری دیگر نفی بلد گردید.

নিশাপুরের নিযামিয়ায় শাফিয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত মনীষী ইমামুল হারামাইন (র.)-এর[৬১] কাছে আশা'আরী মতবাদ ও শাফিয় ফিকহ শিখেন। খাজা যখনই ইলমুল কালামে তাদেয় বিরোধিতা করেন এসব আকীদার বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেন, এজন্য বহুবারই তার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত খাজা নিযামুল মুলক তূসী (র.)-এর নির্দেশে ঐ এলাকা থেকে অন্যত্র নির্বাসন দেয়া হয়।[৬২]

এ প্রসঙ্গে ইরানের সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত **দানেশনামে আদাবে ফার্সী** (دانشنامه اداب فارسی) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

خواجه با مخالفان به سختی ستیز می کرد و بدین سبب بارها تبعید یا از مجلس گفتن منع شد. وی در روزگار مسعود یکم غزنوی (۴۲۱-۴۳۲ق) به تجسیم متهم شد، اما نخستین بار مخالفان در ۴۳۳ق بر وی شوریدند که بر اثر آن به شکیوان تبعیدش کردند و خواجه دو سال در آن جا به سربرد و در طی آن به نوشتن رسالاتی برضد مخالفان پرداخت. در بازگشت به هرات در مجالس خود تفسیر قرآن می کرد که باандك فترت هایی تا پایان زندگی وی ادامه داشت. در ۴۳۸ق بار دیگر مردم بر او شوریدند و این بار به پوشنگ تبعید شد. وی پنج ماه در آن شهر زندانی بود. سپس در

---

৬১ আল্লামা আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী (র.) কে ইমামুল হারামাইন বলা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা. বাংলাদেশ

৬২ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সুফিয়্যা, পৃ. ভূমিকা-১

Dhaka University Institutional Repository

مجالس درس تفسیر قرآن راپی گرفت. مخالفت او با معتزلیان و اشعریان از سوی آن ها بی پاسخ نمی ماند. در آغاز کار تفسیر در مجالس که عمیدالملک کندری حنفی بر سر کار بود و بر اشعریان و معتزلیان سخت می گرفت، خواجه با آسودگی خیال در هرات با آنان مبارزه کرد، اما با برافتادن عمید الملک در ٤٥٦ق مخالفان بار دیگر نیرو گرفتند و تا آنجا پیش رفتند که وی را به مناظره در محضر نظام الملک (..٤٨٥ق) دعوت کردند و خواجه به این بهانه که تنها در حدیث وقرآن مناظره خواهد کرد، از این کار دوری جست، تا این که دو سال بعد در ٤٥٨ق با پافشاری اشعریان و فرمان خواجه نظام الملک به بلخ تبعید شد.

'খাজা প্রতিপক্ষের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, এ জন্য তিনি বার বার নির্বাসনে অথবা মজলিসে বক্তৃতার উপর নিষেধাজ্ঞার শিকার হন। তিনি গযনীর সুলতান প্রথম মাস'উদ গযনবীর (৪২১-৪৩২ হি:) সময় আল্লাহর দেহ আছে এই মতাদর্শের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তবে প্রথমবার বিরোধীরা ৪৩২ হিজরী সনে তার উপর চড়াও হলে তাকে 'সিকিভান' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হয়। খাজা আনসারী (র) ওখানে দু' বছর অবস্থান করেন এবং বিরোধীদের বক্তব্যের জবাবে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। হেরাতে ফিরে এসে ধারবাহিকভাবে কুরআনের মজলিস অনুষ্ঠান করেন। এ ধারাবাহিক তাফসীর পেশ জীবনের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। ৪২৮ হিজরী সনে বিরোধী শক্তি আবার তার উপর চড়াও হয়। এবার প্রশাসন কর্তৃক 'পুশাঙ্গ' নামকস্থানে নির্বাসিত হন। তিনি পাঁচ মাস সে শহরে বন্দী ছিলেন। বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আবার আল-কুরআনের তাফসীর পেশ করতে থাকেন। মু'তাযিলা ও আশ'আরিয়া গ্রুপের বিরুদ্ধে তার বিরোধীতা বিফলে যায়নি। তাফসীর মজলিস শুরু করার সময় আমীদুল মুলক কান্দারী হানাফী ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি মু'তাযিলা ও আশ'আরী মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খাজা নির্বিঘ্নে হেরাতে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন। কিন্তু ৪৫৬ হি. সনে আমীদুল মালিক ক্ষমতা হারালে বিরোধীরা আবার সুযোগ পেয়ে যায়। তারা এতই অগ্রসর হয় যে নিযামুল-মুলকের উপস্থিতিতে সরাসরি বির্তকানুষ্ঠানের আহ্বান জানায়, শুধুমাত্র কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসের বিষয়ে বিতর্ক করবেন এ অযুহাতে খাজা আনসারী (র.) বিতর্ক থেকে বিরত থাকেন। এর দু'বছর পর ৪৫৮ হিজরী সনে আশ'আরীদের চাপের মুখে খাজা নিযামুল-মুলক কর্তৃক বালখে নির্বাসিত হন।[৬৩]

সুলতান, প্রধানমন্ত্রী বা কোন কর্মকর্তা বা দরবারী আলিমদের সাথে আপোষহীনতাই খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)-কে সম্মানের শীর্ষে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার বজ্রকণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য বহুবার তার প্রাণনাশের যড়যন্ত্র করা হয়। আল্লাহতায়ালা সকল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন।[৬৪]

আল্লামা ইবনুল জাওযী (র)[৬৫] লিখেন ঃ

كان شيخ الانصارى من ائمة اهل السنة و الجماعة و من اشد و اكبر الدعاة الى عقيدة السلف الصالح و من هذ المنطلق وقف عمره فى محاربة البدع و الضلالات العقيدية و السلوكيه التى اوج لها الفرق و الطوائف المناهضة لاهل السنة وا لجماعة ونشاهد مولفات شيخ الا سلام و اقواله على عقيدته السليمه من شبهات التعطيل والتشبيه والتكييف والتاويل.

"শায়খ আল-আনসারী ছিলেন আহলুস সুন্নাতওয়াল জামাআতের

---

৬৩ হোসাইন আনুশেহ, দানেশনামে আদাবে ফার্সী দার আফগানিস্তান, (তেহরান ঃ সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয় প্রকাশনা সংস্থা, ফার্সী সাল ১৩৭৮ খ্রী. ১৯৯৯) খ. ৩, পৃ. ৬৮১-৬৮৩

৬৪ আল্লামা আবদুর রহমান আল-জব্বার আল কাফী, তারিখে হেরাত (تاريخ هرات), তা. বি. খ. ১, পৃ. ৬৩

৬৫ ইবনুল জাওযী (র.) ঃ ইমাম আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আবুল ফারাজ জামালুদ্দীন আল ফারাশী আল-বাকরী ৫১০-৫৫৯/১১১৬-১২০০) বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ব পুরুষের মধ্যে জাফর নামক এক ব্যক্তি বসরার 'জাওযা' নামক মহল্লায় বসবাস করতেন। যার ফলে পরবর্তী বংশধরগণ এ নামে খ্যাতিলাভ করে। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, হাদীস বিশারদ ও প্রখ্যাত বক্তা। তার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ছিল ৩০০। যেমন মাদারিজুস্‌সালিকীন, আল মুনতাজাম ফী তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম, কিতাবু সিফাতিস সাফওয়া, তালবীসুল-ইবলিস, আল-মাওদুআতুল-কুবরা মিনাল আহাদিসিল মারফু'আত ইত্যাদি। এ মহান মনীষী ৫৯৭/১২০০ সনে ইন্তিকাল করেন। (সংক্ষিপ্ত ই.বি. কোষ ই.ফা. খ. ১, পৃ. ১৬২-১৬৩)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম ইমাম। সালাফে সালিহীনের আকীদা বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী বা আল্লাহর পথে আহবানকারী। এ কর্মধারায় তার গোটাজীবনই বিদ'আত, বিভিন্ন দল ও ফিরকার পক্ষ থেকে সৃষ্ট আহলে সুন্নতের খেলাফ আকীদা ও তরীকতের নামে তৈরী ভ্রান্ত আকীদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অতিবাহিত হয়। আমরা শায়খুল ইসলামের রচনাবলী ও বক্তৃতা ভাষণে সন্দেহের গলিতে বন্দী হওয়া, অস্পষ্টতা, ছলনা ও অমূলক ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সহী আকিদার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই।[৬৬]

সহী আকিদার সাথে সাথে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ছিলেন আহলে বাইতের একনিষ্ঠ ভক্ত। আওলাদে রাসূলগণের প্রতি তার ভক্তি ও তা'জীম তার মর্যাদাকে আরো উন্নত করেছে।[৬৭]

১২ শায়খুল ইসলাম উপাধী লাভ

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সমগ্রবিশ্বে সর্বপ্রথম শায়খুল ইসলাম উপাধী লাভ করেন।[৬৮] শায়খ শব্দের অর্থ 'আল মাহিরু ফি ফান্নিহি' বা (الماهر فى فنه) যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।[৬৯] যে সময় আরবী সাহিত্য, আল-কুরআনের তাফসীর, ইলমুল ফিকহ ও দর্শন নিয়ে এক শ্রেণীর আলিম সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অনন্য ভূমিকা পালন করছেন কিন্তু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন ইহসান তথা আধ্যাত্মিক দিককে কোন গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না, অপরদিকে আরেকদল ইলমুল মা'রিফতের বিধি-বিধানকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়ে মা'রিফত ও হাকীকতের নামে নিজেদের মতাদর্শ ও সুবিধামত বক্তব্য ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। মু'তাযিলা ফিরকা 'যুক্তিতে যা আসে না কুরআন হলেও মানিনা' এ ভ্রান্ত শ্লোগান তুলে শরীয়তকে যুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিল।

---

৬৬ আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.), মাদারিজুস সালিকীন, সং ২য়, খ. ৩, পৃ. ৫২১

❑ ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.), আল ইস্তেকামাতু (الاستقامة), (কায়রো ঃ কর্ডোবা ফাউন্ডেশন, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১০৪

৬৭ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, রাসাইলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হাম্বাবী, পৃ. ১৪

৬৮ আল্লামা ইবনু রাজাব হাম্বলী (র.), কিতাবুয যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, খ. ১, পৃ. ৬৪

৬৯ আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী, শরহে নুখবাতুল ফিকার (شرح نخبة الفكر), (ভারতঃ ফয়সল পাবলিকেশন্স, জামে মসজিদ, দেওবন্দ তা.বি.), পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

সারা দুনিয়ায় নতুন নতুন বিদ'আত মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। সরকারী দমননীতি, দরবারী আলিমদের দৌরাত্মের কারণে আলিম সমাজ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পতিত। এ জটিল পরিস্থিতিতে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) একদিকে তরীকত বিবর্জিত শরীয়তপন্থীদের অন্তঃসার শূন্যতা প্রমাণ করে তাদেরকে তরীকতের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন, অপরদিকে শরীয়ত বিবর্জিত তরীকত পন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদেরকে শরীয়তের গন্ডির সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। তার এ পদক্ষেপকে প্রথমত: ভণ্ড ও স্বার্থন্বেষী পীর-ফকিররা মেনে নিতে না পারলেও পরবর্তীতে তারাও শরীয়তের বিধি-বিধানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন। তরীকত বিবর্জিত শরীয়তপন্থীরাও তরীকতের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হন। মু'তাযিলা ফিরকাসহ যেসব ফিরকা যুক্তির উপর আল-কুরআনকে সীমাবদ্ধ রাখার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়, মহাসাগরসম আল-কুরআনকে একটি লোটার ভিতর আটকিয়ে রাখার যে অপচেষ্টায় মেতে উঠে খাজা আনসারী (র.) নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করলেন যে, আল-কুরআনের জ্ঞান ঐ পর্যায় থেকে শুরু হয় যেখানে এসে আকল তথা বুদ্ধি-বিবেকের জ্ঞান শেষ হয়। বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা, যুক্তি, তর্ক ও শরীয়তের নামে মা'রিফতকে উপেক্ষা, আবার মারিফতের নামে শরীয়তকে অবজ্ঞা করার প্রবণতারোধ, প্রশাসনের ছত্র-ছায়ায় ইসলামের মূল চেতনাকে বিলুপ্ত করার হীনচক্রান্তকে নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) যুগোপযুগী ও আপোষহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে সমগ্র দুনিয়ার ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, প্রখ্যাত ওলামা-মাশাইখগণের কেন্দ্রে পরিণত হন তিনি। সমগ্র দুনিয়ায় হক বাতিলের ফয়সালাকারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাসেম আনসারী লিখেন :

خواجه نظام الملك طوسی وزیر مقتدر ودا نشمند ملکشاه سلجو قی به وی ارادت داشت به امر المقتدی با لله (٤٦٧-٤٨٧هـ) به لقب شیخ الاسلام ملقب گردید

খাজা নিযামুল মুলক তুসী সালজুকী রাজত্বের প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী ও জ্ঞানী মনীষী ছিলেন। তিনি ছিলেন খাজার ভক্ত। বাগদাদের খলিফা **'আলমুকতাদির বিল্লাহর'** নির্দেশে তাঁকে শায়খুল ইসলাম (شیخ الاسلام)

Dhaka University Institutional Repository

উপাধীতে ভূষিত করেন।[৭০] তার পূর্বে এ উপাধী আর কেউ লাভ করেননি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক সুলতান হোসাইন তাবেন্দে গুণাবাদী বলেন :

خواجه درفروع مذهب و رعایت انها نیز تعصب زیاد داشته وبامر به معروف ونهی از منکر که لازمه شیخ الاسلامی است پرد اخته وگاهی خمخانه می شکسته و علمای اشعری و دیگر انراهم رنجا نیده وبا انها مخالفت میورزیده زیرا خودش تظاهر از معتزله خشمگین بوده وانان نیز چند مرتبه وسیله ازار او را فراهم ساختند. ولی ان وسائل موثرنشده واز عظمت وهمت خواجه نکاسته بلکه عظمت او نزد مردم روز آفزون بود.

"খাজা মাযহাবের খুটিনাটি বিষয়গুলো খুবই কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। শায়খুল ইসলাম উপাধী পাওয়ার পেছনে ছিল আমরুবিল মা'রূফ (امربالمعروف) সৎ কাজের আদেশ আর নাহি আনিল মুনকার (نهی عن منکر) বা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ। তিনি কখনো কখনো ভণ্ড পীরদের আস্তানা ভেঙ্গে খান খান করেছেন। আবার যুক্তিবাদী আশায়িরী গ্রুপের অনেক আকীদার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। আবার দেখা যায় মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদকে খণ্ডণ করে সঠিক আকীদা উপস্থাপন করেছেন। মু'তাযিলীগণ ক্ষমতার দাপটে তাঁকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা চালায়। নানা অপবাদ দিয়ে তার সম্মানে আঘাত হানার চেষ্টা চালালেও তার মর্যাদা ও গুরুত্ব এতটুকুও কমাতে সক্ষম হয়নি। বরং তাদের অপপ্রচারের ফলে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।"[৭১]

শরীয়ত বিবর্জিত তরীকত নিয়ে যারা খানকায় নিজেদেরকে সূফী হিসেবে পরিচয় দিত তাদেরকে বিদ'আতী ফতোয়া দিয়ে সমগ্র বিশ্বে এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তিনি। যে সমস্ত ওলী শরীয়তের ভিত্তিতে তরীকতের কাজ সম্পাদন করেন খাজা আনসারী (র.) তাদের দরবারে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। যেমন বিশ্ব বিখ্যাত ওলী শায়খ শাবস্তরী

---

৭০ কাসিম আনসারী, সদ ময়দান, পৃ. ৭

৭১ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, রাসাইলে জামে খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

(র) বলেন :

الاتا باخودی زنهار زنهار - عبارات شرعیت رانگهدار

'জেনে রাখ যতক্ষণ না নিজখুদীকে বিলীন করবে আর শরীয়তের বিধান মেনে চলবে ততক্ষন ওলী হওয়া যাবে না, শরীয়তের বিধান রক্ষা করো।' তিনি আরো বলেন :

شریعت پوست مغزا مدحقیقت

میان این وان باشد طریقت

'শরীয়ত দেহের চামড়া, ভেতরের মর্জা হল হাকীকত, আর এ উভয়কে নিয়েই তরীকত।'[৭২]

হাড়, মজ্জা উপরের চামড়া ছাড়া টিকে থাকতে পারে না আবার ভিতরের হাড় ও মজ্জা ছাড়া চামড়ার কোন মূল্য নেই। এ চামড়া কোন কাজ করতে পারে না।[৭৩]

এক কথায় বলা যায় খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ভ্রান্ত আকীদা ও শরীয়ত বিধ্বংসী মা'রিফত, আল-কুরআন বিধ্বংসী দর্শনের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হলে সমগ্র দুনিয়ার বিজ্ঞ আলিমগণ তাকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধীতে ভূষিত করেন। তেহরানের শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মুহসিন বিনা বলেন :

"ইসলামের ইতিহাসে খাজা আনসারী (র.)-এর মত ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব না ঘটলে যুক্তিবাদী ও বিভ্রান্ত দার্শনিক ও ভণ্ডপীর ফকিরদের দাপটে প্রকৃত ইসলাম হারিয়ে যেত। এক্ষেত্রে তিনি মুজাদ্দিদের ভূমিকা পালন করেন। এ অনন্য অবদানের জন্য দুনিয়ার সর্বপ্রথম **'শায়খুল ইসলাম'** উপাধী তার ক্ষেত্রে যথার্থ হয়েছে।"[৭৪]

খাজা আনসারী (র.) যে শায়খুল ইসলাম উপাধী প্রাপ্ত ছিলেন তার বর্ণনা

---

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ.-২৮

৭৩ প্রাগুক্ত

৭৪ রেডিও তেহরান, বাংলা অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি, ইউনেস্কো আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট, প্রকাশকাল ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৯। উল্লেখ্য রিপোর্টটি অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন কায়রোর আঞ্জুমানে লুগাতে আরাবীর অঙ্গ-সংগঠন 'আরব দেশসমূহের হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি সংস্থার পরিচালক 'সালাহউদ্দিন আল মুনাজ্জিদ' । মিশর থেকে প্রকাশিত খাজা আনসারী (র)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মানাযিলুস সাইরীন' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন :

عبد الله بن محمد الانصاری هروی متوفی ٤٨١ از علمای بزرگ اسلام است حنبلی بود- با اشعریان مخالفت می داشت ضمنایکی از شیوخ صوفیه بود و لقب شیخ الاسلام و خطیب الاعجم رایافت.

"আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আনসারী হারাবী (মৃ. ৪৮১ হি.) ইসলামের এক মহান আলিম ছিলেন। হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আশ'আরী মতবাদের সাথে তার বিরোধ ছিল সুস্পষ্ট। সাথে সাথে তিনি সূফীবাদের একটি তরীকার শায়খ (ইমাম) ছিলেন। তিনি 'শায়খুল ইসলাম' এবং 'খাতীবুল আ'যম' উপাধীতে ভূষিত ছিলেন।"[৭৫]

১৩ আধ্যাত্মিক সাধনায় খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)

শায়খুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) দ্বীনের মূল ও শাখা সমূহের পাবন্দিতে কঠোর ছিলেন। "আমরুবিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার" বা সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে কাউকে পরওয়া করতেন না। তাঁর এ আপোষহীন কার্যক্রম আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। শরীয়তের হুকুম আহকামসমূহ পালনই হলো তরীকতের মৌলিক ভিত্তি এ সত্য কথাটি সর্বত্র তিনি তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

شریعت همه حقیقت است و حقیقت همه شریعت و بنای حقیقت بر شریعت است و شریعت بی حقیقت بیکا راست و حقیقت بی شریعت بیکار و کار کنندگان جزازین دوبیکار است.

"শরীয়ত সবটাই হাকীকত, হাকীকত সবটাই শরীয়ত, হাকীকতের ভিত্তি

---

৭৫ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, মানাযিলুস সাইরীন (منازل السائرین), (মাওলা প্রকাশনী, তেহরান, ফার্সী সাল-১৩৬১, খ্রী. ১৯৮২) পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

হলো শরীয়ত, হাকীকতবিহীন শরীয়ত নিষ্ফল কাজ, আর শরীয়তবিহীন হাকীকতও তেমনি নিষ্ফল প্রচেষ্টামাত্র, এই দুপথের সমন্বয় ছাড়া যারা কাজ করে তাদের কাজের কোন মূল্য নেই।"[৭৬]

ইলমুল-মা'রিফাত সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

معرفت رافاش کردن دیوانگی است، کرا مات فروختن سبکی است، کرامت خریدن خری است، راستی کردن رستگاری است، تصرف در تصوف کافری است.

'মা'রিফাত প্রকাশ করা পাগলের কাজ, কারামত বিক্রি করা চপলতা মাত্র, কারামত ক্রয় করা গর্দভের কাজ, সঠিক কাজ করা সততার পরিচায়ক, তাসাওউফে হস্তক্ষেপ অবাধ্যতার শামিল।'[৭৭]

শরীয়ত ও তরীকতের পথিক নির্ণয় করে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) লিখেন ঃ

شریعت چراغست، حقیقت داغست-شریعت بنداست، حقیقت پنداست، شریعت نیازاست حقیقت ناز است- شریعت ارکان ظاهر است، حقیقت ارکان باطن است- شریعت بی دردی است، حقیقت بی خود یست.

"শরীয়ত বাতি, আর হাকীকত তার তাপ, শরীয়ত বন্ধন আর হাকীকত উপদেশ, শরীয়ত প্রয়োজন আর হাকীকত প্রেমপূর্ণ শিহরণ, শরীয়ত যাহিরী রোকন, আর হাকীকত বাতিনী স্তম্ভ, শরীয়ত কঠোরতা আর হাকীকত আত্মদান।[৭৮]

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) আরো বলেন :

چگویم که صوفی خود اوست چون صوفی اوباشد حلولی نباشد هرچه خود

---

৭৬ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী(র), সদ ময়দান, পৃ. ১৭

৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৮ নিজামুদ্দিন নূরী কুভনারী, দিবাচেয়ে বার মাবানী ইরফান ওয়া তাসাওউফ (دیباچه بر مبانی عرفان و تصوف) (ইরান, মাযান্দারান ঃ সোহাকী প্রকাশনী ফার্সী-১৩৭০, খ্রী. ১৯৯১), পৃ. ৩০৫

❑ ড. আলী ফাযিল : সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা সিরাজুস সায়িরীন, (سراج السائرین) আহমদ জাম-জিন্দাপীল (র.) (ইরান, মাশহাদ, : আস্তানে কুদস রাযাভী প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশ-১৩৬৮, খ্রী. ১৯৮৯), পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

رابا شد این حلول موحد رانیز باشد دراین مقام هرچه از ونشنوی ازخدا شنیده باشی.

"আলিম তার ইলমের মাধ্যমে অগ্রসর হয়, যাহিদ তার যুহ্‌দ নিয়ে উৎফুল্ল থাকে, সূফী সম্পর্কে কি আর বলব! সূফী তো সে-ই যে পূত: পবিত্রতায় বাহ্যিক আবরণের মতো থাকবে, ভেতরে ঢুকে একাকার হয়ে যাবে না যা নিজের মাঝে আছে। এই একক অস্তিত্ব একত্ববাদীদের মাঝে হবে এই মাকামে সে যা শুনবে আল্লাহর কণ্ঠ থেকেই শুনবে।"[৭৯]

সালজুকী রাজত্বের প্রধানমন্ত্রী খাজা নিযামুল মুলকের উদ্দেশ্যে নসিহত করে তিনি লিখেন ঃ

دررعایت دلهاکوش ودین به دنیا مفروش، هرکه این ده خصلت شعارخود سازد، دردنیا و آخرت کار خود سازد

باخدای به صدق

باخلق به انصاف

با نفس به قهر

با درویشان به لطف

با بزرگان به خدمت

با خردان به شفقت

بادوستان به نصیحت

بادشمنان به حلم

---

৭৯ আইনুল কুযাত হামেদানী, যুবদাতুল হাকাইক (زبدة الحقائق) সম্পাদনায় আকীক আইরান, তেহরান ইউনিভার্সিটি প্রকাশনা, তা.বি.), পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

باجاهلان به خاموشی

با عالمان به تواضع.

সবার মন যোগাতে চেষ্টা করো, দুনিয়ার পরিবর্তে দ্বীনকে বিক্রি করো না। যে কেউ এই দশটি বৈশিষ্ট ধারণ করবে দুনিয়া ও আখেরাতে সব কাজ সফল হবে। সে দশটি বৈশিষ্ট নিম্নরূপ :

১। আল্লাহর সাথে সততা।

২। সৃষ্টির সাথে ন্যায় ইনসাফ।

৩। নফস-প্রবৃত্তির প্রতি কঠোরতা।

৪। দরবেশদের প্রতি অনুগ্রহ।

৫। বুযর্গদের খেদমত।

৭। ছোটদের প্রতি স্নেহ।

৮। শত্রুদের সাথে সহিষ্ণুতা।

৯। মুর্খদের সাথে নিরবতা।

১০। আলিমদের সাথে বিনয়।[৮০]

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শরীয়তের ইলমে পাণ্ডিত্য অর্জন করেও জ্ঞান পিপাসা মিটাতে সক্ষম হননি। আল্লাহ প্রেমে বিভোর হয়ে প্রেমাস্পদকে পাওয়ার অদম্য আগ্রহ নিয়ে তিনি পথে প্রান্তরে, বন-বাদাড়ে ঘুরেছেন। যেখানেই কোন আল্লাহর ওলীর সন্ধান পেয়েছেন, সেখানেই ছুটেছেন অধীর আগ্রহ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন :

من خدمت بسیاری از مشائخ رسیده ام ولی چون از علوم صوری مقصود حقیقی نرسید دررشته تصوف واردگردید واز حضوربزرگان عرفان کسب

৮০ ব্রাটলাস, তাসাওউফ ও আদাবিয়াতে তাসাওউফ, ফার্সী অনুবাদ, সীরুস ইয়াযদী, (তেহরান ঃ আমীর কবির প্রকাশনী,) পৃ. ৪০২

❑ সদময়দান, পৃ. ভূমিকা-১১

Dhaka University Institutional Repository

فیض کرد وخدمت بسیا ری از مشائخ رسید ازجمله سلطان ابوسعید ابوالخیر ملاقت نموده ولی ار ادت بشیخ بزرگو ار ابوالحسن خرقانی داشته وازاو خرقه پوشیده است و خودش گفته که مشائخ من در حدیث وعلم وشرعیت بسیارند اما پیرمن درتصوف وحقیقت شیخ ابوالحسن خرقانی است و اگراو را ندید می کجا حقیقت دانستمی.

"আমি বহু শায়খের দরবারে ইলম অর্জনের জন্য হাযির হয়েছি। কিন্তু বাহ্যিক ইলমের দ্বারা হাকীকতের ইলম বা মহাসত্য উদঘাটনের জ্ঞান অর্জিত না হওয়ায় ইলমে তাসাওউফের পথে অগ্রসর হই। ইরফানের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত বহু বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভ করি এবং বহু বুযুর্গের খেদমতে হাযির হই। বিশেষ করে সুলতান আবু সাঈদ আবুল-খায়ির (র.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তবে মহান ওলী শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করি। তার খলীফা হিসেবে খিরকা লাভ করি। তিনি আরো বলেন :

হাদীস ও শরীয়তের ইলম শিক্ষা লাভের জন্য আমার শিক্ষক অনেক তবে তাসাওউফ ও হাকীকতের ক্ষেত্রে আমার পীর হলেন শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.) যদি তার সান্নিধ্য লাভ না করতাম হাকীকত কোথায় শিখতাম?[৮১]

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী এর প্রতিটি কথা ও লেখনী ছিল জ্ঞানগর্ভ ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তরীকতের জ্ঞান অর্জন করার অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর। সর্বপ্রথম তরীকতের ইলম দ্বারা আলোকিত হন তাঁর মহান পিতার কাছে। তার তরীকতের মুর্শীদ ছিলেন অনেক যেমনঃ

---

৮১ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, রাসাইলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ১৪

❑ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তাযকিরাতুল-আউলিয়া (تذکرة الاولیاء), (তেহরান ঃ যাওউয়ার প্রকাশনী, ফার্সী সাল-১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭.), সং ৫ম, পৃ. ৬৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১. শায়খ আবদুল্লাহ আত্তাকী (র)

(الشيخ عبدالله الطاقى رح)

মুহাম্মদ ইবন আল-ফযল ইবন মুহাম্মদ আত্তাকী আস্সীজিস্তানী আল-হারাবী (র) ছিলেন মূসা ইবন ইমরান জীরাপ্তী (র) এর খলীফা, ইলমুযযাহির ও ইলমুল-বাতিন উভয় ইলমে তিনি ছিলেন আল্লামা। শায়খুল ইসলাম বলেন ঃ

وی پیر منست واستاد من در اعتقاد حنبلیان.

'তিনি ছিলেন আমার পীর, আর হাম্বালী মাযহাব অবলম্বনের উস্তাদ। ৪১৬ হিজরী ১০ই সফর তিনি ইন্তেকাল করেন।'[৮২]

২। শায়খ আবুল হাসান বাশারী সাঞ্জরী (র)

(شیخ ابوالحسن بشری سنجری رح)

শায়খুল ইসলাম খাজা আনসারী (র) এ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেন :

وی از پیران من است

'তিনি আমার মুর্শীদগণের একজন।' আমি যত মুর্শীদের সান্নিধ্য লাভকরেছি তাদের মধ্যে তিনজন অন্যতম (১) খারাকানী (২) তাকী-এরা দু'জন অন্তর কেড়ে নেয়। (৩) আবুল হাসান বাশারী, তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব বুযর্গ সুফী।[৮৩]

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)-এর সমসাময়িক বিশ্ববিখ্যাত ওলীর সংখ্যা ছিল অনেক। প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ, যাদের খেদমতে খাজা আনসারী (র.) কিছু কিছু সময় থেকে ফায়িয ও বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন। তারা হলেন :

১. হযরত আবূ সা'ঈদ ফযলুল্লাহ ইবন আবুল খায়ের মেইহানী (র) (মৃ. হিঃ ৪৪০)। এ মহান মনীষীর খেদমতে কিছু দিন কাটান শায়খ আনসারী (র.)

---

৮২ আবদুর রহমান জামী (র), নুফহাতুল উন্স মিন হাযায়াতিল কুদস, পৃ. ৩৩৭

৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

২. হযরত শায়খ আবুল ক্বাসিম আবদুল কারীম কুশায়রী (র) (মৃ.-হি. ৪৬৫)।[৮৪]

৩. হযরত আলী ইবনে উসমান জালাবী হাজবিরী গযনবী (র)। (মৃ. ৪৫৬ হি.) বিখ্যাত গ্রন্থ কাশফুল মাহজুব গ্রন্থের প্রণেতা।[৮৫]

---

৮৪ কুশায়রী ঃ আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল-কুশায়রী (র.) ৩৮৬ হি. রবিউল আউয়াল মাসে ইরানের প্রাচীন ইস্তাওয়া বর্তমান কুচান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন, ইরানের নিশাপুরের জ্ঞান কেন্দ্র সমূহে আবু বকর মুহাম্মদ নুকানী (র.) (মৃঃ ৪২০), আবুল হোসাইন আহমদ ইবন আবু নসর আল খাফফাফ (মৃ ৩৯৫ হি:) ইমাম হাকিম (র.) (মৃ: ৪৬৫ হি:,) আবু নুয়াঈম আবদুল মালিক ইসফারায়িনী (র.) (মৃ: ৪০০ হি:) আবু আবদুল্লাহ বাকুইয়্যা শিরাযী (র) (মৃ: ৪২৮ হি:), সহ বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী মনীষীগণের কাছে উলূমুলকুরআন, হাদীস, ফিকহ, কালামসহ প্রচলিত ইলমসমূহে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইলমুল মা'রিফতের তার প্রধান মুরশিদ ছিলেন-আবু আলী দাককাক (র)-(মৃ: ৪০৫ হি.) তিনি তার মুর্শিদের কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করেন। তার বিরচিত 'রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা' ইলমুততরীকতের এক অনন্য গ্রন্থ। ৪৬৫ হি: ১৬ই রবিউল আউয়াল রবিবার ইমাম কুশায়রী (র.) ইন্তিকাল করেন। তাকে তার শ্বশুর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। (বাদীউজ্জামান ফরুজানফার, রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা, ভূমিকা-ইন্তেসারাতে ইলমী ও ফারহাঙ্গী পৃ: ৪৫ থেকে ৪৮)

৮৫ হাজবিরী ঃ আবুল হাসান আলী ইবন উসমান ইবন আবি আলী আলজুল্লাবী আল-হাজবিরী আল গযনবী (র) ওরফে দাতা গঞ্জেবখশ চতুর্থ হিজরীশতকের শেষভাগে গযনী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) পাকিস্তানের লাহোরে হযরত হাজবিরী (র) এর মাযার যিয়ারতে গেলে তার মাযারের সামনে দাড়িয়ে কাব্যিক ভাষায় বলেন-

گنج بخش هردوعالم مظهر نورخدا
كاملان راپير رهبر نا قصان راراهنما

'উভয় জাহানের দানের খনি খোদায়ী নূরের প্রকাশস্থান
কামিলগণের পীর নেতা নাকিসগণের পথের সন্ধান

তারপর থেকেই গাঞ্জেবখশ উপাধী প্রসিদ্ধি লাভ করে। খাজা দাতা গাঞ্জেবখশ হাজবিরী (র.) ফিকহের দিক থেকে হানাফী এবং তরীকতে জুনায়দীয়্যা তরীকার খিলাফত প্রাপ্ত মুর্শিদে কামিল ওলী ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক দারাশাকো বিরচিত সাফিনাতুল আউলিয়া (سفينة الاولياء) গ্রন্থে হযরত হাজবিরী (র) এর ইন্তিকাল ৪৫৬ হি: মতান্তরে ৪৬৪ হি: বলে উল্লেখ করেছেন। গবেষক সা'ঈদ নাফিসী ৪৬৪, ড: যাররীনকূব "আরযিশে মিরাসে সুফিয়্যা" গ্রন্থে মৃ: ৪৫০ হিঃ উল্লেখ করেছেন। হাজবিরী (র) এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ কাশফুল মাহযুব (كشف المحجوب) তার স্মৃতিকে চির অম্লান রেখেছে। এছাড়াও দিওয়ানে শে'র (ديوان شعر) ফানা ও বাকা (فناو بقا) শরহে কালামে হুসাইন মানসুর হাল্লাজ (شرح كلام حسين منصور حلاج) আল বয়ান লি আহালিল-আইয়ান (البيان لاهل العيان) আল-ঈমান (الايمان) আররিয়াইয়া বি হুকুকিল্লাতায়ালাহ (الرعاية بحقوق الله تعالى) কাশফুল-আসরার (كشف الاسرار) সহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। (কাশফুল মাহজুব, ভূমিকা কাসিম আনসারিয়ান, তেহরান তাহুরী প্রকাশনা, সং-৩, ১৩৭৩ ফার্সী সাল, খ্রী. ১৯৮৪), পৃ. ভূমিকা-৪-২৩)

Dhaka University Institutional Repository

৪. হযরত খাজা হাম্মাদ সারাখ্সী (র)

৫. হযরত শায়খ আবু আবদুল্লাহ বাকু (র)

৬. হযরত ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মমহান (র)

৭. হযরত কুতুবুদ্দিন মওদুদ চিশ্তী (র)

৮. হযরত শায়খ আবু আলী কারমাদী (র)

৯. খাজা ইয়াইইয়া ইবন আম্মার আশ্শায়্বানী (র)

১০. শায়খুল মাশায়িখ মাজদুদ্দীন আবুল ফতুহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-গাযযালী আত্তুসী (র.)

১১. আবু নসর তুরগুয়ী (র.)

১২. ফাকা আবুল-কাময় বুস্তী (র)

১৩. শায়খ আবুল-হাসান বুশরী (র)

১৪. শায়খ শরীফ হামযা উকাইলী (র)

১৫. শায়খ খাদারী (র)

১৬. শায়খ আহমদ জামী (র)

১৭. শায়খ আবু সালমা বাওয়ার (র)

১৮. শায়খ আবু- ইসলাম তারযী (র)

১৯. শায়খ আবু আবদুল্লাহ রোদবারী (র)

২০. শায়খ আবু আলী যারগার (র)

২১. শায়খ আহমদ কুফানী (র)

২২. শায়খ আবুল-হাসান নাজজার (র)

২৩. শায়খ আবু যারআ আরদাবেলী (র)

তবে সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত কুতুবে আযম হযরত শায়খ আবুল কাসিম গুরগানী (মৃ. ৪৫০) এবং আবু বকর ইবন আবদুল্লাহ তুসী নাসসাজ (র.) (মৃ. হি. ৪৮৭) এর সান্নিধ্যে থেকে খাজা আনসারী (র.) ইলমুল-মা'রিফাতের বিভিন্নমুখী জ্ঞান লাভে ধন্য হন।[৮৬]

---

৮৬ ড. যবীহ উল্লাহ সাফা-তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, পৃ. ২১৯

❑ হাজ্ব সুলতান হোসাইন তাবেন্দেহ গুনাহবাদী, রাসাইলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

শত শত বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভ করলেও খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর মুরীদ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন :

عبد الله مردی بود بیا با نی میرفت بطلب زندگانی ناگاه رسید به شیخ ابو الحسن خرقانی، دید چشمه آب زندگانی چند ان خورد که از خودگشت فانی، که نه عبد الله ماند و نه شیخ ابو الحسن خرقانی اگر چیزی مید انی من گنجی بودم نهانی-کلید اوشیخ ابوالحسن خرقانی.

"আবদুল্লাহ জীবনের অমৃত সুধা পানের জন্য মরুতে পাগলবেশে ঘুর্ণায়মান, হঠাৎ আবুল-হাসান খারাকানী (র.)-এর দরবারে পৌঁছে জীবনের অমৃত সুধার প্রস্রবন দেখতে পায়, তা থেকে অমৃত সুধা এতই পান করে যে তাতে নিজেকে এমনভাবে ফানা বা বিলীন করে যাতে না আবদুল্লাহ অবশিষ্ট থাকে, না শায়খ আবুল হাসান খারাকানী। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ছিলাম গোপন খনি, আর তার চাবি হলেন আবুল-হাসান খারাকানী।"[৮৭]

তিনি আরো বলেন :

چون خدمت شیخ رسیدم از صباح تاپیشین اقتباس نوراز مشکواة جمعیت او نمودم اگرتاشب صحبت برداشتی امر منعکس گشتی واو از من فیضگرفتی.

'যখন শায়খের খিদমতে পৌঁছলাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অস্তিত্বের নূরের ভাণ্ডার থেকে নূর গ্রহণ করলাম। রাতে যখন তার সাথে আলাপ করতাম এমনভাবে নূরের খেলা চলতো যেন তিনি আমা হতে ফায়িয গ্রহণ করছেন অর্থাৎ আমার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো।'[৮৮]

১৪ শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আল্লাহর ওলী হিসেবে সমগ্র বিশ্বে যে সব মনীষীর নাম অত্যন্ত ভক্তি ও

---

৮৭ আবদুর রাফী হাকীকত, পায়ামে যাহানীঈ ইরফানে ইরান (پیام جها نی عرفان ایران), (তেহরান ঃ কোমেশ প্রকাশনী), পৃ. ১৯৫

৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয়, যাদের নাম উচ্চারণ করতেই অন্তর কেঁপে উঠে, হযরত শায়খ আবুল-হাসান আলী বিন জা'ফর বিন সালমান মতান্তরে আলী বিন আহমদ খারাকানী (র.) তাদের অন্যতম। মুক্ত চিন্তা, আন্তর্জাতিক গণমুখী চেতনা, আধ্যাত্মিক সুউচ্চ চিন্তা চেতনায় হযরত খারাকানী (র) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যার আধ্যাত্মিক পরশে ধন্য হয়ে ছিলেন জগদবিখ্যাত আলিম, আরিফ, দার্শনিক, দুনিয়ার সর্ব প্রথম শায়খুল ইসলাম উপাধী প্রাপ্ত হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এবং বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, শায়খুর-রাইস আবূ আলী সিনা ওরফে ইবনে সিনা (র.) এবং ফার্সী ভাষার বিশ্ববিখ্যাত কবি নাসির খসরু কাবাদিয়ান (র)-সহ হাজারো জ্ঞানী মনীষী।

বর্তমান ইরানের সিমনান এবং প্রাচীন কুমেশ প্রদেশের বুস্তাম এলাকার খারাকান মহল্লায় হি. ৩১৫ মতান্তরে হি. ৩৫২ সনে হযরত খারাকানী (র.) জন্মগ্রহণ করেন।[৮৯]

বিশ্ববিখ্যাত আরিফ ও ওলীকুলশিরমনি শায়খ বায়েযীদ বুস্তামী (র) প্রতিবছর দেহেস্তানের বালুময় এলাকায় শহীদগনের মাযার যিয়ারতে যেতেন। এ যাত্রা পথেই ছিল খারাকান। তিনি যখনই খারাকানে পৌঁছতেন যাত্রা বিরতী দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিতেন। তাঁর মুরীদগন জিজ্ঞেস করতেন ঃ

شیخا ماهیچ بوی نمی شنویم

'হযরত আমরা তো কোন সুবাস পাচ্ছি না।'

হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (র) বললেন :

آری، کـه از این دیه دزدان بوی مـردی می شنوم-مـردی بود نام او علی وکنیت اوابوالحسن، به سه درجه ازمن پیش بود بارعیال کشد وکشت کند و درخت نشاند.

হ্যাঁ, এই চোরদের গ্রামে এমন একজন ব্যক্তির সুবাস পাচ্ছি। যার নাম হবে আলী, উপনাম আবুল-হাসান। আমার চেয়ে তার মর্যাদা তিন স্তর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবে। পরিবারের বোঝা বহন করবেন। কৃষিকাজ করবেন,

---

৮৯ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গাছ লাগাবেন ।[৯০]

হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (র) ইন্তেকাল করেন হি: ২৩৪ সনে, আর হযরত আবুল হাসান খারাকানী (র)-জন্ম গ্রহণ করেন হি: ৩৫১ বা ৩৫২ সনে। এতে দুজনার মধ্যে-১১৭ বা ১১৮ বছর পার্থক্য থাকলেও একজন মুকাররব দরজার ওলীর পক্ষে তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে এ ধরনের ভবিষ্যতবানী আদৌ অসম্ভব নয়।

হযরত খারাকানী (র) জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে কমপক্ষে ১২ বছর ইশার নামায খারাকানে জামা'য়াতে আদায় করে প্রায় ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (র)-এর মাযার মুবারকে গিয়ে হাজির হয়ে ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং যিয়ারত করে বলতেন-

بارخدایا از آن خلعت که بایزید را داده ای ابوالحسن را بوی ده.

"হে খোদা বায়যীদকে যে খিল্লত বা পদমর্যাদা দিয়েছ, আবুল হাসানকে তার সুবাস দান করো।[৯১]

এ দোয়া মুনাজাতের পর তিনি শেষ রাতে খারাকানের পথে ফিরে আসতেন এবং ফযরের নামায জামায়াতের সঙ্গে আদায় করতেন। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর বুস্তাম থেকে খারাকানের দীর্ঘ পথে পিছনের দিকে এসেছেন, কোন দিন বুস্তামের দিকে পিঠ দেন নি। বার বছর পর হযরত বায়েযীদ (র.) এর মাযার থেকে আওয়ায আসে :

ای ابوالحسن گاه ان آمد که بنشینی.

"হে আবুল-হাসান সময় এসে গেছে যে তোমাকে তরীকতের শায়খ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।" তিনি জবাব দেন ঃ

ای بایزید همی همتی بازدار که مردی امی ام واز شریعت چیزی نمی دانم وقرآن نیا موخته ام.

'হে বায়েযীদ এ ধরনের বড়কথা থেকে বিরত থাকো, আমি একজন উম্মী মানুষ। শরীয়ত সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না, আর কুরআন পড়াও শিখিনি। আওয়াজ আসল ঃ

---

৯০ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তাযকিরাতুল আউয়ালিয়া, পৃ. ৬৬১

৯১ আবদুর রাফী হাকীকত, পায়ামে যাহানীঈ ইরফানে ইরান, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

ای ابوالحسن آنچه مرا داده اند ازبرکات توبود.

'হে আবুল-হাসান আমাকে যা দেয়া হয়েছে তোমার বরকতেই দেয়া হয়েছে।'

শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র.) বললেন ঃ "আপনি তো আমার প্রায় দেড় শতাব্দী আগের।"

হযরত বায়েযীদ (র)[৯২] বলেন : হ্যা, তা ঠিক আছে। তবে

چون بخرقان گزرکرد می نوری دید می که از خرقان به آسمان برمیشدی و سی سال بود تا بخداوند بحاجتی درمانده بودم بسرندا کردند که ای بایزید بحرمت ان نور رابه شفیع آر تا حاجت برآید.

'যখন খারাকান অতিক্রম করতাম একটি নুর দেখতাম, যে খারাকান থেকে আকাশের দিকে উঠছে। ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহর দরবারে একটি হাজত পূরণের দোয়া করেছি তা পূরণ হয়নি। বারবার আবেদন করার পর আওয়াজ আসল ঃ হে বায়েযীদ ঐ নূরের উসিলা দিয়ে সে নূরকে সুপারিশকারী মেনে দোয়া করো তাতে তোমার কামনা বাসনা পূর্ণ হবে।' বললাম :

خداوندا آن نور کیست؟

"হে খোদা এই নূর কার?

জবাব আসল : এ নূর আমার এক খাছ বান্দার নূর, তার নাম হবে আবুল-হাসান। ঐ নূরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করো তাতে তোমার হাজত পূর্ণ হবে।

---

৯২ বায়েযীদ বুস্তামী (র.) ঃ সুলতানুল-আরিফীন আবু ইয়াযীদ তাইফুর ইবন ঈসা ইবন সরুশান বুস্তামী (র.) ১৩১ হিজরীতে ইরানের সিমনান প্রদেশের বুস্তামে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০৩ জন বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে বিভিন্নমুখী শিক্ষা লাভ করেন। হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (র.) ও ইমাম মূসা কাযিম (র.)-এর সান্নিধ্য লাভ করে ইলমুল মা'রিফতের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হন। **তাইফুরিয়া তরিকার** ইমাম ছিলেন তিনি। ২৩৪ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। আজও বুস্তামে এ মহান মনীষীর মাযার রয়েছে। (আবদুর রাফী হাকীকত সুলতানুল আরিফীন বায়েযীদ বুস্তামী, তেহরান, আরিয়েন প্রকাশনী, ফার্সী সাল, ১৩৬৬ খ্রী. ১৯৮৭) পৃ. ১৭-২২

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ খারাকানী (র.) বললেন ঃ বায়েযীদ আমাকে বললেন ঃ فاتحه آغازكن সূরাতুল-ফাতিহা থেকে পড়া শুরু করো। তার মাযার থেকে খারাকান পৌঁছা পর্যন্ত তার ফায়িয ও বরকতে গোটা আল-কুরআন আমার মুখস্ত হয়ে যায়।[৯৩]

মাওলানা রূমী (র.)[৯৪] বিখ্যাত গ্রন্থ মসনবী শরীফে এ ঘটনাকে ওহীয়ে

---

৯৩ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ. ৬৬১

৯৪ মাওলানা জালাল উদ্দিন রূমী (র.) ঃ রূমী তার কবিতার জন্য বিখ্যাত। তিনি কারো কাছে দরবেশ, কারো কাছে দার্শনিক, কারো কাছে প্রেমিক ছিলেন। ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও সুফীবাদের তিনি ছিলেন অতুলনীয় জ্ঞানের ভান্ডার। তার সময়কালে তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। ১২০৭ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর (৬০৪ হি.) তৎকালীন ইরানের বালখে (বর্তমান আফগানিস্তানে) জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম মুহাম্মদ। জালাল উদ্দিন তার উপাধি। মুহাম্মদ সুলতান বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ (র.) ছিলেন তার পিতা। মাওলানা রূমী (র.) মাতার দিক থেকে হযরত আলী (রা.) এর বংশধর ছিলেন। রূমী সমরকন্দের মাওলানা শরীফ উদ্দিন এর মেয়ে জাওহার খাতুনকে বিয়ে করেন। তার মৃত্যুর পর তিনি খাতুন কাওনাযী নামী এক মহিলাকে বিয়ে করেন। মঙ্গল শাসনকালে রূমী তার পরিবারের সাথে মুসলিম বিশ্বের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন ও মক্কাশরীফে পবিত্র হজব্রত পালন করেন। তার পিতার সাথে তিনি রূম রাজ্যের কৌনিয়াতে আসেন। তৎকালীন রুমের শাসক আলাউদ্দীন রূমীর পিতাকে এখানে আসতে আমন্ত্রণ জানান। তখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। রূমীকে এ শহরে রাখার জন্য আলাউদ্দীন ১টি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তার ৬৪ বৎসরের জীবনকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগ ছিল ১২০৭-১২৪৪ সাল পর্যন্ত। এ সময় তিনি বুরহান উদ্দীন মুহাক্কিক এর তত্ত্বাবধানে নিজেকে তৈরী করেছিলেন। তার আসল রূহানী শিক্ষক ও মুর্শিদ তাবরীযের হযরত শামস উদ্দীন তাবরীযী (র)। এখানে তার নতুন জীবন শুরু হয়। এটাই তার আসল জীবন ও ভালোবাসার জীবন। এই সময়কাল শেষ হয় ১২৬১ খৃষ্টাব্দে। রূমী তার মুর্শিদ শামসউদ্দীন তাবরীযীর (র)-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে সঙ্গীত, নৃত্য এবং কবিতার এক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 'দিওয়ান-ই শামস তাবরীযী। 'তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো 'মাসনবী-য়ে মা'নাবী'। আর একটি বিশেষ গ্রন্থ হলো 'ফিহি-মা ফিহি'। তার রচনায়, চিন্তায়, মননে, সাহিত্যের ভাব, ব্যঞ্জনা, মাধুর্য এবং অন্তর্নিহিত ভাবকে অন্য কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। রূমীর দিওয়ান হলো শুধুমাত্র গযলের সংকলন। রূমী কখনো কবি হতে চাইতেন না, তিনি কবি ছিলেনই। রূমী ১৬ ডিসেম্বর খ্রী. ১২৭৩-এ এই জগত ত্যাগ করে পরকালে চলে যান। তার মাযার মুবারক বর্তমান তুরস্কের কৌনিয়ায় অবস্থিত যা বিশ্ব মুসলিমের যিয়ারত কেন্দ্র। মাওঃ জালাল উদ্দিন রূমীর (র) এর মসনবী গ্রন্থ সম্পর্কে An introduction to Islamic Culture and Philosophy- গ্রন্থে Mr. S. Rahman লিখেন "His great work Masnovi is an epic literature and has been called the Persian & Quran Islamic Philosophy. (page No-220, pablic library, No 290/S 261).

Dhaka University Institutional Repository

দেল (وحی دل) অন্তরের ওহী আখ্যা দিয়ে বলেন ঃ

از پس آن سالها آمد پدید
بوالحسن بعد وفات بایزید
جمله خوبیهای او زامساك وجود
آن چنان آمدکه شه گفته بود
لوح محفوظست اورابیشوا
از چه محفوظ است محفوظ از خطا
نه نجومست ونه رمل است ونه خواب
وحی حق الله اعلم با لصواب
از پی روپوش عامه دربیان
وحی دل گویند آنرا صوفیان
وحی دل گیرش که منظر گاه اوست
چون خطا باشد؟ چودل اگاه اوست.

'বহু বছর পর ঘটনা বাস্তবে রূপ নিল
বায়েযীদের পর আবুল-হাসানের আগমন ঘটল,
তার অস্তিত্বের সকল সৌন্দর্য প্রকাশিত হল
ওলী কুল শিরমনি (বায়েযীদ) যেভাবে বলেছিল
তার এ দর্শন ছিল লাওহে মাহফুযের প্রতিবিম্ব।
এ মাহফুয (অন্তর) মাহফুয সকল পাপ থেকে সংরক্ষিত।
তার এই ভবিষ্যত বাণী জোতিষীদের গোনা নয়, নয়তো চৌতিশ

Dhaka University Institutional Repository

নয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী, (ইলহাম) নয় তা স্বপ্ন।

এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীয়ে দেল বা অন্তরের ওহী

অজানা থেকে যা সাধারণের সামনে প্রকাশ পায় বলে

সূফীগণ যাকে 'অহীয়ে দেল' বা অন্তরের অহী বলে থাকে

আত্মিক ওহী তার দেখার স্থান যতটুকু সবটাই দেখে

কি করে তার দেখা দৃশ্য ভুল হবে, দেল তো সবই জানে।[৯৫]

১৫ শায়খ খারাকানীর (র) এর সাথে দার্শনিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনসিনার (র.) এর সাক্ষাৎ

শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র.) এর সাথে বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী, দার্শনিক আবূ আলী সিনা (র) এর সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ। হযরত ফরিদউদ্দিন আত্তার (র) এ প্রসঙ্গে লিখেন :

نقلست که بوعلی سینا به آوا زه ی شیخ عزم خرقان کرد چون به اوتاق شیخ آمد شیخ به هیزم رفته بود، پرسید که شیخ کجاست؟ زنش گفت : آن زندیق کذاب راچه کنی؟ همچنین بسیار جفا گفت شیخ را که زنش منکر اوبودی، حالش چه بودی؟ بوعلی عزم صحرا کرد تا شیخ را بیند. شیخ را دید که همی آمد وخرواری درمنه برشیری نهاده، بوعلی از دست برفت-گفت : شیخا این چه حالست؟ گفت : آری تا مابا رچنان (ماده) گرگی نکشیم (یعنی زن) شیری با رما نکشد؟

"বর্ণিত আছে বুআলী সিনা শায়খের নাম-যশ শুনে খারাকান গেলেন। শায়খের বাড়ীতে পৌঁছলেন। শায়খ তখন লাকড়ী সংগ্রহে বের হলেন, জিজ্ঞেস করলেন : শায়খ কোথায়? তার স্ত্রী বলল : ঐ নাস্তিক মিথ্যুককে কি দরকার? এভাবে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল। শায়খের স্ত্রী শায়খকে সহ্যই করতে পারতো না, কি দুর্বিসহ অবস্থা! ইবন সিনা শায়খের খোঁজে

---

৯৫ মাওলানা রূমী (র) মসনবী শরীফ, (مثنوی شریف), (তেহরান ঃ ইন্তিশারাতে জাবিদান, ফা.সা. ১৩৬৪ খ্রী. ১৯৮৫), সং ৫, চতুর্থ দফতর

Dhaka University Institutional Repository

মাঠে গেলেন। শায়খকে দেখলেন-তার মাল সামান বাঘের পিঠে নিয়ে নিজেও বাঘের পিঠে আরোহন করে আসছেন। ইবন সিনা বিস্মিত হয়ে বললেন : 'হে শায়খ এ কি অবস্থা'! শায়খ বললেন, হ্যাঁ যদি আমি ঐ নারী নেকড়ের (স্ত্রীর) বোঝা বহন না করতাম বাঘও আমার বোঝা বহন করত না।" এরপর নিজের আস্তানায় ফিরে এলেন।

ইবন সিনা (র.) শায়খের কাছে বসলেন, বিভিন্নমুখী আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। কথায় ফাঁকে দেখলেন-শায়খ কিছু মাটি পানিতে মিশিয়ে দেয়াল নির্মাণের জন্য প্রস্তুত করছেন। এরপর কথাও চলছে কাজও চলছে। শায়খ দেয়ালের উপর উঠে গেলেন। হঠাৎ করে তার হাত থেকে বালতিটি নীচে পড়ে যায়। ইবন সিনা বসা থেকে উঠে এগিয়ে গেলেন ঐ বালতি শায়খের হাতে দিতে। ইবন সিনা বালতির কাছে যাওয়ার আগেই বালতিটি নিজে নিজেই উপরে উঠে শায়খের হাতে পৌছে যায়। ইবন সিনা এ ঘটনায় একেবারে বিস্মিত হয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেন। তার দার্শনিক মনে এ ঘটনা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয়। দর্শনের জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যে কোন সীমা নেই তা বুঝতে ইবন সিনার (র.)-এর দেরী হয়নি। তাইতো মনীষীগণ বলেন :

دانش علم وبینش عرفان

'জানাহলো জ্ঞান আর দেখা ও উপলব্ধি করা হল-ইরফান বা আধ্যাত্মিকতা'।[৯৬]

মাওলানা রূমী (র) এ ঘটনা বর্ণনা করে শায়খের উক্তি এভাবে ব্যক্ত করেন :

گرنه صبرم می کشیدی بارزن

کی کشیدی شیر نر پیکار من؟

---

৯৬ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তাযকিয়াতুল আউলিয়া, পৃ. ৬৬১

Dhaka University Institutional Repository

'ধৈর্য আমার এ নারীর বোঝা বহন করতে যদি অপারগ হত

বনের বায যি আমার দেহ তার পিঠে নিত।'[৯৭]

১৬ শায়খ আবুল হাসান খারাকানীর (র) দরবারে কবি নাসের খসরু (র.)

চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরী শতকের প্রখ্যাত কবি, লেখক, গবেষক ইসলামী চিন্তাবিদ কবি নাসের খসরু কাবাদিয়ান (র.) শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র.) এর খ্যাতি শুনে ইরানের মাযানদারান থেকে সফর করে খারাকানে পৌঁছেন। আমীর দৌলতশাহ ইবন আলাউদ্দৌলা সমরকান্দী (র) এ প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

'কবি নাসের খসরু কাবাদিয়ান মাযানদারান প্রদেশ থেকে খারাকান রওয়ানা হলেন। আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্র শায়খুল-মাশায়িখ আবুল-হাসান খারাকানী (র) তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে তার সাথী মুরীদগণকে বললেন:

فردامردی حجتی بدین شکل وصفت بدر خانقاه خواهدرسید اورا اعزاز واکرام نمائید واگرامتحانی از علوم ظاهر درمیان آورد بگوئید شیخ ما مردی دهقان وامی است وان شخص را پیش من آرید.

আগামীকাল একজন হুজ্জাতী (বাহ্যিক দলীল অন্বেষণকারী) এই সুরত ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি খানকার গেইটে আসবেন। তাকে ইজ্জত সম্মান দেখাবেন। যদি যাহেরী ইলম দিয়ে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চান তাকে বলে দেবেন আমাদের শায়খ একজন গ্রাম্য উম্মী মানুষ। তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

হাকীম নাসের খসরু খানকার গেইটে আসলে মুরীদ ও খাদেমগণ তাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা দিয়ে শায়খের সামনে হাজির করলেন-নাসের খসরু (র.) শায়খ খারাকানী (র.)কে দেখেই বললেন ঃ

ای شیخ بزرگوار میخواهم که از این قیل وقال درگذرم وپناه به اهل حال آورم.

"হে মহান শায়খ আমি চাই এসব মুখের কথা ও বুলি আওড়ানোর পথ

---

৯৭ মাওলানা রুমী (র) মসনবী শরীফ, (مثنوی شریف), চতুর্থ দপ্তর

Dhaka University Institutional Repository

পরিহার করব আর আহলে হাল যা আধ্যাত্মিক বিশেষ অবস্থার অধিকারীর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেব।"

শায়খ খারাকানী (র.) তার কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ

که ای ساده دل بیچا ره توچگو نه با من هم صحبتی توانی کرد که سالهاست اسیر عقل نا قص مانده ای؟ ومن اول روز که قدم بدرجهٔ مردان نهاده ام سه طلاق به این برگوشه ی چادر این مکاره بسته ام.

'হে সরল হৃদয়ের অধিকারী অসহায়! তুমি কিভাবে আমার সান্নিধ্যে থাকতে পারবে! যে, যুগের পর যুগ অপূর্ণাঙ্গ আকল বা বুদ্ধি বিবেকের কাছে বন্দি রয়েছো। আমি আধ্যাত্মিক জগতে প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হয়ে প্রথম দিনেই এই ধোকাবাজ মুখশ (আকল) কে তিন তালাক দিয়েছি।'

হাকীম খসরু (র.) বললেন ঃ

چگو نه شیخ را معلوم شدکه عقل ناقص است؟ بلکه "اول ما خلق الله العقل"-گفته اند.

শায়খ কিভাবে বুঝলেন যে, আকল অপূনাঙ্গ? বরং হাদীসে এসেছে "সর্ব প্রথম আল্লাহ আকলকে সৃষ্টি করেছেন"।

শায়খ তার জাবাবে বললেন ঃ

ای حکیم آن عقل انبیاء است-دلیری دران میدان مکن اما عقل نا قص، عقل تو و پورسینا است-که هرد و بدان مغرور شده اید و دلیل بر آن قصیده ایست که دوش گفته و پندا شته ای که گوهر کان کن فکان عقل است. غلط کرده ای، آن که گوهر عشق است.

'হে হাকীম ঐ আকল বলতে নবীগনের আকল বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে দুঃসাহস দেখিও না। আর অপূর্ণাঙ্গ আকল বলতে তোমার ও ইবন সিনার আকলের কথা বলছি। তোমরা দু'জনই এই আকলের গর্বে বিভোর হয়ে গেছ। এর দলীল হল ঐ কাসীদা যাতে বলা হয়েছে এবং দর্শন পেশ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ হল আকল। এটা ভুল করেছ, সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ হল ইশক বা প্রেম।'

একথা বলেই শায়খ খারাকানী (র.) হাকীম খসরু (র) রচিত কাসীদার একটু অংশ বলে ফেললেন, আর তা হল :

بالای هفت طاق مقرنس دوگوهراند

کز کاینات وهر چه دراوهست برترند.

সাত আসমানের উপরে রয়েছে দু'টি অমূল্য রতন

সৃষ্টি ও তার সবচেয়ে উত্তম (একটি হলো আকল আরেকটি প্রেম।)

শায়খের মুখে কবিতার অংশ শুনে কবি নাসের খসরু (র.) হতভম্ব হয়ে যান। কারণ এই কবিতা গত রাতে রচনা করেছেন যা তিনি ছাড়া কোন মানুষ জানতে পারে নি। এ ছিল শায়খের কারামত বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কবি নাসের খসরু (র.) এ ঘটনার পর শায়খের উচ্চ মাকামের প্রতি আস্থাশীল হলেন এবং তার কাছে মুরীদ হয়ে নিজের জীবনকে সঁপে দিয়ে ধন্য হলেন। শায়খের ফায়িয ও তাওয়াজ্জুতে কবি নাসের খসরু (র.) অমূল্যরত্নে পরিনত হলেন।[৯৮]

মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী (র) ভাষায় ঃ

گرتو سنگ خاراو مرمر شوی

چون بصاحب دل رسی گو هرشوی.

'হও যদি কঠিন শিলা ও মর্মর পাষান

ওলীর পরশে হবে তুমি অমূল্য রতন।[৯৯]

পরশ পাথরের সংস্পর্শে লোহা যেভাবে সোনায় পরিনত হয়-কবি নাসের খসরু (র.)-এর কাব্য জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয় এ মহান ওলীর সংস্পর্শে।

---

৯৮ মুজতবা মিনাবী, আহওয়াল ওয়া আকওয়াল শায়খ আবুল হাসান খারাকানী, (احوال واقوال شیخ ابوالحسن خرقانی) (তেহরান, তাহুরী লাইব্রেরী, ইনকিলাব সড়ক, ফার্সী ১৩৬৭, খ্রী. ১৯৮৮), পৃ. ৩৩

৯৯ মাওলানা রুমী (র) মসনবী শরীফ, (مثنوی شریف), চতুর্থ দপ্তর

Dhaka University Institutional Repository

কবি মুহাম্মদ সাদিক আনকা তার মাযামীরে হক (مزامیرحق) গ্রন্থে এ ঘটনাকে ছন্দায়িত করেছেন। যেমন :

ناصر خسرو حکیم او ستاد

سربه پای شیخ خرقان نهاد

گفت ای روشن دل فر خنده حال

عمربا طل کرده ام درقیل وقال

خواهم اکنون کز افا ضات اله

راه جویم درپناه خضر راه

شیخ فر مودای اسیر عقل خام

خاص را آرام نبود باعوام.

নাসের খসরু হাকীম ও উস্তাদ,

খারাকানের শায়খের পায়ে রাখলেন মস্তক

বললেন, হে আলোকিত হৃদয় আর

সুখময় অবস্থার অধিকারী

নষ্ট করেছি জীবন মোর বাকবিতণ্ডায়

ধন্য হতে চাই আল্লাহর অনুকম্পায়,

চাই তার সবুজ পথে নিতে আশ্রয়

বললেন শায়খ ঃ হে আকলের জালে বন্দী।*

বিশেষ ব্যক্তির আরাম কি করে হয় সাধারণের সাথে।[১০০]

---

১০০ আবদুর রফি হাকীকত, পায়ামে যাহানীয় ইরফানে ইরান, পৃ. ১৮২

❑ কবি মোহাম্মদ সাদিক আনকা, মাযামিরে হক (مزامیرحق)

Dhaka University Institutional Repository

১৭ শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র.)-এর সাথে সুলতান মাহমূদ গযনবীর সাক্ষাৎ

আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না। কারো ধন সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন, কোন দুর্দন্ড প্রতাপশালী রাজা-বাদশার দাপট ও প্রতাপ যে তাঁরা কোন পরওয়া করেন না, এর প্রমাণ হল শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র) এর সাথে ততকালিন বিশ্বকাপানো দূর্দন্ড প্রতাপশালী সুলতান মাহমূদ গযনবীর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। শায়খ ফরিদউদ্দিন আত্তার (র.) এ সাক্ষাৎকারের বিবরণ পেশ করেছেন-যা নিম্নরূপ-

"সুলতান মাহমূদ তার প্রিয় দাস আয়ায কে বললেন :

'তোমাকে আমার পোষাক পরিধান করিয়ে তোমার হাতে খোলা তরবারী দিয়ে দাসদের সাথে শায়খ খারাকানীর কাছ পাঠাযো।'

খারাকানের কাছাকাছি গিয়ে সুলতান মাহমূদ তার দূত পাঠিয়ে বললেন :

'শায়খকে বলবে সুলতান আপনার সাথে দেখা করতে গযনী থেকে এসেছেন। আপনাকে খানকা ছেড়ে তার তাবুতে যেতে বলেছেন। যদি আসতে না চান তাহলে কুরআনের এই আয়াত শুনিয়ে দেবে ঃ

واطيعوا الله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم.

তোমরা আনুগত্যকরো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের শাসকদের[১০১]'

দূত হুবহু পয়গাম পৌঁছালে শায়খ বললেন ঃ

مرامعذور دارید.

"আমি অপারগ"

দূত আয়াত পড়ে শোনালে

শায়খ বললেন ঃ

محمود را بگوئید که چنان در اطیعوا الله مستغرقم که در اطیعوا الرسول خجا لتها دارم تا به اولی الامر چه رسد؟

১০১ আল-কুরআন, সূরাতুননিসা, আয়াত-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

"মাহমূদকে বলযে যেহেতু আমি আল্লাহর আনুগত্যে এতই ডুবে আছি যে, রাসূলের আনুগত্য না করতে পেরে লজ্জিত, শাসকের আনুগত্যের পর্যায়ে যাওয়ার সুযোগ আছে কি?

দূত ফিরে এসে সব ঘটনা বললে সুলতান মাহমূদ কেঁপে উঠলেন এবং বললেন :

'চলো! ইনি ঐসব লোকের মতো না যা আমি মনে করেছিলাম।'

নিজের জামা আয়াযকে পরিধান করতে দিলেন এবং দশজন দাসীকে দাসের পোষাক পরিয়ে নিজে আয়াযের বডিগার্ড সেজে তরবারী উঁচু করে শায়খের দরবারে আসেন। শায়খের খানকার দরজায় এসে সালাম জানান। শায়খ সালামের জবাব দেন, কিন্তু বসা থেকে উঠে দাড়িয়ে সম্মান করেন নি। মাহমূদের দিকে বারবার তাকালেন। আয়ায সুলতানের পোষাক পরা থাকলেও তার দিকে একবারও তাকালেন না। এ সবই তো ছিল সুলতানের পরীক্ষায় ফাঁদ।

মাহমুদ বললেন ঃ সুলতানকে দাড়িয়ে সম্মান করলেন না?

শায়খ বললেন ঃ

دام است اما مرغش تو نه ای.

"ফাঁদ ঠিকই তবে ফাঁদে আটকে পড়া পাখী তুমি, ঐ ব্যক্তি নয়" একথা বলে মাহমূদের হাত ধরে বললেন : সামনে চলো।

মাহমূদ বললেন ঃ 'কিছু বলুন'।

শায়খ বললেন ঃ 'এসব বেগানাদের বাইরে পাঠাও।'

মাহমূদ ইঙ্গিত দিলে সবাই বাইরে চলে যায়।

মাহমূদ বললেন ঃ 'আমাকে হযরত বায়েযীদ (র.)-এর কিছু কথা শুনান'?

শায়খ বললেন ঃ বায়েযীদ বলেছেন ঃ

هر كه مرا ديداز رقم شقاوت ايمن شد.

'যে কেউ আমাকে দেখল সে সব রকম দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হল।'

Dhaka University Institutional Repository

মাহমূদ বললেন : از قدم پیغامبر زیادست

"নবীর কদম থেকেও কি আগে বাড়িয়ে?" আবু জাহাল আবূ লাহাব এবং আরো কত অস্বীকারকারী হুজুরকে দেখেও দূর্ভাগাই থেকে গেল।

শায়খ বললেন ঃ 'মাহমূদ আদব রক্ষা করো, নিজের কর্তৃত্বেই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখ। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তার চার খলীফা এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবা ছাড়া অন্য কেউ দেখেনি।'

মাহমূদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তার দলীল কী?'

শায়খ উত্তরে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون

"আপনি দেখবেন তারা আপনার দিকে তাকাচ্ছে অথচ তারা দেখতে পাচ্ছে না।"[১০২]

মাহমূদ এ জবাব শুনে আনন্দিত হলেন এবং বললেন ঃ 'আমাকে নসীহত করুন।'

শায়খ বললেন ঃ

چهار چیز نگه دار پرهیز از مناهی ونماز بجماعت-سخاوت وشفقت برخلق خدا.

"চারটি বিষয় রক্ষা করবে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে, নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায় করবে, দানের হাত প্রসারিত করবে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি স্নেহ পূর্ণ ভালবাসা পোষণ করবে।"

মাহমূদ বললেন ঃ 'আমাকে দোয়া করুন।'

শায়খ বললেন ঃ 'সব সময় এই দোয়া করি'

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

'হে আল্লাহ মু'মিন ও মু'মিনাতকে ক্ষমা করে দাও।'

---

১০২ সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত-১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ বললেন ঃ 'খাস করে দোয়া করুন।'

শায়খ বললেন ঃ 'মাহমুদের শেষ পরিণতি প্রশংসনীয় হোক।'

এরপর সুলতান মাহমুদ শায়খের সামনে এক থলে স্বর্ণ উপহার হিসেবে রাখলেন। শায়খ যবের তৈরী এক টুকরা রুটি সুলতানের সামনে রাখলেন এবং বললেন ঃ

'এটা খেয়ে নাও!'

মাহমুদ তা খেতে লাগলেন দেখা গেল তার গলায় তা আটকে গেছে।

শায়খ বললেন ঃ 'তোমার কণ্ঠে আটকে পড়ে নাকি?'

সুলতান বললেন ঃ 'জি হ্যাঁ!'

শায়খ বললেন ঃ 'তুমি কি চাও তোমার এই স্বর্ণের থলে আমার কণ্ঠ চেপে ধরুক? এগুলো নিয়ে নাও! এসব সম্পদকে তিন তালাক দিয়েছি।'

মাহমুদ বললেন ঃ 'কিছু অংশ রাখুন।'

শায়খ বললেন ঃ 'একটুও না।'

সুলতান বললেন ঃ 'আমাকে স্মৃতি স্বরূপ কিছু দিন।'

শায়খ কাঠের তৈরী জামাটি সুলতানকে উপহার দিলেন।

সুলতান বিদায় বেলায় বললেন ঃ

'মুর্শীদ আমার খুবই ভাল খানকার মালিক তুমি'

শায়খ বললেন ঃ

'এতো সব রাজত্ব পেয়েও শেষ হয়নি, এই খানকাও তোমার হওয়া চাই?' বিদায় কালে শায়খ দাড়িয়ে তাকে সম্মান দেখালেন।

মাহমুদ বললেন ঃ

'প্রথম যখন এসেছিলাম কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি, এখন দাড়িয়ে সম্মান করে বিদায় জানাচ্ছেন। এসব সম্মান কি জন্য?'

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ খারাকানী বললেন ঃ

"প্রথমে বাদশাহী দাপট দেখিয়ে পরীক্ষা করতে এসেছিলে, আর এখন নিজের আমিত্বকে খতম করে দরবেশবেশে যাচ্ছ এবং তোমার অন্তরে দরবেশীর দৌলতের সূর্য উদিত হয়েছে। প্রথমে তোমার বাদশাহী অবস্থাকে সম্মান করার জন্য দাড়ানো সমীচীন মনে করিনি এখন দরবেশীকে সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়িয়েছি।[১০৩]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, গবেষক ও কবি মুহাম্মদ রাফী হাকীকত শায়খ খারাকানী (র.) এর সাথে সুলতান মাহমূদ গযনবীর সাক্ষাৎ কাব্যে বর্ণনা করেছেন :

تاجی به سرفرازی عارف ندیده ام

زانوز ند به پیش و ی اینان شهٔ زمان

از بوالحسن حکا یت این صحنه مانده است.

از روزگار قدرت محمود درجهان.

আরিফের মাথায় যে মুকুট তা আর কোথাও দেখিনি

যুগের সম্রাট যার সামনে সদা অবনত

আবুল হাসান এ দৃশ্যের বাস্তব প্রতিচ্ছবি

বিশ্বের শক্তিধর মাহমূদ যা পেয়ে উৎসর্গীত।[১০৪]

১৮ শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র) এর সাথে বিশ্ববিখ্যাত আরিফ দার্শনিক শায়খ আবূ সাঈদ আবুল খায়ের (র) এর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার।

শায়খ আবূ সা'ঈদ (র) কয়েকবার খারাকান সফরে আসেন। নুরুল উলূম, আসরারুত তাওহীদ ও তাযকিরাতুল আউলিয়া সহ বহু গ্রন্থে এ সব

১০৩ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ. ৬৬১

❑ আবদুর রাফি হাকীকত, পায়ামে যাহানীঈ ইরফানে ইরান, পৃ. ১৮৬

১০৪ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাতের বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

শায়খ আত্তার নিশাপুরী (র) লিখেন ঃ শায়খ আবূ সা'ঈদ আবুল খায়ের বলেছেন :

من خشت پخته بودم چون به خرقان رسیدم گوهر با زگشتم.

'আমি একটি নিরেট পাথর ছিলাম, খারাকানে গিয়ে সেখান থেকে অমূল্যরতন হয়ে ফিরেছি।'[১০৫]

প্রখ্যাত গবেষক মুহাম্মদ মুনাওয়ার, বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **আসরারুত তাওহীদ** গ্রন্থে এ দু'মহান মনীষীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে লিখেন :

শায়খ আবূ সা'ঈদ খারাকানে পৌঁছলে শায়খ খারাকানী অনেকদূর এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান। দু'জনেই পরস্পরের সাক্ষাতে আনন্দিত হয়ে একে অপরের ঘাড়ে হাত রাখেন। মেহমানের উদ্দেশ্যে শায়খ আবুল হাসান (র) বলেন :

چنان داغ رامرهم چنين نهند وچنين قدم را، قربان جان بوالقاسم سازند.

'এই ব্যাথার উপশমই (মলমই লাগান) যথার্থ, এ ধরনের কদমে আমি উৎসর্গীত যা আবুল কাসিমের প্রাণকে সঞ্জিবনী শক্তি দান করে।'

শায়খ খারাকানী (র) শায়খ আবূ সা'ঈদ (র) কে তার নিজের গদীতে বসতে বললেন, তিনি রাজী হলেন না। তারপর উভয়ে ঘরের মাঝখানে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কারী সাহেবগণ আল-কুরআন তিলাওয়াত করলেন, উপস্থিত সবাই আল-কুরআনের অমীয় সুধায় বিভোর হয়ে কাঁদতে থাকেন। তারা দুজনও খুবই প্রভাবিত হলেন। আল-কুরআনের নূরের মধ্যে দু'জনই ডুবে গেলেন। শায়খ খারাকানী (র) কারী সাহেবগণের প্রতি আনন্দে নিজ খিরকা ছুড়ে দেন। কারীসাহেবগণের জন্য এ খিরকা (জামা) ছিল বরকতের বিষয়। তারপর ঘরের এককোণে তিনদিন দু'জন একান্তে কাটালেন। আল্লাহর মারিফতের সুউচ্চমাকামে অধিষ্ঠিত দুই দিকপাল পরস্পরের সহযোগিতায় তাদের মাকামকে আরো উন্নিত করেন।[১০৬]

---

১০৫ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ. ৬৬৭

❑ আবদুর রাফী হাকীকত, পায়ামে যাহানীঈ ইরফানে ইরান, পৃ. ১৮৬

১০৬ শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের, আসরারুত তাওহীদ শরীফ (اسرار التوحيد), (তেহরান ঃ কিতাবখানে তাহুরী, সং ২য়, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৮৯), পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী 'আবুল কাসিম কুশাইরী' (র) বলেন ঃ

چون به ولایت خرقان در آمدم فصاحتم برسید وعبارتم نماند از حشمت آن پیر تا پند اشتم که از ولایت خود معزول شدم.

যখন খারাকান এলাকায় গেলাম, আমার মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললাম, বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল। সেই পীরের প্রভাবে মনে হচ্ছিল আমি আমার আধ্যাত্মিক পদ পদবী হারিয়ে ফেলেছি।[১০৭]

শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র) এর একটি বাগান ছিল। একবার তিনি বেলচা দিয়ে বাগানের কোন গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়লে সেখানে রূপা বের হলো। তিনি সেদিকে ভ্রুপেক্ষ না করে আবার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করলেন। এবার সোনার পাত বের হল। তিনি সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আবার খুঁড়তে লাগলেন। এবারে বহু মূল্যবান হীরা জওহারাত বের হয়ে এলো, তখন তিনি বললেন ঃ

"ইয়া ইলাহী! আবুল হাসান তো এসবে ভুলবে না। আমি দ্বীন ও দুনিয়া উভয় প্রাপ্ত হলেও আপনাকে ভুলবো না, আপনার সান্নিধ্য থেকে মুখ ফিরাবো না।"

কখনও এমন হতো যে, ভূমি চাষ করার জন্য তিনি ক্ষেতে গরু দিয়ে হাল জুড়তেন। নামাযের সময় হলে তিনি হাল খাড়া রেখে নামায পড়তে চলে যেতেন। গরু পূর্বের মতো লাংগল টেনে চলতো। তিনি নামায শেষ করে ক্ষেতে এলে দেখতেন ক্ষেত সম্পূর্ণ চাষ হয়ে প্রস্তুত রয়েছে।

শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র) ছিলেন ইলমুললাদুন্নী প্রাপ্ত উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত মহান ওলী, তার প্রতিটি বক্তব্য অনুপ্রেরণার উৎস- যেমন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়

درویشی چیست؟

দরবেশী কি?

---

১০৭ মুজতবা মিনাবী, আহওয়াল ওয়া আকওয়াল শায়খ আবুল হাসান খারাকানী, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

জবাবে তিনি বলেন :

دریائست از سه چشمه : یکی پرهیز، دوم سخاوت، سیوم بی نیاز بودن از خلق خدای عزوجل.

"তিন প্রস্রবনের একটি সমুদ্রের নাম

এক ঃ পরহিযগারী যা পরিহার করা,

দুই ঃ দানশীলতা,

তিন ঃ মহান আল্লাহর সৃষ্টি থেকে মুখপেক্ষীহীন হওয়া।"

তিনি আরো বলেন ঃ

'দরবেশ সেই যার হৃদয়ে কোন চিন্তা নেই, কথা বলে নিজের কথা নয়, দেখে নিজের জন্য দেখে না, শুনে নিজের জন্য শুনে না। খাদ্য খায় তার কাছে কোন স্বাদ নেই, চলা ফেরা নড়াচড়া নেই, চিন্তা নেই, আনন্দও নেই'।

তিনি আরো বলেন :

همه یك بیماری داریم چون بیماری یکی بود دارو یکی باشد جمله بیماری غفلت داریم بیائست تا بیدار شویم.

'আমাদের সবার একই রোগ, যেহেতু সবাই একই রোগে রুগী তাহলে সবার ওষুধও একই। সব রোগ হলো অলসতা, এসো এ গাফলতী ছেড়ে জেগে উঠি।[১০৮]

শায়খ আবূ 'আবদুল্লাহ (র.) তার একদল মুরীদ নিয়ে শায়খ খারাকানী (র) এর দরবারে রওয়ানা হলেন। খারাকানের নিকটে আসলে শায়খ আবূ আবদুল্লাহর (র.) মুরীদগণ বললেন :

ماحلو ای گرم برخاطر آوردیم

'গরম হালুয়া খেতে মন চায়।'

---

১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ (র.) বললেন :

من ازوی سوال کنم معنی الرحمان علی العرش استوی

'আমি তাকে কুরআনের আয়াত الرحمن علی العرش استوی

(পরম করুণাময় আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন)[১০৯] এর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করব?'

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ (র) শায়খ খারাকানী (র)-এর খানকায় পৌছার আগেই তিনি খাদেমকে বললেন :

حلوای گرم ساز

"গরম হালুয়া তৈরী করো।"

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ (র) খানকায় পৌছা মাত্রই গরম হালুয়া এনে তার সামনে পেশ করলেন।

শায়খ খারাকানী (র) এক লোকমা হালুয়া নিয়ে শায়খ আবূ আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে দিলেন আর বললেন ঃ

الرحمن علی العرش استوی এই আয়াতের অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন।

এ ঘটনায় শায়খ আবূ আবদুল্লাহ ও তার সাথী সঙ্গীগণ বিস্মিত হলেন। শায়খ আবূ আবদুল্লাহ (র.) দিনের কিছু অংশ সময় শায়খ খারাকানী (র)-এর সান্নিধ্যে কাটান। তিনি বলেন :

نیم روز با خرقانی صحبت داشتم این همه از برکات وی بود، اگر روز تمام شدی چه منفعتها بردا شتمی!

"দিনের অর্ধবেলা খারাকানীর সান্নিধ্যে ছিলাম এতে এত সব বরকতের অধিকারী হয়েছি, যদি গোটা দিন তার সান্নিধ্যে থাকতাম কি কল্যাণই না লাভ করতাম।[১১০]

হযরত আবূ সা'ঈদ আবুল খায়ের (র)-এর মুরীদ আবূ আলী শাহের

---

১০৯ আল-কুরআন, সূরা তোয়াহা, আয়াত-৫

১১০ মুজতবা মিনাবী, আহওয়াল ওয়া আকওয়াল শায়খ আবুল হাসান খারাকানী পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে একদল লোক হযরত খারাকানী (র)-এর খানকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তারা চিন্তা করল আমরা শায়খের খানকায় পৌঁছলে তার কাছে কালো ও সাদা আংগুর চাইব। শায়খের খানকায় পৌঁছলে তিনি বলেন:

هرکه بنزديك پيران با متحان شودز يا رتش مقبول نبود وپيران راخود بخلى نبوده است.

"পীরের দরবারে পৌঁছে যিনি পরীক্ষা করতে চান তার সাক্ষাৎ কবুল হয় না। পীররা কৃপণ হন না।" এ কথা বলে জামার আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে গরম রুটি এবং দু'থোকা আংগুর যার একটি সাদা অপরটি কালো বের করলেন এবং মেহমানদের সামনে রাখলেন পঞ্চাশের অধিক মানুষ সে গুলো খেয়ে তৃপ্ত হলেন।[১১১]

শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র) এর এক মুরীদ দীর্ঘদিন ধরে শায়খের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আসছিলেন-

اى شيخ، مرا دستورى ده تا به كوه لبنان ومسجد شونيز يه به بغداد شوم وقطب عالم را ز يارت كنم.

"হে শায়খ, আমাকে অনুমতি দিন আমি লেবাননের পাহাড়ে এবং বাগদাদের শুনযিয়া মসজিদে যাব এবং কুতুবুল-আলমের সাথে সাক্ষাৎ করব।"

শায়খ তাকে নির্দেশ দিলেন যেতে। সে ব্যক্তি লেবাননের পাহাড়ে পৌঁছে দেখতে পেলেন একদল লোক কেবলার দিকে মুখ করে বসে আছেন তাদের সামনে একটি জায়নামায রয়েছে।

ওখানের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম چرا نماز نمى كنيد؟ কেন নামায পড়ছ না?

একজন বললেন :

انتظار قطب عالم مى كنيم كه امام ماست وپنج نماز حاضر شود.

---

১১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

'কুতুবুল আলমের অপেক্ষায় আছি তিনি আমাদের ইমাম, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে হাযির হন।" একথা বলতে না বলতেই শায়খকে দেখলাম উড়ে আসলেন। খারাকানে যে অবস্থায় দেখলাম এখানেও ঠিক সে অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি এসেই ইমামের স্থানে দাড়িয়ে নামায শুরু করে দেন। তাকে দেখেই আমি হঠাৎ বেহুশ হয়ে যাই। আমার চেতনা ফিরে আসলে দেখলাম কেউ নেই, আছে শুধু একটি কবর, গোটা এলাকা জনমানব শূন্য। আবার নামাযের সময় হলে দেখতে পেলাম চতুর্দিক থেকে অসংখ্য লোক সেখানে সমবেত হয়েছে। আর শায়খ নিজেই এসে ইমামতি করেন।[১১২]

১৯ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর সাথে শায়খ আবুল হাসান খারাকানী (র.) এর সাক্ষাৎ

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) এর সাথে শায়খ খারাকানী (র) এর সাক্ষাৎ ছিল একটি জযবা ও অধীর আগ্রহের ফলশ্রুতি। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) ৪২৪ হিজরীতে দ্বিতীয় বারের মত হজ্বের উদ্দেশ্যে হেরাত থেকে বের হলেন। কিন্তু কাফেলার আর্থিক সংকটে তার ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, তিনি হজ্বে না গিয়ে রেই শহর থেকে (বর্তমান ইরানের শাহ আবদুল আযিম শহর) শায়খ খারাকানী (র) এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে খুরাসানের পথে পাড়ি জমান। খারাকান নামক মহল্লায় শায়খ খারাকানী (র.) বাস করতেন। খাজা আনসারী (র) শায়খ খারাকানী (র.)-এর খেদমতে পৌছেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন শায়খ খারাকানী (র.) الحمد لله এর স্থলে الهمد لله পড়েন। শায়খ আনসারী (র) এর মত এত উঁচু দরের আলিমের পক্ষে তা মেনে নেয়া কঠিন ছিল। অথচ শায়খ আবুল আব্বাস আমুলী (র) এর মত বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও ওলী তার জন্য পাগল পারা। তিনি শায়খ খারাকানী (র) সম্পর্কে বলেছিলেন :

این بازارك ما با خرقانی افتد.

'আমার এ বাজার খারাকানীর কারণেই জমে উঠেছে।'

শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (র) সিদ্ধান্ত নিলেন শায়খ খারাকানী (র) এর সাক্ষাতে প্রথমেই মুনাযিরা (বিতর্ক) করবেন। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী

---

১১২ ফরিদউদ্দিন আত্তার (র) তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ. ৬৬৪

Dhaka University Institutional Repository

(র) মনে মনে অনেকগুলো জটিল প্রশ্ন ঠিক করে নেন। শায়খ খারাকানী (র) এর দরবারে পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে খাজা আনসারী (র) কে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং নিজেকে একজন উম্মি বা নিরক্ষর আর খাজা আনসারীকে একজন আলিম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পরস্পরের আলাপের সূচনাতেই খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) এর মনে মনে ঠিক করা প্রশ্ন সমূহের একের পর এক জবাব দিতে থাকেন। তাঁর এ রুহানী ও কাশফের অবস্থা দেখে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) নিজেকে অসহায় মনে করলেন। কিসের আবার বিতর্ক? এ যেন বাঘের সামনে বিড়ালের মাথা নুয়ে পূর্ন আত্মসমর্পনের অবস্থা। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) বুঝতে পারলেন এই আধ্যাত্মিক ঝলকের সামনে তার ইলম কী মূল্যই বা রাখে? খাজা আনসারী (র) বলেনঃ

"আমি শায়খকে বললাম ঃ হে শায়খ কিছু প্রশ্ন আছে জিজ্ঞেস করতে পারি?

শায়খ বললেন : "জিজ্ঞেস করুন? 401608

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী বলেন : তার কাছে পাঁচটি প্রশ্ন রাখলাম তিনটি ছিল মুখে জবাব দেয়ার মত আর দু'টি অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। শায়খ সবগুলোর জবাব দিলেন। এ পুরো সময় শায়খ খারাকানী (র) খাজা আনসারী (র) এর হাত মজবুত ভাবে ধরে কথা বলছিলেন। সুলতান মাহমূদের মত প্রতাপশালী সুলতানের হাত যে মনীষী ধরেন নি আর আজ যুবক আবদুল্লাহর হাত চেপে ধরেছেন দেখে দরবারের মুরীদগণ বিস্মিত হলেন। হঠাৎ করে দেখা গেল খাজা আনসারীর (র) এর মধ্যে এক আধ্যাত্মিক ঢেউ খেলতে লাগল। তিনি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে পানি গড়িয়ে পড়ল। খাজা আনসারী (র) কে শায়খ খারাকানী (র) যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন অন্য কাউকে এরূপ সম্মান দেখান নি।

খাজা আনসারী (র) এর জীবনে বহু ওলীর দরবারে গিয়েছেন কিন্তু শায়খ খারাকানী (র) এর দরবারে সামান্য সময়ে তার মধ্যে এক অসাধারণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। তাই তো তিনি বলেছিলেন :

مشائخ من درحديث وعلم شرع بسيارند، اما پير من دراين كار يعنى در تصوف وحقيقت شيخ ابوالحسن خرقانى است.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

'ইলমুল-হাদীস ও শরীয়তের ইলমে আমার শায়খ অনেক ছিলেন। কিন্তু তাসাওউফ ও হাকীকতের ইলমে আমার শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী।'[১১৩]

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) দুনিয়ার প্রথম শায়খুল ইসলাম হয়েও শায়খ খারাকানী (র) এর অনেক কথাই বুঝতে কষ্ট হয়েছে। যেমন শায়খ খারাকানী (র) একবার বললেন :

صوفی غیر مخلوق است.

"সুফী সৃষ্ট বস্তু নয়।" খাজা আনসারী (র.) বহু প্রচেষ্টা চালিয়েও এ কথার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হননি। বাধ্য হয়ে শায়খ খারাকানী (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন। শায়খ খারাকানী (র.) এ জটিল বিষয়ের সমাধানে বললেন :

این که میخورد ومی خسبد چیزی دیگر است تصوف غیر مخلوق است،
نه به نام غیر مخلوق است، وصوفی زنده به آن است.

"যেই কালবও নফসের কথা তুমি বলছ তা তো খায় এবং ঘুমায়। তাসাওউফ তো ভিন্ন জিনিষ। তা সৃষ্ট নয় তাসাওউফ নামটি সৃষ্ট কিন্তু তার মূল বিষয়টি সৃষ্ট নয়, সূফীগণ তার মধ্যেই বেঁচে আছেন।"[১১৪]

শায়খ খারাকানী (র.)-এর সহচর্যে থেকে খাজা আনসারী (র) তরীকত, হাকীকত ও মা'রিফতের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিতহন। শায়খ খারাকানী (র.) খোদা প্রদত্ত ইলমে লাদুন্নীর বলে এমনসব অবদান রেখে গেছেন যা অন্য

---

১১৩ শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের, আসরারুত তাওহীদ শরীফ পৃ. ১১২

১১৪ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সূফিয়া, পৃ. ৬২৮

১১৫ ইলমুল-লাদুন্নী : ইমুল-লাদুন্নী বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অপার্থিব বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান (মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা, হি. ১৪১৩, পৃ. ৮১৩) ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী (র.) ভাষায় العلم الخاص الخفی علی البشر الذی یرونه مالم یعرفهم الله যে বিশেষ গুপ্ত জ্ঞান যা মানুষকে দেয়া হয়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ তা বুঝতে পারে না। যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা সেই জ্ঞান দান করেন। (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩৪৫), আল-কুরআনে সূরা আল-কাহাফে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিযির (আ.)-এর সাক্ষাৎকারে বর্ণনায় হযরত খিযির (আ.)-এর ইলমের পরিচয় দিয়ে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন : وعلمناه من لدن علما আমি তাকে আমার বিশেষ ইলম শিক্ষা দিয়েছি। মুফাসসিরগণ এই বিশেষ ইলমকেই ইলমুল-লাদুন্নী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার এ ইলমুল-লাদুন্নীর[১১৫] স্বাক্ষর বহনকরে আছে তিনটি গ্রন্থ।

১। রিসালাতুল খাইফিল হাইমে মিন লাওমাতিল লাইমি

(رسالة الخائف الهائم من لومة اللائم)

তরীকতের মূলনীতি বর্ণনায় এ গ্রন্থের জুড়ি নেই।

২। ফাওয়াতিহুল-জামাল (فواتح الجمال)

এ গ্রন্থে আল্লাহর গোপন রহস্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তিনি।

৩। নূরুল উলূম (نور العلوم) এ গ্রন্থে শায়খ খারাকানী (র)-এর পবিত্র বাণী ও জটিল প্রশ্নের উত্তরসমূহ সংগৃহীত হয়েছে।

এ মহান মনীষী কবি হিসেবে খ্যাত না হলেও তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে এমন সব ছন্দ বের হয়েছে যেগুলো আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যেমন শায়খ বলেন :

اسرار ازل را نه تودانی ونه من

وین حرف معما نه توخوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من وتو

گرپرده بر افتد نه تومانی و نه من

'আযলের রহস্য না তুমি জানো না আমি
এই ধাঁধাঁ পূর্ণ কথা না তুমি পড়েছ না আমি
পরদার আড়ালে লুকিয়ে আছে আমার আর তোমার কথা
পরদা সরিয়ে নিলে না তুমি থাকবে না আমি'

অন্যত্র তিনি বলেন :

آن دوست که دید نش بیارايد چشم

بی دید نش از گریه نیا سا ید چشم

Dhaka University Institutional Repository

ما راز برای دید نش با یدچشم

گردوست نبیند بچه کار آید چشم.

'ঐ বন্ধু কে! যার দিদারে চোখ জ্যোতি ফিরে পায়

না দেখে তাকে কাঁদলে চক্ষু আলো নাহি পায়

তাকে দেখার জন্যই তো আমার এই চোখ

যদি বন্ধুকে না দেখি এ চোখ থেকেই কি লাভ।'[১১৬]

শায়খ খারাকানী (র) যদিও জাগতিক দৃষ্টিতে পুথিগত আলিম ছিলেন না কিন্তু ইলমুল-লাদুন্নীর বলে অতীব মূল্যবান বাণী রেখে গেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়েতের আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। যেমন তিনি বলেন:

همه چیز هارا غایت بدانم الاسه چیزر اکه هرگز غایت ندانستم غایت کید نفس، و غایت درجات مصطفی علیه السلام وغایت معرفت.

সব বস্তুর চূড়ান্ত সীমা জানা যায় তবে তিনটি বস্তুর চূড়ান্ত সীমায় কখনও পৌঁছা যায় না। (১) নফসের চক্রান্ত (২) মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের মর্যাদার স্তর (৩) মা'রিফতের চূড়ান্ত সীমা।[১১৭]

তিনি অন্যত্র বলেন :

سفر پنج است اول به پای، دوم به دل- سیوم به همت، چهارم به دیدار پنجم در فنای نفس.

'সফর পাঁচ প্রকার (১) পায়ে হেটে সফর (২) অন্তরে সফর (৩) শক্তি সাহসের মাধ্যমে সফর (৪) সাক্ষাতের মাধ্যমে সফর (৫) নফসকে বিলীন করার মাধ্যমে সফর।[১১৮]

---

১১৬ আবদুর রাফী হাকীকত, পায়ামে যাহানীঈ ইরফানে ইরান, পৃ. ২০৩

১১৭ মুকাদ্দামায়ে বার মাবানীয়ে ইরফান ওয়া তাসাওউফ, পৃ. ৮৭

❑ ফরিদউদ্দিন আত্তার (র) তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ. ৬৬৮

১১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা সামআনী (র) এর বর্ণনা মতে হযরত আবুল হাসান খারাকানী (র) ১০ই মুহাররম আশুরার দিন মঙ্গলবার ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। খারাকানে তাকে দাফন করা হয়। আজও সমগ্রবিশ্ব থেকে ভক্তবৃন্দ তার যিয়ারতে খারাকান গমন করেন।[১১৯]

২০ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর তরীকতের খেলাফত লাভ

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) প্রথমে তার পিতার নিকট ইলমে তরীকতের সবক শুরু করেন।[১২০]

তবে ইলমে তরীকত, মা'রিফত ও হাকীকতের ইলমে সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হন হযরত আবুল-হাসান খারাকানী (র.)-এর নিকট হতে। তরীকতের সকল শাখায় কামিলে মুকাম্মাল তথা পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পন্ন মুর্শিদ হিসেবে তৈরী করে হযরত খারাকানী (র.) তাকে খেলাফত প্রদান করেন। হযরত খারাকানী (র.)-এর ইন্তেকালের পর তার প্রধান খলিফা হিসেবে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) লক্ষ লক্ষ মানুষকে আল্লাহ প্রেমের অমৃত সুধায় ধন্য করেন। খাজা আনসারী (র.) আধ্যাত্মিক জগতের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শায়খ খারাকানী (র.) তাকেই তার স্থলাভিষিক্ত করেন। এই খিলাফতের শাজরা শরীফ চারটি স্তর অতিক্রম করে হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.)-এর সাথে মিলিত হয়।

শাজরা শরীফ নিম্নরূপ :

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)

↓

শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র.)

↓

শায়খ আবুল-আব্বাস কাসসাব আমুলী (র.)

↓

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নাতনাযী বা তাবারী (র.)

---

১১৯ মুকাদ্দামায়ে যায় মাযামীয়ে ইরফান ওয়া তাসাওউফ, পৃ. ৮৮
উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালে এই মহান ওলির মাযার যিয়ারতের সৌভাগ্য নসীব হয় (গবেষক)

১২০ গোলাম সরওয়ার হিন্দী, খাযিনাতুল আসফিয়া, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

↓

শায়খ আবু মুহাম্মদ হারিরী (র.)

↓

শায়খুততারিকা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.)।[১২১]

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খাজা আনসারী (র.)-এর পীর ছিলেন তার পিতা। এ মতামতের সাথে পূর্বোক্ত মতের সামঞ্জস্য হলো তিনি সর্বপ্রথম তার মহান পিতার নিকট ইলমে তাসাওউফের জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে বহু বুযুর্গের দরবারে এই ইলম অর্জনের জন্য গমন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আবুল-হাসান খারাকানী (র.)-এর সান্নিধ্যে এসে ইরফানের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হয়ে খিলাফত লাভ করেন।

২১ তরীকতের ইমামের আসনে খাজা হেরাত (র)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) তার মুরশিদ হযরত আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর একমাত্র খলিফা ছিলেন। হেরাতে তরীকতের কেন্দ্র স্থাপন করেন। হাজার হাজার আল্লাহপ্রেমিক পতঙ্গের মত ছুটে আসতে তার কাছে থাকে সমকালীন সালিকগণের চাহিদা অনুযায়ী তাঁর পীরের দেওয়া পদ্ধতিকে ঢেলে সাজান। তার এই নতুন তরীকতের ধারা পরবর্তীতে মা'রুফীয়া তরীকা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সর্বস্তরের জনগণের চাহিদা মেটাতে খাজা আনসারী (র.) অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই ভূমিকার কারণেই সমগ্র বিশ্বে তিনি পীরে হাজাত নামে (پیر حاجات) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কেউ কেউ এই তরীকার নাম হাজাতীয়া তরীকা নামেও প্রচার করেন।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক ড. জায়নুদ্দিন কি আই নেযাদ তার বিখ্যাত গ্রন্থ সায়রে ইরফান দার ইসলাম (سیر عرفان دراسلام) গ্রন্থে লিখেন :

سلسله پیرحاجاتیه چهار دهمین سلسله از سلسله های معروفیه سلسه مشهوربه "پیرحاجات" است که منسوب است به ابواسما عیل خوا جه عبد الله بن ابی منصور انصاری هروی (متوفی ٤٨١هـ) ملقب به شیخ الاسلام

---

১২১ মাসায়িলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

پدرش ابو منصور محمدنام داشت.

'**পীরে হাজাতীয়া** তরীকতের ধারা, তরীকতের প্রসিদ্ধ ধারাসমূহের চতুর্দশ ধারা হিসেবে পরিগণিত। এই ধারাটি পীরে হা-জাত কর্তৃক প্রবর্তিত। এই পীরে হাজাত ছিলেন আবু ইসমাইল খাজা আবদুল্লাহ ইবনে আবু মানসূর আনসারী হারাবী (র.) (মৃ. ৪৮১ হি.) যার উপাধী ছিল শায়খুল ইসলাম। তার বাবা আবু মুনসূরের নাম ছিল মুহাম্মদ।[১২২]

ড. সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দিন সাজ্জাদী লিখেন :

پیرحاجات : پیرو ان خواجه عبد الله انصاری هروی

পীরে হাজাত বলতে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবীর অনুসারীগণকে বুঝায়।[১২৩]

খাজা আনসারী (র.) প্রতিষ্ঠিত হাজাতীয়্যা তরীকা অতি অল্পদিনে প্রসার লাভ করে। তার তরীকাভুক্ত হাজার হাজার সালেককে পরিচালনার জন্য খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) তার সবচেয়ে উপযুক্ত মুরীদ 'শায়খ মুহাম্মদ আহমদ বিন আবি নাসরিল-হাযিন (র.)-কে খেলাফত প্রদান করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খাজা শায়খ আবদুল্লাহ ইবন আস'আদ ইয়াফে'য়ী মক্কী (র.)-এর মাধ্যমে ৬৯৭ থেকে ৭৬৮ পর্যন্ত এ তরীকার কাজ চলতে থাকে। তবে অনেকের মতে শায়খ মুহাম্মদ ইবন আহমদ পর্যন্ত এ তরীকা চলে।[১২৪]

ড. সাইয়্যেদ হাসান সাদাত নাসেরী বলেন :

যখন দর্শন ও ইরফানের এ দুটি ধারা ভিন্ন গতিতে চলছিল। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ঐ সময় আধ্যাত্মিকতাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। খাজা হেরাত দার্শনিক ভিত্তিকে দাড় করিয়ে বিশ্ববাসীর জন্য ইলমে তাসাওউফকে একটি অনস্বীকার্য ও মানব জীবনের

---

১২২ ড. যায়নুদ্দীন কিয়ায়ী নাযাদ, সিয়ারে ইরফান দার ইসলাম (سیرعرفان دراسلام) (তেহরান : আশরাকী প্রকাশনা, ইনকিলাব সড়ক, ফার্সী সাল ১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭), পৃ. ২৫১-২৫২

১২৩ মুকাদ্দামায়ে বায় মাবানিয়ে ইরফান ওয়া তাসাওউফ, পৃ. ২৩৪

১২৪ রাসায়িলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর এ সংস্কার ও তাজদীদের কারণেই তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইরফানের শত সহস্র দিকপালের মধ্যে তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি দেয়া হয়। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই ইরফানের এ সংস্করণের কারণে তিনি পেয়েছেন **'শায়খুল-ইসলাম'** খেতাব। আর 'ইমাম গাযযালী' (র.) ইরফান বিরোধীদের বিরুদ্ধে কলম ধরে হয়েছেন দুনিয়ার প্রথম **'হুজ্জাতুল ইসলাম।'**[১২৫]

২২ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ইবাদতবন্দেগী

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ছিলেন আল্লাহ প্রেমে মাতোয়ারা। তাওহীদের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে নিজ খুদীকে আল্লাহর তাওহীদের সাগরে ডুবিয়ে নিজেকে ফানা করেছেন। শরীয়তের বিধি বিধান যথাযথ পালন করেছেন। তার ইবাদত সম্পর্কে আল্লামা ইবন রাজাব (র.) লিখেন :

من محاسن سيرة شيخ الانصارى مواظبة الحضور فى التكبير لصلاة الصبح وا داءالفرائض فى اوائل اوقا تها واستعمال السنن والادب فيها.

'শায়খ আনসারীর চারিত্রিক সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো তিনি ফজরের নামাযে নিয়মিত প্রথম তাকবিরে হাযির হতেন। নামাযের সময় হওয়া মাত্রই তিনি নামায আদায় করতেন। সুন্নাত ও আদবসমূহ যথাযথ পালন করতেন।'[১২৬]

ড. মুহাম্মদ জাওয়াদ শরীয়ত লিখেন :

با انكه درهرات چند با رمورد تهد يد مخا لفان واقع شد وحتى چند دفعه نيز اورا از شهر اخراج كردند غالبا نزد عامه به پارسائى وپاكى وخدا پرسى مشهوربود.

'যদিও হেরাতে কয়েকবারই বিরোধীদের পক্ষ থেকে প্রচন্ড হুমকির

---

১২৫ আন্তর্জাতিক সেমিনার রিপোর্ট। উল্লেখ্য পরিশিষ্টে রিপোর্টটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে
১২৬ ইবন রাজাব হাম্বলী (রঃ), কিতাবুয যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, খ. ১, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখীন হন। এমনকি কয়েক দফা তাকে শহর থেকে বহিষ্কারও করা হয় তার পরও বেশির ভাগ মানুষের কাছে তিনি পরহিযগারী, পুতঃপবিত্র ও আল্লাহ ভক্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১২৭]

২৩ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সন্তান-সন্ততি

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। তিনি সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে নিজেকে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তার সন্তানদের নাম এ সত্যের একটি সাক্ষী হিসেবে কাজ করছে। তাঁর কয়েকজন সন্তানের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আবদুল-খালিক (র.)

২. হযরত আবদুল-খাল্লাক (র.)

৩. হযরত আবদুল-হাদী (র.)

৪. হযরত আবদুর-রশীদ (র.)

৫. হযরত আবদুল-মজীদ (র.)

৬. হযরত আবদুল-মুয়িয (র.)

৭. হযরত আবদুস-সালাম (র.)।[১২৮]

২৪ শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ব্যক্তিত্ব

শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী (র.) রাজা-বাদশা, জালিম ও তার অনুচরদের কোন প্রকার হাদিয়া তোহফা, নযর, নেওয়ায গ্রহণ করতেন না। সুলতান আলেব আরসালান ও প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলকের সামনে হক কথা বলা ও সত্যের উপর দৃঢ় থাকার মতো ব্যক্তিত্ব সে যুগে তিনিই ছিলেন। আল্লামা যাহাবী (র.) লিখেন :

---

১২৭ ড. মুহাম্মদ জাওয়াদ শরীয়ত, জাওহারুল আসরার ওয়া যাওয়াহিরুল আনওয়ার (جو اهرالاسرار و زواهر الانوار) কামাল উদ্দিন হোসাইন ইবন হাসান খারযমী ব্যাখ্যা অংশ (ইরান : মশাল প্রকাশনা সংস্থা ইস্ফাহান), পৃ. ২৯৬

১২৮ কিতাবুয যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, খ. ১, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

وراجع مواقف شيخ الاسلام وصلابته فى الحق مع السلطان الب ار سلان والوز يرنظام الملك.

"সুলতান আলেফ আরসালান ও প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলকের সামনে সত্য ও হক নীতি অবস্থান ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন শায়খুল ইসলাম।"[১২৯]

তিনি রাজা-বাদশা বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সময় অত্যন্ত দামী পোষাক পরিধান করতেন। দামী ও উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহণ করে মজলিসে হাজির হতেন। ভাবগম্ভীর ও শান- শওকতের সাথে কথা বলতেন। তিনি এরূপ কেন করতেন সে প্রসঙ্গে নিজেই বলেন :

انما افعل هذا اعزازا للدين ورغما لاعدائه حتى ينظروا الى عزة و تجملى فيرغبوا فى الاسلام اذا راو اعزة.

"আমি এ কাজ করি দ্বীনের মর্যাদাকে সমুন্নত করা এবং শত্রুদেরকে দমন করার জন্য সৌর্যবীর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা যখন সম্মানজনক অবস্থানে আমাকে সাজসজ্জাসহ দেখবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং দ্বীনকে ইজ্জত দেবে।"

তবে তিনি যখন ঘরে ফিরতেন সাধারণ পোষাক পরতেন, সূফী সাধক ও আরিফদের সাথে খানকায় সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বসে যেতেন। তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করতেন, তাদের মতোই পোষাক পরতেন লেবাস পোষাক ও খাদ্যে কোনরূপ তারতম্য করতেন না।"[১৩০]

---

১২৯ ইমাম যাহাবী (র) তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খ. ৩, পৃ. ১১৮৩

১৩০ ফিতাবুয যায়ল আলা তাবাকাতল হানাবিলা, খ. ১, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২
খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সাহিত্য কর্ম

একনজরে

- ভূমিকা
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা
- গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয়
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ওফাত ও মাযার শরীফ
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর সাহিত্যকর্ম

০১ ভূমিকা ঃ

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ছিলেন ফার্সী সাহিত্যের নবধারার প্রবক্তা। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে, হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপনে তিনি ছিলেন ফার্সী সাহিত্যের মধ্যমণি। শায়খ সাদী (র.)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ গুলিস্তানের বাক্যরীতি, খাজা হাফিয (র.)-এর কাব্যে আধ্যাত্মিকতার গভীরতা, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র) এর মসনবী শরীফের ঝংকার ও আবেগ উচ্ছ্বাস থেকে শুরু করে হাজারো কবি সাহিত্যিকের গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের সর্বত্র খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) তার ওয়ায-নসীহত, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ও শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায় যে অনন্য অবদান রেখে গেছেন তা বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

০২ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) বিরচিত গ্রন্থাবলী ঃ

খাজা আনসারী (র.) আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন।

(ক) ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ (کشف الاسرا و عده الابرار) ফার্সী ও আরবী সংমিশ্রণে রচিত।

২. সদ ময়দান (صدمیدان)

৩. মুনাজাতনামে (مناجات نامه)

৪. তাবাক্বাতুস্ সুফীয়্যা (طبقات الصوفیه)

৫. রিসালায়ে দিল ও জান (رسالهٔ دل و جان)

৬. রিসালায়ে ওয়ারিদাত (رسالهٔ و اردات)

৭. রিসালায়ে কানযুস্-সালিকীন (رساله کنز السالکین)

৮. রিসালায়ে কালন্দার নামে (رسالهٔ قلندر نامه)

৯. রিসালায়ে হাফতহিসার (رسالهٔ هفت حصار)

Dhaka University Institutional Repository

১০. রিসালায়ে মুহাব্বত নামে (رسالهٔ محبت نامه)

১১. রিসালায়ে মাকূলাত (رسالهٔ مقولات)

১২. রিসালায়ে ইলাহী নামে (رسالهٔ الهی نامه)

১৩. আসরার নামে (اسرار نامه)

১৪. তাফসীরুল-কুরআনিল কারীম (تفسير القرآن الكريم)

১৫. তাকফীরুল-জাহমিয়া (تكفير الجهميه)

১৬. রিসালাতুয-যিকর (رسالة الذكر)

১৭. সাওয়ালে দিল ও জান (سوال دل و جان)

১৮. ইলালুল-মাকামাত[১] (علل المقامات)

১৯. কালিমাত (كلمات)

২০. মাজালিসুত্-তাযকীর (مجالس التذكير)

২১. হাফ্ত মাকালেহ (هفت مقاله)

২২. যাদুল-আরিফীন (زادالعارفين)

২৩. দার তাসাওউফ (در تصوف)

২৪. মুযাক্কিয়াত (مذكرات)

২৫. দিওয়ানেশে'র (ديوان شعر)

২৬. গাঞ্জ নামে[২] (گنج نامه)

২৭. উনসুল-মুরীদীন ও শামসুল-মাজালিস (انس المريدين وشمس المجالس)
(হযরত ইউসুফ (আ.) ও হযরত
জুলাইখা (আ.)-এর চমৎকার ঘটনা)[৩]

---

১ খ্রী: ১৯৬০ সিয়ায়ার সালেকে এ গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়েছে। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, সদ ময়দান পৃ. ৯

২ মোল্লাজান মুহাম্মদ কান্দাহারী এ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, প্রাগুক্ত

৩ এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভারতের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর (পুস্তক নং ১৭৮৭) সংরক্ষিত রয়েছে, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২৮. পারদেয়ে হিজাব[৪]	(پردهٔ حجاب)

(খ) আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী

১. মানাযিলুস-সাইরীন	(منازل السائرين)
২. আল-আরবা'ইনা ফী দালায়িলীত্-তাওহীদ	(الاربعين فى دلائل التوحيد)
৩. আল-আরবা'উনা ফিস্সুন্নাহ	(الاربعون فى السنه)
৪. আন্ওয়ারুত্তাহকীক ফিল-মাওয়ায়িয	(انوار التحقيق فى المواعظ)
৫. বাবুন ফিল্-ফতূত্[৫]	(باب فى الفتوت)
৬. শারহি হাদীস কুল্লুবিদ্'আতিন দালালাহ	(شرح حديث كل بدعة ضلاله)
৭. যাম্মুল কালাম ও আহলুহ	(ذم الكلام واهله)
৮. শারহুত্ তায়াররুফ লি মাযহাবিত্ তাসাওউফ	(شرح التعرف لمذهب التصوف)
৯. আলফারুক ফিস্সিফাত	(الفاروق فى الصفات)
১০. কিতাবুল-কাদরিয়্যা	(كتاب القدريه)
১১. কিতাবুল-কাওয়ায়িদ	(كتاب القواعد)
১২. আল-মুখতাসারু ফি আদাবিস্ সুফীয়্যা ওয়াসসালিকীনা লিতারীকিল্-হাক	(المختصر فى اداب الصوفيه والسالكين لطريق الحق)
১৩. মানাকিবু আহলিল-আসার	(مناقب اهل الاثار)
১৪. নসিহাতু নিযামিল-মুল্ক[৬]	(نصيحة نظام الملک)
১৫. মানাকিবিল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল	(مناقب الامام احمد بن حنبل)

---

৪ হিঃ ৯০৩ সালে লেখা পান্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের শহীদ আলী গ্রন্থাগারে (নং ১৩৭২) সংরক্ষিত রয়েছে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৫ আরবী ফার্সী মিশ্রিত এ রিসালা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বেশির ভাগই উচ্চাঙ্গের আরবী পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। সাঈদ নাফিসী, সারচশমায়ে তাসাওউফ দার ইরান (তেহরান ঃ মারুভী প্রকাশনা, সং ৮ম, ফার্সী সাল ১৩৭১, খ্রী. ১৯৯২), পৃ. ২১৮

৬ খ্রী: ১৯২৬ লেনিন গ্রাডে এবং একই বছর ভারতে তুহফাতুল ওয়ারা নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইসনাদুল-মওজুদাতি ইলাল-খালিক[৭] (اسنادالموجودات الى الخالق)

১৭. আল-কাসীদাতু ফিল-ইতিকাদ (القصيده فى الاعتقاد)

১৮. আল-কাসীদাতুন্ নুনিয়্যা ফী মাদহি আহমদ ইবন হাম্বল (র)[৮] (القصيده النونيه فى مدح احمد بن حنبل)

০৩ গুরুত্বপূণ্ কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয়

নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থের পরিচয় ও বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হল।

১। কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার

(كشف الاسرار وعدة الابرار)

ফার্সী ও আরবী ভাষায় আল-কুরআনের আধ্যাত্মিক তাফসীর যে ভাষায় ও ভাব নিয়ে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) উপস্থাপন করেন তা ছিল তাফসীর জগতের অন্যন্য অবদান। মানযিলুস-সাইরীন গ্রন্থে সংক্ষেপে এবং অন্যান্য গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপন করেন এবং ধারাবাহিক তাফসীর ক্লাসে বর্ণিত তাফসীরসমূহ পরবর্তীতে কাশফুল-আসরার নামে সংকলিত হয়।

আল্লামা ইবন রাজাব হাম্বলী (র.) লিখেন :

وله كتاب فى التفسير بالفارسية جامع

'তার ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে।'[৯]

পরবর্তীতে আল্লামা রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র.) তাফসীর শাস্ত্রের ধারা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে রূপায়িত করেন। এই গ্রন্থের নাম দেন **কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার** যার অর্থ হলো রহস্য উন্মোচন ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্বল।

---

৭ হি : ৪৬৫ খাজা আনসারী (র.)-এর ছাত্র আল্লামা সাগযী ও কারুরুখী এ গ্রন্থ সংকলন করেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৮ মুল কাসীদাটি আযযায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা গ্রন্থের ৫৩ পৃ: সন্নিবেশিত রয়েছে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৯ কিতাবুয যায়িল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা খ. ১, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের পরিভাষার এত গভীরে গিয়ে আল্লাহতায়ালার ইলমুল আযলী বা চিরন্তন জ্ঞানের ভান্ডারে ডুব দিয়ে যে তথ্য ও মনের গহীনে এর প্রভাব সৃষ্টিতে খাজা আনসারী (র.) ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। (এ তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা পরবর্তীতে সন্নিবেশিত হয়েছে।)

২. মানাযিলুস-সাইরীন (منازل السائرين)

মানাযিলুস-সাইরীন একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থে আল-কুরআনের পরিভাষা ও আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার একশ মনযিল বর্ণিত হয়েছে। ৪৪৮ হিজরী থেকে ৪৮৫ হিজরী সনের মাঝামাঝি সময় ছাত্রদের অনুরোধে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) এ গ্রন্থ রচনা করেন।[১০]

এ গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে খাজা আনসারী (র) ভূমিকায় লিখেন ঃ

فان جماعة من الراغبين فى الوقوف على منازل السائرين الى الحق عزاسما من الفقراء من اهل هراة الغرباء طال على مسألهما اياى زمانا . ان ابين لهم فى معرفتها بيانا يكون على معالمها عنوانا فاجبتهم بذالك بعداستخارتى اللّه واستعانتى به وسألونى ان ارتبها لهم ترتيبا يشير الى تواليها ويدل على الفروع التى تليها ان اخليه من كلام غيرى واختصره ليكون الطف فى اللفظ واخف للحفظ ثم انى رتبته لهم فصولا وابوابا يعنى ذالك الترتيب عن التطويل المودى الى الملال ويكون مندوحة عن التسأل فجعتله مائة مقام مقسومة على عشرة اقسام.

"একদল লোক মহান আল্লাহতায়ালার পথে অগ্রসর সাধক ফকীর বিশেষ করে হেরাত ও অন্যান্য শহরের সালিকগণ তরীকতের বিষয়াদী নিয়ে তাদের জন্য এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে অনুরোধ জানালেন যাতে মূল ও

১০ সালাউদ্দিন আল মুনাজ্জেদ, মুকাদ্দামা মানাযিলুস সাইরীন, আরব দেশীয় পান্ডুলিপি সংগ্রহ সংস্থার পরিচালক, কায়রো, মিশর, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

শাখা সামগ্রিক ও আনুসংগিক সব কিছু স্থান পাবে। অন্য কারো কথা থেকে মুক্ত হবে, সংক্ষিপ্ত হবে যাতে মুখস্ত করতে সহজ হয়। আমি ইস্তিখারা ও আল্লাহতায়ালার কাছে এ কাজের জন্য সাহায্য কামনা করে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম এবং এ গ্রন্থ রচনা করলাম। বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করলাম। কথা দীর্ঘায়িত করলাম না, যাতে পাঠক বিরক্তিবোধ না করেন। তাদের জিজ্ঞাসার জবাব সহজেই পেয়ে যান। গ্রন্থকে শত মনযিলে ভাগ করলাম, প্রতি দশ মাকামকে এক এক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করলাম।"[১১]

তিনি তার জীবনের শেষভাগে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে অত্যন্ত উন্নত আরবী পরিভাষা ছন্দবদ্ধ গদ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে দশটি অধ্যায় রয়েছে। যেমন ঃ

১. আল-বিদায়াত (البدايات) বা পূর্ব প্রস্তুতিমূলক বিষয়াদী।

২. আল-আবওয়াব (الابواب) বা প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদী।

৩. আল-মু'য়ামালাত (المعاملات) বা পারস্পরিক লেনদেন।

৪. আল-আখলাক (الاخلاق) বা চারিত্রিক গুণাবলী।

৫. আল-উসূল (الاصول) বা মূলনীতিগত বিষয়।

৬. আল-আউদিয়া (الاوديه) বা আল্লাহ প্রেমের উপত্যকাসমূহ।

৭. আল-আহওয়াল (الاحوال) বা নৈকট্য লাভের অবস্থা।

৮. আল-বিলায়াত (الولايات) বা বন্ধুত্বের মাকাম।

৯. আল-হাকাইক (الحقائق) বা গূঢ়রহস্য।

১০. আন্-নিহায়া (النهاية) বা চূড়ান্ত পর্যায়।

প্রতিটি অধ্যায়ে দশটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সর্বমোট একশটি মনযিল বা আল্লাহকে পাওয়ার একশটি সিঁড়ির বর্ণনা রয়েছে।

---

১১ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) মানাযিলুস সাইরীন (منازل السائرين), (তেহরান ঃ মাওলা প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬১, খ্রী. ১৯৯৩), পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

যেমন আল-বিদায়াত বা ভূমিকা অধ্যায় দশটি বিষয় স্থান পেয়েছে বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

১. আল-ইয়াক্বযা	(اليقظة)	জাগৃতি, চেতনা, জাগরণ, সতর্কতা, মনোযোগ।[১২]
২. আত্-তাওবা	(التوبة)	প্রত্যাবর্তন, অনুশোচনা, অনুতাপ, ক্ষমা।[১৩]
৩. আল-মুহাসাবা	(المحاسبة)	আত্মজিজ্ঞাসা, হিসাব রক্ষণ, হিসাব নিকাশ।[১৪]
৪. আল-ইনাবা	(الانابة)	একনিষ্ঠভাবে প্রত্যাবর্তন, স্থলাভিষিক্তকরণ।[১৫]
৫. আত্-তাফাক্কুর	(التفكر)	চিন্তা গবেষণা, ধ্যান।[১৬]
৬. আত্-তাযাক্কুর	(التذكر)	স্মরণে রাখা, স্মরণ করা, চিন্তা করা।[১৭]
৭. আল্-ই'তিসাম	(الاعتصام)	মজবুতভাবে আকড়ে ধরা, আশ্রয় চাওয়া।
৮. আল-ফিরার	(الفرار)	দুনিয়ার মোহ থেকে পালায়ন করে আল্লাহর দিকে দৌড়ানো।
৯. আর্-রিয়াযাত	(الرياضة)	আধ্যাত্মিক সাধনা ও কৃচ্ছতা, অনুশীলন, চর্চা।[১৮]
১০. আস্সিমা	(السماع)	কান লাগিয়ে শোনা।[১৯]

---

১২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা ঃ রিয়াদ প্রকাশনী, সং ২য়, ২০০০ইং), পৃ. ৬৬২

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

আল-আবওয়াব বা বিশেষ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে দশটি বিষয় স্থান পেয়েছে

১১. আল-হুযন	(الحزن)	অতীত কর্মের জন্য অনুশোচনা, দুঃখ, বিষাদ।[২০]
১২. আল-খাওফ	(الخوف)	ভয়, ভবিষ্যত কাজের জন্যে ভয় থাকা, ভীতি।[২১]
১৩. আল্-ইশফাক	(الاشفاق)	ভয়মিশ্রিত সতর্কতা ও স্নেহ, দয়ালু হওয়া।[২২]
১৪. আল-খুশু	(الخشوع)	মর্যাদাবানের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়, নম্রতা।[২৩]
১৫. আল-ইখবাত	(الاخبات)	বিনয়ের সাথে কাজ সম্পাদনের মানসিকতা সৃষ্টি করা।
১৬. আয্-যুহদ	(الزهد)	মোহমুক্ত হওয়া, চাহিদা মুক্ত হওয়া, তপস্যা।[২৪]
১৭. আল্-ওরা	(الورع)	পরহিযগারী, খোদভীরুতার পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করা।
১৮. আত্-তাবাত্তুল	(التبتل)	আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা।[২৫]
১৯. আর-রাজা	(الرجاء)	আশা, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, অম্বল।[২৬]

---

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

২২ মানাযিলুস সাইরীন, পৃ. ৫০

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২৪ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৩০৮

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

২০. আররোগবা	(الرغبه)	আসক্তি, আবেগ, উচ্ছাস।[২৭]

তৃতীয় অধ্যায় মুয়ামালাত বা পারস্পরিক লেনদেন আদান প্রদান প্রসঙ্গে। এ অধ্যায়ে দশটি বিষয় স্থান পেয়েছে।

২১. আর-রিয়াইয়া	(الرعايه)	সংরক্ষণ, যথাযথ পালন করা, লক্ষ্য, যত্ন।[২৮]
২২. আল-মুরাকাবাতু	(المراقبه)	দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, ধ্যান মগ্ন হওয়া।[২৯]
২৩. আল-হুরমাতু	(الحرمة)	বড় বা মর্যাদাবান সত্ত্বার সামনে লজ্জাবোধ সম্মান বোধ, পবিত্রতা, নিষিদ্ধতা, সম্মান।
২৪. আল-ইখলাস	(الاخلاص)	নির্ভেজাল কর্ম, আন্তরিকতা, অকপটতা।[৩০]
২৫. আত্-তাহযীব	(التهذيب)	পরিশালিত করা, মার্জিত করা।[৩১]
২৬. আল্-ইস্তিকামাতু	(الاستقامة)	দৃঢ়তা অবলম্বন করা, যথাযথতা।[৩২]
২৭. আত্তাওয়াক্কুল	(التوكل)	প্রচেষ্টার পর সবকিছু মালিকের উপর সোপর্দ করা, নির্ভরতা, নির্ভরশীলতা।[৩৩]
২৮. আত্তাফবীয	(التفويض)	নিজের সবকিছু ন্যস্ত করা, নিয়োগ করা।

---

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৯
৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

২৯. আস্-সিকাহ (الثقة) সবকিছু মনিবের উপর ন্যস্ত করে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা, আস্থা, বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।[৩৪]

৩০. আত্-তাসলীম (التسليم) পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ করা, অর্পণ, প্রদান।[৩৫]

চতুর্থ অধ্যায় আল-আখলাক বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ অধ্যায়ে দশটি বিষয় স্থান পেয়েছে।

৩১. আস-সাব্‌র (الصبر) সত্যের উপর অবিচল থাকা, দৃঢ়তা অবলম্বন করা।[৩৬]

৩২. আর-রিদা (الرضا) সন্তুষ্টি, মুনিবের সব কাজে রাযী থাকা, সন্তোষ।[৩৭]

৩৩. আশ্-শুকর (الشكر) নিয়ামত প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিয়ামত দানকারীর প্রশংসা করা, কৃতজ্ঞতা।

৩৪. আল্-হায়া (الحياء) লজ্জাবোধ, লাজুকতা, শরম, সত্যবাদী হওয়া।

৩৫. আস্-সিদ্ক (الصدق) সত্যবাদিতা, সত্য বলা, খাটি হওয়া।

৩৬. আল-ইসার (الايثار) বদান্যতা, অগ্রাধিকার দেয়া, গ্রহণ করা।[৩৮]

---

৩৪ মানাযিলুস সাইরীন, পৃ. ৭৮
৩৫ আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. ১৫৮
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. আল-খুলুক	(الخلق)	চরিত্র, স্বভাব, প্রকৃতি, নৈতিকতা, নীতি, আচরণ।
৩৮. আত্-তাওয়াদু	(التواضع)	বিনয়াবনত, বিনয় প্রদর্শন করা, বিনীত হওয়া।
৩৯. আল-ফতুত	(الفتوت)	পৌরষত্ব, সাহসিকতা, মহানুভবতা।
৪০. আল-ইম্বিসাত	(الانبساط)	উদ্বেলিত হওয়া, প্রসারিত হওয়া।[৩৯]

পঞ্চম অধ্যায় উসূল اصول বা মৌলিক গুণাবলী সম্পর্কীয়। এ অধ্যায় দশটি বিষয় রয়েছে ঃ

৪১. আল-কাসদ	(القصد)	আনুগত্যের জন্য একনিষ্ঠ লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
৪২. আল-আযম	(العزم)	দৃঢ়সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া।[৪০]
৪৩. আল-ইরাদা	(الاراده)	ইচ্ছা, প্রত্যয়, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মনকে তৈরী করা, অভিলাস, অভিপ্রায়, বাসনা।[৪১]
৪৪. আল-আদব	(الادب)	বাড়াবাড়ী বর্জিত ও গ্রহণযোগ্য আচরণের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ, ভদ্র হওয়া, সুসভ্য হওয়া।[৪২]
৪৫. আল-ইয়াকীন	(اليقين)	সংশয় ও সন্দেহমুক্ত জ্ঞান নিশ্চয়তা[৪৩]।

---

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৪৩ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, (ঢাকা ঃ কামিয়াব প্রকাশন, বাংলাবাজার, সাল ১৯৮৮ইং), পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. আল-উন্‌স (الانس) ঘনিষ্টতা, অন্তরঙ্গ হওয়া, বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সৌজন্য ।[৪৪]

৪৭. আয-যিকর (الذكر) স্মরণে রাখা, অচেতন ও ভুল থেকে মুক্ত থাকা ।[৪৫]

৪৮. আল-ফাকর (الفقر) নিজেকে নিঃস্ব মনেকরা, দারিদ্রতা ।[৪৬]

৪৯. আল-গিনা (الغنى) অমুখাপেক্ষিতা, বিত্তবান, ধনী হওয়া ।[৪৭]

৫০. আল-মুরাদ (المراد) কাংখিত, অভীষ্ট ।[৪৮]

৬ষ্ঠ অধ্যায় আল আউদিয়া বা মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আল্লাহতায়ালার নৈকট্যে পৌঁছার উপত্যকা বা গলিপথসমূহ । এ অধ্যায়ে দশটি বিষয়ে স্থান পেয়েছে

৫১. আল্-ইহসান (الاحسان) অনুগ্রহ, সুসম্পাদন, কল্যাণ, বদান্যতা উত্তম, শোভন ।[৪৯]

৫২. আল-ইলম (العلم) জ্ঞান, প্রজ্ঞা, জানা, জ্ঞাত হওয়া, অবহিত হওয়া ।

৫৩. আল-হিকমা (الحكمة) প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, সারগর্ভ উক্তি ।[৫০]

---

৪৪ ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান, (ঢাকা ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সং ১ম, ১৯৯৮ইং), পৃ. ৬৯

৪৫ (هوالتخلص من الغفلة والنسيان) মানাযিলুস সাইরীন পৃ. ১১৮

৪৬ আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৪৩৭

৪৭ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, পৃ.১৯৪

৪৮ আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৫৩০

৪৯ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, পৃ. ৩৬

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. আল-বাসিরা	(البصيرة)	দুরদৃষ্টি, অর্ন্তদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা, পর্যবেক্ষণ।[৫১]
৫৫. আল-ফিরাসা	(الفراسة)	অর্ন্তদৃষ্টি, নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ।[৫২]
৫৬. আত্‌তা'যীম	(التعظيم)	সম্মানপ্রদর্শন, মর্যাদা, বড়ত্ব।
৫৭. আল-ইলহাম	(الالهام)	ইলহাম, পাঠানো ঐশী, আত্মপ্রেরণা।[৫৩]
৫৮. আস্‌-সাকীনা	(السكينة)	শান্তি, প্রশান্তি, সান্ত্বনা।
৫৯. আত্‌-তামানিনাহ	(الطمانينة)	নিশ্চিন্ততা, আস্থা, শান্তি, প্রশান্তি।[৫৪]
৬০. আল-হিম্মাহ	(الهمه)	ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, উচ্চাভিলাষ।[৫৫]

৭ম অধ্যায় আল-আহওয়াল বা আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছায় গলি পথ অতিক্রম করে তার সান্নিধ্য লাভের দরজায় অবস্থানের পর যেসব অবস্থা সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা। এ অধ্যায়ে দশটি বিষয় স্থান পেয়েছে।

৬১. আল-মুহাব্বত	(المحبة)	বন্ধুত্ব।
৬২. আল-গাইরাতু	(الغيرة)	আত্ম সম্মানবোধ, আবেগ, ঈর্ষা।[৫৬]
৬৩. আশ্‌-শাওক	(الشوق)	ঔৎসুক্য, উৎসাহ, আগ্রহ।[৫৭]
৬৪. আল্‌-কালাক	(القلق)	উদ্বেগ, উৎকণ্ঠিত, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা।
৬৫. আল-আতাশ	(العطش)	পিপাসা, তৃষ্ণা।

---

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯
৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪
৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩
৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১
৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. আল-ওয়াজ্‌দ (الوجد) উত্তেজনা, আবেগ।[৫৮]

৬৭. আদ্‌-দাহাশ (الدهش) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, বিস্ময়াভিভূত।[৫৯]

৬৮. আল-হাইমান (الهيمان) প্রেমে মত্ত হওয়া।[৬০]

৬৯. আল-বারক (البرق) প্রেমের অতিশয্যে সমগ্র অস্তিত্বে প্রেমাগ্নির বিদ্যুৎ চমকে উঠা, চমকানো, আলোকিত হওয়া, দীপ্ত হওয়া।[৬১]

৭০. আয্‌-যাওক (الذوق) উপভোগ, পছন্দ করা, স্বাদ, রুচি, রুচিবোধ।[৬২]

৮ম অধ্যায় আল-বিলাইয়াত বা আল্লাহর নৈকট্যে প্রবেশের প্রস্তুতিপর্বে সালিকের যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এ অধ্যায় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে দশটি বিষয় স্থান পেয়েছে।

৭১. আল্‌-লাহায (اللحظ) তাকানো, অবলোকন, পর্যবেক্ষণ, মুহূর্ত।[৬৩]

৭২. আল্‌-ওয়াক্ত (الوقت) সময়, ক্ষণ, কাল, মুহূর্ত্ব, মেয়াদ।

৭৩. আস-সাফা (الصفاء) সাফ হওয়া, পরিষ্কার হওয়া, নির্মল হওয়া, আন্তরিকতা, আন্তরিক বন্ধুত্ব, হৃদতা, নির্মলতা, নিষ্কলুষতা।[৬৪]

৭৪. আস্‌-সুরুর (السرور) খুশি, আনন্দ, সুখ।

---

৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১
৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
৬০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬
৬১ মানাযিলুস সাইরীন, পৃ. ১৬৪
৬২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ২৮০
৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯
৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. আস-সির (السر) গোপন কথা, রহস্য, গোপনীয়তা।

৭৬. আন্‌নাফাস (النفس) শ্বাস, নিশ্বাস, উৎকৃষ্ট।[৬৫]

৭৭. আল-গুরবাতু (الغربة) প্রবাস, নির্জনতা, একাকীত্ব, অপরিচিত।[৬৬]

৭৮. আল-গারক (الغرق) নিমগ্ন হওয়া, নিমজ্জিত হওয়া, ডুবে যাওয়া।

৭৯. আল্-গাইবাতু (الغيبة) অদৃশ্য, লুক্কায়িত, অনুপস্থিতি, অন্তর্ধান।

৮০. আত্-তামাক্কুন (التمكن) দৃঢ় হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[৬৭]

৯ম অধ্যায় আল্লাহর আল-হাকায়িক বা নৈকট্য লাভের পর আশিক মাশুকের সরাসরি সাক্ষাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এ সাক্ষাতে যেসব স্তর অতিক্রম করতে হয় তার বর্ণনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে দশটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

৮১. আল্-মুকাশাফা (المكاشفة) উদঘাটন, পরস্পরের গোপন রহস্য উদঘাটন করা, সাক্ষাৎ।[৬৮]

৮২. আল্-মুশাহাদা (المشاهده) দর্শক, প্রত্যক্ষকরণ, প্রত্যক্ষদর্শী, প্রেমাস্পদের খোলামেলা সাক্ষাৎ।[৬৯]

৮৩. আল-মু'য়াইয়ানা (المعاينه) পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ।

৮৪. আল্-হায়াত (الحياة) অন্তরে নবজীবন লাভ করা, বেঁচে থাকা।[৭০]

---

৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৬

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. আল-কাব্‌য (القبض) নিয়ে নেয়া, আয়ত্ত্বে নেয়া।[৭১]

৮৬. আল-বাস্‌ত (البسط) সম্প্রসারণ করা।[৭২]

৮৭. আস্‌-সুকার (السكر) আত্ম বিস্মৃত হওয়া, মাতাল হওয়া।[৭৩]

৮৮. আস্‌-সাহ্‌উ (الصحو) উজ্জ্বলতা, স্বকীয়রূপে উদ্ভাসিত।[৭৪]

৮৯. আল-ইত্তিসাল (الاتصال) মিলন, যোগসূত্র।

৯০. আল-ইনফিসাল (الانفصال) বিরহ, বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা।

দশম অধ্যায় আন-নিহাইয়া বা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া, এ স্তরে পৌঁছে বান্দা আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভের স্তরে উন্নীত হয়। আশিকের সাথে মাশুকের মিলনে বিভিন্ন অবস্থা ও হালের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত মনযিলে মাকসুদ তথা গন্তব্যস্থানে সালিক পৌঁছে পরম পাওয়া ও তৃপ্তি লাভে ধন্য হয়। এ অধ্যায়ে দশটি ধাপ ও স্তর অতিক্রম করতে হয়। যেমন :

৯১. আল-মারিফাহ (المعرفة) পরিচয়। বস্তুকে যথাযথভাবে অবলোকন করা।[৭৫]

৯২. আল-ফানাহ (الفناء) বিলীন হওয়া, বিলোপ সাধন করা।[৭৬]

৯৩. আল্‌-বাকা (البقاء) স্থিতি, স্থায়িত্ব, বিদ্যমান।[৭৭]

৯৪. আত্‌-তাহকীক (التحقيق) বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠিতকরণ, প্রতিপাদন, উত্তরণ।[৭৮]

---

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭
৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩
৭৪ মানাযিলুস সাইরীন, পৃ. ২০৪
৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
৭৬ আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৪৩৯
৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. আত্-তালবীস (التلبيس) পরিধান করানো, মিশে যাওয়া।[৭৯]

৯৬. আল-অজুদ (الوجود) অস্তিত্ব, পেয়ে যাওয়া।[৮০]

৯৭. আত্-তাজরীদ (التجريد) মুক্তকরণ।[৮১]

৯৮. আত্-তাফরীদ (التفريد) একাকী হওয়া।[৮২]

৯৯. আল্-জামৃউ (الجمع) অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য।

১০০. আত্-তাওহীদ (التوحيد) একীকরণ, একত্বের মাকামে অধিষ্ঠিত হওয়া।[৮৩]

উক্ত একশটি পরিভাষা ও মনযিলের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) যে উচ্চাঙ্গ ভাষা ও ভাব প্রকাশ করেছেন তা আরবী সাহিত্যের এক অনবদ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য। তিনি প্রতিটি মনযিল বা পরিভাষাকে তিন ভাগে ভাগ করে মূলত: ইলমে মারিফাতের তিনশটি স্তর ও অবস্থার বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছেন।

ইরানের প্রখ্যাত গবেষক ড. মুহসিন বিনা মাকামাতে মানাবী(مقامات معنوى) নামে এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন।[৮৪] এছাড়াও আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) তিন খণ্ডে মাদারিজুস সালিকীন (مدارج السالكين) নামে এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন।[৮৫]

তবে অষ্টম হিজরী শতকে আল্লামা আবদুর রাযযাক কাশানী (র) ৭২৮ হিজরী থেকে ৭৩৫ হিজরী সালের মধ্যে এ গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন তা সর্বজন স্বীকৃত। শায়খ যাইনুদ্দিন আবূ বকর খাওয়াফী (র) রচিত

---

৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২

৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৮৪ ড. মুহসিন বিনা, মাকামাতে মা'নাবী (مقامات معنوى), (তেহরান, : শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়, ফার্সী সাল-১৩৬৩, খ্রী. ১৯৯৪) পৃ. ৮

৮৫ ইবনুল জাওযী, মাদারিজুস সালিকীন (مدارج السالكين), (বৈরুত : দারুল ফুতুহুল ইসলামিয়া, সং ২য়, প্রকাশকাল-১৯৮৮,)

Dhaka University Institutional Repository

শরহে মানাযিলুস সাইরীন অতীব মূল্যবান শরাহ গ্রন্থ যা তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের জারুল্লাহ গ্রন্থগারে সংরক্ষিত রয়েছে।[৮৬]

এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা হুসাইন আহী লিখেন :

منازل السائرين كتابى كميايست ودرجزالت الفاظ ورعايت معانى وگنجائش مطالب رسائل درعبارات مختصر مشتهراست .

মানযিলুস সাইরীন একটি দুর্লভ বিরল গ্রন্থ, উচ্চমানের শব্দ প্রয়োগ, তাৎপর্যবহ বক্তব্য উপস্থাপন, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ব্যাপক বিষয়ের সন্নিবেশের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।[৮৭]

মানাযিলুস-সাইরীন গ্রন্থ যে বিশ্ব সাহিত্যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। এ মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে অসংখ্য। প্রসিদ্ধ কয়েকটি হল ঃ

১। মাদারিজুস্-সালিকীন (مدارج السالكين)। আল্লামা ইবনুল জাওযী (র)। তিনখণ্ডে রচিত এ গ্রন্থ দর্শন ও ইরফান জগতে সাড়া জাগানো এ গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত

২। শরহে মীর কামাল (شرح ميركمال) মীর কামালুদ্দিন হোসাইন ইবন শিহাবউদ্দিন ইসমাঈল তাবাসীর (র.)

৩। মিরআতুন-নাযিরীন ফী শারহি মানাযিলিস-সাইরীন

(مرآة الناظرين فى شرح منازل السائرين) জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবন দাউদ (র.)

৪। নাসিমুল মুকাররাবীন-ফী শরহি মানাযিলিস-সাইরীন

(نسيم المقربين فى شرح منازل السائرين)

---

৮৬ রাসাইলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ৩৪

৮৭ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সুফীয়্যা ভূমিকা, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে তাহির কাজী তাবাযেকানী তুসী (র.)।

৫। শরহে মানাযিলিস-সাইরীন (شرح منا زل السا ئرين) আল্লামা আবদুর রাযযাক কাশানী কাশী (র.)[৮৮]

৬। মাকামাতে মা'নাবী (مقامات معنوى) অধ্যাপক মুহাসীন যিনা, শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। শরহে মানাযিলিস্-সাইরীন (شرح منا زل السا ئرين) আবূ ইয়াকুব ইউসুফ হামেদানী (র.)।

৮। শরহে মানাযিলিস-সাইরীন (شرح منا زل السا ئرين) আল্লামা যাইনুদ্দীন খাওয়াফী (র)

৯। শরহে মানযিলিস্-সাইরীন (شرح منا زل السا ئرين) আবদুর রউফ মানাবী (র)

১০। শরহে ইবরাহীম হাম্বলী (شرح ابراهيم حنبلى) আল্লামা ইবরাহীম হাম্বলী (র.)

১১। শরহে আফীফুদ্দিন তেলিসমানী (র) (شرح عفيف الدين تلسمانى) আফীফ উদ্দীন সুলাইমান তেলিসমানী (র.)।[৮৯]

১২। তানযযুলুস্-সাফিরীন (تنزل السافرين) আহমদ ইবন ইব্রাহিম ওয়াসিতী (র) (হি. ৭১১)।

১৩। শরহে শামসুদ্দীন তস্তরী (شرح شمس الدين تسترى) আল্লামা শামসুদ্দীন তস্তরী (র.) অষ্টম হিজরী শতকের শুরুর দিকে তিনি এ শরাহ গ্রন্থ রচনা করেন।[৯০]

---

৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা-২

৮৯ সাঈদ নাফিসী, তারিখে নজম ও নসর দার ইরান ওয়া দারযাবানে ফার্সী (تاريخ نظم ونثر در ايران و درزبان فارسى) (তেহরান ঃ ফরুগী প্রকাশনী ফার্সী সাল-১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪), পৃ. ৭১৮

৯০ আলী শিরওয়ানী-শরহে মানাযিলিস সাইরীন, (তেহরান ঃ যাহরা প্রকাশনী ১৩৭৩, খ্রী. ১৯৯৪) পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

৩. সদ ময়দান (صد میدان)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর সমুদ্রসম সাহিত্যিক অবদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো সদ ময়দান (صد میدان)গ্রন্থ। ৪৪৮ হিজরী সনের পহেলা মুহাররম তিনি এ গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেন।[৯১] ফার্সী ভাষায় অতি সংক্ষেপ অথচ তাৎপর্যবহ রচনা সম্পন্ন করার পর ছাত্রদের অনুরোধে ২৭ বছর পর তা আরবীতে মানাযিলুস-সাইরীন নামে ব্যাপক আকারে রচিত হয়। একশ ময়দান বলতে এ গ্রন্থে ইলমুল-মা'রিফাতের একশটি স্তর বুঝানো হয়েছে। যার প্রথম স্তর হলো-তওবা আর শততম স্তর হলো বাকা বা আল্লাহর নৈকট্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান।

প্রাচ্যবিদ বার্টলস রচিত ও সীরুস ইয়াযদী অনূদিত 'তাসাওউফ ও আদাবিয়াতে তাসাওউফ (تصوف و ادبیات تصوف)

গ্রন্থে সদ ময়দান গ্রন্থ সম্পর্কে বার্টলস বলেন ঃ

اما با اطمینان کامل می توان گفت که تنها مردی است که دارای تجربه بزرگ ادبی بوده و می توانسته این اثررا به رشته تحریر کشد. زیرا فقط چنین مردی یا رای ان را داشته است که افکار خودرا در چنین شکل فشرده ای بیان و از مفاهیم دو پهلوو نا روشن پرهیز کند.

'তবে আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলতে চাই তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার সাহিত্যিক বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে এ গ্রন্থ এভাবে লিখতে সক্ষম হয়েছেন। কেননা শুধুমাত্র তাঁর (খাজা আনসারী র.) মত লোকের পক্ষেই এটা সম্ভব যে নিজের চিন্তা-দর্শনকে এত সংক্ষিপ্ত অথচ বক্তব্য বোধগম্য ও অস্পষ্টতা মুক্ত বর্ণনা করা।' এ গ্রন্থটি প্রথমবার খ্রী. ১৯৫৪ কায়রোতে এবং দ্বিতীয়বার ১৩৪১ হি. কাবুলে প্রকাশিত হয়।[৯২]

---

৯১ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, সদ ময়দান, পৃ. ১৫

৯২ বার্টলাস, তাসাওউফ ও আদাবিয়াতে তাসাওউফ (تصوف واد بیات تصوف), অনুবাদ, সীরুস ইয়াযদী, (তেহরান ঃ আমীর কবির প্রকাশনী,) পৃ. ৪০৭

Dhaka University Institutional Repository

৪ । মুনাজাত নামে (مناجات نامه)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) রচিত মুনাজাত নামে ফার্সী গদ্য সাহিত্যের এক মহা সম্পদ। কুরআন হাদীস থেকে মন্থিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ পরিভাষা, উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে ছন্দবদ্ধ গদ্যে এরূপ মুনাজাত ফার্সী কেন বিশ্বের প্রচলিত কোন ভাষায় আছে কিনা আমাদের জানা নেই। যার ফলে ইউনেস্কো রিপোর্ট মোতাবেক এ গ্রন্থটি ৩৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৯৩]

আল্লাহর কালামের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে বিভিন্ন হালে, প্রেক্ষাপটে খাজা আনসারী (র.) এসব মুনাজাত দিয়েছেন যে গুলো কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তাবাকাতুস্ সুফীয়্যা গ্রন্থেও কিছু সংখ্যক মুনাজাত উদ্ধৃত হয়েছে। বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুনাজাতগুলোর সংকলন হলো এ গ্রন্থ।

এ মুনাজাত সম্পর্কে ইরানের বিশিষ্ট গবেষক আল্লামা হাজ্ব সাবয আলী পানাহ লিখেন :

این مناجات ها وفریادهای شورانگیز مسجع او با چنان کلماتی ساده و تشبیهات دلکش تجلی میکند که هرمسلمانی می تو اند ناگهان به معنی آن پی برد اکنون با ید اطمینان داشت آنچه راخوانند ه درسطور این کتاب میخواند شیخ الاسلام به تنهائی درهگام مناجات الهی گویان ودرمیان شاگردان زمز مه کرده است.

"তার ছন্দবদ্ধ শিহরণ জাগানো মুনাজাত ও ফরিয়াদসমূহে সহজ-সরল ভাষা ও হৃদয়গ্রাহী উপমা উৎপ্রেক্ষা এতই উদ্ভাসিত হয় যে প্রত্যেক

---

৯৩ তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট, প্রকাশ ১৯৮৯ সাল

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান অনায়াসে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই 'মুনাজাত নামে' গ্রন্থখানি কোন পাঠক এই মুহূর্তে পড়লে মনে হবে শায়খুল ইসলাম তার প্রভুর দরবারে একাকী মুনাজাত দিয়েছেন এবং ছাত্রদের মাঝে গুনগুন রবে ফরিয়াদ করছেন।"[৯৪]

এ মুনাজাতের নমুনা সন্নিবেশিত হল-

الهی نام تو مارا جواز- مهرتو مارا جهاز

ইলাহী! তোমার নামই আমার বৈধতা

তোমার দয়াই আমার তোবা

الهی اگر تن مجرم است دل مطیع است

اگر بنده گناهکار است. کرم تو شفیع است

ইলাহী! যদিও শরীর অপরাধী অন্তর তব অনুগত,

বান্দা গুনাহগার হলেও তব দয়াই মোর সুপারিশকারী।[৯৫]

আল্লামা নিযামুদ্দীন নূরী মুনাজাত নামে গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেন ঃ

ازمعروفترین گفته های شیخ هما نا مناجات اوست که تا آنزمان درزبان فارسی بدین سبك ساده وموثر وشیرین سابقه نداشته.

'শায়খের বাণী সমূহের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বাণী হল তার মুনাজাত। ঐ সময় পর্যন্ত ফার্সী ভাষায় এত সহজ প্রভাবশালীও সুমিষ্ট ভাষারীতি কেউ রচনা করতে সক্ষম হয় নি।'[৯৬]

---

৯৪ হাজ সাবব আলী আলী পানাহ, মুনাজাতে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (مناجات خواجه عبد الله انصاری) (তেহরান ঃ মারভী প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৫৭, খ্রী. ১৯৮৭), ভূমিকা, পৃ. ২

৯৫ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, মুনাজাত নামে (مناجات نامه), (তেহরান ঃ ফরুগী বই বিতান, প্রকাশ ফার্সী, ১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭), পৃ.১

৯৬ নিজামুদ্দীন নূরী, দিবাচেহ বার মাবানী ইরফান ও তাসাওউফ دیباچه بر مبانی عرفان و تصوف راه سوم. (ইরান, মাযান্দারান ঃ তাওহীদ প্রকাশনা,) পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

মুনাজাতনামে গ্রন্থে মোট ২৩৮টি মুনাজাত স্থান পেয়েছে। সর্বপ্রথম মুনাজাত হল ঃ

الهی!

نورتو چراغ معرفت بیفروخت!

دل من افزونی است.

ইলাহী!

তোমার মা'রিফাতের নূরের বাতি জ্বালিয়ে দাও

অন্তর মোর তাতে ভরে দাও।[৯৭]

এ গ্রন্থের সর্ব শেষ মুনাজাত হল ঃ

الهی حجابها از راه بردار

وما را بما مگذار!

برحمتك یا عزیز! یا غفار!

ইলাহী!

পথ থেকে পরদা মোর সরিয়ে দাও

ছেড়ে দিওনা মোরে নিজ সত্ত্বায়

হে পরাক্রমশালী। মহা ক্ষমাশীল

তোমার রহমতে হে গাফফার।[৯৮]

৫. তাবাকাতুস্ সূফীয়্যা (طبقات الصوفيه)

তাবাকাতুস সূফিয়্যা (طبقات الصوفيه) খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) রচিত বিশ্ববিখ্যাত আরিফগণের বিশাল আকারের জীবনী গ্রন্থ। ৫৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এ

---

৯৭ মুনাজাত নামে (مناجات نامه), পৃ. ১

৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে সাতটি স্তরে প্রায় তিন শতাধিক বিখ্যাত ওলীর জীবনের কিছু দিক তুলে ধরেছেন। এসব মনীষীর মধ্যে তার লেখায় প্রথম স্থান পেয়েছেন বিশ্বের সর্বপ্রথম সূফী হিসেবে খ্যাত হযরত আবুল হাশিম সূফী (র.)। আর সর্বশেষ যার নাম ও জীবনের কিছু দিক আলোচিত হয়েছে তিনি হলেন হযরত আবূ আলী দাককাক (র.)। এ বিশাল গ্রন্থ সরাসরি তিনি রচনা করেন নি। বরং চতুর্থ হিজরী শতকের বিশ্ববিখ্যাত মনীষী আল্লামা সুলামী (র)-এর তাবাকাতুস সূফীয়্যা অবলম্বনে দীর্ঘদিনের তরীকতের ভাবগম্ভীর পরিবেশে দেয়া বক্তৃতামালার সংকলন। এসব বক্তৃতা ছিল হেরাবী ভাষায়। তবে এসব জীবনীর সাথে নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা সংযোজন করেছেন। তার একজন ছাত্র এ বক্তৃতামালা পাণ্ডুলিপি আকারে সাজিয়েছেন। খাজা আনসারী (র)-এর ইন্তেকালের পর এ পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করেছেন।[৯৯]

এ গ্রন্থের সূচনা হলো ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم- و ما توفيقى الابالله- الحمدلله حمده و الصلواة على رسوله وصفيه من خلقه محمد واله و سلم كثيرا

আর শেষ হলো ঃ

وقع الفراغ من تحريره العبد الضعيف الراجى الى رحمة الله تعالى دمتاش بن عبد الله فى ليلة الجمعه ثا من عشر شعبان من شهور سنة احدى وسبعين و ستمائة

'৬৭১ হিজরী সনের ৮ই শাবান জুমুআর রাতে আমি দামতাশ ইবন আবদুল্লাহ এই পাণ্ডুলিপির কাজ সমাপ্ত করেছি।'[১০০]

---

৯৯ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সূফীয়্যা, ভূমিকা, পৃ. ১২
❑ কিতাবুয যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা খ. ১, পৃ. ৬৬
১০০ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, তাবাকাতুস্ সুফীয়্যা, পৃ.৫৭০

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা জামী (র) এ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেন ঃ

الحق آن (طبقات الصوفيه هروى) كتابيست لطيف ومجموعه است شريف مشتمل برحقائق ومعا رف صوفيه ودقائق لطايف اين طائفه عليه املچون بز بان هروى قديم كه در ان عهد معهو دبوده وقوع يا فته و به تصحيف، و تحريف نوسيند گان بجائى رسيده كه در بسيا رى از موا ضع فهم مقصود بسهو لت دست نميد اد با رها درخاطر فقير ميگشت كه بقد روسع وطاقت در تحريروتقر يرآن كوشش نمايد وانچه معلوم شو دبعبارتى كه متعا رف روزگا راست دربيان آرد و آنرا كه مفهوم نشود درحجاب ستر وكتمان بگزارد.

"সত্যই ঐ তাবাকাতুস-সূফীয়্যা হারাবী একটি সূক্ষ্ম গ্রন্থ, অত্যন্ত উন্নত সংকলন। সূফীবাদের হাকীকত ও জ্ঞান গবেষণা সমৃদ্ধ, সূফীগণের অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ। তবে প্রাচীন হারী ভাষায় সে যুগের প্রচলিত পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েছে। এতে লেখকদের হাতে কিছু বিকৃতি ও অস্পষ্টতা স্থান পেয়েছে যার ফলে অনেক বক্তব্য বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বহুবার এই অধম নিজের লেখা ও পড়ার ব্যাপক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যুগোপযোগী ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। এর পরও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে।[১০১]

৬. রিসালায়ে দিল ও জান رساله دل و جان

রিসালায়ে দিল ও জান (رساله دل و جان) খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর একটি নাতিদীর্ঘ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষনীয় পুস্তিকা। তিনি দিল ও অন্তরকে প্রশ্নকারী আর প্রাণকে উত্তরদাতা সাজিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আল্লাহর মা'রিফতের সুউচ্চ মাকামের স্বরূপ ও ব্যাপ্তী উদঘাটন করেছেন। এ রিসালায় তার মুর্শিদ হযরত আবুল-হাসান খারাকানী (র.) এর কাছে কি পেলেন তার বর্নণা দিয়ে লিখেছেন ঃ

---

১০১ নুফহাতুল উন্‌স মিন হাযারাতিল কুদ্‌স, ভূমিকা, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

عبد الله مردی بود بیابانی، میرفت، در طلب آب زندگانی، رسید به شیخ ابو الحسن خرقانی، و یافت چشمه آب زندگانی، چندان بخورد که از خود گشت فانی، نه عبدالله ماند و نه خرقانی.

'আবদুল্লাহ এক মরু চারী ভবঘুরে ছিল। জীবনের স্বার্থকতা ও চাওয়া পাওয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে শায়খ আবুল-হাসান খারাকানীর কাছে গেল। সেখানে জীবন সঞ্জিবনী সূরার এক প্রস্রবনী পেয়ে গেল। এমনভাবেই সে প্রস্রবন থেকে পান করল যে নিজেকেই হারিয়ে ফেলল, তাতে আবদুল্লাহও রইল না আর খারাকানীও থাকল না (ফানা ফিস-শায়খের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল)'.[১০২]

তিনি এ গ্রন্থে বন্ধুত্বের জন্য ষোলটি গুণকে অত্যাবশ্যকীয় বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. جود باید، بیطاقت	সামর্থহীন অবস্থায় দান।
২. صحت بی أفت	বালা মসিবতহীন সুস্থতা।
৩. موافقت باید، بی غرامت	কষ্ট ক্লেশ মুক্ত সম্মতি।
৪. نشست باید بی ملامت	ধিককার বিহিন বৈঠক।
৫. گفت باید با سلامت	সুস্থ্যতার সাথে বক্তব্য।
৬. یاری باید بی عداوت	শত্রুতামুক্ত সহযোগিতা।
৭. عشق باید بی تهمت	অপবাদমুক্ত প্রেম।
৮. دیده باید با امانت	আমানতের সাথে দৃষ্টি।
৯. شناخت باید بی جهالت	অজ্ঞতাহীন পরিচয়।
১০. خاموش باید با عبادت	ইবাদতের সাথে নিরবতা।

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১. حکم راست باید بی اشارت	সত্য নির্দেশ হতে হবে খোলাখুলি
১২. نفس باید با صیانت	নিষ্কুলষ আত্মা।
১৩. لقمه باید با حلاوت	মিষ্টতার সাথে লোকমা।
১৪. از یارجرم ، از توغرامت	বন্ধু থেকে অপরাধ, নিজের জরিমানা।
১৫. شب نماز باید و روز زیارت	রাতে নামায এবং দিনে যিয়ারত।
১৬. همت صافی باید و پیرهدایت تا آخرکارت به آخرت	সাহসীকতা হবে নির্মল, হিদায়েতের জন্য পীর, কাজ শেষ পর্যন্ত হবে আখিরাতের জন্য।[১০৩]

এ অমূল্য গ্রন্থের প্রতিটি লাইন ইসলামী দর্শনের অনন্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

এ গ্রন্থের শেষ লাইন হলো ঃ

الدنیا کا لداح والداح لوح ینقشون فیه الصبیان و یمحون

'দুনিয়া এমন এক নকশা ও চিত্রের মতো যা শিশুরা কোন বোর্ডে একবার আঁকে আবার মুছে ফেলে।'[১০৪]

৭. রিসালায়ে ওয়ারিদাত (رسالۀ واردات)

রিসালায়ে ওয়ারিদাত বা আল্লাহর প্রাপ্তির পথে করণীয় কার্য সমূহ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও দার্শনিক ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য একজন সালিক বা আল্লাহ পিয়াসী বান্দার পথের পাথেয়। শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বয় যে অত্যাবশ্যকীয় এ গ্রন্থে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ

---

১০২ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, রিসালায়ে জান ও দিল (رسالۀ جان ودل), (তেহরান ঃ সালিহ প্রকাশনী, সং ৪র্থ, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯) পৃ. ৪৩

১০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

شریعت راتن شمر - وطریقت رادل و حقیقت راجان

'শরীয়তকে দেহ, তরীকত কে হৃদয় আর হাকীকত কে প্রাণ মনে করো।'

شریعت حقیقت را آستان است حقیقت بی شریعت دروغ و بهتان است.

'শরীয়ত হাকীকতের ভিত্তিমূল, শরীয়ত বিহীন হাকীকত মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।'

شریعت گوید: پاکدامن باش، حقیقت گوید: بامن باش

'শরীয়ত বলে, পূত পবিত্র হও, হাকীকত বলে, আমার সাথে থাকো।'[১০৫]

شریعت کلیداست، و حقیقت قفل سدید، گشودن قفل سدید ممکن نیست، الابکلید!

'শরীয়ত চাবি, হাকীকত হলো মজবুত তালা, মজবুত তালা চাবি ছাড়া খোলা সম্ভব নয়।'[১০৬]

যেমন এ গ্রন্থে সালিকদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

دلیل راه علم رادان، وسرمایه عمر را توحید شناس، که نماینده صراط مستقیم حق است-و پیغمبر ان را زنده دان، نماز و روزه وزکوة وحج رافراموش مکن

"ইলমের পথকে দলিল মনে করো, তাওহীদকে জীবনের সম্পদ হিসেবে চিনো, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সিরাতাল-মুস্তাকীমের প্রতিনিধিই হলো তাওহীদ, নবীগণকে জীবিত মনে করো, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জকে ভুলে যেও না।"[১০৭]

---

১০৫ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, রিসালয়ে ওয়ারিদাত (رسالۀ واردات), (তেহরান ঃ সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯) পৃ. ৬৫

১০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১০৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

بدترین عیبی بسیار گفتن را دان - خویشان درویش را خوشدل دار علم را اگر چه دور با شد بطلب، کم گوی وکم خور وکم خسب، درسختیها صبر پیشه کن.

"সবচেয়ে বড় দোষ হলো অধিক কথা বলা, নিজে দরবেশের প্রতি ভালবাসা পোষণ করো, জ্ঞান দূরে গিয়ে হলেও অর্জন করো। কম বলো, কম খাও এবং কম ঘুমাও, বিপদে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাও।"[১০৮]

তিনি অন্যত্র লিখেন ঃ

هرکس : پنداشت، حق را بخویشتن شناخت، نه حق را شناخت و نه خودرا

"যে কেউ ধারণা করবে যে সে আল্লাহকে চিনেছে সে না আল্লাহকে চিনতে পেরেছে না নিজেকে চিনতে পেরেছে।[১০৯]

তিনি আরো বলেন ঃ

طالب علم عزیز است، وطالب مال : ذلیل است-علمی که از قلم آید، از آن چه خیزد؟ علم آن است : که حق بردل ریزد یکی هفتاد سال علم آموخت وچراغی نیفروخت، دیگری درهمه عمریك حرف بیاموخت، ودر آن بسوخت.

'ইলম্ অন্বেষন প্রিয় কাজ, মাল অন্বেষণ লজ্জাকর, যে ইলম কলমের দ্বারা আসে তাতে কি আর উৎপাদন হয়? ইলম তো তা-ই যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়। একজন সত্তর বছর ইলম শিখল কিন্তু একটি বাতিও জ্বালাতে পারল না, অন্যজন গোটা জীবনে একটি হরফ শিখল আর তাতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।[১১০]

---

১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক স্থানে লিখেন ঃ

جوانمرد : چون دریا است، وبخیل چون جوی- در ازدریا طلب، نه از جوی.

দানশীল যেন মহাসমুদ্র, কৃপণ যেন একটি ডোবা, মুক্তা সমুদ্রে অন্বেষণ করো ডোবাতে খুঁজিও না।[১১১]

এ গ্রন্থের সূচনায় রয়েছে

بدانکه اول چیزی که برسالك واجب است....

জেনে নাও মালিকের জন্য সর্ব প্রথম যে বিষয়টি জরুরী

সর্বশেষ বাক্য হল ঃ

سخن، بسیا راست اما : درخانه، اگر کس است، یك حرف بس است.

"কথা অনেক, তবে ঘরে যদি কেউ থাকে এক কথাই যথেষ্ট"।[১১২]

৮. কানযুস্-সালিকীন (کنزالسالکین)

"কানযুস-সালিকীন" বা "সালিকগণের ধনভাণ্ডার" গ্রন্থটি আরিফগণের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। আল-কুরআনের আয়াত সম্বলিত ফার্সী কাব্যে ও গদ্যে অতি উচ্চমানের শব্দ প্রয়োগে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ রচনা স্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ

نام این کردیم: کنز السالکین

زانکه: سالك را بود رشدی دراین

'এ গ্রন্থের নাম দিয়েছি কানযুস্-সালিকীন

যাতে উন্নতি করতে পারেন সব সালেকীন।'[১১৩]

---

১১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১১৩ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, কানযুস্-সালিকীন, (کنزالسالکین) (তেহরান ঃ সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯) পৃ.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। যেমন ঃ

১. در مقالات عقل و عشق — আকল ও প্রেমের গূঢ় রহস্য।

২. در مباحثه شب و روز — দিবা রাত্রির কথোপকথন।

৩. دربيان قضا و قدر — ভাগ্য ও তাকদীরের রহস্য।

৪. در عنايت رحمن با انسان — মানুষের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ।

৫. در حق درويشان مجازى و حقيقى — রূপক ও প্রকৃত দরবিশদের কার্যক্রম।

৬. در غرور جوانى تير ماه پيرى و موت و حسرت مردگان — যৌবনের ধোকা, বার্ধক্য মৃত্যু, মৃতদের আফসুস।[১১৪]

এ গ্রন্থ আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি প্রত্যাশীদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রাত্রিতে সালিকগণ নিজের মা'শুকের সাথে আলাপ আলোচনায় মেতে উঠেন। রাতের তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি লিখেন ঃ

شب باغ يقين است وچمن آذان المتقين است

شب پناه انبياء است، وگريزگاه اولياء است

شب سجده گاه عباداست، وخلوتگاه زهاداست

شب خزينه اسراراست، وسفينة ابرار است،

شب خوان احسان براست وسرمه روشنائ چشم سراست

রাত : ইয়াকিনের বাগান, মুত্তাকীদের আযানের আঙ্গিনা।

রাত : নবীগণের আশ্রয়স্থল, ওলীগণের লুকানোর স্থান।

রাত : আবিদগণের সিজদার স্থল, যাহিদগণের নির্জনতার স্থান।

---

১১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

রাত : গোপন রহস্যের ভাণ্ডার, সৎকর্মশীলদের নাজাতের তরী।

রাত : সৎকর্মের সুন্দরতম দস্তরখানা,

গোপন রহস্যে ভরা চোখের আলোক সুরমা।[১১৫]

তাকদীর ও আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেন ঃ

بی گریه مجوی رتبت یحیی را

کی فهم کنی توحالت علیا را؟

دریای ازل محیط بی پایان است،

ای پشه چه لا یقی تواین دریارا؟

ক্রন্দন ছাড়া চেয়ো না ইয়াহইয়ার মর্যাদা

কিভাবে বুঝবে তুমি উচ্চহালের কথা

অদৃষ্টের সমুদ্র যার নেই কুলকিনারা

হে মশা : এই সমুদ্র পাড়ি জমানোর তোমার কি আছে যোগ্যতা?[১১৬]

এ গ্রন্থটি তেহরানে প্রকাশিত হয়েছে-কোন কোন অধ্যায় তুরস্কের শারকিয়াত ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়।[১১৭]

৯. রিসালায়ে কালান্দর নামে (رسالهٔ قلندر نامه)

'রিসালায়ে কালান্দার নামে' গ্রন্থে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) একজন দুনিয়ার লোভ লালসা বিসর্জনকারী আল্লাহ প্রেমিক কালান্দরের সাথে তার সাক্ষাৎকারের চমৎকার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এ সাক্ষাৎকারে বর্ণিত বিষয়াবলী একজন আরিফের জীবনে অমূল্য সম্পদ। আল্লাহর ওলী তার পবিত্র যবানে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)-কে যে নসিহত করেন তা

---

১১৫ রাসাইলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ৯৭

১১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১১৭ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, সদ ময়দান, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

যেকোন সালিকের চলার পথের পাথেয় হিসেবে বিবেচিত। যেমন ঃ

ای پسر! از دنیا گذرکن، و مهراو از دل بدرکن که ازدراهم او نرسی به نجات والاخره اکبر درجات. دنیا محل عبور است نه جای سرور است.

"হে বৎস, দুনিয়াদারী ছাড়! এর প্রতি দয়ামায়া অন্তর থেকে দূর করো। এর দেরহাম দিয়ে নাজাত মিলবে না। আখেরাতেই রয়েছে সবচেয়ে বড় মর্যাদা। দুনিয়া ট্রানজিট মাত্র, এ স্থান আনন্দের নয়।"[১১৮]

অন্যত্র বলেন :

پس: در طاعت حق، صبر باید کرد، و عبادت فوت شده جبر باید کرد. تا غم و محنت دنیا، بسرآید.

"তাই আল্লাহর আনুগত্যে অবশ্যই অবিচল ও সুদৃঢ় থাকতে হবে। বাদ পড়ে যাওয়া ইবাদত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তাহলে দুনিয়ার দুশ্চিন্তা মুক্ত এবং দুনিয়ার পরিশ্রম কাজে লাগবে।"[১১৯]

আল-কুরআনের আয়াত ছন্দবদ্ধ গদ্য ও রসালো কাব্যের সংমিশ্রণে এ নাটকীয় ভঙ্গিতে রচিত গ্রন্থটি সুখপাঠ্যও বটে।

১০. রিসালায়ে হাফ্ত হিসার (رسالهٔ هفت حصار)

হাফত হিসার (هفت حصار) হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর একটি ফরিয়াদ। অতি উচ্চাঙ্গের ভাষায় মনের আকুতি আরযী জানিয়েছেন তিনি এ গ্রন্থে। শুধু ফার্সী নয় বরং বিশ্বের কোন প্রচলিত ভাষায় এভাবের শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে মহান আল্লাহর দরবারে কেউ আকুতি জানিয়েছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। এ গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেউ পাঠ করলে আল্লাহ প্রেমের বহ্নিশিখা তার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হয়। নিজ খুদীকে হারিয়ে বান্দা অতি সহজেই তার মাশুকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। ছন্দবদ্ধ

---

১১৮ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, রিসালায়ে কালান্দর নামে (رسالهٔ قلندر نامه), (তেহরান ঃ সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯), পৃ. ১৬১

১১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যে আল্লাহতায়ালার কুদরত, নিয়ামত, সৃষ্টি রহস্য সবকিছুর উসিলা দিয়ে খাজা আনসারী (র.) নিজের মনের কথা প্রাণ খুলে পেশ করেছেন এ গ্রন্থে। যেমন ঃ

ای انکه رحمت تو عمیم است و ذات تو قدیم است و نام تو رحمن و رحیم است نگاهدار تا پیریشان نشویم، و به راه آرتا سرگردان نشویم یادلیلالمتحیرین و یا غیاث المستغثین اغثنی الیك المشتکی او منك طلبی و عجل فرجی، بحق محمد العربی

'হে মহান তোমার রহমত তো অবারিত, তোমার সত্ত্বা তো চিরন্তন, নাম তোমার রাহমান ও রাহীম, রক্ষা করো যাতে পেরেশান না হই, পথ দেখাও যাতে পথ ভ্রষ্ট না হই। হে কিংকর্তব্যবিমূঢ়দের পথের দিশা দানকারী, হে ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ শ্রবণকারী, আমার ফরিয়াদ শুনো, তোমারই কাছে আমার অভাব অভিযোগ পেশ করছি। তোমার কাছেই চাই, আমার সমস্যা ও অভাব খুব দ্রুত দূর করে দাও। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহিওয়া সাল্লাম আল আরাবীর উসিলায়।[১২০]

একটি চুতষ্পদী (رباعی) দিয়ে এ গ্রন্থ শেষ হয়েছে তা হলো ঃ

یا رب: دل پاك و جان اگاهم ده

آه شب وگریئ سحرگاهم ده

در راه خود، اول را خودم بیخود کن

و انگه بیخود، بسوی خودرا هم ده

'প্রভু মোর! পবিত্র দেল সচেতন প্রাণ দাও।

নিশি রাতে আহ! ভোর রাতের কান্না দাও।

তোমার পথে করো মোরে আত্মহারা

১২০ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, রিসালায়ে হাফ্ত হিছার (رسالۂ هفت حصار), (তেহরান ঃ সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯) পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আত্মহারা প্রাণে তোমার দিকে টেনে নাও।'[১২১]

উন্নত ভাষায় আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের মনের দুয়ার খুলে আকুতি জানানোর পথ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ একটি পথ নির্দেশের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১১. রিসালায়ে মুহাব্বত নামে (رسالهٔ محبت نامه)

রিসালায়ে মুহাব্বত নামে (رساله محبت نامه) খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর তরীকত সংক্রান্ত অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। আল্লাহর মুহাব্বতে নিজেকে প্রথমে বিলীন তারপর ডুবিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব স্তর অতিক্রম করতে হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন এ গ্রন্থে। একজন মুরীদ তার পীরের প্রতি কতটুকু মুহাব্বত রাখবেন, আবার মুরীদের প্রতি পীরের দায়িত্ব কর্তব্য কতটুকু হবে অতি উন্নত সাহিত্যিক ভঙ্গিতে তিনি পেশ করেছেন এ গ্রন্থে। ৪৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী নাতিদীর্ঘ অথচ তাৎপর্যবহ এ গ্রন্থে ইলমুল মা'রিফতের মাকাম সমূহ আল-কুরআনের আয়াতের দলীল সহকারে বর্ণিত হয়েছে। ইশক, মুহাব্বতের পর্যায় ও স্তর সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি যেমন ঃ

محبت سه است، علتی و خلقتی و حقیقتی، محبت علتی هواست و خلقتی قضااست، و حقیقی عطا است. ان محبت که از علت خیزد، در نفس نزول کند و نفس را پست کند و خلقتی بردل فرودآید، ودل رانیست کند وانچه از حقیقت خیزد در جان قرار گیرد تاوی را که از او نیست کند و بخود هست کند.

'মুহব্বত বা ভালবাসা তিনপ্রকার। কোন কারণ বা স্বার্থে, সৃষ্টিগত, এবং হাকীকত বা প্রকৃত মুহাব্বত। স্বার্থে বা কোন কারণে মুহাব্বত হলো প্রাবৃত্তিক, সৃষ্টগত মুহাব্বত ইখতিয়ার বহির্ভূত আল্লাহর ফয়সালা, আর হাকীকত বা প্রকৃত মুহাব্বত আল্লাহর দান। যে মুহাব্বত কোন কারণ বা স্বার্থে হয় তা নফসে অবতরণ করে, আর নফসকে নীচতার দিকে নিয়ে যায়।

---

১২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিগত মুহাব্বত অন্তরে জেগে উঠে আর অন্তরকে নিসাড় করে দেয়, আর হাকীকত বা প্রকৃত মুহাব্বত রূহের সাথে সম্পৃক্ত। তাকে নিজস্ব অস্তিত্বের বাইরের সবকিছু থেকে মুক্ত করে তার নিজের সত্তার উন্মেষ ঘটায়।'[১২২]

তিনি আরো বলেন :

ذکر سه است، ذکر بلسان و ذکر بجنان و ذکر بجان، ذکر بلسان عادتست، و ذکر بجنان عبادتست و ذکر بجان نشان سعادتست

"যিকর তিন প্রকার, লিসান বা জিহবার যিকর, অন্তরের যিকর এবং প্রাণের যিকর। জিহবার যিকর অভ্যাসগত, অন্তরের যিকর ইবাদত আর প্রাণের যিকর সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।[১২৩]

এ গ্রন্থের শেষভাগে মানুষের জীবনকে অমর করে রাখার জন্য অত্যন্ত চমৎকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন : জীবন মরণে এগারটি অভ্যাস মানুষকে অমর করে রাখে ঃ

اول با حق باصدق

دوم با خلق با انصاف

سوم با نفس بقهر

چهارم با بزرگان بحرمت

پنجم با کودکان بشفقت

ششم با دشمنان بحلم

هفتم با دوست بنصیحت

---

১২২ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, রিসালায়ে মুহাব্বত নামে (رسالۀ محبت نامه), (তেহরান ঃ সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯), পৃ. ১১২

১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

هشتم با درویش با حسان

نهم با جاهل بخاموشی

دهم با علما با ادب

یازدهم با ذکر بمداومت.

প্রথমত: মহান আল্লাহর সাথে সততা

দ্বিতীয়ত: সৃষ্টির সাথে ইনসাফ

তৃতীয়ত: আত্মার সাথে কঠোর শাসন

চতুর্থত: বুযর্গদের প্রতি সম্মানবোধ

পঞ্চমত: শিশুদের প্রতি স্নেহমমতা

ষষ্ঠত: দুশমনের সাথে সহিষ্ণুতা

সপ্তমত: বন্ধুর প্রতি উপদেশ

অষ্টমত: দরবেশদের প্রতি সুন্দর আচরণ

নবমত: মুর্খদের সাথে চুপ থাকা

দশম আলিম বা জ্ঞানীদের সাথে আদব

একাদশতমঃ জিকর হবে অবিরাম।[১২৪]

সর্বশেষ দু'টি পংক্তির মাধ্যমে এ গ্রন্থের ইতি টানেন-পংক্তি দুটি নিম্নরূপ-

هرکو بقناعتی بیاید نانی،

ژندی پوشد بعافیت خلقانی

سلطان همه ممالك عالم اوست.

خودکی رسد این ملك بهرسلطانی

---

১২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

'তুষ্টতায় মাঝে আসে যার রুটি রুজি
ছিন্নবস্ত্র পরেও সৃষ্টির মাঝে চিরসুখী
বিশ্বের সব দেশের একক রাজা সে
তার কাছে পৌঁছতে পারে সে রাজা কে?'[১২৫]

১২. রিসালায়ে মাকূলাত (رسالهٔ مقولات)

হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) ফার্সী সাহিত্যের অনন্য পদ্ধতিতে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে হৃদয়ের পরতে পরতে জমে থাকা কথাগুলো ব্যক্ত করেছেন এ গ্রন্থে। শুরুতেই তিনি আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য তুলে ধরে লিখেন ঃ

بدانکه خدای تعالی این جهان را محل اسرار گردانید و ودیعت هرسری بمکنونات رسانید. پس از ان پرده های حجاب انگیخت و پرده ها آویخت، بعضی از موالید بر عناصر، بعضی از اعراض متعرض بجواهر تابریا ضت معلوم شود که طفل طبیعت کیست وپیر طریقت کیست؟ اهل شریعت کیست و پیر نا دیده کیست و طفل کار دیده کیست پس در باطن آدمی چراغ معرفت رابرافروخت و علوم سرایر و ضمایر کیفیات در اموخت.

'জেনে রাখ আল্লাহতায়ালা এ পৃথিবীকে গোপন রহস্য ভান্ডারের স্থান নির্ণয় করেছেন, প্রত্যেক গোপন রহস্যকে অতীব গোপন ভান্ডারে আমানত রেখেছেন। এরপর হিজাবের চাদর মোড়ে দিয়েছেন, পরদা টেনে দিয়েছেন। একিছু পরদা ইন্দ্রীয় ও বাহ্যিক উপকরণের দ্বারা সৃষ্ট, আবার কিছু অতীন্দ্রিয় দ্বারা বেষ্টিত। যাতে রিয়াযত বা সাধনার দ্বারা জানতে পারবে প্রকৃতির শিশু কে? তরীকতের পীর কে? আহলে শরীয়ত কে? অন্ধপীর কে? আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিশু কে? মানুষের অভ্যন্তরে মা'রিফাতের বাতি জ্বালাতে হবে, গোপন ও রহস্য জগতের পথ পদ্ধতি জানতে হবে।'[১২৬]

---

১২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১২৬ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, রিসালায়ে মাকূলাত (رسالهٔ مقولات), (তেহরান ঃ সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯), পৃ.২৩১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহকে পাওয়াই হল একজন আরিফের চুড়ান্ত লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) বলেন ঃ

دنيا طلبا تو درجهان رنجوری

عقبی طلبا تو از حقیقت دوری

مولی طلبا چو داغ مولی داری

درهر دوجهان مظفرو منصوری

দুনিয়া প্রত্যাশী তুমি জগতে আছো দুঃখে

আখিরাত প্রত্যাশী তুমি হাকিকত থেকে দূরে

মাওলা প্রত্যাশী যদি মাওলাকে পাওয়ার ব্যথা অনুভব করতে পায়

উভয় জগতে তুমি বিজয়ী সফল প্রত্যাশী।[১২৭]

তিনি আরো বলেন ঃ

گل بهشت درپای عارفان خاراست

جو بنده مولی رابابهشت چه کاراست.

"বেহেশতের ফুল আরিফদের পায়ের কাঁটা

মাওলা প্রত্যাশীর জন্য বেহেশতের কি দরকার!"[১২৮]

১৩. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলুহু (ذم الكلام و اهله)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) ইলমুল কালাম ও কালামের প্রকৃত রূপ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের ভর্ৎসনা ও নিন্দা জানিয়ে বিশেষ করে মু'তাযিলা ও আশআরী সম্প্রদায়ের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে যে সকল ভাষণ দেন এ গ্রন্থ তারই সংকলন। তাঁর ছাত্র আল্লামা সাগযী (র.) ও কাররুখী (র) হি: ৪৬৫

---

১২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
১২৮ প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী সনে এসব বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে পাণ্ডুলিপি আকারে পেশ করেন।[১২৯]

১৪. মুখতাসার আদাবিস সূফীয়্যা ওয়াস সালিকীনা লিতারিকিল হাক مختصرفی اداب الصوفیه والسالکین لطریق الحق

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) রচিত ১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ পুস্তিকায় তরীকত পন্থীদের আচার আচরন এবং আল্লাহকে পাওয়ার পথ ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও ভূমিকা সহ ১৯৬৫ সালে ডেভিউর কুরীর তত্ত্বাবধানে মিশরের কায়রো থেকে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[১৩০]

১৫. মানাকিবুল-ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)

مناقب الامام احمد ابن حنبل (رض)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) হাম্বলী মাযহারের অনুসারী ছিলেন। মাযহাবের ইমাম হযরত আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর পবিত্র জীবন আরবী ভাষায় রচনা করেন। জার্মানী প্রাচ্যবিদ হেলমুট রাইটারের ভাষ্য মতে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বাগদাদের কুশাক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৩১]

১৬. দার তাসাওউফ (درتصوف)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) রচিত আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ ৪২টি অধ্যায় সম্বলিত গ্রন্থ হল 'দার তাসাওউফ' (درتصوف)। ইয়াতিমের প্রতি সহানুভূতি, জীব-জন্তুর প্রতি দয়া, প্রতিবেশির অধিকার, আত্ম সম্মানবোধ, চিকিৎসা, শিশুর প্রতি স্নেহ, ইস্তেগফার, দোয়া ও সালামসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে।[১৩২]

১৭. ইলাহী নামে (الهی نا مه)

'ইলাহী নামে' খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) রচিত মনের কথাগুলো তার মা'শুককে বলার এক অনবদ্য গ্রন্থ। আল্লাহতায়ালাকে তিনি যেন দেখে দেখে

---

১২৯ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সূফীয়্যা, ভূমিকা, পৃ. ২

১৩০ প্রাগুক্ত

১৩১ প্রাগুক্ত

১৩২ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গভীর রাতে বিড় বিড় করে গুণগুনিয়ে কথাগুলো বলছেন। আধ্যাত্মিক মাকামের সুউচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করলে একজন আরিফের ভাষা কেমন হয় তার নমুনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আল্লাহতায়ালাকে লক্ষ্য করে তিনি শুরুতেই বলেন ঃ

ای زدردت خستگان را بوی درمان آمده

یاد تو : مرعاشقان را مونس جان آمده

صدهزاران همچو موسی مست درهرگوشه ای

رب ارنی گوشده دیدار جویان آمده

'হে (প্রিয়) তোমার ব্যথার মাঝেই পিয়াসীদের উপশমের রয়েছে সুবাস।

তোমার স্মরণ, আশিকদের মনে করেছে প্রাণের প্রকাশ।

মূসারমত হাজারো পাগল সর্বত্র করছে আর্তনাদ

দেখা দাও খোদা দেখতে তোমায় হয়েছে উন্মাদ।'[১৩৩]

এ গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে শহীদ আলী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৩৪]

এ গ্রন্থে তিনি আল্লাহর দরবারে আকুতি জানিয়ে লিখেন ঃ

الهی : ترسانم از بدی خود بیا مرز مرا بخوبی خود

'ইলাহী! ভয় পাচ্ছি মোর গোনাহের কারণে, ক্ষমা করো তোমার সৌন্দর্যের গুণে।'

الهی اگرچه گناه من افزون است ، اما عفوتواز حدبیرون

---

১৩৩ রাসায়িলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ. ২৬৪

১৩৪ হুসাইন আহী, তাবাকাতুস্ সুফীয়্যা, ভূমিকা, পৃ. ২

১৩৫ রাসায়িলে জামে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী হারাবী, পৃ.২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

'প্রভু হে! যদিও আমার গুনাহ অনেক বেশী কিন্তু তোমার ক্ষমা তো অসীম।'[১৩৫]

(১৮) বাবুন ফিল-ফুতূত (باب فى الفتوة)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) তরীকতের সালিকগণের অবস্থা বর্ণনা করে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তুরস্কের আয়া সূফিয়্যা গ্রন্থাগারে (নং-১৪৫) সংরক্ষিত রয়েছে।[১৩৬]

(১৯) আল আরবাঈন ফী দালায়িলিত তাওহীদ (الار بعين فى دلائل التو حيد)

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) আল্লাহর তাওহীদের চল্লিশটি দলীল পেশ করেছেন এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আলজামিয়াতুল-আরাবিয়া মিশরের গ্রন্থাগারে (নং-৪৩) সংরক্ষিত রয়েছে।[১৩৭]

২০. আনওয়ারুত-তাহকীক (انوار التحقيق)

এ গ্রন্থে মুনাজাত, নিবন্ধ, ওয়াজ-নসীহত ও ছন্দবদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য স্থান পেয়েছে। যেমন এ গ্রন্থে শায়খ আনসারী (র.) মুনাজাতের এক অংশে বলেন:

الهی دو آهن دریکجا یگاه، یکی نعل ستور ویکی آینه شاه

الهی -چون آتش فراق داشتی آتش دوزخ چرا افراشتی

الهی پند اشتم که تو را شناختم اکنون پنداشت خودرا در آب اند اختم

الهی عاجز وسرگردانم نه آنچه دارم دانم ونه آنچه دانم دارم.

ইলাহী! দুই লোহা একই স্থানে, একটি গোপনভাবে খুরে বাধা, অপরটি বাদশার আয়নায়,

---

১৩৬ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, সদ ময়দান, পৃ. ৮

১৩৭ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইলাহী! বিচ্ছেদের আগুন যেহেতু রেখেছ জ্বেলে, দোযখের আগুন কেন প্রজ্জলিত করলে?

ইলাহী! ভেবেছিলাম তোমায় চিনতে পেরেছি এখন বুঝতে পারলাম নিজেকে ভুলের মধ্যে রেখেছি।

ইলাহী! অক্ষম ও দিশেহারা, যা আছে তা জানি না, যা জানি তা পাই না।[১৩৮]

২১. ইলালুল-মাকামাত (علل المقا مات)

আসমাউল-মুসান্নিফীন ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে

علل المقا مات از آثار تازی انصاری بود که یك حصه آنرادر ۵ صفحه سر دبرکوی در سنه ۱۹۵۹ با ترجمه و مقدمه فرانسوی در مصر چاپ نوده است.

ইলালুল-মাকামাত খাজা আনসারী (র.)-এর একটি আরবী ভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থ। স্যার S.D.U.R Koye এ গ্রন্থের পাঁচ পৃষ্ঠা ১৯৫৯ সনে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও ভূমিকাসহ মিশর থেকে প্রকাশ করেন।[১৪০]

আল্লামা যাহাবী (র.) তার তারিখুল আলম গ্রন্থে লিখেন ঃ (যার পাণ্ডুলিপি অষ্ট্রিয়ার মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে) আবুল ফাত্‌হ আবদুল মালিক বিন আবুল কাশিম কাররুখী পীরে হেরাতের বক্তব্যসমূহ সংরক্ষণ ও উপস্থাপন (৪৬২-৫৪৮) করেছেন।[১৪১]

এ গ্রন্থ সম্পর্কে ইন্টারনেট ওয়েব সাইটে সংরক্ষিত তথ্যে বলা হয় :

Kitab ilal al-maqamat (Book of the pitfalls of spiritual stations I descriding the characteristics of Spiritual states for the student and the

১৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
১৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৪০ সালাহ্ উদ্দীন আল মুনাজ্জিদ, মানাযিলুস্ সাইরীনের ভূমিকা, পৃ. ৩, ৪

Dhaka University Institutional Repository

teacher in the supe path.[১৪১]

২২। দিওয়ানে শে'র

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) রচিত আলাদা কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে তার বিশাল সাহিত্য ভান্ডারে ছন্দবদ্ধ গদ্যের সাথে অত্যন্ত উঁচুমানের অসংখ্য কবিতা, পংক্তি পাওয়া যায় যেগুলো পরবর্তীতে দিওয়ানে শে'র নামে প্রকাশিত হয়। যেমন ঃ তার প্রসিদ্ধ চতুষ্পদী ঃ

عشق آمد و شد چوخونم اندر رگ و پوست
تاکرد مراتهی و پرکرد زدوست
اجزای و جودم همگی دوست گرفت
نامی است زمن باقی و جمله همه اوست.

প্রেম এসে বাসা নিল খুন যেন শিরায় ও চামড়ায়
আমাকে করল নিঃস্ব বন্ধুকে সব ভরে দিল
অস্তিত্বের সব অংশ আমার নিল বন্ধু কেড়ে
নামটি শুধু বাকী মোর আর সবই তার হয়ে গেল।[১৪৩]

স্কুল জীবনেই তিনি অনর্গল কবিতা রচনা করতে সক্ষম ছিলেন। নিজেই বলেন ঃ

هم در دبیرستان بودم که درمدح خواجه امام یحیی عمار قصیدائی گفتم
به نیم روز هفتاد ودوبیت و دران بیان اعتقاد او کرده ام

'আমি যখন হাইস্কুলে পড়তাম তখনই হযরত খাজা ইমাম ইয়াহইয়া 'আম্মারের প্রশংসায় অর্ধদিনের মধ্যে বাহাত্তর শ্লোক বিশিষ্ট এক কাসীদা রচনা করে ফেললাম যাতে এ মহানের আকীদা বিশ্বাসের বর্ণনা

---

১৪১ hllp:Ilwww.sunnah.scholar13.ktm.org/tarmmaf
১৪২ ড: সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন সাজ্জাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছি।'[১৪৩]

তার কবিতা ছিল অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ভাবধারা সম্পর্ক। যেমন তিনি বলেন ঃ

قولی به سرز بان خود بربستی
صدخانه پراز بتان یکی نشکستی
گفتی که به یك قول شهادت رستم
فردات کند خمار کا مشب مستی

জিহবার আগায় যে কথার করেছ অঙ্গীকার
মূর্তিতে ভরা শত ঘর তা করনি ছারখার
বলেছ একটি সাক্ষীই মোর যথেষ্ট
আগামীকাল তোমাকে করবে মদ্যপ আজতো তুমি পাগল।[১৪৪]

তিনি আরো বলেন ঃ

در راه خدا دوکعبه آمدحاصل
یك کعبه صورت است یك کعبه دل
تا بتوانی زیارت دلهاکن
کافز ون زهزار کعبه امد یك دل

খোদার রাহে রয়েছে দু'টি কাবা

---

১৪৩ নূরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী, মাকামাতে শায়খুল ইসলাম আনসারী হারাবী (مقامات شیخ الاسلام هری) সম্পাদনা, ব্যাখ্যা সংযোজন আলী আসগর বশীর, (কাবুল ঃ আফগান সাল সূর-১৩৫৫), পৃ. ৬

* আনিসুত্ তায়িবীন (انیس التائبین) সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা-ডঃ আলী ফাযিল (তেহরান ঃ হায়দরী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৮ খ্রী. ১৯৮৯), সং ১, পৃ. ৩৫৮

১৪৪ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

একটি আকৃতির অপরটি অন্তরের

যতক্ষণ পার অন্তরসমূহ করো যিযারত

দেখবে, এক অন্তরে হাজার কা'বার সমাবেশ।[১৪৫]

খাজা আনসারী (র.) আরো বলেন ঃ

مست توام از جرعه وجام آز ادم

مرغ توام از دانه ودام آز ادم

مقصود من از کعبه و بتخانه توئی

ور نه من از ین هردو مقام آز ادم

'তোমার প্রেমে পাগল আমি একঢোক সূরা থেকে মুক্ত আমি

তোমায় পাওয়ার পাখী দানা পানি থেকে মুক্ত আমি

কা'বা ও মন্দিরে তুমিই আমার চাওয়া পাওয়া

নয়তো এই উভয় স্থান থেকে মুক্ত আমি।'[১৪৬]

---

১৪৫ আবদুর রা'ফী হাকীকত সুলতানুল আরিফীন বায়েযীদ বুস্তামী (سلطان العار فين بايز يد بسطامی) (তেহরান ঃ আরইয়েন প্রকাশনী, ফার্সী-১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭) সং ২য়, পৃ. ২৩

১৪৬ প্রাগুক্ত -পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

০৪. খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) ওফাত ও মাযার শরীফ

শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)-এর পঁচাশি বছরের দীর্ঘ জীবনে শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ধর্মীয় নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েও মুজাহাদা ও রিয়াযত এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ ছিল না। শেষ পর্যন্ত খলিফা আল-কায়েম বি আমরিল্লা আব্বাসীর (মৃ. হি:-৪৮২) খিলাফত আমলে ৪৮১ হিজরীর ২২ জ্বিলহজ্ব শুক্রবার মেতাবেক ১০৮৮ খ্রী. ৮৫ বছর বয়সে এ মহান মনীষী ইন্তেকাল করেন।[১৪৮]

খাজা আনসারী (র) ইন্তেকালের পর হেরাতে শোকের ছায়া নেমে আসে। হেরাতের গাযরগাহ গোরস্তানে লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এ মহান ওলীকে দাফন করা হয়। হেরাত শহর থেকে দশ কিলোমিটার অদূরে অবস্থিত আজও পীরে হেরাতের মাযার শরীফ নামে খ্যাত এ দরবারে হাজার হাজার মানুষ যিয়ারত করে ফায়িয ও বরকত লাভে ধন্য হচ্ছেন।[১৪৯]

۳۱- گچکاری اسلامی به شیوهٔ ساسانی برگ مو.

۳۲- مزار کارزگاه نزدیک هرات با نقشهای تزئینی شرق دور.

আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের অদূরে গাযারগাহে অবস্থিত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর মাযার মুবারক[১৫০]

---

১৪৮ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, সদ ময়দান, ভূমিকা, পৃ. ৮

১৪৯ ড: ফজলুল হাদী, খ. ১, পৃ. ৮

১৫০ রিচার্ড এন ফ্রাই আসরেযাবায়িন ফারহাঙ্গে ইরান, অনুবাদ মাসুদ রজবনিয়া (তেহরান ঃ সুরূশ প্রকাশনী, ১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪), পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য এই মহান মনীষীর মাযারের পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী, দার্শনিক, মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র)।

খাজা আনসারী (র.)-এর মাযার মুবারকের স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কে আল্লামা সা'ঈদ নাফিসী লিখেন ঃ

ساختمان مقبرهٔ وی رادرگازر گاه هرات بفرمان شاهرخ تیموری در ۸۲۹ آغاز کرده ودر ۸۳۰ بپایان رسانیده است

"এ মহান মনীষীর মাযার হেরাতের গাযরগাহে অবস্থিত। তৈমূরী শাসক শাহরুখের নির্দেশে এ মাযারের উপর ৮২৯ সালে স্থাপনা নির্মাণ শুরু হয় ৮৩০ সালে তার কাজ শেষ হয়।"[১৫১]

০৫. খাজা আনসারী (র) সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য

আল্লামা দাউদী (র) লিখেন ঃ

يتبوأ شيخ الاسلام الانصارى مكانة عاليه فى علم التفسير و كان يقول رحمة الله اذا ذكرت التفسير فانى اذكره من ماية و سبعة تفاسير

"শায়খুল ইসলাম আনসারী (র) ইলমুত-তাফসীরে ছিলেন উচ্চপর্যায়ের মনীষী। তিনি নিজেই বলেছেন আমি যখনই তাফসীর বর্ণনা করি একশত সাতটি তফসীরের সার নির্যাস বলি।"[১৫২]

আল্লামা ইবন রাজাব হাম্বলী (র.) লিখেন ঃ

وقد وصف بكونه اية فى التفسير و حفظ الحديث انه كان يفسر القران فى مجلس التذكير و قوله تعالى «ان الذين سبقت لهم منا الحسنى (سورة الانبياء ١٠١) بنى عليها ثلاثمائة و ستين مجلساً

"তার প্রশংসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তিনি তাফসীরুল-কুরআন ও হাদীস মুখস্ত করনের ক্ষেত্রে আয়াত বা নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি যিকরের মজলিসসমূহে কুরআনের তাফসীর করতেন।

---

১৫১ সাঈদ নাফিসী তারিখে নজম ও নসর দার ইরান ওয়া দারযাবানে ফার্সী, পৃ. ৭১৭
১৫২ আল্লামা দাউদী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, খ. ১, পৃ: ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের সূরা আল-আম্বিয়ার আয়াত

ان الذين سبقت لهم منا الحسنى

"নিশ্চয় যারা সুন্দরতম ও নেক কাজে তোমাদের মধ্যে অগ্রবর্তী হয়েছেন।"[১৫৩] এ আয়াতের তাফসীর ৩৬০টি মজলিসে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৫৪]

ইবন রাজাব-এর এ বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) কত উচ্চ পর্যায়ের মুফাস্সির ছিলেন। আল-কুরআনের তাফসীরে তার অগাধ পাণ্ডিত্যের একটি প্রমাণ হল ঃ

انه سئل عن تفسير آية فانشد اربعماية بيت من شعر الجاهلية فى كل بيت منها لغة تلك الاية

'তাকে একটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি চারশত পংক্তি আরবী কবিতা আবৃত্তি করেন যার প্রতিটি পংক্তিতে ঐ আয়াতের অভিধানিক অর্থ প্রকাশিত হয়েছে।'[১৫৫]

আল্লামা আল-বাখেরযী (র) বলেন ঃ

هو من التذكير فى الدرجة العليا و فى علم التفسير اوحد الدنيا يعظ فيصطاد القلوب بحسن لفظه ويمحص الذنوب بثمين و عظه و لوسمع قيس بن ساعده تلك الالفاظ لما خطب بسوق عكاظ.

"তিনি নসীহত প্রদানে ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব, ইলমুত তাফসীরে সমগ্র দুনিয়ার একক মনীষী। তার ওয়াজ নসীহতের প্রাঞ্জল শব্দপ্রয়োগে শ্রোতাদের প্রাণ কেড়ে নিত, তার হৃদয়ে সাড়া জাগানো ওয়াযে গুনাহ ঝরে যেত, আরবের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী কায়িস বিন সা'য়িদা যদি তার (খাজার) ছন্দবদ্ধ শব্দগুলো শুনতো তাহলে ওকায মেলায় ভাষণ দিত না।"[১৫৬]

"আবদুল গাফির আলফারেসী" বিরচিত **"তারিখে নিশাপুর"** গ্রন্থের বরাত দিয়ে ইবন রাজাব হাম্বলী (র) লিখেন ঃ

---

১৫৩ আল-কুরআন, সূরাতুল আম্বিয়া, আয়াত-১০১

১৫৪ কিতাবুয যায়ল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা, পৃ. ৫৮

১৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮, ৫৯

১৫৬ আল-বাখেরযী (র) দামিয়াতুল কাসর, (داميات القصر), তা.বি. খ. ২, পৃ. ৮১৮

Dhaka University Institutional Repository

وقد كتب انه سبحانه و تعالى لشيخ الاسلام الانصارى القبول عند الناس فبقى عزيزاً مقبولاً اتم من الملك على الحقيقة- مطاع الامر قريبا من سبعين سنة من غير مزاحمة ولافتور فى الحال

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শায়খুল ইসলাম আনসারীর ভাগ্যে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আজীবন সবার প্রিয়। রাজা-বাদশাহদের চেয়েও তার জনপ্রিয়তা ছিল স্থায়ী ও পরিপূর্ণ। প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার হুকুমের অনুগত। তাতে ছিল না কোন ক্লান্তি, টলাতে পারেনি কোন পরিস্থিতি।'[১৫৭]

ইমাম যাহাবী (র.) লিখেন ঃ

كان شيخ الاسلام الانصارى من ائمة اهل السنة والجماعة و من اشد واكبر الد عاة الى عقيدة السلف الصالح ومن هذا المنطلق وقف عمره فى محاربة البدع و الضلالات العقيدية والسلوكية التى روج لهاالفرق وا لطوائف المناهضة لاهل السنة والجماعة.

'শায়খুল ইসলাম আল আনসারী ছিলেন আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম ইমাম। সালফে সালিহীনগণের সহী আকীদায় একজন কঠোর ও বলিষ্ঠ প্রচারক। এ ধারায় তার গোটা জীবন বিদ'আত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা বিরোধী বিভিন্ন ফিরকা ও গোষ্ঠী প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদা ও তরীকতের নামে ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কাটিয়েছেন।'[১৫৮]

আল্লামা আবদুল কাদির আররাহাবী (র) বলেন ঃ

وكان شيخ الا سلام مشهورفى الافاق با لحنبلة والشدة فى السنة

'শায়খুল ইসলাম বিশ্বব্যাপী হাম্বলী মাযহাব ও সুন্নাতের কঠোর অনুসারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।'[১৫৯]

---

১৫৭ আবদুল গাফির আল-ফারেসী, তারিখে নিশাপুর, (تاريخ نيشابور) তা.বি. পৃ. ২৮৫
১৫৮ ইবনুল জাওযী, মাদারিজুস-সালিকীন, খ. ৩, পৃ. ৫২১
১৫৯ কিতাবুয যায়িল আলা তাবাকাতিল হানাবিলা খ. ১, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যানজানী (র) লিখেন ঃ

حفظ الله الاسلام بر جلين احد هما با صبهان والاخر بهراة- عبد الرحمن بن منده و عبدالله الانصارى

"আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে দু'ব্যক্তির মাধ্যমে হেফাজত করেছেন। একজন ইস্ফাহানে অপরজন হেরাতে, তারা হলেন **আবদুর রহমান ইবনে মান্দাহ** এবং **আবদুল্লাহ আল আনসারী**।"[১৬০]

মুহীউস্‌সুন্নাহ ইমাম বাগাবী (র) এর সাথে খাজা আনসারী (র) সাক্ষাৎ ঘটে ইরানের অন্যতম জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র মারভে। এ সাক্ষাতে ইমাম বাগাভী (র) খাজা আনসারী (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

ان الله قد جمع لك الفضائل و كانت قد بقيت فضيلة واحدة فاراد ان يكملها وهى اخراج من الوطن اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم

'নিশ্চিতভাবে আল্লাহ আপনার মধ্যে বহু মর্যাদাপূর্ণ গুণের সমাহার ঘটিয়েছেন। একটি গুন বাকী ছিল আল্লাহ তাও পূর্ণ করার ইচ্ছা করলেন। আর তা হলো জন্মস্থান থেকে বহিস্কার। এ সুন্নত ও আদর্শ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে অনুসরণই নামান্তর।'[১৬১]

আল্লামা আস্‌-সাম'আনী (র) বলেন ঃ

كان ابو اسماعيل مظهراً للسنة- داعيا اليها محرضاً عليها و كان مكتفيا بما يبا سط به المريدين- ما كان ياخذ من الملوك والسلاطين شيئا

'আবু ইসমাঈল ছিলেন সুন্নাতের প্রতিবিম্ব, সুন্নাতের দিকে আহবানকারী, তার সংরক্ষণকারী। তার মুরীদগণের অনুসরণের জন্য তার আমলই যথেষ্ট ছিল। তিনি রাজ রাজড়া থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না।'[১৬২]

১৬০ ইমাম যাহাবী (র) তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ৩, পৃ. ১১৮৬
১৬১ কিতাবুয যায়িল আলা তাযাকাতিল হানাবিলা খ. ১, পৃ. ৬০
১৬২ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ[১৬৩] (র) লিখেন ঃ

ولم يكن فى مشائخ القوم بهذالباب من شيخ الاسلام ابى اسماعيل الانصارى لا سيما فى المعرفة با خبار القوم و كلامهم وطريقهم فانه فى ذالك و نحوه من اعلم الناس و كان اماما فى الحديث و التفسير و غير ذالك وله مصنف مشهورفى ذم طريقة الكلام.

'শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আনসারীর চেয়ে কোন সম্প্রদায়ের শায়খ উত্তম ছিল না। বিশেষ করে সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণের সংবাদ, তাদের বক্তব্য, জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য, এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি ছিলেন হাদীস, তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ের ইমাম, তার প্রসিদ্ধ রচনা হল জাম্মু তারীকাতিল কালাম।'[১৬৪]

ইরানের প্রখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিক সা'ঈদ নাফিসী লিখেন ঃ

از نواد رعصرخود بود و در آن زمان كسى رايارای برا بری با وی نبود وبيش از صد هز ار شعرعربی درحفظ داشت و درحديث وكلام و فقه بزرگترين مرد زمان خود بود و درقوهٔ بيان نيز نادرهٔ زمان بشمار ميرفت

---

১৬৩ ইমাম ইবন তায়মিয়াহ ঃ তাকী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবদুর হালীম বিন আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮) মূলত: সিরিয়ার হাররানের এবং পরে দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী ও মুজতাহিদ। বিশ বছর বয়সেই তিনি ফৎওয়া দেয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। তাফসীর, ফিক্হ, উসূলে ফিকহ, হাদীস, গণিত, এলজাবরা, ফরায়িয ও ইলমুল-কালামে অন্যতম বিজ্ঞ মনীষী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৭১২ হিজরীতে তাতারী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সিরীয় সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে গমন করেন। বড় বড় তিনশতাধিক গ্রন্থ ছাড়াও অসংখ্য রিসালা ও ফৎওয়া তিনি লিখেছেন। সংস্কারধর্মী কাজের জন্য আটবারে মোট সাত বছর জেলখানায় কাটাতে হয়। সেখানে বসেও ১৯ খণ্ডে মোট পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। জেলখানায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন ৭২৮ হিজরীতে। দুলাখ শোকাতুর ও পনের হাজার মহিলা ইমামের জানাযা নামাযে শরীক হন। দামেস্কের সূফীদের গোরস্থানে স্বীয় ভাই শরফুদ্দীন আবদুল্লাহর পাশে তাকে দাফন করা হয়। (ইবন রাজাব হাম্বলী, কিতাবুয যায়ল আলাতাবাক্বাতিল হানাবেলা বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৭২/১৯৪৩), ৪০ খণ্ড, পৃ. ৩৮৭-৪০৮, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী তাবাকাতুল হুফফায পৃ. ৪১৬-৫১৭

১৬৪ ইমাম ইবন তাইমিয়া (র), আল ইস্তিকামা-খণ্ড-২, পৃ: ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

چنانکم درمواعظ اوهمواره عدهً کثیری حاضر بودند وازار کان مذهب حنبلی بشمار است و درضمن مایل بتصوف بود

'তিনি ছিলেন যুগের বিরল প্রতিভা, তার যুগে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার মত কেউ ছিল না। লক্ষাধিক আরবী কবিতা মুখস্ত ছিল তাঁর। হাদীস, কালাম, ফিক্হ বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকৃত, বাগ্মীতায় যুগের বিস্ময় ছিলেন তিনি। এ আকর্ষণেই তার ওয়াজ নসীহতে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকত। হাম্বলী মাযহাবের একটি স্তম্ভ ছিলেন। সাথে সাথে তাসাওউফের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত।'[১৬৫]

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (র) বলেন ঃ

وكان الانصارى يتظاهربا لتجسيم وا لتشبيه وينال من اهل السنة.

'আনসারী ছিলেন সন্দেহ বা সংশয় যুক্ত আকিদার অপনোদনকারী আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত।'[১৬৬]

ড. ফযলুল হাদী এবং যাইনুদ্দিন মুহাম্মদ ওমরের মতে ঃ

وكان شيخ الاسلام الانصارى سيدا عظيما واماماعالما عارفا وعابدا وزاهداذ ااحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات كثيرالسهر بالليل شديد القيام فى نصرالسنة والذب عنها والقمع لمن خالفها.

'শায়খুল ইসলাম আল-আনসারী ছিলেন মহান নেতা, ইমাম, আলিম, আ'রিফ, আবিদ, যাহিদ, আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থানে বিচরণকারী, উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত, অগণিত কারামাত ও কঠোর সাধনার অধিকারী। অধিক পরিমাণে রাত্রি জাগরণকারী, সুন্নাতের পাবন্দিতে বলিষ্ঠভাবে ভূমিকা পালনকারী, সুন্নাত রক্ষা ও সুন্নাতের বিরোধী শক্তিকে প্রতিহতকারী।'[১৬৭]

---

১৬৫ সাঈদ নাফিসী, তারিখে নাযম ও নাসর দার ইরান ওয়া দারযাবানে ফার্সী, পৃ. ৭১৭

১৬৬ ইমাম যাহাবী (র), তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ৩, পৃ. ১১৬৮

১৬৭ ফজলুল হাদী এবং যাইন মুহাম্মদ ওমর আত্ তাফসীর বিল লুগাতিল ফারসিয়াতে ওয়া ইতজাহাতিহা (التفاسير باللغة الفارسيه وانجا هاتها) (পি-এইচ.ডি গবেষণা পত্র জামেয়া আল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ আল ইসলামিয়া, উসুলিদ্দীন অনুষদ কুরআনুল কারীম ও উলুমুল কুরআন বিভাগ।) খণ্ড-২ পৃ. ৮০ (মসজিদের নববীর বাবে ওমর গ্রন্থাগার, গ্রন্থ নং ৪৮-৩২৯)

Dhaka University Institutional Repository

ড:আবদুল্লাহ রাযী লিখেন ঃ

شيخ عبد الله انصاری این شاعر از اهالی هرات است ودر سنه ۳۹۶ هجری بدنیا آمد ودر ٤٨١ بدرود حیات گفته است. مناجات وربا عیات او نیز شهرتی بسزا دارد راجع بتا لیفات عربی اودر فصل دانشمند ان اسلام اشاره شد آثار فارسی وی غیر از رباعیات ومناجات عبا رتست از زاد العارفین کتاب الاسرار حکا یت یوسف زلیخا.

'শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী নামক এই কবি ছিলেন হেরাতের বাসিন্দা। হিজরী ৩৯৬ জন্ম এবং হিজরী ৪৮১ সালে ইন্তেকাল করেন। তার বিরচিত মুনাজাত ও চতুষ্পদী সমধিক প্রসিদ্ধ। তার আরবী রচনাবলী ইসলামী চিন্তাবিদগণের কাছে সামদৃত। ফার্সী ভাষায় রচিত চতুষ্পদী ও মুনাজাতনামে ছাড়াও যাদুল আ'রিফীন, কিতাবুল-আসরার ইউসুফ যুলাইখার কাহিনী প্রসিদ্ধ।[১৬৮]

ইমাম শাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (র) লিখেন ঃ

عبد الله انصاری (شیخ الاسلام ابواسماعیل عبد الله بن ابی منصور محمد الانصاری الهروی) از پیران طریقت ومعروف به پیرهرات وی بارع در لغت حافظ حدیث وعارف به تاریخ وانساب بود صاحب کتب ورسالات متعدد به فارسی وعربی است.

আবদুল্লাহ আনসারী (শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ বিন আবু মানসুর মুহাম্মদ আলআনসারী আলহাবারী) তরীকতের পীর। পীরে হেরাত নামে প্রসিদ্ধ, ভাষায় পন্ডিত, হাফিযে হাদীস, ইতিহাস ও বংশনামায় পারদর্শী ছিলেন। ফার্সী ও আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ ও রিসালার প্রণেতা।[১৬৯]

ড. মাহমুদ বরুজারদী পীরে হেরাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে

---

১৬৮ ড. আবদুল্লাহ রাযী, তারিখে কামিল ইরান, (تاریخ کامل ایران) (তেহরান ঃ ইকবাল মুদ্রণ ও প্রকাশনী, সং ৪র্থ, ফার্সী ১৩৭৭, খ্রী. ১৯৯৮), পৃ. ১৮১

১৬৯ ইমাম শাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (র.), আওয়ারিফুল মা'আরিফ-ফার্সী অনুবাদ, (তেহরান ঃ ইস্ফাহানী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কোম্পানী ফার্সী-১৩৬৪, খ্রী. ১৯৮৫), পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে বলেন :

খাজা হেরাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শরীয়তের হুকুম আহকামের উপর অবিচল থাকা এবং ভন্ড পীর ও আরিফ নামধারীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হওয়া।[১৭০]

ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে খাজা আনসারী (র.) সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে বলা হয়:

A Sufi Shaykh, hadith master (hafiz), and Quranic commentator (mufassir) of the Hanbali school, one of the most fanatical enemies of innovations, and a student of Khwaja Abu al-Hasan al-Kharqani (d. 425) the grandshaykh of the early Naqshbandi Sufi path. He is documented by Dhahabi in his Tarikh al-islam and Siyar a' lam al-nubala', Ibn Rajab in his Dhayl tabaqat al-hanabila, and Jami in his book in Persian Manaqib-i Shaykh al-Islam Ansari.[১৭১]

---

১৭০ আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট, (পরিশিষ্টে সংযোজিত)

১৭১ http://www.sunnah.org/tasawwuf/scholar13.htm

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩
রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র.)-এর জীবন ও কর্ম

একনজরে

- অবতরণিকা
- নাম ও বংশ পরিচয়
- তাফসীর সংকলনে মেইবুদী (র.)
- গ্রন্থ রচনায় আল্লামা মেইবুদী (র.)

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় তিন

রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র)-এর জীবন ও কর্ম

০১. অবতরণিকা ঃ

৬ষ্ঠ হিজরী শতকে যে সব মনীষীর অনন্য অবদানে আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর তার সোনালী যুগের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র.) তাদের অন্যতম। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র)-এর আধ্যাত্মিক তাফসীরে অনুপ্রাণিত হয়ে আল-কুরআনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। দীর্ঘ এক হাজার বছরেও আল্লামা মেইবুদী (র.)-এর রচিত তাফসীরের সমপর্যায়ে কোন তাফসীর রচিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। নিম্নে এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম উপস্থাপিত হলো :

০২. নাম ও বংশ পরিচয় ঃ

আবুল ফযল রশিদুদ্দিন আহমদ ইবন আবু সা'ঈদ ইবন আহমদ ইবন মেহরিযাদ আল মেইবুদী আল্ ইয়াযদী (র.) ইরানের 'ইয়াযদ' প্রদেশের 'মেইবুদ' শহরে জন্মগ্রহণ করেন[১] ইরানের ইয়াযদ, শহর থেকে বাট কিলোমিটার অদূরে এই মেইবুদ শহর অবস্থিত।[২] আলী আসগর হেকমতের বর্ণনা মতে তার নাম ছিল আবূল ফযল পিতার নাম আবূ সা'ঈদ আহমদ। তিনি লিখেন :

امام السعيد رشيد الدين ابى الفضل بن ابى سعيدا حمد بن محمد بن محمود الميبدى.

"মহান ইমাম রশিদুদ্দিন আবুল ফযল ইবন আবু সা'ঈদ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মাহমূদ আল মেইবুদী"।[৩] প্রফেসর ইস্তোবীর মতে রশিদুদ্দিন আবূল ফযল আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন

---

১ ড. মুহাম্মদ আমিন রিয়াহী, বুগশায়ে রাযে ইশক মিরাসে আদবে ফার্সী (بكشاى راز) (عشق ميراث ادب فارسى) সংখ্যা-১৩, (তেহরান ঃ ইনতিশারাতে সুখান ফার্সী সাল-১৩৭৩, খ্রী. ১৯৯৪), ভূমিকা, পৃ. ১১

❑ ম্যাগাজিন ইয়াগমা (مجله يغما) বর্ষ ১৪, ফার্সী ১৩৪০ খ্রী: ১৯৬০, পৃ. ৩১২

২ আল্লামা হামূবী, মু'জামুল বুলদান (معجم بلدان) খ. ৫, পৃ. ৩৪০, ৩৪১

৩ কাশফুল আসরার ভূমিকা (مقدمه كشف الاسرار) খ. ৬, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

মেহরিযাদ।[৪] জামালুল ইসলাম আবূ সাঈদ ইবন আহমদ মেহরিযাদ একজন প্রতিথযশা সালিহ ও আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। হিজরী ৪৮০ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মাযার সাফাবী আমলের পূর্ব পর্যন্ত মেইবুদে আশিক ও ওলীগণের যিয়ারতের স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

আল্লামা মেইবুদীর ভাই মুয়াফ্ফাক উদ্দিন আবূ জাফর ইবনূ আবূ সাঈদ ইবন আহমদ ইবন মেহরিযাদ (মৃ. খ্রী: ৫৭০) এর মাযারে খোদাই করা পাথরে নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়।

উক্ত পাথরে লেখা রয়েছে ঃ

هذاقبرا لشيخ الزاهد الامام السعيد العالم موفق الدين ابى جعفربن ابى سعيد بن احمد بن مهريزد رحمة الله عليه ونور قبره فى صفر سبعين وخمسمائة : ٥٧.

'এই কবর শায়খ, যাহিদ মহান ইমাম আলিম মুয়াফফাক উদ্দীন ইবন আবু জাফর ইবন আবু সাঈদ ইবন আহমদ ইবনে মেহরিযাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহ তার কবরকে নূরানী করুন। ৫৭০ হিজরী সালের সফর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।'[৫]

এই মহান মনীষীর কন্যা ফাতিমার কবরে খোদাই করা রয়েছে।

هذ اقبر السعيده فاطمة بنت الامام سعيد رشيد الدين ابى الفضل ابن ابى سعدبن احمد مهريزد رحمة الله عليها توفى فى جما دى الاولى سنة اثنى و ستين وخمسمأ ية (٥٦٢)

"এই কবর সৌভাগ্যবতী ফাতিমা বিনতে আল-ইমাম সাঈদ রশিদুদ্দিন আবিল ফযল ইবন আবি সা,দ ইবন আহমদ মেহরিযাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহা (র) (ইন্তেকাল ৫৬২ হি.।)[৬]

---

৪ M.C.A. Storey, Persian Leterature, Section-1, No.-12, P. 7, London-1927

৫ ড. যাওয়াদ শরীয়ত, ফিহরিস্ত তাফসীরে কাশফুল আসরার (فهرست تفسير كشف الاسرار), (তেহরান : আমীর কবীর ফাউন্ডেশন, ফার্সী সাল-১৩৬৩ খ্রী. ১৯৯৪), পৃ. ৯

৬ ড. রিযা নিলীপুর, গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার,(گزيدهٔ تفسير كشف الاسرار) তেহরান নং-২, অধ্যায়-২, পয়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা কেন্দ্র, ফার্সী-১৩৭৫, খ্রী. ১৯৯৬), ভূমিকা, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা মেইবুদীর জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে যা কিছু পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে বলতে গেলে যে চিত্র ফুটে উঠে তা হল ঃ

ابو الفضل مردی از خا ندان اهل علم میبد یزد در اواخر قرن پنجم به دنیا آمده به جهت رواج فضل وفضیلت درخا ند انش مقدمات علوم دینی راخوا نده خارخا را آموختن واندوختن اورا به هرات که دران روزگار از رونق علمی و دینی بهره مند بوده کشیده دورنیست که محضر درس وفیض خواجه عبد الله انصاری را دریافته ویا با یك و اسطه از آبشخور عرفان این عارف بزرگ بهره یاب گشته تفسیر پیر هرات را دیده و خوانده وپیش روی داشته به جهت مختصر موجز بودنش برآن شده که ان را شرح و بسط دهد و براین نسبت توفیق یا فته واین اثر گرامی را برای ما به یادگار گذاشته اما در سال ٥٢٠ که براین کار برخاسته. چند سال بر آن عمر گذاشته؟ پس ازآن به کجا رفته؟ ودرکجا فوت کرده؟ درکجا دفن شده؟ اینها بر ما معلوم نیست.

"আবুল-ফযল ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান। তিনি পঞ্চম হিজরী শতকের শেষভাগে দুনিয়ায় আগমন করেন। পারিবারিক মর্যাদা ও ঐতিহ্য মোতাবেক দ্বীনী ইলমের প্রাথমিক পর্যায় পারিবারিক পরিমণ্ডলে অতিবাহিত করেন। জ্ঞান পিপাসা মিটানোর জন্য তৎকালীন দ্বীনী ইলমের কেন্দ্র হেরাতে গমন করেন। সম্ভবত মহান আ'রিফ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর ক্লাশে যোগদান এবং তার রূহানী ফায়িয লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। অথবা যে কোন মাধ্যমে এ মহান ওলীর আধ্যাত্মিক ফায়িয দ্বারা নিজেকে ধন্য করেন। পীরে হিরাতের তাফসীর দেখার ও অধ্যায়ন করার সুযোগ তার হয়েছে। এ তাফসীর খানা অত্যন্ত মূল্যবান অথচ অতীব সংক্ষেপ দেখে এর কলেবর বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত সাধনায় বিশ্ব সাহিত্যে আল-কুরআনের আধ্যাত্মিক তাফসীর উপস্থাপনায় এক অনন্য স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হিজরী ৫২০ সালে এ তাফসীর সংকলনের কাজ শুরু করেন। তিনি কত বছর হায়াত পেয়েছেন। এরপর কোথায় গমন করেছেন? কোথায় ইন্তেকাল করেন? কোথায় সমাহিত হন? এর কোন তথ্যই আমাদের জানা নেই।[৭]

---

৭ প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

মেইবুদী (র.)-এর যুগে ওয়ায়িয ও আলিমগণের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ওয়ায়িযগণের বাগ্মীতা ও বুযর্গানে দ্বীনের নসিহতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা ঘটিয়েছে। ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। এসময় আলেমগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (ক) মুফতীগণ (শিক্ষক ও মুজতাহিদ) (খ) মুযাক্কিরীন বা ওয়ায়িয (গ) বিচারকগণ। ওয়ায়িজগণ আবার তিনভাগে বিভক্ত ছিলেন-

(ক) মুখরোচক গলাবাজ যারা কিচ্ছা কাহিনী বলে জনগণকে নিজেদের সুললিত কণ্ঠের মাধ্যমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতো এবং ক্ষমতাসীনদের প্রশংসা করে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করতো।

(খ) ঐ সমস্ত ওয়ায়িয যারা বিভিন্নমুখী জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহতায়ালার সাথে সন্তুষ্টি অর্জনে উদ্দেশ্যে জনগণকে তাকওয়া পরহিযগারীর দিকে আহবান করতেন। তবে মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ ও পদ্ধতি বলে দিতে সক্ষম ছিলেন না।

(গ) তৃতীয়ত ঐ সমস্ত ওয়ায়িয যারা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তরীকতের শায়খ যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে দুনিয়ার মোহ, কুপ্রবৃত্তির আসক্তি ও অবহেলা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের পথ ও পদ্ধতির প্রতি দিক-নির্দেশনা দান করে তাদেরকে আল্লাহর ওলী হওয়ার দিকে আহবান করতেন। আল্লাহর আশিকগণকে তার জালালী নূরে আলোকিত করার প্রচেষ্টা চালানোই ছিল তাদের কাজ। মেইবুদী (র.) পীরে হেরাত খাজা আনসারী (র.) এর রুহানী প্রভাব ও তারই পথের পথিক হওয়ায় তিনি ছিলেন প্রকৃত ওয়ায়িয ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে আহবানকারী। স্বাধীন চিন্তার অধিকারী খাটি আ'রিফ ও যাহিদ প্রখ্যাত ওয়াযিয নজমে দাইয়ের সাথে মেইবুদীর তুলনা করলে বুঝা যায় নজম ছিলেন আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় এতই বিভোর যে দুনিয়ার কোন ঐতিহাসিক ঘটনা যুগের পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে আল্লাহ প্রেমের মহাবিষ্টতা থেকে মুক্ত করতে পারেনি।[৮]

---

৮ ড. নজমে দাই, মিরসাদুল ইবাদ (مرصاد العباد) (তেহরান ঃ ইনতিশারাতে ইলমী,) পৃ. ২৫০-২৫১

Dhaka University Institutional Repository

০৩ তাফসীর সংকলনে রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র.)

মেইবুদী (র.) এর সবচেয়ে বড় অবদান হলো তিনি খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর আধ্যাত্মিক তাফসীরকে কলেবরে বৃদ্ধি করে তাফসীরের ধারা মোতাবেক সাজিয়েছেন। কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের বিন্যাস, আরবী ফার্সী, উর্দু যেকোন ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীরসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে সহজেই বুঝা যায় তিনি তার যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক ও খানকায়ী শিক্ষার অন্যতম দিকপাল।

তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইলমী যোগ্যতার কারণে তাকে বিভিন্ন উপাধীতে ভুষিত করা হয়। যেমন : কাশফুল-আসরারের ভূমিকায় বলা হয়েছে :

شيخ الامام الاجل السيد الز اهد العارف العابد رشيد الدين فخرالاسلام معين السنه تا ج الائمه عزالشريعه ركن الطا ئفة كهف الطريقه ابوالفضل احمدبن ابى سعيد بن محمد بن احمد مهريزد

'রশিদুদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, মুঈনুস্সুন্নাহ, তাজুল-আইম্মা, ইয্যুশ্ শরীয়াহ, রুকনুত্ তায়িফা, কাহফুততরীকা, আবুল ফযল আহমদ ইবন আবূ সাঈদ ইবন আহমদ মেইরিয়াদ।'[৯]

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.)-এর তাফসীর পড়ে এ তাফসীরকে সংক্ষেপে দেখে এ তাফসীরের কলেবর বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একাজের উদ্দেশ্য ছিল তাফসীরের হাকীকত, সারবত্তা এবং সুক্ষবিষয়সমূহ উদঘাটন ও সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। এ উদ্যোগটি তার পিতার ইন্তিকালের চল্লিশ বছর পর নেয়া হয়।[১০] এ তাফসীর গ্রন্থে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর বহু কথাই সন্নিবেশিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় তিনি পীরে হেরাতের অনুসারী ও ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে সমকালিন বিশ্বের ফার্সী ভাষাবিদ ও বিশ্বকোষ রচয়িতা আলী

---

৯ ড. আলী আসগর হিকমত-ভূমিকা কাশফুল আসরার, খ. ৭, পৃ. ২

১০ ম্যাগাজিন ইয়াগমা (مجله يغما) বর্ষ ২০, ফার্সী ১৩৪০ খ্রী: ১৯৬০, পৃ. ১৯০, ১৯১

❑ গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার, ভূমিকা, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

আকবর দেহখোদা (র.)[১১] লিখেন ঃ

رشید الدین ابو الفضل میبدی یکی ازشا گردان خواجه عبد الله انصاری است. کتاب کشف الاسرار وعدة الابرار راباستفاده از تفسیر مختصر خواجه به سال ۵۲۰ هجری قمری تالیف کرده است.

"রশিদুদ্দিন আবুল ফযল মেইবুদী খাজা আবদুল্লাহ আনসারীর অন্যতম ছাত্র। খাজার সংক্ষিপ্ত তাফসীর অনুকরণে হিজরী ৫২০ সালে কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার গ্রন্থ রচনা করেন।[১২]

তিনি ছিলেন তার যুগের অন্যতম বাগ্মী।

তার লিখিত 'ফসুল' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় আবুল কাশিম হারাবী মেইবুদীর বাগ্মীতার বর্ণনা দিয়েছেন।[১৩] শায়খুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর সাথে মেইবুদীর সম্পর্ক কেমন ছিল এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত

---

১১ দেহখোদা : আলী আকবর 'দেহখোদা' সম্ভবত হিজরী সালে ১২৯৭ তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 'খানবাখান' কাযবিনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধন্যাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। দেহখোদার জন্মের পূর্বে পরিবার তেহরানে বসতি স্থাপন করেন। দশ বছর বয়সে পিতা ইন্তেকাল করেন। মায়ের বিশেষ যত্নে লেখাপড়া অব্যাহত থাকে। সে যুগের বিখ্যাত মনীষী শায়খ গোলাম হোসাইন বরুজারদীর স্নেহে ও বিশেষ তত্ত্বাবধানে আরবী ভাষা ও দ্বীনি ইলমসমূহে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর তেহরানের রাজনৈতিক স্কুলে ফার্সী ভাষাবিদ মুহাম্মদ হোসাইন ফরুগীর সাহচর্যে ফার্সী ভাষায় অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর ফ্রান্সে, ভিয়েনায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যিক অবদানের সবচেয়ে বড় দিক হলো লুগাত নামে 'দেহখোদা' (لغت نامه دهخدا) নামে পঞ্চাশ খন্ডের বিশ্বকোষ। এ ছাড়াও তিনি আসমান ও হিকাম। তরজমায়ে আজামত ও ইনহিতাত রুমিয়ান, ফরাসী ফার্সী অভিধান। আবু রায়হান আল বিরুনী, দিওয়ানে নাসির খসরু গ্রন্থের টিকা, দিওয়ানে হাফিযের টিকা গ্রন্থসহ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফার্সী ১৩৩৪ সালের ২৭ ইস্ফান্দ খ্রী. ১৯৫৬ সোমবার, সন্ধ্যা সোয়া ছয়টা তেহরানের ইরান শহর সড়কের নিজস্ব বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। ইবনু বাবুইয়া গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। (ড. মুহাম্মদ মুঈন, লুগাত নামে দেহখোদার ভূমিকা, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা ও মানবিক বিজ্ঞান অনুষদ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশ-ফার্সী, ১৩৩৭) খ. ১, পৃ. ৩৭৯-৩৮৬)

১২ ড: আলী আকবর দেহ খোদা, লুগাতনামে দেহখোদা, (لغت نامه دهخدا) (অভিধান সংস্থা, সাহিত্য অনুষদ তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী), খ. ২৬, পৃ. ৪৬৮

১৩ নাজমুদ্দীন কুবরা (র), রিসালাতুত্ তুয়ুর (رسالة الطيور), ভূমিকা পৃ. ৮৭-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক আবদুর রহমান বিন আবদুল আযিয লিখেন :

لعل تضمن كشف الاسرار لتفسير شيخ الاسلام الهروى لكون الاول شرحا للثانى و كثرة نقل الميبدى لاقوال شيخ الاسلام وتاثره الشد يد به بالاضافة الى نشا ية الاراء والافكار وتقارب الاسلوب بين مولفات الانصارى وكشف الاسرار هوالسبب فى نسبة كشف الاسرارو عدة الابرار الى شيخ الانصا رى فى بعض الكتب المعاصره.

"কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থকে শায়খুল ইসলাম আলহারাবীর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো কাশফুল-আসারারের ব্যাখ্যা গ্রন্থ উদ্দাতুল আবরার। আল্লামা মেইবুদী (র.) বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলামের বাণী উদ্ধৃত করেছেন। তার মতামত, চিন্তা চেতনা ও বর্ণনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীলতা, তার লেখা গ্রন্থ সমূহের সাথে মেইবুদীর বক্তব্যের অভিন্নতা এ তাফসীর গ্রন্থকে শায়খুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করতে সহায়ক হয়েছে।[১৪]

তাফসীর সংকলনের ক্ষেত্রে মেইবুদী (র.) অনন্য বৈশিষ্টকে সামনে নিয়ে এ মহান কাজ সম্পাদন করেন। ড. আলী আসগর হেকমতের ভাষ্য অনুযায়ীঃ

الحق ميبدى صاحب اين تاليف شريف درارادت بكلام الهى وتمسك بذيل مصحف صاحب شريعت با قلبى مخلص وقدمى صادق پيش آمده است وهموا ره اتش عشق به نبى اسلام و خاندان عزيز او دركانون سينه فروز ان داشته.

"সত্যই মেইবুদী এই মহান গ্রন্থের সংকলনে আল্লাহর কালামের প্রতিপূর্ণ আস্থা, সাহেবে শরীয়তের মূল পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে নিষ্কলূষ কালব, সত্যবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সব সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১৪ আল্লামা আবদুর রহমান ইবন আবদুল আযীয আশশিবল, আদ্‌দিরাসা মিনতাহকীকিহি লিল্‌কিতাবে যাম্মুলকালাম লিশ্‌শায়াখিল আনসারী, (الدراسة من تحقيقه لكتاب ذم الكلام للشيخ الانصارى) মাকতাবাতিল উলূমে ওয়াল হিকাম ফিলমাদীনাতিল মুনাওয়ারা হি: ১৪১৫ খৃী: ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার প্রিয় বংশধরগণের ইশক মুহাব্বতের আগুন তার অন্তরে জ্বলছিল।"[১৫]

এডওয়ার্ড ব্রাউন লিখেন ঃ

جادارد که دست کم از دوتفسیر فارسی قرآن مربوط به این دوره به خاطر اهمیت فوق العا ده شان یادکنیم کشف الاسرار وعدة الابرار که در ۵۲۰ به وسیله ابوالفضل رشید الدین میبدی نوشته شده کتابیست بیسار مفصل.

'এ যুগের কমপক্ষে ফার্সী ভাষায় লিখিত দু'টি তাফসীর অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো উল্লেখ করা কর্তব্য। তার একটি হলো কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার যা ৫২০ হিজরী সনে আবুল ফযল রশিদুদ্দিন মেইবুদী রচিত যা অত্যন্ত ব্যাপক।'[১৬]

ড. যবিহুল্লাহ সাফা লিখেন ঃ

دراوایل قرن ششم یعنی بسال ۵۲۰ یکی از صوفیان بنام رشید الدین ابوالفضل ابن ابی سعید احمد بن محمد بن محمود المیبدی تفسیر عظیم ترتیب داد بنام کشف الاسرا روعدة الابرار که کاملترین ومهمترین تفسیر فارسی از تفاسیر صوفیه است اولا میبدی تحت تاثیر کتاب تفسیر خواجه عبدالله انصاری در تحریر این کتاب قرار گرفته و ثانیا بدو مو ضوع نظر داشته است. نحست ایراد همه اقوال مفسران عامه دروجوه قراات وتفسیر آیات واحکام وغیره ودوم تفسیر آیات بنا بر نظر عرفا و دراین مورد تاویلات غریب با ایراد عبارات دلفریب واشعار لطیف ملاحظه میشود.

ষষ্ঠ হিজরী শতকের প্রথম দিকে অর্থাৎ ৫২০ হিজরীতে রশিদুদ্দিন আবুল ফযল ইবনে আবু সা'ঈদ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ আল-মেইবুদী নামক একজন সূফী কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার নামক একটি

---

১৫ কাশফুল আসরার, খ. ৯, ভূমিকা, পৃ. ২

১৬ এডওয়ার্ড ব্রাউন, অনুবাদ-গোলাম মুহসেন সাদরী আফসা, তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান আয ফেরদৌসী তা সা'দী (تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی) (তেহরান ঃ মারওয়ারীদ প্রকাশনী, ১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭ খ. ২, পৃ. ২৮৪৯

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণাঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর রচনা করেছেন। এর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লামা মেইবুদী (র.) খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর তাফসীরে প্রভাবিত হয়ে এ তাফসীর রচনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন-এ দুটির প্রথমটি হলো-মুফাসসিরগণের বক্তব্য, কিরআতের দিকসমূহ, আয়াতের তাফসীর ও আহকাম বর্ণনা। দ্বিতীয়তঃ আরিফগণের মতামত, নিত্যনতুন ব্যাখ্যা, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষা এবং শিক্ষণীয় কবিতার অলংকরণের মাধ্যমে শুশোভিত করেছেন।[১৭]

এ মহান তাফসীরে আল-কুরআনের আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহলে বাইতের শান ও মান যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য অধ্যাপক আলী আসগর হিকমতের ভাষ্যমতে ঃ

آن روز که ابوا لفضل میبدی رحمة الله علیه کمربرا ین خدمت بزرگ استوارمی کرد وقلم عزم بکف همت می گرفت گویا از این فضل و موهبت که خا مه تقدیر نصیب حال او کرده بود خبری نداشت وا زان همه سخنان که در طی مدت سالیان دراز درشرح اوصاف محمدی وبیان درجات اهل بیت طهارت وعصمت در تضاعیف این کتاب آورد آگاهانه اما دم همت خوانندگان ودعای خیر. بهره مندان این تفسیر هما ره عائدروح پرفتوح اومیگردد واکنون در اعلی علیین در صف ابرارومتقین جای دارد - بیاناتی که مولف درشرح مقا مات وفضائل خاندان محمد یه علویه ایراد کرده است درضمن مجلدات عشره آمده بسیار است - از ان جمله دراین مجلدحاضرصفحات - ۲۱ ، ۲۷، ۲۹٤، ۳۱۹، تا ۲۲۱، ٤٥۷، ٥۷۷، ٦۳۷، ٦۸۷ محل مراجعه تواند بود.

'যেদিন আবুল ফযল মেইবুদী (র.) এই মহান খেদমতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, এ তাফসীর লেখার উদ্যোগী হলেন তার এ মর্যাদা ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির খবর তখন তার ছিল না। বছরের পর বছর ধরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী, আহলে বাইতের মর্যাদা, তাদের পবিত্রতায় যে

---

১৭ ড. যবীহুল্লাহ সাফা তারিখে আদাবিয়াতে ইরান, (تاریخ ادبیات ایران) পৃ. ৮৮০

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণণা তিনি দিতে সক্ষম হলেন তা সম্ভবত: শুরুতে তারও জানা ছিল না। পাঠক মহলের সর্বোত্তম দোয়া এই তাফসীরের সকল ফায়দা তার বিজয়ী আত্মায় পৌঁছাবে, আবরার ও মুত্তাকীদের সুউচ্চ মাকামে তার স্থান হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সংকলক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের মাকাম, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে বর্ণনা এ দীর্ঘ ১০ খণ্ডের তাফসীরে পেশ করেছেন তার জুড়ি নেই। বিশেষ করে দশম খণ্ডের ২১, ২৭, ২৯৪, ৩১৯,৩২১, ৪৫৮, ৫৭৭, ৬৩৭, ৬৮৭ পৃষ্ঠায় প্রাণিধানযোগ্য।[১৮]

০৪ গ্রন্থ রচনায় আল্লামা মেইবুদী (র.)

আল্লামা মেইবুদী (র.) কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও আরো দু'খানা অনবদ্য ও অমূল্য রচনা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন ঃ

(১) আরবাইন (اربعين)। মেইবুদী (র.) কাশফুল আসরার খ. ৫, পৃ. ২১৯ এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। আরবাঈন বলতে ঐ গ্রন্থকে বুঝায় যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের চল্লিশটি হাদীস বা হাদীস সংক্রান্ত ৪০টি অধ্যায় সম্বলিত হাদীসের কিতাবকে বুঝায়। একই শিরনামে বহুমনীষী গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ঃ আল আরবাঈন ইমাম নওয়াবী (র.), আরবাঈন ইবন হাজার আসকালানী (র.), আরবাঈন খাজা আনসারী (র) চল্লিশ হাদীস লিখার কারণ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

من حفظ على امتى اربعين حديثا فى امر دينى بعثه الله يوم القيامة فى زمرة الفقهاء والعلماء.

আমার উম্মতের যে কোন লোক দ্বীন সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস হিফাযত করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের ময়দানে ফকীহও আলিমদের দলভুক্ত করে উঠাবেন।[১৯]

(২) কিতাবুল ফসুল (كتاب الفصول) অধ্যাপক মুহাম্মদ তাকী দানেশ পযূহ 'ফসূলে রশিদুদ্দিন আবুল ফযল মেইবুদী শিরনামে ফারহাঙ্গে ইরান যমীন ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেছেন।[২০]

---

১৮ কাশফুল আসরার, ভূমিকা, খ. ১০, ভূমিকা, পৃ. ২

১৯ ওলী উদ্দীন খাতীব (র.) মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম অধ্যায়, (ঢাকা ঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ.

২০ অধ্যাপক মুহাম্মদ তাকী দানেশ পযূহ, ফারাহাঙ্গে ইরান যমীন (সংখ্যা-১৬, পৃ. ৪৪-৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থে ৬টি অধ্যায় রয়েছে

১। সুলতানগণের প্রশংসা

২। প্রধানমন্ত্রীগণের প্রশংসা

৩। সভাষদগণের প্রশংসা

৪। বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের প্রশংসা

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরগণের প্রশংসা

৬। বিচারকগণের প্রশংসা

প্রত্যেক আধ্যায়কে তিনি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কোথাও কারো নাম সরাসরি উল্লেখ করেননি। সর্বত্র ইশারা, ইঙ্গিত ওমুক তিনি ইত্যাদি শব্দদ্বারা বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

যেমন ঃ

ایز دتعالی گردون فلك جای اوکناد وجنت فردوس ما وای اوکناد واهل فلان ولایت کف پای اوکناد بمنه.

"মহান আল্লাহতায়ালা সৌরজগতের আবর্তে তাঁর স্থান করুক। জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর আবাসস্থল করুন। ওমুক পদের ও রাজ্য তাঁর পদতলে এনে দিক।"[২১]

আল্লামা মেইবুদী (র.) ৫২০ হিজরীতে তাফসীরে কাশফুল-আসরার শুরু করেন আর ৪৮০ হিজরী সনে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। এতে বুঝা যায় এ গ্রন্থ সংকলনের সময় তার বয়স ৪০ বছরের অধিক ছিল।

ইরানের প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা রিযা ওস্তাদী লিখেন ঃ

با انیکه از زندگی میبدی، شرح حال، اسا تید شاگردان، تالیفات، وحتی

২১ রিযা আনযাবী নাযাদ, গুযিয়েদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

تو لد و وفات او اطلاعی در دست نیست اما با مرا جعه ودقت در این تفسیر روشن می شود که او درتفسیر، حدیث، فقه، عرفان وادبیات تازی و فارسی استادی بزرگ وشخصیتی فوق العاده بوده است.

যদিও মেইবুদী (র.) জীবন, অবস্থা, শিক্ষক, ছাত্র, রচনাবলী এমনকি জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায় নি। তারপরও গবেষণার দৃষ্টিতে তার তাফসীর গ্রন্থের প্রতি মূল্যায়ন করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ , ইরফান বা আধ্যাত্মিকতা, আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের মহান শিক্ষক ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[২২]

আল্লামা মেইবুদীর (র) এর সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি আরো লিখেন ঃ

درادبیات فارسی و عربی تفسیر کشف الاسرار خود منبعی است غنی که از جهات گو ناگون گویای مقام ادبی مؤلف آن است.

ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাশফুল আসরার এমন একটি সমৃদ্ধ উৎস যা বিভিন্ন দিক থেকে লেখকের সাহিত্যিক অবস্থানের পরিচয় বহন করছে।[২৩]

২২ রিযা ওস্তাদী, কেইহানে আন্দীশে (کیهان اندیشه), সংখ্যা-৬৫, (তেহরান ঃ ফার্সী সাল-১৩৭৫, খ্রী. ১৯৯৬, ফারভারদীন ও ভর্দী বেহেশত সংখ্যা), পৃ. ১৭২

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-চার
ইলমুত-তাফসীরের পরিচয়, ইতিহাস ও মুফাস্সীরের গুণাবলী

একনজরে

- আল-কুরআনের পরিচয়
- ইলমুত-তাফসীরের পরিচয়
- ইলমুত-তা'বীলের পরিচয়
- তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য
- রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইলমুত-তাফসীর
- সাহাবায়ে কিরামগণের (রাদ.) যুগে ইলমুত-তাফসীর
- তাবিঈগণের যুগে ইলমুত-তাফসীর
- তাফসীর গ্রন্থ সংকলন অধ্যায়
- মুফাসসিরের গুণাবলী

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-চার

ইলমুত-তাফসীরের পরিচয়, ইতিহাস ও মুফাস্‌সীরের গুণাবলী

০১ আল-কুরআনের পরিচয়

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব জাতির জন্য পথ-নির্দেশক, সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী, তুলনাহীন, অবিকৃত, চিরন্তন অলৌকিক গ্রন্থ। যার তুলনা সে নিজেই। ইরশাদ হয়েছে :

هدى للناس وبينات من الهدى و الفرقان

'মানুষের জন্য হিদায়াত পথ-নির্দেশক, পথ নির্দেশনার স্পষ্ট নিদর্শন, দলীল আর সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী।[১]

এই আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোর দিকে পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে নাযিল হয়েছে। আল-কুরআন স্বয়ং নিজেই নূর। নাযিলকরা হয়েছে লৌহমাহফুয নূর থেকে, লৌহ মাহফুয নূর থেকে হযরত জিব্রাইল (আ) এর কাছে পৌঁছেছে নূরের স্রোতস্বিনী হিসেবে। নূরের ফিরিশতা-জিব্রাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নূরের পাহাড় জাবালে নূরে অবতীর্ণ হয়েছে নূরে মুজাসসাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামার নূরের পবিত্র কালবে। আল্লাহর এই কালামের আগমন, প্রচার, প্রসার সবই হয়েছে নূরের রাজপথ দিয়ে। এ প্রসঙ্গে ইরাশাদ হয়েছে ঃ

قدجاءكم من الله نور و كتاب مبين. يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و يهديهم الى صراط مستقيم.

'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে 'নূর' এবং সুস্পষ্ট কিতাব। এর দ্বারা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়

---

১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা-আয়াত-১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে আল্লাহ প্রদর্শন করেন শান্তির পথসমূহ এবং তাদের নিজ মহিমায় আনয়ন করেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে, আর পরিচালিত করেন সরল সঠিক পূর্ণ পথে।'[২]

মানব জাতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য, জীবন পথে চলার জন্য, যা কিছু প্রয়োজন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যা কিছু দরকার, যতকিছু অপরিহার্য সব কিছুরই সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে পবিত্র আল-কুরআনে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল সমস্যার উল্লেখ এবং তার সঠিক সমাধান রয়েছে এই মহাগ্রন্থে।[৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى و بشرى للمسلمين.

'আমি আপনার উপর নাযিল করেছি কিতাব, যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা হিদায়াত, রহমত এবং সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।'[৪]

আল-কুরআন এমনই অলৌকিক কিতাব যার একটি আয়াতের অনুরূপ আয়াত রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি বরং কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لاياتون بمثله و لوكان بعضهم لبعض ظهيرا.

'আপনি বলে দিন ঃ যদি সকল মানুষ ও জিন এই উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, এই কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করার জন্য যদি তারা এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করে আনবে এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ আনতে পারবে না।[৫]

এ মহাগ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য বিস্ময়কর।

---

২ সূরা আল-মায়িদা-আয়াত-১৫, ১৬

৩ মুফতী মুহাম্মদ উবাহদুল্লাহ, কুরআন সংকলণের ইতিহাস, (ঢাকা ঃ দারুল-ইফতা ও গবেষণা পরিষদ, ১নং সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-৪ সেপ্টেম্বর-১৯৮৬), পৃ : ৪০

৪ সূরা আন্-নাহ্ল আয়াত-৮৯

৫ সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্ববিখ্যাত কবিগণ সম্মিলিতভাবে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ

ليس هذا من كلام البشر.

'এটা মানব রচিত কালাম নয়'

খালিদ ইবন উকবাহ কুরআন শুনে বলে উঠেন ঃ

والله انله لحلاوة، وان عليه لطراوة، وان اسفله لغدق وان اعلاه لثمر و مايقول هذابشر

আল্লাহর কসম নিশ্চয় এ কুরআনে আছে মাধুর্য ও সঞ্জিবনী শক্তি, নিশ্চয় এর অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক এবং এটি মানুষের রচনা নয়।[৬]

আল্লাহর এ কালাম আরবী ভাষায় নাযিল হলেও এর শব্দ প্রয়োগ বাক্যবিন্যাস, অলংকরণ, অলৌকিকত্ব, পরিভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যার ফলে যুগে যুগে আল-কুরআনের মত কিতাব রচনায় বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেও সকল সাহিত্যিক ব্যর্থ হয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ইবনুল মুকাফফা' (মৃ.৭২৭ খ্রী) অনুরূপ গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস গবেষণা চালিয়ে একটি লাইনও লিখতে পারেন নি। তার এ অপারগতাকে মূল্যায়ন করে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওলাষ্টন স্বীকার করেছেন ঃ

That Muhammads (S.M) boast as to the literary excellence of the Quran was not unfounded, is further evidenced by a circumstance, which occurred about a century after the establishment of Islam.

'আল-কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যের মু'জিযা সম্পর্কিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবী যে সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল তা উক্ত ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হয়, যা ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভের একশত বৎসর পর সংঘটিত হয়েছে।[৭]

---

৬ অধ্যাপক আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা ঃ ই.ফা. বাংলাদেশ ১৯৮৬), সং ২, খ. ১, পৃ. ১২৩

৭ MR. Wollaston, Mahammad his life and doctrine P.-143 মুফতী মুহাম্মদ উবাহদুল্লাহ, কুরআন সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

এই কুরআন যেভাবে অলৌকিক তার ভাব ও সঠিক ব্যাখ্যাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এজন্য এ মহাগ্রন্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

انانحن نزلنا الذكر وانا له لحا فظون.

'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।[৮]

একইভাবে এ গ্রন্থের শাব্দিক ভাব আলংকরিক ও পরিভাষা গত ব্যাখ্যা এবং এর প্রয়োগ সবকিছুর বিশদ তাফসীর বা ব্যাখ্যার দায়িত্বও আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

لاتحرك به لسانك لتعجل به-ان علينا جمعه وقرأنه فاذا قرأناه فاتبع قرانه-ثم ان علينا بيا نه.

(কুরআনকে) তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। সরংক্ষণ এবং পঠনের দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর এর বিশদব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই।[৯]

গোটা কুরআন শরীফের দিকে গবেষণার দৃষ্টিতে তাকালে প্রতিয়মান হয় যে আল-কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের তাফসীর করে দিচ্ছে। এ ধারাকে মুফাসসিরগণ তাফসীরুল কুরআন বিল-কুরআন (تفسير القران بالقران) বলে থাকেন। এরপরই আল্লাহতায়ালা তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাই আল-কুরআনের তাফসীর নামে অভিহিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী যুগের বিজ্ঞ আলিমগণের ব্যাখ্যা তাবীল হিসেবে পরিগণিত। আল্লাহর কালামের গূঢ় রহস্য উদঘাটন, নব নব আবিষ্কারের সূত্র

৮ আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর-আয়াত-৯

৯ সূরা আল-কিয়ামাহ-আয়াত ১৬-১৯

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজে বের করা, জীবন সমস্যার সমাধান পেশকরার জন্য যুগে যুগে মুজতাহীদগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ইলমুত-তাফসীর তারই ফসল। যা আল-কুরআনকে কালোত্তীর্ণ ও সার্বজনীন গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপনে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

০২ ইলমুত তাফসীরের পরিচয়

অভিধানের দৃষ্টিতে তাফসীর ঃ

তাফসীর (تفسير) শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ

১। الايضاح والتبين স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা।[১০]

২। الشرح الكشف و البيان স্পষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, ব্যাখ্যা প্রদান করা-[১১]

যেমন আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

ولاياتونك بمثل الاجئناك بالحق واحسن تفسيرا.

'তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপন করলেই আমি তার যথার্থ জওয়াব ও সর্বোত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করি।'[১২]

লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন, الفسر অর্থ البيان বয়ান তথা স্পষ্ট ব্যাখ্যা। যেমন বলা হয় فسره অর্থাৎ স্পষ্ট করেছে। তিনি আরো বলেন ঃ الفسر অর্থ كشف المغطى পর্দা উন্মোচন। আর তাফসীরের কাজ হলো كشف المراد عن اللفظ المشكل অস্পষ্ট শব্দের মূলতত্ত্ব উদঘাটন করা।[১৩]

তাফসীরের পরিভাষিক অর্থ ঃ

ইলমুত-তাফসীরের সংজ্ঞা নিয়ে গবেষকগণ বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এর মধ্যে আল্লামা আবূ হাইয়ান (র) প্রণীত সংজ্ঞাটি সর্বজনগ্রাহ্য তিনি লিখেন ঃ

---

১০ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ১৪১

১১ আল মুনজিদ, পৃ. ৫৮৩

১২ আল-কুরআন, সূরা আ-ফুরকান-আয়াত-৩৩

১৩ ইবন মানযুর আল-ইফরীকী লিসানুল আরব (কায়রো : আল মাকতাবা আল আমীরিয়া, হি. ১৪০৮, খ্রী. ১৯৮৮, খ. ৬), পৃ. ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

انه علم يبحث عن كيفيته النطق بالفاظ القران و مدلولاتها وا حكامها الافرادية والتر كيبية ومعا نيها التى تحمل عليها حالة التر كيب وتتمات لذالك.

'এমন একটি বিষয় যাতে আল-কুরআনের শব্দসমূহের উচ্চারণ পদ্ধতি, সেগুলোর তাৎপর্য, শাব্দিক ও বাক্য গঠনগত নিয়মাবলী, বাক্য গঠনের অবস্থা এর ভাবার্থ সমূহ এবং এসব বিষয়ের পরিপূরক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।'[১৪]

আল্লামা যারকানী আল-আযহারী (র.) লিখেন ঃ

هوعلم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.

'তাফসীর এমন এক বিজ্ঞান যা আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মানুষের সামর্থানুযায়ী আল-কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে।'[১৫]

আল্লামা আত্ তাবারসী (র.) বলেন ঃ

التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل والتا ويل رداحد المحتملين الى ما يطا بق الظاهر.

'জটিল শব্দের তাৎপর্য উদঘাটন করার নাম তাফসীর, আর বাহ্যিক আয়াতের শাব্দিক ও তাৎপর্যগত অর্থ নির্দেশে দু'টি তাৎপর্যের যেকোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণ করার নাম তা'বীল।'[১৬]

---

১৪ আবু হাইয়্যান আসীরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল আন্দালুসী, আল-বাহরুল মুহীত, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯২ খ্রী/১৪১২ হি.) খ. ১, পৃ. ২৬

১৫ শায়খ মুহাম্মদ আবদুল আযীম যারকানী, মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন (কায়রোঃ দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, খ্রী. ১৯৮০), খ. ২, পৃ. ৩

১৬ নূরুদ্দিন ইবন নিয়'মাতুল্লাহ আল-হুসাইনী আল-মুসাভী আলজাযায়িরী-ফরুকুল লুগাত ফীত্তাময়ীযে বাইনা মাফাদিল কালিমাত, (তেহরান ঃ মাকতাব নাশরিস সাফাকাতিল ইসলামিয়্যা সং ২ হি. ১৪০৮ ফার্সী সাল ১৩৬৭), পৃ. ৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন ঃ

هوالعلم الباحث عن اصول كلام الله من حيث الد لالة على المراد.

'তাফসীর এমন একটি ইলমের নাম যাতে আল্লাহর কালামের তাৎপর্য উদঘাটনের মূলনীতি সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।'[১৭]

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম আল্লামা আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (র.) লিখেন ঃ

علم التفسير علم يبحث فيه عن احوال الكتاب العزيز القرآن المجيد من حيث نزوله و سنده وادابه والفاظه و معاينه المتعلقة با لنظم والاحكام وغيره ذالك.

'ইলমুত তাফসীর ঐ ইলম যাতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অবতীর্ণের ধারা, সনদ এবং আদাব, শব্দ, মূল শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট তাৎপর্য ও হুকুম আহকাম ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়।'[১৮]

সামগ্রিক অর্থে কুরআন মজীদের বাহ্যিক শাব্দিক তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটন করে আল্লাহতায়ালার কালামের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য যে ইলম অন্যান্য ভূমিকা পালন করে তা-ই ইলমুত তাফসীর।

আল্লামা খালিদ ইবন ওসমান আসসাবত (র.) বলেন ঃ

علم يبحث فيه عن احوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.

'তাফসীর এমন ইলম যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আল-কুরআনের কোন্ আয়াত বা কোন্ শব্দ আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা

---

১৭ আল্লামা আশফাকুর রহমান, মিরআ'তুত তাফসীর (ভারত ঃ কুতুবখানা রাহীমিয়্যা দেওবন্দ তা.নে), পৃ. ৩

১৮ মুফতী আমীমুল ইহসান, আততানবীর ফী উসূলিত্ তাফসীর, (ঢাকা ঃ নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, প্রকাশ-১৯৯৫ইং), সং ৩য়, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়।'[১৯]

তাফসীর বিষয়ক ইলম অর্জন করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। যেমন আল্লামা মুসাইদ সুলাইমান বলেন ঃ

تعلم التفسير واجب على الامة من حيث العموم فلايجوز ان تخلوالامة من عالم با لتفسير يعلم الامة معانى كلام ربها.

'সাধারণভাবে তাফসীর শিক্ষা করা উম্মতের উপর ওয়াজিব এর থেকে পিছিয়ে থাকা উম্মতের জন্য সমীচীন নয়।'[২০]

০৩ ইলমুত্-তা'বীলের পরিচয়

তা'বীল শব্দটি الاول শব্দ থেকে বহির্গত। اول অর্থ الرجوع বা ফিরে আসা।

ইমাম রাগেব (র.) ইস্ফাহানী লিখেন ঃ

التا ويل هوالر جوع الى الاصل ومنه المو ول للموضع الذى يرجع اليه وذالك هورد الشى الى الغاية والمرادة منه علماكان وفعلا.

'তা'বীল অর্থ ফিরে আসা। মুওয়াউবিল (موول) ঐ স্থানকে বলে যার দিকে ফিরে আসে। কোন বস্তুকে চুড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়া, নাম বা কাজকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উন্নীত করা।[২১]

যেমন আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

هل ينظرون الا تأويله يوم تأويله

'তারা কি এখনই এ অপেক্ষায় আছে যে এর বিষয়বস্তু চুড়ান্তভাবে

---

১৯ আসসাবত, কাওয়ায়িদুত্ তাফসীর (কায়রো : দারু ইবন আফফান, ১৪২১ হি.) সং-১, খ. ১, পৃ. ২৯

২০ মুসাইদ সুলাইমান, উসুলুত তাফসীর, (দাম্মাম: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২০হিঃ) পৃ. ১৬

২১ ইমাম রাগিব আল ইস্ফাহানী (র.), আল মুফরাদাত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হোক যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে।[২২]

০৪ তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যে পার্থক্য

আল্লামা আবূ উবাইদা (র.) এর মতে التفسير والتاويل هما بمعنى তাফসীর ও তা'বীল সমার্থকবোধক।[২৩] কিন্তু প্রখ্যাত মনীষীগণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন-যেমন ঃ

১। ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী (র.) লিখেন ঃ

التفسير اعم و اكثر استعما له فى الالفاظ و مفردا تها فى الكتب الالهية وغيرها-والتا ويل فى المعانى والجمل فى الالهية خاصة.

'তাফসীর অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ সমূহের বা অন্যগ্রন্থের শাব্দিক অর্থগত বিষয় নিয়ে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়, শাব্দিক ব্যাখ্যার সাথে তা সম্পৃক্ত। আর তা'বীল হল বিশেষভাবে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর শব্দ ও বাক্যের গুঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে যা আলোচনা করে।[২৪]

২। ইমাম মাতুরীদী (র) বলেন ঃ

التفسير القطع بان مراد الله تعالى كذا والتا ويل ترجيح احد المحتملات بدون قطع.

'তাফসীর হল চুড়ান্ত করে বলা যে আল্লাহর কালামের এটাই উদ্দেশ্য। আর তা'বীল হল চুড়ান্ত না করে সম্ভাব্য তাৎপর্যের যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া।[২৫]

মুলকথা হলো আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে অপর আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

২২ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ-৫৩

২৩ আশফাকুর রহমান, মিরআ'তুত তাফসীর, পৃ. ৩

২৪ আল-মুফরাদাত-পৃ. ৩১

২৫ আল্লামা আশফাকুর রহমান, মিরআ'তুত তাফসীর, (ভারত ঃ কুতুবখানা রাহীমিয়্যা দেওবন্দ), পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

ওহীর মাধ্যমে যে আয়াতের যে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য উপস্থাপন করেছেন তাই তাফসীর এর বাইরে যতব্যাখ্যাই হয়েছে সবগুলো তাবীলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা আশফাকুর রহমান (র.) তাই লিখেন ঃ

ان التاويل اشارة قدسية و معارف سبحانية تكشف من سجف العبارات للسالكين و تنهل من سحب الغيب على قلوب العار فين والتفسير غير ذالك.

'তা'বীল হল পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে ইংগিত, মহামহিমের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান যা সালিকগণের কাছে আল-কুরআনের ইবারত থেকে উদ্ভাসিত হয় আরিফগণের অন্তর থেকে গায়বের পরদা উন্মোচন হয়ে অন্তর্নিহিত রহস্য উন্মোচিত হয়। তাফসীর কিন্তু তা নয়।'[২৬]

০৫ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ইলমুত-তাফসীর

আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হলেও এর অলৌকিক বাচনভঙ্গি, শব্দ প্রয়োগরীতি, বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি, অলংকরণ, কমশব্দে অধিক তাৎপর্য উপস্থাপন ইত্যাদি বৈশিষ্টের কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আরবী ভাষাভাষী হয়েও অনেক ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের বক্তব্য বুঝতে অক্ষম ছিলেন। যখনই কোন শব্দ, বাক্য বা বিষয় বুঝে আসেনি তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এ যুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আল-কুরআন একটি আয়াত অপরটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা কুরআনের তাফসীর পদ্ধতিটি সর্বোত্তম পদ্ধতি। আল্লামা খালিদ আবদুর রহমান আলইক বলেন :

فان قال قائل فما احسن طرق التفسير؟ فالجواب ان اصح الطريق فى ذلك ان يفسر القران با لقران.

---

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

'কেউ যদি প্রশ্ন করে তাফসীরের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটি? সে ক্ষেত্রে জবাব হচ্ছে আল-কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা পদ্ধতিই সর্বোত্তম।'[২৭]

যেমন ইরশাদ হয়েছে :

احلت لكم بهيمة الانعام الاما يتلى عليكم.

'যেগুলো তোমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে তাছাড়া সকল চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছি।'[২৮]

এ আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير.

'তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম করেছি।'[২৯]

এই আয়াতের তাফসীর করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد وا لطحال.

'আমাদের জন্য দুটি মৃত ও দু'ধরনের রক্তকে বৈধ করা হয়েছে-তা হল মাছ ও ফড়িং এবং রক্তগুলো হল কলিজা ও প্লিহা।'[৩০]

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى.

'তোমরা নামাযসমূহকে যথাযথভাবে যত্নসহকারে আদায়করবে বিশেষ করে সালাতুল উস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামায।'[৩১]

---

২৭ খালিদ আলইক, আল-ফুরকান ওয়াল-কুরআন, (দামিশ্‌ক : আলহিকমা, সং-১ ১৯৯৪/১৪১৪ হি.), পৃ. ৬৩১

২৮ সূরা আল-মায়িদা, আয়াত-১৩

২৯ প্রাগুক্ত, আয়াত-৩

৩০ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রা.) মসনদে আহমদ, খ. ২, পৃ.৯৭

❑ ইবনু কাসীর (র.), তাফসীরু ইবন কাসীর (লেবান ঃ দারুল ফিকর ১৪০৭ হি./১৯৮৬ইং), খ. ২, পৃ. ৮

৩১ সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

এখানে 'সালাতুল উসতা' বলতে কোন নামায তা সাহাবায়ে কিরামের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের তাফসীর করেন মধ্যবর্ত্তী নামায বলতে আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখতে পাই রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে আল্লাহর কালাম এবং ওহীর জ্ঞানদ্বারা আল-কুরআনের সঠিক তাফসীর উপস্থাপন করেছেন আল্লাহর রাসূল নিজে যা বুখারী ও তিরমিযী শরীফসহ হাদীসের বহুগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

ড. সুবহী সালিহ বলেন :

ولقد نشأ التفسير مبكرا فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم الذى كان اول شارع كتاب بالله.

'তাফসীরের সূচনা ও বিকাশ ঘটে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ের প্রাথমিক অবস্থায়, তিনি ছিলেন কুরআনে কারীমের প্রথম ব্যাখ্যা প্রদানকারী।'[৩২]

০৬ সাহাবায়ে কিরামগণের যুগে ইলমুত-তাফসীর

সাহাবায়ে কিরাম (রেদ.) আল-কুরআনের তাফসীর করতেন-কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে আল-কুরআনের তাফসীর, আর যেখানে এ দু' উৎস তাদের জানা ছিল না-তারা ইজাতিহাদের মাধ্যমে তাফসীর উপস্থাপন করতেন। এই ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও তারা যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা ছিল ঃ

১. আরবী ভাষাগত জ্ঞান ও পান্ডিত্য।

২. জাহিলী যুগের আরবী কবিতা।

---

৩২ ড. সুবহী সালিহ, মাবাহিস ফী উলূমিল-কুরআন (বৈরুত : দারুল ইলমী লিল মালায়ান, খ্রী. ১৯৬৫), সং ৪র্থ, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরববাসীদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি।

৪. আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরব উপদ্বীপে বসবাসরত ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে যথাযথ অবগতি।

৫. শানে নুযূল তথা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে জ্ঞান।

৬. বোধশক্তি ও গভীর উপলব্ধি করার ক্ষমতা।

৭. আহলি কিতাবদের বর্ণনা।[৩৩]

এসব উপায় উপকরণ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যলাভ তাদেরকে আল-কুরআনের মর্মার্থ ও তাৎপর্য উপস্থাপনে স্বার্থক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে ছিলেন। সাহবায়ে কিরামগণের মধ্যে তাফসীর করার ক্ষমতা ছিল অসংখ্য সাহাবার। তারমধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছিলেন ঃ

১। হযরত আবূ বক্কর সিদ্দীক (রা.) (মৃ. ১৩হি.)

২। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-(মৃ. ২৩ হি)

৩। হযরত উসমান (রা) (মৃ ৩৫ হি)

৪। হযরত আলী (রা.)-(মৃ ৪০ হি)

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) (মৃ ৩২ হি.)

৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) (মৃ ৬৮ হি.)

৭। হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) -(মৃ.-২০ হি.)

৮। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা)- (মৃ. ৪৫ হি.)

৯। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-(মৃ. ৪৪ হি.)

১০। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ির (রা) (মৃ. ৭৩ হি.)

---

৩৩ ড. আবদুর রহমান আনোয়ারী, তাফসীরুল কুরআন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, প্রকাশ ২০০২), পৃ. ৭৮-৮২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যারকানী (র) উক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তারা হলেন ঃ

১১। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-(মৃ. ৯১ হি.)

১২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-(মৃ. ৫৭ হি.)

১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর-(মৃ.৭৩ হি.)

১৪। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.)-(মৃ.৭৪ হি.)

১৫। হযরত আমর ইবন আল-আস (রা) (মৃ. ৪৩ হি.)

১৬। হযরত আয়শা (রা) (মৃ. ২৫হি.)[৩৪]

হাজী খলীফা তার রচিত কাশফুযযুনূন গ্রন্থে উক্ত সাহাবীগণের সাথে আরো একজনের নাম উল্লেখ করেছেন-তিনি হলেন ঃ

১৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) (মৃ. ৬৩ হি.)[৩৫]

তবে সাহাবাগণের যুগে তাফসীরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন হযরত আলী (রা.)। তিনি নিজেই বলেছেন :

والله مانزلت اية الاوقد علمت فيم نزلت واين نزلت وان ربى وهب لى قلبا عقولا ولسانا سؤلا.

'আল্লাহর শপথ যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত তখন আমি জানতাম উহা কি উদ্দেশ্য ও কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে দান করেছেন জ্ঞানদীপ্ত হৃদয় এবং প্রশস্ত বাগ্মীতা।[৩৬]

এরপর কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)। তার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন ঃ

---

৩৪ সুয়ূতী (র.) আল ইতকান, খ. ২, পৃ. ৫২৯

৩৫ আল্লামা যারকানী-ইলালুল ইরফান, পৃ. ৩৪২

৩৬ আবু নাঈম আল-ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭/১৯৮৭ স. ২য়, খ. ৪, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

من سره ان يقرأ القر آن رطبا كما انزل فليقرأه على قرأة ابن ام عبد.

'যে ব্যক্তি কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল-কুরআন পড়ে আত্মতৃপ্তি পেতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) তথা ابن ام عبد এর ন্যায় কুরআন পড়ে।'[৩৭]

তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

والذى لااله غيره ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم فيم نزلت واين نزلت و لواعلم مكان احد اعلم بكتاب الله منى تنا له المطا يالا تيته.

'ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এমন কোন আয়াত নাযিল হয়নি যা কোন প্রেক্ষাপটে, কখন নাযিল হয় সে সম্পর্কে আমি জানি না। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জানে এমন ব্যক্তির বাড়ী সম্পর্কে যদি আমি জ্ঞাত হই, আর যেখানে পরিবহন নিয়ে যাওয়া ও সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই আমি তার নিকট হাযির হব।[৩৮]

সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে সর্বাধিক বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)। সমগ্র দুনিয়ার কুরআন বিশেষজ্ঞগণ তাকে তরজমানুল কুরআন (ترجمان القرآن) হিবরুল উম্মত (حبر الامة) বা মুসলিম জাতির মহাপন্ডিত হিসেবে।[৩৯] রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দোয়া করে ছিলেন এই ভাষায় :

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأ ويل.

'হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের সঠিক প্রজ্ঞা দাও এবং তাকে তা'বীল বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি শিখাও।'[৪০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর তাফসীরের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান-বর্তমানে তানবীরুল মিকইয়াস ফী তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা.)

---

৩৭ ড. যাহাবী আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, পৃ. ৮৭

৩৮ ইবন জারীর তাবারী, জামিউল বায়ান, খ. ১, পৃ. ২৮

৩৯ মান্না আল কাত্তান, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত্ তাওযী, ১৪১৩ হি. ১৯৯২ খ্রী.) পৃ. ৩৯২

৪০ সহীহুল-বুখারী-কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, বাবু যিকরি ইবন আব্বাস, খ. ৭, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

تفسير عبدالله ابن عباس নামে মুদ্রিত ও বহুল প্রচলিত যা তার অন্যান্য অবদানের স্বাক্ষর বহন করছে।

কুরআনে বর্ণিত অতীত ঘটনা পূর্বেকার ঐশীগ্রন্থ থেকে তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহে বিরাট অবদান রাখেন হযরত উবাই ইবন কা'ব আল আনসারী (রা)। তিনি ছিলেন হযরত ইবন আব্বাস (রা) অন্যতম উস্তাদ, ইলমুল কিরআতে সয়্যিদুল কুররা উপাধী প্রাপ্ত।

এযুগে কোন তাফসীর গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়। আয়াতের অর্থ নিয়ে তেমন কোন মতানৈক্য ছিল না। আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাকে যথেষ্ট মনে করা হতো। অভিধানিক অর্থের ব্যাখ্যাতেই বক্তব্যকে সীমিত রাখা হতো। তাফসীর আল-মা'সূর তথা রাওয়ায়েত ভিত্তিক ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ফিকহী মাসয়ালাসমূহ খুব কমই নির্গত করা হতো। আহলে কিতাবদের বর্ণনা পর্যালোচনা ও সমালোচনার পর যেগুলো ইসলাম পরিপন্থী ছিল সেগুলো বর্জন করা হতো।[৪১]

এক কথায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগে উম্মতের আমল ছিল জীবন্ত ও চলমান কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল ও নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। তাই কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা বা কুরআন থেকে খুটিনাটি বিষয়ে মাসায়িল বের করায় ততটা প্রয়োজন হয়নি।

০৭ তাবিঈগণের যুগে ইলমুত-তাফসীর

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর রেখে যাওয়া পুঁজিকে কেন্দ্র করে তাবিয়ীনে ইযাম ইলমুত তাফসীরের বিশ্বজনীন আবেদনকে সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে দেন। মুফাসসির সাহাবাগণকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠে ইলমুত-তাফসীরের মাদরাসা। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুস্তাফা কামাল তাযেরী (র) বলেন ঃ "বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যেমন ঃ

১. মক্কা শরীফের মাদরাসা, তার উস্তাদ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)।

---

৪১ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, পৃ. ৯৫-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

২. মদীনা শরীফের মাদরাসা, তার প্রধান উস্তাদ ছিলেন হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা) ও হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)।

৩. ইরাকের মাদরাসা। এখানের প্রধান বড় উস্তাদ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)।

৪. শামের (বর্তমান সিরিয়ার) মাদরাসা। এখানের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হযরত আবুদ্দারদা আল-আনসারী (রা)।

৫. মিশরের মাদরাসা। এখানের শিক্ষক ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)।

৬. আর ইয়ামেনের মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা)।[৪২]

এ সকল কুরআনী মাদরাসা থেকে যেসব তাবেয়ী আল-কুরআনের অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করে সমগ্রবিশ্বে কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সংখ্যা অনেক। এদের কয়েকজন হলেন ঃ

১। হযরত মুজাহিদ ইবন জাবার (রা) - (মৃ.-১০৩ হি.)

২। হযরত সা'ঈদ ইবন যুবাইর (র) - (মৃ.- ৯৪ হি.)

৩। হযরত ইকরামা মাওলা ইবন আব্বাস (র) (মৃ.-১০৫ হি.)

৪। হযরত তাউস ইবন কাইসান ইয়ামানী (র) (মৃ.-১০৬ হি.)

৫। হযরত আতা ইবন আবু রাবাহ আল মাক্কী (র) (মৃ.-১১৪ হি.)

এসব মনীষী মককা মুকাররমায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আল-কুরআনের বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

৬। হযরত যায়িদ ইবন আসলাম আল-আদুবী আল মাদানী (র.) (মৃ.-১৩৬ হি.)

---

৪২ শায়খ মুস্তাফা কামাল তাযেরী (র.), মাজাল্লাতুল-হিদায়াহ, তিউনিসিয়া, ৩য় সংখ্যা, ১৪০২ হি., পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

৭। হযরত আবদুর রহমান ইবন যায়দ (র)- (মৃ.-১৮২ হি.)

৮। হযরত মালিক ইবন আনাস (র) - (মৃ. ১৭৯ হি.)

৯। হযরত আতা ইবন আবূ মুসলিম আল-খুরসানী (র) (মৃ.-১৩৫ হি)

১০। হযরত মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল-কুরযা (মৃ.-১১৮ হি.)

১১। হযরত আবুল আলিয়া রাফী ইবন মিহরান (র) (মৃ. ৯০ হি.)

১২। হযরত দাহ্হাক ইবন মুযাহিম (র) (মৃ.-১০৫ হি.)

১৩। হযরত আতীয়া ইবন সা'ঈদ আল-আওফী (র) (মৃ.-১১১ হি.)

১৪। হযরত রাবী ইবন আনাস (র)- (মৃ.-১৩৯ হি.)

১৫। হযরত ইসমাঈল ইবন আবদুর রহমান আস সুদ্দী আল কাবীর (র) (মৃ.-১২৭ হি.)

১৬। হযরত আলকামা ইবন কায়স (র.) (মৃ. ৬১ হি.)

১৭। হযরত মাসরুক ইবন আসরা আলহামিদানী আলকুফী (র) (মৃ.-৬৩ হি)

১৮। হযরত আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (র)- (মৃ ৭৫ হি.)

১৯। হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) (মৃ ৯৫ হি.)

২০। হযরত 'আমির আশ্‌শা'বী (র) (মৃ ১০৯ হি.)

২১। হযরত মুররাতুল হামাদানী (র) (মৃ. ৭৬ হি.)

২২। হযরত হাসান আল-বসরী (র) (মৃ. ১১০ হি.)

এসকল মনীষী বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আল-কুরআনে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৪৩]

তাবিঈগণের তাফসীর সম্পর্কে মন্তব্য করে মিশর জা'মে আল আযহারের শায়খ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সায্‌তী লিখেন ঃ

---

৪৩ ড. আদওয়ারী, পৃ. ৯৮-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

'জমহুরের মতে তাবিঈনের তাফসীর গ্রহণীয় কেননা তারা সাহাবায়ে কিরামগণের (রা.) শিষ্য এবং তাদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন। তাই যে তাফসীরটি তাবিঈগণের ইজমা তথা ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তা গ্রহণ করা উত্তম। আর যদি কোন তাবিঈ (রা) শুধু মাত্র আহলে কিতাবের উপর নির্ভর করে তাফসীর করে থাকেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।'[৪৪]

০৮ তাফসীর গ্রন্থ সংকলনের অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগে তাফসীর ছিল আংশিক ও বিক্ষিপ্ত। গ্রন্থ আকারে খুব স্বল্প সংখ্যক তাফসীরই রচিত হয়েছে।

ইবন হাজার আসকালানী (র.) এর মতে আল-কুরআনের প্রথম তাফসীর করেন হযরত সাঈদ ইবন যুবাইর (রা.) (মৃ. ৭৫ হি.) খলিফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের অনুরোধে তিনি এ তাফসীর সংকলন করেছিলেন।[৪৫]

আল্লামা ইবন মুলাইকা এর মতে, পূর্ণাঙ্গ কুরআনের তাফসীর রচনা করেন ইমাম মুজাহিদ (র.) (মৃ. ১০৩ হি.)।[৪৬]

ইবন খাল্লিকানের মতে, পূর্ণাঙ্গ কুরআনের তাফসীর রচনা করেন হযরত আমর ইবন উবাইদা (রঃ) যা তিনি হযরত হাসান বসরী (র.) (মৃ. ১১৬ হি.) থেকে রিওয়ায়েত করেন।[৪৭]

ইবন নাদীমের মতে, কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনা করেন ফাররা (মৃ. ২০৭ হি.) যার নাম মা'আনিউল কুরআন।[৪৮]

---

৪৪ শায়খ ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফতী, আল-মুহাদারাতু ফিত্ তাফসীরিল মুউদুঈ (ঢাকা ঃ পান্ডুলিপি মাহাদুল দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-উলিয়া, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১ খ্রী.)

৪৫ ইবন হাজার আসকালানী (র.) তাহযীবুত তাহযীব খ. ৪, পৃ. ১১-১৪

৪৬ ইবন জারীর তাবারী, জামিউল বয়ান, খ. ১, পৃ. ৩০

৪৭ ইবন খাল্লিকান, খ. ২, পৃ. ৩০

৪৮ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আননাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. সাববাগ বলেন ঃ প্রকৃত কথা হলো, প্রথম শতাব্দীতে কিছু তাফসীর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রথম কোনটি শুরু হয় এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।[৪৯] এ ছাড়াও এসব তাফসীর গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কারণেও এক একটি তাফসীরকে এক একজন সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

০৯ সংকলন অধ্যায়ের ধারা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, আল-কুরআনের তাফসীর সংকলনে প্রধানতঃ দুটি ধারা অবলম্বিত হয়েছে।

১। তাফসীর বিল-মাসূর (تفسير با لمأثور) বা বর্ণনামূলক তাফসীর।

২। তাফসীর বির-রায় (تفسير با لراى) বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর।

ক. তাফসীর বিলমা'সূর

তাফসীর বিল-মাসূর হল আল-কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের কথামালার উপর ভিত্তি করে তাফসীর লিপিবদ্ধ করা।[৫০] মাসূর হলো যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা বা তাবিঈগণ থেকে বর্ণনা করা হয়।[৫১]

অধ্যাপক আহমদ আমীন বলেন ঃ মা'সূর বলতে আমরা বুঝি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাবিঈগণ থেকে বর্ণিত তাফসীরের বর্ণনা। যেমন-সহীহ বুখারী ও তিরমিযী শরীফে তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস।[৫২]

---

৪৯ ড. মুহাম্মদ সাববাগ, লামহাত ফী উলূমিল কুরআন (বৈরুত : দারু এহইয়াইল উলুম, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ১৪১

৫০ আল্লামা যারকানী, মানাহিলুল ইরফান, খ. ২, পৃ. ১৪

৫১ আল্লামা মুহাম্মদ যফযাফ, আত্ তারিফ বিল কুরআন ওয়াল হাদীস, (কায়রো : আল মাকতাবা আল-মিসরিয়্যা, ১৩৯৬), পৃ. ১৬৮

৫২ অধ্যাপক আহমদ আমীন, দুহাল-ইসলাম, (কায়রো মাকতাবাতুন নাদহা আল-মিসরিয়্যা, সং ১০), খ. ২, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. সাববাগ বলেন ঃ প্রকৃত কথা হলো, প্রথম শতাব্দীতে কিছু তাফসীর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রথম কোনটি শুরু হয় এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।[৪৯] এ ছাড়াও এসব তাফসীর গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কারণেও এক একটি তাফসীরকে এক একজন সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

০৯ সংকলন অধ্যায়ের ধারা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, আল-কুরআনের তাফসীর সংকলনে প্রধানতঃ দুটি ধারা অবলম্বিত হয়েছে।

১। তাফসীর বিল-মাসূর (تفسير با لمأثور) বা বর্ণনামূলক তাফসীর।

২। তাফসীর বির-রায় (تفسير با لراى) বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর।

ক. তাফসীর বিলমা'সূর

তাফসীর বিল-মাসূর হল আল-কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের কথামালার উপর ভিত্তি করে তাফসীর লিপিবদ্ধ করা।[৫০] মাসূর হলো যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা বা তাবিঈগণ থেকে বর্ণনা করা হয়।[৫১]

অধ্যাপক আহমদ আমীন বলেন ঃ মা'সূর বলতে আমরা বুঝি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাবিঈগণ থেকে বর্ণিত তাফসীরের বর্ণনা। যেমন-সহীহ বুখারী ও তিরমিযী শরীফে তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস।[৫২]

---

৪৯ ড. মুহাম্মদ সাববাগ, লামহাত ফী উলূমিল কুরআন (বৈরুত : দারু এহইয়াইল উলূম, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ১৪১

৫০ আল্লামা যারকানী, মানাহিলুল ইরফান, খ. ২, পৃ. ১৪

৫১ আল্লামা মুহাম্মদ যফযাফ, আত্ তারিফ বিল কুরআন ওয়াল হাদীস, (কায়রো : আল মাকতাবা আল-মিসরিয়্যা, ১৩৯৬), পৃ. ১৬৮

৫২ অধ্যাপক আহমদ আমীন, দুহাল-ইসলাম, (কায়রো মাকতাবাতুন নাদহা আল-মিসরিয়্যা, সং ১০), খ. ২, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর বিল মা'সূর বা বর্ণনামূলক তাফসীরের সংখ্যা অনেক। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সন্নিবেশিত হলো ঃ

১। তানভীরুল মিকইয়াস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস

(تنويرا لمقياس من تفسير ابن عباس)

এ গ্রন্থ আবূ সালিহির সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সনদের উপর নির্ভর করেই ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন সনদটি হলো ঃ

عن ابى صالح عن معا ويه بن صالح عن على بن ابو طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما.

'আবু সালিহ মুয়াবিয়া ইবন সালিহ থেকে তিনি আলী ইবন আবূ তালহা থেকে তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।'[৫৩] আল্লামা ফিরোযাবাদী (র.) এ গ্রন্থ সংকলন করেন।

২। তাফসীরু মুজাহিদ (تفسير مجاهد)

ইমাম মুজাহিদ (র.) (মৃ.-১০৩ হি.) এর তাফসীরসমূহ ৭ খণ্ডে রচিত। এর একটি পাণ্ডুলিপি মিশরের দারুল কুতুবিল মিসরায়্যাতে ছিল যার কেটালগ নং-১০৭৫। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে প্রতিষ্ঠিত মাজমা'উল বুহুসিল ইসলামিয়্যার উদ্যোগে মিসর থেকে ফটোকপি করে নিয়ে এনে শায়খ আবদুর রহমান তাহির ইবন মুহাম্মদ আস সুরতী এটি সম্পাদনা করেন।[৫৪]

৩। তাফসীরুল হাসান আল-বসরী (র.) (تفسير الحسن البصرى رح)

প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত হাসান আল-বসরী (র.) (মৃ. ১১০হি.) একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু কালের গর্ভে তা হারিয়ে যায়। ১৯৯২

---

৫৩ ইবন হাজার আসকালানী ঃ ফাতহুলবারী ফী শরহিল বুখারী
ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, পৃ. ১৫৫

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সালে হাসান আল-বাসরীর তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চয়ন করে সংকলন করেন ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম। তা কায়রোর জামে আল আযহারের সন্নিকটে অবস্থিত দারুল হাদীস প্রকাশনা সংস্থা থেকে দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৫৫]

৪। তাফসীরু সুফিয়ান আস সাওরী (র.) (تفسير سفيان الثوري)

সাইয়্যিদিল হুফফায হযরত সুফিয়ান ইবন সাঈদ ইবন মাসরাক আস সাওরী (র.) (৯৭-১৬১ হি.) হাদীস থেকে তাফসীরকে আলাদা করে তাফসীর আস্ সাওরী রচনা করেন। হিন্দুস্তানের রামপুরের মাকতাবায় রিদার লাইব্রেরীয়ান উস্তাদ ইমতিয়ায আলী আরশী এটির সম্পাদন করে সম্প্রতি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বৈরুতে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকেও ঐ সম্পাদিত পান্ডুলিপির উপর নির্ভর করে ১৪০২/১৯৮৩ খ্রী. নতুন সংস্করণ বের করা হয়।[৫৬]

৫। তাফসীরু আবদির রাযযাক (تفسير عبد الرزاق)

ইমাম আবদুর রাযযাক ইবন হাম্মাম ইবন নাফিয়' আসসামআনী আল ইয়ামেনী (র.) (১২৬-২১১ হিঃ) রচিত তাফসীর গ্রন্থ হাদীস থেকে আলাদা করে সর্বপ্রথম যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম। এ গ্রন্থের দুটি পুরাতন পান্ডুলিপি পাওয়া যায়। একটি মিশরের দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা লাইব্রেরীতে, অন্যটি তুরস্কের আঙ্কারায় কুল্লিয়াতুল ইলাহিয়্যার লাইব্রেরীতে। এ পান্ডুলিপিদ্বয়ের সমন্বয় করে ড. মাহমুদ মুহাম্মদ আবদুহ জামে আযহারের দাওয়াহ অনুষদ থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। আর সে থিসিসসহ তাফসীর গ্রন্থটি সম্প্রতি (১৯৯৯ খ্রী/১৪১৯ হি.) বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে তিনখন্ডে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ (রা) ও তাবিঈগণের ৩৭৫৫টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে।[৫৭]

---

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৫৬ ডঃ আনওয়ারী, পৃ. ১৫৯

৫৭ ইমাম আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম ইবন নাফি আস সামআনী, তাফসীরু আবদির রাযযাক, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯৯/১৪১৯ হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৬। তাফসীরুন্ নাসাঈ (تفسير النسائى)

ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব ইবন আলী আল সা'ঈদ (র.) (২১৫ ৩০৩ হি.) হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ নাসায়ী শরীফের সংকলক। তাঁর লিখিত তাফসীর গ্রন্থের একটি ফটোকপি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। কেটালগ নং-৪৯৭। অপরটি মাকতাবায়ে শায়খ হাম্মাদ আল আনসারীতে। এগুলো সাবারী আবদুল খালিক আশ্ শাফিঈ ও সায়্যিদ ইবন আব্বাস আল জালীসী সম্পাদনা করেন যা বৈরুতের মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা থেকে ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রী. দু'খন্ডে প্রকাশিত হয়। দুই খন্ডে রচিত এ গ্রন্থে ৭৩৫টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে।[৫৮]

৭। জামিউল বয়ান ফী তা'বীল আয়িল কুরআন

(جامع البيان فى تاويل اى القران)

ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্-তাবারী (র.) ২২৪/২২৫ হিজরী মুতাবেক ৮৩৮/৮৩৯ খ্রী অষ্টম আব্বাসী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী সাবেক তাবারিস্তান বর্তমান মাযান্দারান প্রদেশের আমূল শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বছর বয়সে কুরআনুল কারীমে হাফিজ হন, ১২ বছর বয়সে ২৩৬ হিজরী সনে জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তরে সফর করেন।[৫৯] পরিশেষে ৩১০ হিজরী মোতাবেক ৯২৩ খ্রী বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।[৬০] তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ কঠোর পরিশ্রম করে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংকলন করেন।[৬১]

এ তাফসীর রিওয়ায়েত নির্ভর, মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত, সনদসহ বর্ণনা উপস্থাপন, কিরআতের তারতাম্য বর্ণনা, ইজমার স্বীকৃতি, ইসরাঈলী

---

৫৮ ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী, পৃ. ১৬৪

৫৯ ড. যাহাবী, আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খ. ১, পৃ. ১২৫

৬০ ইবন খাল্লিকান, খ. ৪, পৃ. ১৯২

৬১ জালালউদ্দিন সুয়ূতী, তাবাকাতুল মুফাস্সরীন, (লেডেনে মুদ্রিত ১৮৩৯ খ্রী.), পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

রিওয়ায়েত উপস্থাপন, ইলমুলকালাম বিষয়ক মাসআলা, ফিকহী মাসায়েলের বর্ণনা, শানে নুযূল বর্ণনা, কাওয়ায়িদের বর্ণনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। এ গ্রন্থ তাফসীর বিল মাসূর গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ। তাই ইমাম ইবন তাইমিয়্যা (র.) বলেন ঃ

'মা'সূরের মাঝে যত তাফসীর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, উন্নতমানের এবং তাফসীরু ইবন আতিয়্যা কুরতুবী, সা'লাবী ইত্যাদি থেকে বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ হচ্ছে তাফসীরু ইবনি জারীর।[৬২]

আবদুল হামীদ ইসফারায়ীনী (র.) এ তাফসীর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাফসীরু ইবনি জারীর অধ্যয়নের জন্য চীন সফর করেন এটা তার জন্য বাড়াবাড়ির কিছু হবে না।"[৬৩]

৮। তাফসীরু আবী হাতিম (تفسير ابى حاتم)

ইমাম হাফিয আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আর-রাযী ইবন আবূ হাতিম (র.)[৬৪] ২৪০ হি. ইরানের প্রাচীন রেই বর্তমান শাহ আবদুল আজীম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার সবচেয়ে বড় অবদান তাফসীর গ্রন্থ। এ তাফসীরের পূর্ণনাম রাখেন-'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম মুসনাদান আন রাসুলিল্লাহি ওয়াস সাহাবাতু ওয়াত্ তাবিঈন।'

تفسير القرآن العظيم مسند اعن رسول الله والصحا بة والتا بعين

ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন ঃ كان بحرالاتكدره الدلاء

তিনি ছিলেন এমন সাগর, যাকে বালতি দিয়ে ঘোলাটে করা যেত না।[৬৫]

---

৬২ ফাতওয়ায়ে ইবন তায়মিহয়্যাহ, খ. ১৩, পৃ: ৩৬১, ৩৮৮

৬৩ ইয়াকুত আল হামাভী, মু'জামুল উদাবা, (কায়রো : মাত্বা'আতু ঈসা আল-হালাবী, ১৯৩৬ খ্রী.) খ. ১৮, পৃ. ৪২

৬৪ ইবনু আবি হাতিম আবদুর রহমান ঃ প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু মুহাম্মাদ ইবন আবি হাতিম আততামীমী আল-হানযালী ছিলেন তাঁর যুগে অন্যতম ফকীহ। স্বীয় পিতাই তাঁর ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর রচিত ৪ খণ্ডে বিভক্ত তাফসির গ্রন্থ ও একটি বৃহৎ মুসনাদ গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ৩২৭ হিজরি সালে ইনতিকাল করেন। ইরানের রেই শহর বর্তমান শাহ আবদুল আযিম নামে প্রসিদ্ধ শহরে হযরত শাহ আবদুল আযিম (র.)-এর মাযারের পাশেই তাঁর মাযার অবস্থিত (কয়েকবার এ মহান মনীষীর মাযার যিয়ারতের সুযোগ হয়-গবেষক)

৬৫ ইমাম যাহাবী, তাযকিয়াতুল হুফফায, খ. ৩, পৃ. ৮৩১

Dhaka University Institutional Repository

৯। তাফসীরু বাহরিল উলূম تفسير بحر العلوم

আবুল লাইস ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আন-খাত্তাব আস্ সামারকান্দী আত্তুযী আল-বালখী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ। ৩০১ মতান্তরে ৩১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৬] তার রচিত 'বাহরুল উলূম তাফসীর গ্রন্থের পান্ডুলিপি কায়রোর দারুল কতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত রয়েছে।[৬৭] এ তাফসীরের ভূমিকায় باب الحث على طلب التفسير যা তাফসীর অন্বেষণ তথা অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে তিনি বলেন ঃ আরবী শব্দমালার ভাবব্যঞ্জনা রীতি ও কুরআনের আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট না জেনে কারো পক্ষে শুধু নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করা জায়িয নয়। উক্ত শর্তটি যার ক্ষেত্রে পূর্ণ হবে না তার উচিত তাফসীর শিক্ষা করা ও মুখস্ত করা এতে ক্ষতি নেই। তবে তাফসীর করতে যাওয়া উচিৎ নয়।[৬৮]

১০। আল-কাশফ ওয়াল্ বয়ান আন্ তাফসীরিল কুরআন

الكشف وا لبيان عن تفسير القران

আবূ ইসহাক আহমদ ইবন ইবরাহীম আস-সালাবী আন্ নিশাপুরী (র.) (মৃ.-৪২৭) রচিত আলকাশফ ওয়াল বয়ান আন তাফসীরিল কুরআন সম্পর্কে ইবন খাল্লিকান লিখেন ঃ

الثعلبى النيسا بورى المفسر المشهور كان اوحد زما نه فى علم التفسير وصنف التفسير الكبير الذى فاق غيره من التفا سير

সালাবী নিশাপুরী (র.) ছিলেন মশহুর মুহাদ্দিস। তিনি ইলমুত তাফসীরে তাঁর যামানায় এককক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং এমন একটি তাফসীর রচনা করেন যা অন্য তাফসীরের চেয়ে উচু মানের।[৬৯]

---

৬৬ খাযরুদ্দীন আয-যিরিকানী, আল-আলাম (কায়রো : ১৯৫৪ খ্রী.) খ. ৮, পৃ. ৩৪৮
৬৭ আবুল লায়স সামারকান্দী (র.), বাহরুল উলূম, খ. ১, পৃ. ৭৩
৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৬৯ ইবন খাল্লিকান, খ. ১, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

১১। আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ

الوسيط فى تفسير القر آن المجيد.

আল্লামা ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ আল ওয়াহিদী আন্ নিশাপুরী আশ শাফিয়ী (র.) (৩৯৮-৪২৭ হি) রচিত 'আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ' গ্রন্থটি তাফসীর বিল মা'সূর ও তাফসীর বিল মা'কূল তথা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীরের সমন্বয়ে রচিত। এ গ্রন্থ চারখণ্ডে ১৪১৫ হি/১৯৯৪ খ্রী বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়।[৭০]

১২। মা'আলিমুত তানযীল (معالم التنزيل)

ইমাম আবূ মুহাম্মদ আল-হোসাইন ইবন মুহাম্মদ আল-ফাররা আল-বাগাবী (র) (মৃ.-৫১০হি.) রচিত মা'আলিমুত্ তানযীল(معالم التنزيل) মওযূ ও বিদআত মুক্ত তাফসীর।[৭১]

১৩। তাফসীরু ইবনি আতীয়্যাহ (تفسير ابن عطيه)

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক ইবন গালিব ইবন আতীয়্যাহ আল-আন্দালুসী আল মাগরিবী আল গারনাথী (র.) (৪৮১-৫৪৬ হি.) রচিত আল্ মুহররারুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয

(المحر رالوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) দশখণ্ডে লিখিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যা তাফসীরু ইবনি আতীয়্যাহ (تفسير ابن عطيه) নামে প্রসিদ্ধ।[৭২]

ইবন খালদুনের মতে এ তাফসীর মরক্কো ও স্পেনীয় অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এক তাফসীর গ্রন্থ ছিল।[৭৩]

---

৭০ আল্লামা, দাউদী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, খ. ১, পৃ. ৩৯৫

৭১ ইবন তায়মিয়্যাহ, মাজমুউ ফাতাওয়া, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৪

৭২ আবূ হাইয়্যান-আল বাহরুল মুহীত, খ. ১, পৃ. ৯

৭৩ ইবন খালদুন, আল মুকাদ্দামা, খ. ২, পৃ. ২৫১

Dhaka University Institutional Repository

১৪। তাফসীরুল কুরআনিল আজীম (تفسير القر آن العظيم)

আল্লামা ইবন কাসীর (র.)[৭৪] লিখিত (تفسير القر آن العظيم) তাফসীরু

৭৪. ইমাম ইবনু কাসীর (র.) ঃ বিশ্ব নন্দিত মুফাসসির, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বিশ্ব সাহিত্যের অমর দিকপাল ইমাম আবুল ফিদা ইমামুদ্দিন ইসমাঈল ইবন কাসীর ওরফে আল্লামা ইবনু কাসির (৭০০ হি./ ১৩০০ খ্রি) সিরিয়া প্রদেশের দামিশকের উপকণ্ঠে বুসরা (বর্তমানে উযা হুয়ান নামে পরিচিত) অঞ্চলে 'সাজদাল' নামক পল্লীতে এক অভিজাত মুসলিম পরিবার জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তিন বছর পর [৭০৩ হি.] ইবনু কাসীরের পিতা ইন্তিকাল করেন। বড় ভাই আবদুল ওয়াহহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় বড় ভাইয়ের কাছেই। ৭০৬ হিজরিতে শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বাগদাদে গমন করেন। ৭০৭ হিজরিতে সাত বছর বয়সে তিনি সপরিবারে দামিশক গমন করেন। ৭১১ হিজরিতে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। এভাবে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। শায়খ বুরহান উদ্দিন ইবরাহিম বিন আবদুল রহমান আলফাযারী এর কাছে থেকে তিনি ইলমুল ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। সমকালীন নিয়মানুসারে শাফিয়্যা ও ইবনে হাজিব মালিক-এর মুখতাসার গ্রন্থ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি হাদীসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য সমকালীন প্রসিদ্ধ শায়খদের শরণাপন্ন হন। নাজমুদ্দীন আবুল হাসান আলী আবদুর রহমানের কাছে মুয়াত্তা; শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাসের কাছে বুখারী; নাজমুদ্দিন আসকালানীর কাছে মুসলিম; মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া আশ শায়বানীর কাছে আসসুনান লি দারাকুতনী; ইলমুদ্দিন আল জাবালীর কাছে মুসনাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তবে তিনি জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে আবদুল রহমান মুযযী আশ শাফেয়ীর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ইবনু কাসীর (র.) অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। প্রথমে তিনি নজিবিয়্যাহ শিক্ষালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আল্লাহর বাণী : "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে কেবল আলিমগণ আল্লাহকে ভয় করেন" এ আয়াতখানির তাফসীর পেশ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় উপস্থিত সুধীজন বিমোহিত হন। ৭৮৪ হিজরি সনে তাঁর উস্তাদ ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (র)-এর ইন্তিকালের পর তিনি উম্মুস সালিহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাদীসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেও তিনি জ্ঞানী মনীষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পর তিনি ৭৫৬ হিজরিতে 'দারুল হাদীস আল আশরাফিয়্যা' প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। অবশ্য এ পদে তিনি বেশি দিন চাকরি করেন নি। ৭৬৭ হিজরি সনে গভর্নর সাইফুদ্দিন মানকালী বুগার শাসনামলে আলজামিউল উমাবীতে ইলমুততাফসীরের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তৎকালীন সময়ে এ পদে নিযুক্ত হওয়া মর্যাদার ব্যাপার মনে করা হতো। তবে আসকালানীর ভাষ্য থেকে জানা যায়, এ প্রতিষ্ঠানের তিনি নিয়মিত অধ্যাপক ছিলেন না। গভর্নর মানকালী বুগার আমন্ত্রণে তাফসীর ক্লাসের সবক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইবনু কাসীর তালাকের মাসআলায় ইবন তাইমিয়্যা (র.) মত অনুসরণ করায় সমকালীন আলিমদের রোষানলে পড়েন।

Dhaka University Institutional Repository

তাবারীর পরই বৃহত্তম তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। চারখন্ডে লিখিত এ তাফসীরকে উম্মুত্ তাফসীর বলা হয়।

১৫। ইমাম সা' আলাবী (র.) রচিত (الجوا هر الحسان فی تفسير القران) আল জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন ৪ খন্ডে বেরুত থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ড. আয-যাহাবী (র.)বলেন ঃ

ফতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য তার উপর রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তিনি এসব রাজাদেশ উপেক্ষা করলে তাঁকে কারাগারেবন্দী করা হয়। তবে অত্যাচার নির্যাতন যতই করা হোক তিনি তাঁর মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি কখনো। তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত অসংখ্য গ্রন্থই এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁর অগাধ পান্ডিত্য আর ক্ষুরধার লেখনীশক্তি মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক বিস্ময়কর অহংকার। যুগ জিজ্ঞাসা ও সমকালীন চাহিদার প্রেক্ষিতে বিরচিত এসব গ্রন্থাবলী বিশ্ব মুসলমানের জন্য এক ব্যতিক্রম সংযোজন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হচ্ছে : ১. তাফসিরুল কুরআনিল আযীম; ২. রিসালাতু ফী ফাযায়িলিল কুরআন; ৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া; ৪. আততাকমিলাতু ফি মারিফাতিস সিফাত ওয়ায যুআফা ওয়াল মুজাহিল (বিলুপ্ত); ৫. শরহু সহিহিল বুখারী (বিলুপ্ত); ৬. শরহুত তানবীহ লি আবী ইসহাক আস সিরাযী; ৭. জিওয়ায়ু উম্মে সালামা ৮. বাইয়ু উম্মাহাতিল আওলাদ; ৯. আখবারু হুজ্জুনিল আফরানজ আলাল ইস্কান্দারিয়াহ; ১০. তাখরিজু আহাদীসি মুখতাসারি ইবন হাজিব; ১১. আল-হাদউ ওয়াস সুনানুম ফী আহাদীসিল মাসানিদে ওয়াস সুনান; ১২. ইখতাসারু উলুমিল হাদীস; ১৩. কিতাবুল মুকাদ্দিমাত; ১৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল; ১৫. আল ফুসুল ফি ইখতিসারি সিরাতির রাসুল; ১৬. আসসিরাতুন নাবাবিয়্যাহ; ১৯. ওযইল বিখিয়া; ২০. মামায়িলু রাসুলিল্লাহ [স]; ২১. মাওয়ালিদু রাসুলিল্লাহ ২৪. রিসালাতুন ফিস সিমাঈ; ২৫. আল ইজতিহাদ ফি তালাবিল জিহাদ; ২৬; জুযউন ফিল আহাদীসিল ওয়ারিদাহ ফি কাতলিল্ কিলাব; ২৭. ইখতিসারু কিতাবিল মাখদাল ইলা কিতাবিস শিরক; ৩০. জুযউন ফিল আহাদীসিল ওয়ারিদাহ ফিল মাহদী; ৩১. জুযউন ফি হাদীসে কাফফারাতিল মাজলিস; ৩২. সিরাতু উমর ইবনে আবদিল আযিয [র]; ৩৩.তরজমাতু শায়খিল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা; ৩৪. সিরাতু সিদ্দিক ওয়াল ফারুক; ৩৫. সিরাতু মুনকালী বুগা আশসামসী; ৩৬. মানাকিবুস শাফিয়ী; ৩৭. তাখরিজু আহাদীসি আদিল্লাতিত তানবীহ; ৩৮. আততারিখুল কাবীর; ৩৯. আততাফসীরুল কাবীর; ৪০. জামিউল মাসানিদ আল-আশারা; ৪২. তাখরিজু আহাদীসি আদিল্লাতিত তানবিহ ফি ফুরইশ শাফিয়্যা। এ মহান মনীষী ৭৭৪ হিজরি সালের ২৩ শাবান বৃহস্পতিবার দাশিমকে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন ড. যাহাবী খন্ড ১, পৃ. ২৪৩-২৪৭, ড. মোহাঃ নজরুল ইসলাম খান, বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ জীবন ও তাফসীর পদ্ধতি, পি.এইচ.ডি গবেষণা পত্র, ২০০০ইং

Dhaka University Institutional Repository

فان الكتاب مفيد جامع لخلاصات كتب مفيدة وليس فيه مافى غيره من الحشو و المخل و الاستطراد الممل

নিশ্চয়ই এ কিতাবটি খুবই উপকারী ও অন্যান্য উপকারী গ্রন্থ সমূহের সারসংক্ষেপে পরিপূর্ণ। আর এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহ অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ত্রুটি, সংশয় ও বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত।[৭৫]

১৬। আদ্ দুররুল-মানসূর ফিত্ তাফসীরিল মা'সূর

الد رالمنثور فى التفسير المأثور

ইমাম জালালুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ আস্ সুয়ূতী[৭৬] (মৃ.-৯১১ হি) রচিত 'আদ্ দুররুল মানসূর ফিত্ তাফসীরিল মা'সূর' গ্রন্থটি তাফসীর জগতে একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

---

৭৫ ড. যাহাবী আত্তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, খ. ১, পৃ. ২৫২

৭৬ জালালুদ্দিন সুয়ূতী ঃ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ূতী (র.) ছিলেন উলুমুল কুরআন তথা কুরআনিক বিজ্ঞানের অনন্য ব্যক্তিত্ব যার তুলনা তিনি নিজেই। কুরআন, হাদীস, আইন, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা বিজ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রসহ অসংখ্য বিষয়ে পান্ডিত্যের অধিকারী তিনি। তাঁর নাম আবদুর রহমান, উপাধি জালালুদ্দীন, উপনাম আবুল ফযল। পিতার নাম আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ কামালুদ্দিন। তিনি ৮৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৪৪৫ খ্রি. রজব মাসে মিসরের নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত আসইয়ূত নামক এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আসইয়ূত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি সুয়ূতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন সুয়ূতীর বর্ণনুযায়ী তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ বাগদাদের আলখুদাইরিয়া নামক একটি অখ্যাত পল্লীতে বসবাস করতেন, এ কারণে তাঁকে আলখুদাইরীও বলা হয়ে থাকে। তাঁর মাতা ছিলেন একজন বিদুষী রমণী। আর পিতা ছিলেন সমকালীন প্রসিদ্ধ ফিকাহবিদ ও আসীউতের বিচারপতি। সুয়ূতীর পাঁচ বছর বয়সের সময়ে পিতা মারা গেলে তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। পিতৃহারা হওয়ার কারণে মাতা বুদ্ধিদীপ্ত ছেলের অতি শৈশবেই যথোপযুক্ত ইলম অর্জনের সবধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রখর মেধার অধিকারী সুয়ূতী মাত্র আট বছর বয়সে আল-কুরআন মুখস্থ করেন। এরপর তিনি সমকালীন সেইসব খ্যাতনামা আলিমের সাহচর্য লাভ করেন, যাঁদের পান্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর ছোঁয়ায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয় বিকশিত হয়। ফলশ্রুতিতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে উমদাতুল আহকাম, মিনহাজুল উসূল, আলফিয়া ইবনে মালিক এবং কাযী নাসিরুদ্দিন আলবায়যাবীর আলমিনহাজ গ্রন্থ মুখস্থ করে আলিমদের সামনে নিজেকে বিস্ময়কর মেধার অধিকারী হিসাবে উপস্থাপন করতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হন। জালালুদ্দিন মহাল্লী থেকে তাফসীর, আলবলকানীর কাছ থেকে ইলমে ফিকহ, মিসরের বিখ্যাত পণ্ডিত শামসুদ্দিন শায়রামীর কাছ থেকে সহীহ মুসলিম, আল্লামা তকীউদ্দিন শিবলীর থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি স্বদেশের সীমানা পেরিয়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান গবেষণার জন্য বিদেশেও সফর করেন। এ মর্মে তিনি শাম, হিজায, ইয়ামান, মরক্কো, দিমইয়াত প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তৎকালীন খ্যাতিমান আলিমদের শরণাপন্ন হয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এভাবে তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। ইতিহাস ও কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁর অনুসন্ধিৎসু চিত্তের আকুল আবেগ নিয়ে ছোট থেকেই গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসতেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। কায়রো ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনায় অবসরে তিনি লেখালেখি করতে থাকেন। শাইখুনিয়া মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষক বলকানীর পরামর্শক হিসেবেও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনাকালে শত্রুপক্ষের চক্রান্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী জীবন জ্ঞান গবেষণা ও আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করার জন্য নীল নদের প্রান্তে অবস্থিত রওযা নামক স্থানে নির্জনবাস শুরু করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। আল্লামা সিয়ূতীর গোটা জীবন ইসলামী জ্ঞান গবেষণায় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মার তাহযীব-তামাদ্দুন বিকাশে জীবদ্দশায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ঐতিহাসিক ব্রুকলম্যানের মতে, এই সংখ্যা ৪১৫টি। আর ইকদুল জাওয়াহির-এর গ্রন্থকারের মতে, ৫৭৬টি। আল্লামা দাউদ মালিকী থেকে বর্ণিত আছে যে, সিয়ূতীর রচনাবলী পাঁচ শতেরও বেশি। এসব গ্রন্থে তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, জ্ঞানের গভীরতা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে-১. তাফসীরে জালালাইন; ২. আলইতকান ফী উলূমিল কুরআন; ৩. আদদুররুল মানসূর ফিত তাফসীরি বিল মাসূর; ৪. আলইকলীল ফী ইস্তিমবাতিত তানযীল; ৫. তাবাকাতুল মুফাসসিরীন; ৬. তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন; ৭. তারিখুল খুলাফা; ৮. হুসনুল মুহাদারাহ; ৯. আলমুযহির ফিল লুগাহ; ১০. জামউল জাওয়ামী; ১১. হাশিয়াতুত তাফসিরিল বায়যাবী; ১২. আলজামি ফিল ফারাইদ; ১৩. আসমাউল মুদাল্লিসীন; ১৪. মাজমাউল বাহরাইন ও ১৫. তাবাকাতু কুত্তাবা ইত্যাদি। বিশাল কর্মময় জীবনের অধিকারী আল্লামা সুয়ূতী অবশেষে ৯১১ হি./১৫০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জামাদিউল উলা শুক্রবার ৬১ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। 'রওযা' নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। [তাফসীর জালালইন, মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি., পৃ. ভূমিকাংশ, আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, ড. যাহাবী খ. ১, পৃ. ২৫২-২৫৪] ড. মোহাঃ নজরুল ইসলাম খান, বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ জীবন ও তাফসীর পদ্ধতি, পি.এইচ.ডি গবেষণা পত্র, ২০০০ইং

Dhaka University Institutional Repository

وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه بضعة عشر الف حديث مابين مرفوع وموقوف وقد تم ولله الحمد فى اربع مجلدات وسميته ترجمان القران و رأيت انا فى اثناء تصنيفه النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فى قصة طويلة تحتوى على بشارة حسنة.

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের কথামালার উপর ভিত্তি করে একটি তাফসীর রচনা করেছি। যে গ্রন্থে দশ হাজারেরও অধিক মারফূ ও মাওকূফ হাদীস স্থান পেয়েছে। আল্লাহর শোকর তা চারখন্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এ গ্রন্থের নাম রেখেছি তরজুমানুল কুরআন। এ গ্রন্থ রচনার সময় আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্ন দেখেছি এবং তার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তিনি এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।'[৭৭]

১৭. তাফসীরু ফাতহিল কাদীর

আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী ইয়ামেনী (র.) (মৃ. ১২৫০ হি.) রচিত ফাতহুল কাদীর (فتح القدير) গ্রন্থটি جامع بين الرواية والدرايه বা রিওয়ায়েত ও দিরায়াত সমন্বিত তাফসীর গ্রন্থ। ১২২৯ হি সনে এ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে বৃহৎ পাঁচ খন্ডে ছাপা হয়।[৭৮]

এ ছাড়াও ইমাম ইবন মাজাহ (মৃ. ২৭৩ হি.) রচিত তাফসীরু ইবন মাজাহ (র.) ইমাম ইবন হাতিম (র.) ইমাম ইবনে হাব্বান, ইমান ইবনে আবি শায়বা (র.) ও আল্লামা মাজদুদ্দিন ফিরোযাবাদী[৭৯] (মৃ. ৮১৭ হি.) সহ অনেকেই বর্ণনামূলক তাফসীর সংকলন করেছেন।

---

৭৭ ইমাম জালালউদ্দিন আবদুর রহমান সুয়ূতী (র.), আলইতকান ফী উলুমিল কুরআন, খ-২, পৃ. ১৮০

৭৮ ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, পৃ. ২০

৭৯ আল্লামা ফিরোযাবাদী ঃ বিশ্বখিখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, দার্শনিক ও ভাষাবিদ আল্লামা মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আলফিরোযাবাদী আস সিরাযী ৮ম হিজরি শতকের একজন ক্ষণজন্মা প্রসিদ্ধ আলিম। তিনি পারস্যের সিরায নগরীর নিকটবর্তী 'কারযিন' নামক অঞ্চলে ৭২৬ হি./১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। কারযিনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ৮ বছর বয়সে তিনি সিরাজ নগরীতে গমন করেন। ৭৪৫ হি. সালের মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদ গমন করেন। ৭৫০ হি. সালে তিনি দামিশক গমন করেন। এখানে তিনি তাকিউদ্দীন সুবকী (র.)-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও ওলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ বছরেই তিনি তাঁর ওস্তাদের সাথে কুদস গমন করেন এবং এখানে ১০ বছর অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করেন। কুদস থেকে কায়রো গমন করে সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিমগণের সাহচর্যে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শায়খদের মধ্যে সালাউদ্দিন সাফাদী (র.), বাহাউদ্দিন আকীল (র.), কামালুদ্দিন আসনাবী (র.), ইবনে হিশাম (র.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কায়রো অবস্থানকালে হজ্ব আদায়ের জন্য মক্কা যিয়ারত করেন। ৭৭০ হিজরী সনে তিনি দ্বিতীয়বার মক্কা মুকাররম যিয়ারত করেন। অতপর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লিতে ৫ বছর অবস্থান করেন। ৭৯৪ হি. সালে সুলতান আহমাদ বিন আওইস এর আমন্ত্রণে বাগদাদ পরিভ্রমণ করেন। এ সময়ে তিনি তৈমুর লং-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য পারস্য গমন করেন। তৈমুর লং তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান ও হাদিয়াস্বরূপ ১ হাজার দিনার প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ১ লাখ দিনার উপহার প্রদান করেন। ফিরোযাবাদী জীবনের শেষভাগ জাবিরাতুল আরবে অতিবাহিত করেন। ইয়ামানের বাদশা তাঁকে ৭৯৭ হি. সালে ইয়ামানের কাযী হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি জীবনের কিছু অংশ তায়েফ, মক্কা ও মদিনায়ও অতিবাহিত করেন। ৮০৫ হি. সালে তিনি আবার হজ্ব আদায় করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ফিরোযাবাদী মাত্র সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয করেন। প্রতিদিন তিনি কমপক্ষে ১শ কবিতার পংক্তি পর্যন্ত মুখস্থ করতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হচ্ছে- ১. তানবীরুল মিকইয়াস ফি তাফসীরে ইবনে আব্বাস। ৪ খণ্ডে বিভক্ত এ তাফসিরটি কায়রো থেকে ১২৯০ হি. সালে ইবন হাযমের নাসিখ ও মানসুখের প্রান্তটীকায় প্রকাশিত হয়। অধুনাকালে এটি বৈরুতের দারুল কুতুব থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। ২. শরহু সহীহ আল-বুখারী এটি তিনি পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে সংকলন করেন। ৩. ফাযায়িলে সূরাতুল ইখলাস। ৪. সাফার আসসাআদাহ। এটি সিরাতুন্নবী (স) বিষয়ক গ্রন্থ। এটির মূল কপি ফারসিতে ছিল। আবুল জাওদ মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ এটির আরবীতে অনুবাদ করেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.)-এর কাওযুল কাবীরের সাথে ১৩০৭ হি. সালে এবং আল্লামা শারনী (র.)-এর কাশফুল গুম্মাহর সাথে ১৩১৭ হি. সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। ৫. আলকামুসুল ওয়াসীত। এটি ফিরোজবাদীর বিখ্যাত রচনার অন্যতম। আরবী ক্লাসিকধর্মী শব্দসমূহের এটি একটি বিখ্যাত অভিধান। তিনি এটি লিসানুল আরব ও জাওহারীর সিহাহ-এর সাথে সাম স্য রেখে সংকলন করেন। ৬. আল আহাদিসুদ দায়িফা; ৭. আনওয়ারুল গাইস ফি আসমায়িল লাইস; ৮. আসমাউন নিকাহ; ৯. তাবাকাতুশ শাফিয়্যা; ১০. আশরাফুল হানাফিয়্যা ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রেখে ফিরোযাবাদী ৮১৭ হি. সালের ২০ শাওয়াল ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যুসাল ৮১৬ হি. বলে উল্লেখ করেছেন। [বি: দ্র: হাজী খলিফা, কাশফুয যুনুন, ১ম খন্ড, ১৩১০ হি. পৃ. ৩৪৩; ফিরোযাবাদী, কামুসুল মুহীত, ভূমিকা অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. তাফসীর বিররায় (تفسير با لراى) বা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর

তাফসীর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারা হলো তাফসীর বিররায় (تفسير بالراى) বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর। এ ধারায় বর্ণিত তাফসীর গ্রন্থে তাফসীরুল কুরআন বিল-কুরআন (تفسير القرآن بالقرآن) কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর, হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর (تفسير القرآن بالاحاديث) এর সাথে সাথে পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরগণের উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। এর সাথে উলূমুল কুরআনের শর্ত মোতাবেক মুফাস্‌সির নিজের অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও যুগোপোযোগী সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন। এসব তাফসীর গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোনটিতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, কোনটিতে নাহু, সরফ, বালাগাতের সূত্র ও বৈচিত্রময় বাক্যশৈলীর অধিক ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে, আবার কোন কোনটিতে ঐতিহাসিক আলোচনা ব্যাপক আকারে, আবার কোনটিতে কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় ও রহস্য বা আইনগত দিক প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ কিছু হয়েছে প্রশংসিত বা আল-মাহমূদ, কিছু কিছু তাফসীর হয়েছে নিন্দিত বা আল মাযমুম। আবার কিছু কিছু গ্রন্থ এমনও আছে যেগুলো প্রশংসা বা নিন্দা কোনটিই পায়নি। এগুলোকে বলা হয় মুতাওয়াস্থিত বা মধ্যম পর্যায়ের।

গ্রহণযোগ্য বা মাহমূদ পর্যায়ের তাফসীর গ্রন্থ অসংখ্য। নিম্নে কয়েকখানার পরিচয় সন্নিবেশিত হল ঃ

১ আন্‌নুকাতু ওয়াল উয়ূন ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (النكت والعيون فى تفسير القرآن الكريم)

আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-মাওয়ারদী আল-বসরী আশ্‌ শাফেয়ী (র) ৩৬৪হি মোতাবেক ৯৭৪ খ্রী সনে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশের লোকজন গোলাপজলের ব্যবসা করতো। এ জন্য তাকে মাওয়ারদী বলা হত। বাল্যকালেই হাদীস, তাফসীর ও ফিকহে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন আরবী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কোন কোন ঐতিহাসিক আল্লামা মাওয়ারদী (র)কে মু'তাযিলা মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন বলে অভিযোগ করলেও আল্লামা খাতীব আল-বাগদাদী (র.) এবং ইবন হাজার আল-আসকালানী (র) সহ অনেক মুহাদ্দিস তাকে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তার সম্পর্কে ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেনঃ لاينبغى ان يطلق عليه اسم الاعتزال "মু'তাযিলা নামে তাকে

Dhaka University Institutional Repository

অভিহিত করা উচিত নয়।[৮০] এ তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও তার রচিত আল-আহকামুস সুলতানিয়া, আদাবুল্ ওযীর, আদাবুদ্ দুনইয়া ওয়াদ দীন, আলামুন নুবুওয়াহ, আদাবুল কাযী, নসীহাতুল মুলূক, আল হাভিউল কাবীর, বিশ্ব সাহিত্যে অনন্য স্থান করে নিয়েছে। তার বিরচিত তাফসীর গ্রন্থ আন্‌নুকাত ওয়াল উয়ূন ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (النكت والعيون فی تفسير القرآن الكريم) তুরস্কের ইস্তাম্বুল লাইব্রেরীতে এ গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডু লিপি পাওয়া যায়। সম্প্রতি বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে বৃহৎ ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লামা মাওয়ারদী (র) ৪৫০ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। বাগদাদের বাবে হারব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৮১]

২ তাফসীরু মাফাতিহিল গায়ব (تفسير مفاتيح الغيب)

ইমাম ফখরুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন হোসাইন ইবন হাসান আলী আর-রাযী (র.) ২৫ শে রমযান ৫৪৪ হি: মোতাবেক ১১৪৯ খ্রী: ইরানের প্রাচীন রেই শহর বর্তমান শাহ আবদুল আজীমে জন্মগ্রহণ করেন।[৮২] আট খন্ডে রচিত মাফাতিহুল গায়ব সমগ্র বিশ্বে তাফসীরে কাবীর

---

৮০ ইবন হাজার আল-আসকালানী (র.) লিসানুলমিযান (বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, সং.-২, তা.বি.) খ. ৪, পৃ. ২৬০

৮১ ইবনুস সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, খ. ৫, পৃ. ২৬৭

* খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, সাকাফিয়া তা.বি. খন্ড-১, পৃ. ৯-১৪

৮২ ফখরুদ্দিন রাযী ঃ বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, মুফাসসির, যুক্তিবিদ, ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) বর্তমান ইরানের অন্তর্গত রায় নামক শহরে ৫৪৪ হি./১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম উমার, উপনাম আবূ আবদিল্লাহ, উপাধি ফখরুদ্দিন। তবে ফখরুদ্দীন রাযী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতামাতার তত্ত্বাবধানে ইমাম রাযীর (র.) প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় বাসস্থান রেই নগরীতে শেষ হয়। জ্ঞান পিপাসা মিটানোর জন্য তিনি বুখারা, সামারকান্দ, মারাগাসহ সমকালীন প্রসিদ্ধ জ্ঞানকেন্দ্রে গমন করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, আরবী ভাষা ও সাহিত্য ও বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ইমাম রাযী (র.) একজন জ্ঞানী মনীষী ও চিন্তা নায়ক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। অধিবিদ্যা ও দর্শন তত্ত্বেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল গভীর। ইমাম রাযী (র.) ধারাবাহিক শিক্ষা জীবন শেষ করে অধ্যাপনা ও দ্বীনি দাওয়াতী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তীক্ষ্ম মেধা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে সমকালীন সমাজে একজন খ্যাতিমান বিদ্বান হিসেবে সমাদৃত হন। বক্তৃতায় ছন্দময় বাক্য ব্যবহারে পারদর্শী ইমাম রাযী ছিলেন তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবাবেগময়ী বক্তব্য দ্বারা তিনি শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ ও নয়ন অশ্রুসিক্ত করতে পারতেন। এ কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মান ও স্থানীয় জনগণের গভীর ভালবাসা পেয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

(تفسير كبير) নামে খ্যাত। ৫৫৯ হিজরীতে তিনি এ তাফসীর লেখা শুরু করেন এবং প্রথম থেকে সূরা আল্-ফাত্হ পর্যন্ত লেখার পর তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।[৮৩] ইবন হাজার আসকালানী (র) মতে আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাখযূমী কামূলী (র) ফখরুদ্দীন রাযীর অসম্পূর্ণ তাফসীর সম্পূর্ণ করেন "কাশফুয যূনুন' গ্রন্থকার হাজী খলিফা (র.)[৮৪]-এর মতে শিহাব উদ্দীন ইবন

তিনি যেখানেই গমন করতেন সেখানেই অসংখ্য লোক এ কারণে তাঁর পিছু লেগে থাকতো। ইমাম রাযী (র.) ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী, আশ'আরী মতবাদে বিশ্বাসী এবং মুতাযিলী মতবাদের বিরোধী। মুতাযিলী মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি দর্শনচর্চায় গভীর মনোনিবেশের কারণে অধিবিদ্যা নামে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করেন। ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় করার জন্য প্রয়াসী ছিলেন। দর্শন চর্চার কারণে সমকালীন আলিমদের কাছে তিনি সমালোচিত হন এবং জীবনের শেষভাগে তা পরিত্যাগ করেন। তাঁর তাফসীর সংক্রান্ত 'মাফাতিহুল গায়ব' গ্রন্থটি বিশ্ব নন্দিত তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় তাঁর এই তাফসীর গ্রন্থটি ইমাম মাতুরিদীর [মৃ. ৩৩৩ হি.] তাবিলাতুল-কুরআনের ন্যায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এ কারণে ব্যক্তিগত বুদ্ধিপ্রসূত অভিমতের প্রাধান্য এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচিত এ গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্যোতিবিজ্ঞান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আয়াতের মধ্যে যুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং প্রশ্নসমূহের সমাধানের নিমিত্তে বিভিন্ন অভিমত যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়াও আহকাম, আরবী ব্যাকরণগত বিষয় ও বালাগাত ফাসাহাত বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। কঠিন শব্দকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করা, দুর্বোধ্য শব্দকে বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর তাফসীরখানি পাঠ করলেই সহজে অনুমান করা যায়। তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও ইলমুল কালামে আল বুরহান ফীর রাদ্দে আলা আহলিয যাইগে ওয়াত্তুগইয়ান, উসূলুলফিকহে আলমুহসূল, হিকমতে আল মুলাখখাস, আসসিররুল মাকতুনসহ বহুগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৬০৬ হি. সালে ইনতিকাল করেন। [বিস্তারিত দ্র: ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০-২৯৬]

৮৩ ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়্যান ফী আম্বাউ আবনাইয যামান, খ. ৪, পৃ. ২৫২

৮৪ হাজী খলীফা ঃ আল্লামা আশ্ শায়খ মুস্তাফা আল-আফিন্দী হাজী খলীফা নামে প্রসিদ্ধ। ১০১৭ হি. তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। কাশফুয যুনুন কি আসামীল কুতুবে ওয়াল ফুনুন (كشف الظنون فى اسامى الكتب والفنون) কিতাবুল খায়ায়িত (كتاب الخرائط) বা মানচিত্র গ্রন্থ এবং কিতাবু তাকবীমিত্ তাওয়ারিখ (كتاب تقويم التواريخ) গ্রন্থ রচনা করে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা সত্যিই অনন্য। ১০৬৮ হি. এ মহান মনীষী বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইন্তিকাল করেন। (ইসমাইল পাশা আল বাগদাদী-হাদিয়াতুল আরিফীন ওয়া আসমাউল মুয়াল্লিফীন ওয়া আসারুল মুসান্নিফীন (বৈরুত ঃ দারু এহ হয়াই তত্তুরাসিল আবারী) খ. ২, পৃ. ৪৪১-৪৪০)

Dhaka University Institutional Repository

খলীল অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করেন।[৮৫] এ বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে দর্শন, গণিতশাস্ত্র, মু'তাযিলা দর্শন ও তার জবাব, যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইলমুত ফিকহ, উসূল, কিরআত, নাহু, বালাগাত প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার মাধ্যমে শব্দের তাৎপর্য উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বক্তব্যকে সহজে অনুধাবনের চমৎকার সমাহার রয়েছে। সুরাতুল ফাতিহার আয়াত থেকে দশ হাজার মাসয়ালা বের করেন। এজন্য ইবন খাল্লিকান (র.) তার প্রশংসায় বলেন ঃ

انه اى الفخر الرازى جمع فيه كل غريب وغريبة.

তিনি অর্থাৎ আল-ফখরুর রাযী তার তাফসীর গ্রন্থে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বোধ্য পূণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।[৮৬]

৩ যাদুল-মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর (زاد المسيرفى علم التفسير)

আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ আল জাওযী আল-কুরশী আল-বাগদাদী (মৃ. হি. ৫৯৭) রচিত-যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর (زاد المسيرفى علم التفسير) ৯ খণ্ডে লিখিত এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ তাফসীর রিওয়ায়িত ও দিরায়াতের সম্মিলিত বর্ণনা সালফি সালিহীনের মতামতের ভিত্তিতে সহজলভ্য ও স্পষ্ট আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। ইবনুল জাওযী রচিত তিন শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে তার তাফসীর গ্রন্থ সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার এ তাফসীর পূর্ব ও পরবর্তীকালের মুফাস্সিরগণের মাঝে সেতু বন্ধন রচনা করে কুরআনুল কারীমকে সহজে বুঝার ব্যবস্থা করেছেন। সত্যই এ গ্রন্থ যাদুল মাসীর বা সহজ পাথেয়।[৮৭]

৪ আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল (انوا رالتنزيل واسرار التأويل)

ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন আবুল খাইর আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বায়যাবী (র)[৮৮] রচিত আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া

---

৮৫ হাজী খলিফা, পৃ. ১৭৫৬

৮৬ ইবন খাল্লিকান, খ.-৪, পৃ. ১৮৭

৮৭ মুহাম্মদ যুহায়ের আশ-শাওয়শ, মালিক, (দামিক : আল-মাকতাব আল ইসলামী, ১৩৮৪ হি., ১৯৬৪ খ্রী.) পৃ. ৫

৮৮ কাজী নাসির উদ্দিন বায়যাবী ঃ তাফসীর জগতের ইতিহাসের ধ্রুবতারা ইমাম বায়যাবী (র.) ইরানের প্রসিদ্ধ নগরী সিরাজের অন্তর্গত বায়যা শহরের অভিজাত পরিবারে আতাবেকী শাসনকর্তা আবু বকর সাদ [৬১৩-৬৫৮ হি.] এর শাসনামলে

Dhaka University Institutional Repository

আসরাতুত্ তা'বীল' তাফসীর গ্রন্থ বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে আল-কাশশাফ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত মু'তাযিলা আকীদা সমূহ খন্ডন করে কাশশাফ থেকে আরবী ব্যকরন ও বালাগাতের বিভিন্ন মাসায়ালার সমাধান পেশ করেছেন। দার্শনিক ও যুক্তিয়ক্ষেত্রে ইমাম রাযী (র.) রচিত তাফসীর আল-কারীম গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। ইলমুল কিরআতের বর্ণনা আরবী ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ মাঝে মাঝে আবরী কবিতা

জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম উমার। তবে তিনি কাযী নাসিরুদ্দিন বায়যাবী নামে সমাধিক পরিচিত। পারিবারিক আভিজাত্য ও পেশাগত পরিচিতির কারণে বায়যাবীর জীবনের শুরুটাই ছিল ভিন্নতর। পুরুষানুক্রমে জ্ঞান চর্চা ও বিচারপতির পদ অলংকৃত করায় ৭ম শতাব্দীতে পারস্য তথা শিরায নগরীতে তাঁর পরিবারটি জ্ঞান চর্চায় পরিবার হিসাবে সামাজিকভাবে সমাদৃত হয়। পিতামাতা দু'জনের পান্ডিত্যের খ্যাতি থাকায় কারনে বায়যাবীর প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই সমাপ্ত হয়। সমকালীন প্রখ্যাত আলিমগণের সান্নিধ্যে থেকে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি তাবরীযে গমন করেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রথিতযথা জ্ঞানবিদদের থেকে জ্ঞানার্জনের পর তিনি শিরাযের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। ৬৮৩ হি. সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম বায়যাবী জীবনের শেষ দিকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর আনওয়ারুত তানযীল রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ইমাম বায়যাবীকে পদচ্যুত করা হয়নি বরং তিনি তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ আলকাতহাতাইর আদেশক্রমে বিচারকের পদ ছেড়ে দেন।

ইমাম বায়যাবী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ক গ্রন্থ আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তা'বীল গ্রন্থখানি তাফসীর অভিজ্ঞানের ব্যতিক্রমধর্মী মূল্যবান সংযোজন। হিজরী ৭ম শতকের মধ্যভাগে রচিত এ গ্রন্থটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার আলোকে রিওয়ায়িত ও দিরায়িতের একটি সর্বোকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে আলকুরআনের ইজায সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াসী হয়েছেন। মু'তাযিলী আকীদার প্রভাবমুক্ত এ গ্রন্থটি অনেকের কাছে মুখতাসারুল কাশশাফ হিসেবে পরিচিত। বস্তুত এটি কাশশাফ গ্রন্থের জবাবী গ্রন্থ। গ্রন্থের শুরুতে আল-কুরআনের ইজায ও গুঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করে বায়যাবী তাঁর গ্রন্থটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির তাফসীর হিসাবে পরিচিত করেছেন তাঁর গ্রন্থে কুরআন বিল-কুরআন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি কির'আত, ফিকহী মাসআলা, শব্দগত বিশ্লেষণ, জ্যোতির্বিদ্যা ও আরবী ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সর্বোপরি গ্রন্থটি কুরআনের অতুলনীয় গ্রন্থ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। এ তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও ইমাম বায়যাবী (র.) আলমিনহায, আত্তাওয়ালিয় নামক অনবদ্য দু'টি গ্রন্থ রেখে গেছেন যা সর্বজন স্বীকৃত।

তিনি ৬৮৫ মতান্তরে ৬৯১, হিজরিতে ইরানের প্রসিদ্ধ নগরী তাবরিযে ইনতিকাল করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে তাঁর শায়খের পাশে সমাহিত করা হয়। (ড. যাহাবী আত্তাফসীর ওয়াল মুফাসসীরুন, খ. ১, পৃ. ২৯৬-২০৩

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন, ফিকহী মাসায়িলের আলোচনা, ভাষাগত বিশ্লেষণ, সুক্ষ্ম ও গোপন তত্ত্বগুলো ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী (র.) এর আলমুফরাদাত গ্রন্থ থেকে সহায়তা নিয়েছেন। তবে নিজস্ব মতামতের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। তাতে গভীরতা ও প্রসরতা বিধান করেছেন।[৮৯] বিজ্ঞানের সূত্র সম্পর্কীয় আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। ইসরাঈলী বর্ণনা এনে অতীত ঘটনা প্রবাহের বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন। আয়াতের তাফসীরে ব্যাপকভাবে হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে হাজী খলিফা (র.) লিখেন ঃ

هذ اكتاب عظيم الشان غنى عن البيان لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالاعراب والمعانى والبيان ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام ومن تفسير الرا غب ما يتعلق بالا شتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الاشارات.

'এই কিতাব এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ যার বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন নেই। ইবার মায়ানী ও বয়ান সংক্রান্ত বিষয়ে কাশশাফ থেকে, বিজ্ঞান ও আকাঈদ সম্পর্কে তাফসীর আল-কাবীর, আর শাব্দিক সুক্ষ্ম ও গূঢ় রহস্য উদঘাটনে ইমাম রাগিবের আলমুফরাদাত থেকে সহযোগীতা নিয়েছেন।'[৯০] এককথায় বলা যায়, কুরআন মজীদের তথ্য ও তত্ত্ব এবং সুক্ষ্ম গূঢ় রহস্য উদঘাটনে তাফসীর আল-বায়যাবী অন্যন্য ভূমিকা পালন করেছে।

৫ মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকাইকিত তা'বীল

(مدارك التنزيل وحقائق التاويل)

ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আন-নাসাফী আল-হানাফী (র)[৯১] ছিলেন মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও উসূলে ফিকহের পারদর্শী

---

৮৯ হাশিয়া শায়খ যাদাহ আলা তাফসীরিল বায়যাবী, মুহিউদ্দিন শায়খ যাদাহ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা ১৯৯৯ খ্রী. ১৪১৯ হি.) খ. ১, পৃ. ৪

৯০ ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন, আলকাযী নাসির উদ্দিন আল বায়যাবী ওয়া আসারুহু, ফী তাফসীরিল কুরআন রাজশাহী, বাংলাদেশ, মারকাযুল বহুসুল ইসলামিয়া, পৃ. ১২০

৯১ ইমাম আননাসাফী (র.) ঃ ইমাম আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মাহমুদ আল হানাফী আননাসাফী তুর্কিস্থানের মাওয়াউন্নাহারের সাগদীয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত নাসাফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়নি। হানাফী ফকীহ ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতিমান পুরুষ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সমকালীন বিখ্যাত আলিমগণের সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসুল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কিরমানের আলকুতবিয়া আসুসলতানিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিত্ব। তার বিরচিত কানযুদ দাকাইক, আলমানার,উমদাহ গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। তবে তাফসীর বিষয়ে মাদারিকুত্ তানযীল ওয়া হাকায়িকিত তা'বীল (مدارك التنزيل وحقائق التاويل) গ্রন্থ সর্বজন স্বীকৃত। এ গ্রন্থে কিরআত, ইরাব, ফিকহী, ইসরাইলী বর্ণনাসহ মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে কাশশাফ গ্রন্থকার যে মাওযু বা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন[৯২] লাহোর দারুল নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়্যা ও বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে তিন খন্ডে ছাপা হয়েছে।

৬ তাফসীরু খাযিন (تفسير خازن)

ইমাম আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহিম আলবাগদাদী (র.) (৬৮০, মৃ. ৭৪১ হি.) রচিত লুবাবুত-তা'বীল ফী মা'আনীত তানযীল (لباب التاويل فى معانى التنزيل) তাফসীরু খাযিন হিসেবে পরিচিত। এ তাফসীর গ্রন্থের শুরুতে ইলমুত্-তাফসীর ও উলূমুল-কুরআন সংক্রান্ত একটি অতীব মূল্যবান ভূমিকা সংযোজন করেছেন। সূরা ও আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয়, গুঢ়রহস্য, আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, হাদীসের বর্ণনার আধিক্য, ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা, সহজ ও সাবলীল ভাষা প্রয়োগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে এ তাফসীর গ্রন্থ সমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে আছে।[৯৩]

এখানে তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আলমানার ও কানযুদ দাকাইক গ্রন্থে এই ব্যুৎপত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অসাধারণ পান্ডিত্যের ছোঁয়া এই গ্রন্থে লক্ষ্যণীয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখালেখি লক্ষ্য করা যায়। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে- ১. মাদারিকুত তানযিল ওয়া হাকায়িকুত্ তাবিল; ২. আলমানার; ৩. কাশফুর আসরার; ৪. কানযুদ দাকাইকা; ৫. আলকাফী; ৬. আলওয়াফী; ৭. আলমানাফী; ৮. আলমুসাফফা; ৯. আলইতিকাদ ফিল ইতিফাদ; ১০. আলমুসতাশফা প্রভৃতি। তবে এসব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে মাদারিকুত তানযিল ও হাকায়িকুত তাবিল নামক অনন্য তাফসির গ্রন্থটি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার আলোকে রচিত ও তাফসিরখানি বায়যাবী ও কাশশাফের সংক্ষিপ্তসার মনে করা হয়। এ গ্রন্থে মুতাযিলী আকিদারও তীব্র সমালোচনা রয়েছে। চরিতকারদের ভাষ্যমতে, তিনি ৭১০হি./১৩১০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাকে বাগদাদের আইয়াজ নামক স্থানে দাফন করা হয়। তাফসীর মাদারিকুত তানযীল, ভূমিকা, পৃ. ৭-৯, ড. যাহাবী তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, পৃ. ৩০৪-৩০৭

৯২ ড. যাহাবী, পৃ. ৩০৪-৩০৭

৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

৭ তাফসীরুল জালালাইন (تفسير الجلا لين)

আল্লামা জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ মহল্লী[৯৪] (মৃ. ৮৬৪ হি.) এবং ইমাম জালালুদ্দিন সিয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) এর সমন্বিত অবদান তাফসীরু জালালাইন। আল্লামা মহল্লী (র.) সূরা আল-কাহাফ হতে সূরা আন-নাস এবং সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর করেন। এ জন্যই এ তাফসীর গ্রন্থে সূরা আল ফাতিহার তাফসীর সর্বশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ তাফসীরের একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাস এমনই হিসেব করা যাতে সূরা মুযযাম্মিল পর্যন্ত কুরআন মজীদের শব্দ সংখ্যা ও তাফসীরের শব্দ সংখ্যা সমান। শানে নুযূল বর্ণনায়, শাব্দিক ব্যাখ্যায়, আরবী ব্যাকরণের উপস্থাপন, কিরআত সম্পর্কে সুক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সর্বোপরি উঁচু স্তরের তাফসীর পাঠকদের জন্য স্মরণিকা বা গাইডবুকের কাজ করে। সহজ সরল বক্তব্য উপস্থাপন ও মাসূর ও মা'কুল উভয় ধারার সমন্বিত তাফসীর হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে এ তাফসীর গ্রন্থ সমধিক গ্রহণযোগ্য।[৯৫]

৮ তাফসীরু আবীস সা'উদ (تفسير ابى السعود)

আল্লামা আবূ স'উদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুস্তাফা তাহাভী আল আমাদী আল হানাফী (মৃ. ৯৫২ হি.) রচিত তাফসীরে আবুস সউদ একটি

---

৯৪ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী আশশাফী (র.) ঃ ইমাম জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ মহল্লী (র.) ৯৭১ হিজরী সালের শাওয়াল মাসে মিশরের কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমগণের সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁদের কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইলমে নাহু, ফারায়িয ও অংক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি মানতিক, বয়ান ও উলমূল বা'দীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন পরিসমাপ্তির পর তিনি প্রথমে কাপড়ের ব্যবসায় ও পরে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিচারপতি পদ অলংকৃত করার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। মুআইযাদীয়্যা ও বারকুকীয়্যায় দীর্ঘদিন অধ্যাপনার কাজ করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাফসীর জালালাইন (দ্বিতীয়ার্ধ); ছাড়াও শারহুল মিনহাজ, শারহুল ওরাকাত, আল আন ওয়ামুল মুদিয়া, আলকাওলুল মুফীদ ফিন নাইলিস সা'য়ীদ, আত তিব্বুন নবুবী, কানযুর রাগিবীন, আল বাদরুত তালি ফী হিল্লি জামউল জাওয়ামি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৮৬৪ হিজরি সালের ১৫ রামাদান শনিবার ইনতিকাল করেন। [বিঃদ্রঃ তাফসির জালালইন, মুআসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরূত, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি. পৃ. ভূমিকাংশ. আলিফ]

৯৫ ড. যাহাবী, আত্‌তাফসীর ওয়াল মুফাস, পৃ. ৩৩২-৩৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। এ মহান মনীষী কনসটান্টিনোপলের সন্নিকটে ৮৯৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তুরস্কের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে জ্ঞানী মনীষী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রথমে রওসা এলাকায় পরবর্তীতে কনস্টান্টিনোপলের বিচারক হিসেবে ৮ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর প্রায় ত্রিশ বছর ফাত্ওয়া বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। ৯৮২ হিজরীতে কনস্টান্টিনোপল শহরে ইন্তেকাল করলে হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.)-এর মাযারের পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার বিরচিত তাফসীর গ্রন্থের পূর্ণ নাম 'ইরশাদুল আকলিসসালীম ইলা মাযাইয়াল কিতাবিল কারীম (ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم) এ গ্রন্থের নাম থেকেই বুঝা যায় কিতাবখানা তাফসীরু মা'কুল বা বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থ। কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্যের প্রমাণ, ভাষালংকার, তথ্য ও রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস, আরবী ব্যাকরণগত পর্যালোচনা, আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ফলে এ গ্রন্থ কুরআন গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তার অনন্য অবদানের জন্য তুর্কী সুলতান সুলায়মান তাকে পুরষ্কৃত করেন।[৯৬]

৯ তাফসীরু রুহিল বয়ান (تفسير روح البيان)

বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির শায়খ ইসমাইল হাক্কী (র.) তুরস্কের এড্রিন শহরের নিকটবর্তী আইডোস শহরে ১০৬৩ হিজরী জন্মগ্রহণ করেন।[৯৭] তার পিতার নাম ছিল মুস্তফা আফিন্দী। এ মহান মনীষী আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, আকাঈদ, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং ইলমুল মা'রিফাতে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন জিলওয়াতিয়্যা তরীকার অন্যতম মুর্শিদ। প্রথমে তুরস্কের উসকুব এলাকায় পরবর্তীতে বুসরায় খানকার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১০৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। ৬০ খানা তুর্কী আর বাকীগুলো আরবী ভাষায় রচিত। এর মধ্যে ৪

১। রুহুল বয়ান (روح البيان)

২। রুহুল মাসনবী (روح المثنوى)

৩। ফারাহুর রুহ (فراح الروح)

৪। কানযুল মাখফী (كنز المخفى)

৫। কিতাবুন নতীজা (كتاب النتيجه)

---

৯৬ ড. যাহাবী, আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, পৃ. ৩৪৪-৩৫০

৯৭ The Encyclopadia of Islam (Leiden 1978), Vol. IV, p. 191.

Dhaka University Institutional Repository

সমধিক প্রসিদ্ধ। রাশিয়া, রোমান অঞ্চলসহ বিভিন্ন খানকায় আল-কুরআনের যে তাফসীর পেশ করেন তার মুরীদগণ তা লিপিবদ্ধ করলে পরবর্তীতে এসব পান্ডুলিপি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এ সম্পাদনের কাজ সমাপ্ত হয় ১১১৭ হিজরী ১৪ই জমাউদিল উলা বৃহস্পতিবার। দশখন্ডে এ গ্রন্থ ছাপা হয়।[৯৮]

এ তাফসীর গ্রন্থে আরবী কাওয়ায়িদের ব্যাপক আলোচনা, কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ এ তাফসীর গ্রন্থ সকল শ্রেণীর কুরআন গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

১০ আত্‌তাফসীরুল মাযহারী (التفسير المظهرى)

হযরত উসমান জিন্নুরাইনের অধঃস্তন বংশধর ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)[৯৯] রচিত আত্‌তাফসীরুল মাযহারী (التفسير المظهرى) গ্রন্থখানা তাফসীরুল-মাসূর ও

---

৯৮ তাফসীরু রুহিল বয়ান, (বৈরুত ঃ দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী), খ. ১০, পৃ. ৫৫২

৯৯ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী ঃ পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিস ওলীকুল শিরোমনি মুজাহিদ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) ১১৪৩হি/১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত পানিপথ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারন স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। আর মাত্র ষোল বছর বয়সে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূল ও মানতিক প্রভৃতি বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.)-এর সান্নিধ্য লাভ করে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন। যাহিরী ইলমের পাশাপাশি তিনি বাতিনী ইলমও চর্চা করতেন। এক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ আবিদ সুনামী নকশবন্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছেই তিনি রুহানী ইলম শিক্ষা করেন। নকশাবন্দীর ইনতিকালের পর তিনি মির্যা জানে জানান এর শরণাপন্ন হন। শাহ আবদুল গফুর মুহাদ্দিস দিহলবী তাঁকে সমকালীন 'বায়হাকী' বলে অভিহিত করতেন। হযরত মির্যা তাঁকে 'আলামুল হুদা' উপাধিতে ডাকতেন। শরীআত ও তরীকতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তিনি দ্বীন প্রচার, ফতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে-১. আততাফসিরুল মাযহারী। বাংলা ও উর্দুতে এর তরজমা প্রকাশ হয়েছে; ২. মালাবুদ্দা মিনহু; ৩. ইরশাদুত তালিবীন; ৪. হুকুকুল ইসলাম; ৫. ওয়াসিয়াত নামা; ৬. জাওয়াহিরুল কুরআন; ৭. তাযকিরাতুল মা'আদ; ৮. আসসাইফুল মাসলুল; ৯. রিসালাত দার হুরুমাত মুতআ, ১০. তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল কুবুর প্রভৃতি। ১২২৫ হি. সালে তিনি ইনতিকাল করেন। পানিপথে মির্যা মাযহার (র.) থেকে প্রাপ্ত চাদর দ্বারা তাকে সমাহিত করা হয়। ।[বিঃদ্রঃ পানিপথি, তাফসীর মাযহারী জীবনী অংশ]

Dhaka University Institutional Repository

মা'কুল তথা বর্ণনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীরের সমন্বিত রূপ। সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জগতের বহু তত্ত্ব ও তথ্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কীয় বহু বিরল বর্ণনা এবং প্রচুর ফিকহী মাসাইল উপস্থাপন করেছেন। মুহাদ্দিসসুলভ বর্ণনাভঙ্গি, হানাফী মাযহাবের মতকে দলীল প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, অভিধানিক ব্যাখ্যা, কিরআতের বিশদ বর্ণনা, ঘটনাপ্রবাহ ও শানে নুযূলের বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থকে সর্বজন গ্রাহ্য গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার ইলম ও তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় বলা হয় ঃ

'মোজাদ্দেদিয়া তরিকার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আরিফ হযরত মাযহারে শহীদ জানে জানার প্রিয় মুরিদ ও খলীফা ছিলেন তিনি। তিনি তার প্রজ্ঞাকে করেছিলেন অধীত বিদ্যা (علم حصولى) এবং সত্ত্বা সজাত বিদ্যার (علم حضورى) অবাক সমাহার। তাই তার বিবরণে রয়েছে একই সঙ্গে রহস্যের সুবাস, বুদ্ধির ঝলক এবং সুসিদ্ধান্তের সংশ্লেষ। তাফসীর শাস্ত্রের জগতে তিনি এনেছেন বর্ণনা পরম্পরার (رواية) এর সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির (دراية) সম্মিলিত নির্ভরতা। তার সঙ্গে মিলিয়েছেন অন্তদৃষ্টির (فراسة) নিখুঁত পর্যবেক্ষণকে। তাই তিনি কালজ হয়েও কালোত্তর। অন্তরাল হয়েও স্মরণ মুখর।[১০০]

১১ তাফসীরু রূহিল মা'আনী (تفسير روح المعانى)

আল্লামা অবুস সানা শিহাবুদ্দিন আস সাইয়্যিদ মাহমুদ অফিন্দী আল আলুসী আল-বাগদাদী (র.)[১০১] (মৃ ১২৭০ হি.) রচিত তাফসীর রূহিল

---

১০০ মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ, তাফসীরে মাযহারী, বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা (হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, জুলাই ১৯৯৮), পৃ. ৩

১০১ আল্লামা আলুসী (র.) ঃ আবুস সানা শিহাবুদ্দীন আসসাইয়্যেদ মাহমুদ আফিন্দী আলূসী আল-বাগদাদী তাফসীর জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। পিতার নাম আবদুল্লাহ সালাহউদ্দিন। আলুস ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইরাকের একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী নগরী। এখানে জন্ম হওয়ার কারণে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। আলূসী ১২১৭হি./১৮০২ খ্রি. বর্তমান ইরাকের বাগদাদের প্রখ্যাত আলূসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ পরম্পরায় চলে আসা নসবনামা অনুযায়ী আলূসীর পূর্ব-পুরুষগণ হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন [রা.]-এর বংশোদ্ভূত সাইয়্যেদ ছিলেন। ইরাকের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে আলূসী (র.) ও তাঁর পিতা আবদুল্লাহ সালাউদ্দিন ছিলেন ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজক। তাঁর স্বীয় পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। তৎকালীন সময়ে সুদুর ইউরোপ থেকেও বাগদাদে শিক্ষার উদ্দেশ্যে জ্ঞান পিপাসুদের আগমন ঘটত। সে সুবাদে তিনি উপযুক্ত পিতার তত্ত্বাবধানে বাগদাদের বিখ্যাত আলিমগণের নিকট অল্প বয়সে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এছাড়াও শায়খ নকশবন্দী ও আলী সুয়াইদী থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম গ্রহণ করেন

Dhaka University Institutional Repository

মা'আনী তাফসীর জগতে এক অনন্য ও সর্বজনগ্রাহ্য নাম। তাফসীর সাহিত্যের এ বিশ্বকোষ ত্রিশ খন্ডে রচিত। এ গ্রন্থের নাম রুহুল মাআ'নী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস্ সাবয়ীল মাসানী (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى) বার শ' বছরের ইতিহাসে তাফসীর সাহিত্যে রচিত হাজার হাজার গ্রন্থের সমন্বয় ও সার নির্যাস এ গ্রন্থ। বর্ণনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার সমন্বয়, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা কে দলীল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক জগতের তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ফিকহী মাসায়িলের উপস্থাপন, আরবী ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ, কির'আতের পার্থক্য নির্ণয়, সূরা ও আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা, শানে নুযূল উপস্থাপনাসহ অসংখ্য বৈশিষ্টে ভরপুর এ গ্রন্থ তাফসীর সাহিত্যের এক বিশ্বকোষ। আকাঈদ, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাওউফ তথা কুরআনের গোপন রহস্যের উদঘাটন ও রূহের খোরাক দানে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে এ তাফসীর গ্রন্থ।

ড. যাহাবী (র.) বলেন,

وجملة القول – فروح المعانى للعلامة الالوسى ليس الاموسو عة تفسير ية

মাত্র তের বছর বয়সে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি মাত্র তের বছর বয়সে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। অসংখ্য শিক্ষার্থীর মাঝে জ্ঞান বিতরণ করে খুব কম সময়ের ব্যবধানে একজন খ্যাতিমান তাফসিরবেত্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১২৫০ হি. সালে এক আমন্ত্রিত সভায় বক্তৃতায় বুখাদে শাহী দরবারের হানাফী মাযহাবের মুফতী নিযুক্ত হন। যদিও তিনি ব্যক্তিজীবনে পুরুষানুক্রমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

ফতওয়া প্রদানের অবসরে তাফসীর রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর লেখালেখি জীবনের সূচনা করেন। অধ্যাপনা ও রচনাকর্মের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান গবেষণার যে খিদমত করে গেছেন তা আজও বিশ্বাবাসীর জন্য অনন্য পাথেয় হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মূল্যবান রচনার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি রচনা হচ্ছে-১. তাফসিরু রুহিল মাআনী; ২. আলমাকামাতুল খিয়ালিয়া; ৫. আল ফাইযুলওয়ারিদ আল মারসিয়াতি খালিদ; ৩. গারাইবুল ইগতিরাব ওয়া নুযহাতুল আলবাব; ৪. আততিরাব আলমুযাহহাব; ৭. দিসওয়াতুশ্ শুমুল; ৮. কাশফুত তুররাহ; ৯. দুররাতুল গাওয়াস ফি আওহামিল খাওয়াস; ১০. শারহুস সুল্লাম ফিল মানতিক; ১৬. ফিশ শাবাবে ইলা মাওদায়িল হাল; ১১. হাশিয়া আশ শারহিল মুবাল্লাফ আলা কুতবিন নাদা; ১৪. সুফরাতুয যাদ; ১৫. তাযিবুল মামলুকাতিল বাতিনিয়্যা; ১২. নাজমুল আলাল ফিল ইফাম ওয়াল আমসাল ও ১৩. আল ফাওয়ায়িদুল ফিকরিয়া লিল মাকাতিবুল মিসরিয়্যা প্রভৃতি। তিনি ১২৭০ হি. সালের ২৫ যুলকাদা শুক্রবার ইনতিকাল করেন। কারখ নামক মহল্লায় আল্লামা কারখী (র.) পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। [ড. হুসাইন আযযাহাবী, আততাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫১-৩৬১]

Dhaka University Institutional Repository

قيمة - جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدمو اعليه مع النقد الحر

والترجيح الذى يعتمد على قوة الذهن و صفاء القريحة.

মুদ্দাকথা হলো, আল্লামা আলুসী রচিত রূহুল মাআ'নী গ্রন্থ তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাসে এক মূল্যবান বিশ্বকোষ বৈ কিছু নয়। তিনি পূর্ববর্তী তাফসীর বিশারদগণের অধিকাংশের মত একত্রিত করে মুক্ত সমালোচনা করেছেন। নিজ চিন্তাশক্তি প্রজ্ঞা ও নিষ্কলুষ প্রতিভা বলে যে মতটি প্রাধান্য পাবার তা তুলে ধরেছেন।[১০২] এ গ্রন্থ কুরআন গবেষকদের নিকট জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

উল্লেখিত তাফসীরসমূহ ছাড়া ও নিম্ন বর্ণিত তাফসীরসমূহ সমধিক প্রসিদ্ধ

১। আবদুল কাহির ইবন তাহির আল বাগদাদী (র.) (মৃ. ৪২৯ হি.) রচিত **'তাফসীরু আবি মানসুর'**

২। আবু জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, (মৃ. ৪৫৮ হি.) আত-তূসী রচিত **আত্ তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন**

৩। আবুল মা'আলী আল জুওয়াইনী (র.) (মৃ. ৪৭৮ হি.) রচিত **তাফসীরু ইমামিল হারামাইন**

৪। শায়খ মহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলী আত্ তাঈ আল আন্দালুসী (র.) (মৃ. ৬২৮ হি.) রচিত **তাফসীরু ইবন আরাবী**

৫। শায়খ তাকী উদ্দিন সুবকী (র.) (মৃ. ৭৫৬ হি.) রচিত **আদ্ দুররুন নাযীম ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম**

৬। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আস্ সাওভী (র.) মৃ. ১২৪১ হি.) রচিত **হাশিয়াতুস-সাওভী**

৭। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (র. মৃ. ১২৩০ হি.) রচিত **তাফসীরু ফাতহুল-আযীয**

৮। সাইয়্যেদ কুতুব (র.)[১০৩] রচিত **ফী যিলালিল-কুরআন**

---

১০২ ড. যাহাবী, খ. ১, পৃ. ৩৬১

১০৩ সাইয়্যেদ কুতুব (র.) ঃ সমকালীন বিশ্বের সাড়া জাগানো ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজাহিদ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী আন্দোলনের নেতা প্রখ্যাত মুফাসসির, শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (র.) মিসরের আসিউত-এর অন্তর্গত 'মুশাহ' নামক পল্লীতে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষায়তনে তাঁর পড়াশুনার হাতেখড়ি ঘটে। মায়ের একান্ত ইচ্ছানুসারে শৈশবেই কুরআন মুখস্থ করেন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

৯। মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী দেহলবী (র.) রচিত **তাফসীরু হাক্কানী বা ফাতহুল মান্নান**

১০। মুফতী আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) রচিত **কানযুল ঈমান**

১১। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) রচিত **বয়ানুল কুরআন**

১২। মুফতী শফী (র.)[১০৪] রচিত **মা'আরিফুল কুরআন**

তাঁর মেধা, স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি সমকালীন আলিমদেরকে বিস্মিত করে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কায়রোস্থ দারুল উলুমে ভর্তি হন। এখানে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, তাফসীর, হাদীস, কালাম, দর্শন, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি এ প্রতিষ্ঠানেরই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বিভিন্ন সম্মানজনক পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে তিনি ১৯৫১ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এরপর কর্ণেল নাসের সরকার তাঁর উপর যুলুম নির্যাতন শুরু করে। তাঁর উপর অমানসিক নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তারই এক সহকর্মী বলেন : "নির্যাতনের পাহাড় তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁকে আগুনে ছাঁকা দেয়া হতো, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করা হতো, তাঁর মাথার উপর কখনো অত্যন্ত গরম পানি ঢেলে দেয়া হতো'। সাইয়্যেদ কতুব (র.)-এর বিরুদ্ধে ফাঁসীর হুকুমজারী করা হয় ২২/৮/১৯৬৬ইং রোজ রবিবার। ২৯/৮/১৯৬৬ইং তাহাজ্জুদের সময় তাকে ফাঁসী দেয়া হয়। (ফী যিলালিল-কুরআন, ভূমিকা, মুহরাত প্রকাশনী, তেহরান, ইরান)

১০৪ মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) ঃ পাক-ভারত উপমহাদেশের মুফতিয়ে আজম, প্রখ্যাত মুফাসসির মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) ভারতের দেওবন্দ শহরে ১৩১৪ হি./১৮৯৬ খ্রি. ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুযোগ্য পিতা মাওলানা ইয়াসিনের তত্ত্বাবধানে দেওবন্দ মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রথমে কুরআন মুখস্থ করেন। এভাবে পিতার নিকটেই তিনি উর্দু, ফার্সী, অংক, জ্যামিতি ও প্রাথমিক আরবী শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩৫ হি. সালে তিনি দারসে নিজামীর কোর্স সমাপ্ত করেন। যাহিরী জ্ঞান চর্চায় পাশাপাশি তিনি বাতিনী জ্ঞানও চর্চা করতেন। এজন্য তিনি শায়খুল হিন্দ (র.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর ইনতিকালের পর আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর হাতে পুনঃ বায়আত গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৪৯ হি. সালে প্রধান মুফতি হিসাবে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৩৬২ সালে অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৪৫ খ্রি. জামি'আতে উলামায়ে ইসলামের সদস্য হন। ১৯৪৮ খ্রি. সাল থেকে পাকিস্তানের করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রি. পাকিস্তান ল কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ খ্রি. কেন্দ্রীয় জমিআতে উলামার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খ্রি. রেডিও পাকিস্তানের 'মা আরিফুল কুরআন' নামক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি দারুল উলুম করাচির প্রতিষ্ঠাতা। তার লিখিত ফতওয়ার সংখ্যা ৭৭,১৪৪টি। পাকিস্তানের 'মুফতিয়ে আজম' পদও অলংকৃত করেন তিনি। কাদিয়ানী ফিৎনা রোধেও তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। তাঁর ১৬২টি গ্রন্থের মধ্যে অমরকীর্তি হচ্ছে উর্দু ভাষায় রচিত তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন। এ তাফসিরে প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার সমন্বয় লক্ষণীয়। তিনি ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি. ইনতিকাল করেন। [বিস্তারিত দ্রঃ তাফসির মাআরিফুল কুরআনের মুকাদ্দিমা, জীবনী অংশ]

Dhaka University Institutional Repository

১৩। আল্লামা মুহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবায়ী (র.) রচিত **আল-মিযান ফী তাফসীরিল-কুরআন।**

১৪। মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন।

এ সকল তাফসীর গ্রন্থসহ শত শত তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

তাফসীর বিল মা'সুর বা বর্ণনামূলক তাফসীর এবং তাফসীর বিররায় বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর উভয় ক্ষেত্রে কয়েকটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় যেমনঃ

১। কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর

(تفسير القرآن بالقرآن)

২। হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর

(تفسير القرآن بالاحاديث)

৩। মনিষীগণের বক্তব্যের মাধ্যমে তা'বীল করা।

৪। কুরআনের শব্দসমূহের কিরআত নির্ণয় করা।

৫। আরবী ব্যাকরণ ভিত্তিক ব্যাখ্যা।

৬। ইলমুল-বালাগাত বা অলংকরণশৈলির উপস্থাপন।

৭। প্রাকৃতিক জগতের তথ্য ও ব্যবহারিক অবস্থার বর্ণনা।

৮। বৈজ্ঞানিক সূত্র ও প্রয়োগের উপস্থাপনা।

৯। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের মতামত উপস্থাপনের মাধ্যমে কুরআনের গূঢ়রহস্য উদঘাটন।

১০। যুগোপযুগী সমস্যার সমাধান পেশ।

এর মধ্যে 'কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ' তাফসীর বিল মা'সূর তথা বর্ণনামূলক তাফসীর এবং তাফসীর বিল মা'কুল তথা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর উভয় ধারার সকল বৈশিষ্ট্য ও সকল শর্ত পূরণে অনন্য গ্রন্থ। উপরন্তু অনারবী ভাষায় অনুবাদের ধরন, প্রতি শব্দ থেকে আধ্যাত্মিক দর্শন উপস্থান, উচ্চাঙ্গের ছন্দবদ্ধ গদ্যে বক্তব্য উপস্থাপন করে তাফসীরের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যার সার নির্যাস এবং পরবর্তীদের দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। এ কথায় বলা যায় আল কুরআন নামক মহা সমুদ্রের মুক্ত আহরণে কাশফুল আসরার স্বমহিমায় চিরভাস্বর। এ গ্রন্থ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মুফাস্‌সিরের গুণাবলি

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর মতে তাফসীর পেশ করার জন্য কমপক্ষে ১৫টি ইলম অত্যাবশ্যকীয়। আল্লামা সুয়ূতী (র) লিখেন ঃ

يحتاج المفسر اليها وهى خمسة عشر

احدها اللغة، الثانى النحو، الثالث التصريف، الرابع الا شتقاق الخامس المعانى، السادس البيان السابع البديع، الثامن علم القرات التاسع اصول الدين العاشر اصول الفقه الحادى عشر اسباب النزول والقصص الثانى عشر النا سخ والمنسوخ الثا لث عشر الفقه الرا بع عشر الاحا ديث المبينه لتفسير المجمل والمبهم الخا مس عشرعلم الموهبه قال ابن ابى الدنيا وعلوم القرأن وما يستنبط منه بحر لاساحل له قال فهذه العلوم اللتى هى كا لآلة للمفسر لا يكون مفسراً الابتحصليها فمن فسر بدونها كان مفسرابالراى المنهى عنه واذافسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالراى المنهى عنه.

মুফাস্‌সির তাফসীর করতে হলে পনরটি ইলম প্রয়োজন।

১। ইলমুল-লুগাহ (علم اللغة) তথা ভাষা জ্ঞান ঃ

মুফাস্‌সিরকে অবশ্যই আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শব্দের ব্যবহাররীতি সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ হতে হবে। ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ

لايحل لاحد يؤمن با لله واليوم الاخر ان يتكلم فى كتاب الله اذلم يكن عالما بلغات العرب.

"যিনি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেন, কুরআনের ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন না করে কুরআন সম্পর্কে কোন কথা বলা তার জন্য বৈধ হবে না।"

২। ইলমুন-নাহু (علم النحو) তথা আরবী বাক্য প্রকরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান

মুফাস্‌সিরকে অবশ্যই ইলমুন নাহুর জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা ইরাবের বিভিন্নতায় কারণে শব্দের অর্থের পার্থক্য হয়ে যায়। ইলমুন-নাহু না জানলে আয়াতের অর্থ ও সঠিকভাবে উদঘাটন করা সম্ভব নয়।

৩। ইলমুস্‌-সারফ (علم الصرف) তথা আরবী শব্দ প্রকরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

মুফাস্‌সিরকে অবশ্যই ইলমুস্‌সারফ-এর সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শব্দগঠন ও শব্দের মূল ভিত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হলে অর্থের বিভিন্নতায় ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। যেমন ইমাম (امام) শব্দটি সৃষ্টিগতভাবেই একবচন যার বহুবচন আইম্মা (الائـمـة) কেউ যদি امامকে উম্মুন (ام) শব্দের বহুবচন ধরে নেয় তা হবে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ইলমুস সরফ না জানলে কারো পক্ষে আলকুরআনের সঠিক তাফসীর উপস্থাপন সম্ভব নয়।

৪। ইলমুল-ইশ্‌তিকাক (علم الاشتقاق) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞান।

একই শব্দ ব্যুৎপত্তিগত ভাবে ভিন্ন শব্দ থেকে নির্গত হলে অর্থের পার্থক্য হয়ে যায়। এ জন্যই মুফাসসিরকে ইলমুল-ইশ্‌তিকাক-এর জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন আল মাছীহ (المسيح) শব্দটি السياحه এবং المسح উভয় শব্দ থেকে গঠিত হতে পারে। কিন্তু উভয়ের অর্থের পার্থক্য অনেক বড়।[১০৫]

৫। ইলমুল-মা'আনী (علم المعانى) শাব্দিক অলংকরণ।

৬। ইলমুল-বয়ান (علم البيان) বাক্য প্রয়োগে অলংকরণ।

৭। ইলমুল-বাদী (علم البديع) ছন্দ প্রয়োগে অলংকরণ।

এ তিনটি ইলম ইলমুল-বালাগাত (علم البلاغه) এর অংশ। শব্দের তাৎপর্য, বাক্যের বিন্যাস ও তাৎপর্য অনুধাবন, ছন্দবদ্ধ বক্তব্য থেকে বক্তব্যের মূল তাৎপর্য অনুধাবন, আল-কুরআনের মূল রহস্য ও কাংখিত তাৎপর্য উদঘাটনে এ তিন প্রকার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। ইমাম সুয়ূতী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وهى من اعظم اركان المفسر لانه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز وانما يدرك بهذه العلوم.

'একজন মুফাস্‌সিরের এ তিনপ্রকার ইলম উল্লেখযোগ্য উপাদান, কুরআনের অলৌকিকত্ব অনুধাবন করা এসব ইলমের মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়।'

৮। ইলমুল-ক্বির'আ'ত (علم القراآت) আল-কুরআন পঠনরীতি জ্ঞান।

---

১০৫ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আলইতক্বান ফীউলূমিল কুরআন, খ. ২-পৃ: ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের কিরআত পদ্ধতির পার্থক্যে অর্থ ও তাৎপর্য পার্থক্য হয়ে যায়। তাই মুফাস্সিরকে অবশ্যই ইলমুল-কিরআত সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে।

৯। উসূলুদ্দীন (اصـــول الديـن) যা দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি ও মূলনীতির জ্ঞান।

দ্বীনির মূলনীতির মধ্যে রয়েছে আকাঈদ, ইবাদত ও সিয়াসাত। আকাঈদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র একত্ব সার্বভৌমত্ব, কিতাবুল্লাহ, রিসালত, মালাইকা ও আখিরাতের উপর দৃঢ় আকীদা পোষণ করা। ইবাদাতে রয়েছে নামায রোযা, হজ্ব, যাকাত ও জিহাদ। আর সিয়াসাতে রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রিসালতের পদ্ধতিতে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর খিলাফত আলা মিনহাজুন্ নবুয়্যাহ (الخلافة على منهاج النبـوة) তথা নবুয়তী ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা। একজন মুফাস্সিরকে কুরআনের দিক নির্দেশনার আলোকে দ্বীনের এসব মূলনীতির তত্ত্ব, তথ্য ও প্রায়োগিক জ্ঞান থাকতে হবে।

১০। উসূলুল ফিক্হ (اصـول الفقه) বা ফিকহের মূলনীতি জ্ঞান

মুফাসসিরকে কিতাবুল্লাহ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, ইজমা ও কিয়াসের ধারা ও উপধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী হতে হবে, যাতে হুকুম আহকাম ও জিজ্ঞাসার জবাব বের করতে সক্ষম হন।

১১। আসবাবুন-নুযুল ওয়াল কাসাস (اسـبـاب الـنـزول والقـصـص) সূরাহও আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার কাল, প্রেক্ষিত, কারণ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা আয়াত বা সূরাহ অবতীর্ণের কারণ জানা ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব নয়।

১২। আন্-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ (الـنـاسـخ والمنـسـوخ) রহিতকারী আয়াত ও রহিত আয়াত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ। যে আয়াত বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে তা জানা না থাকলে মুফাস্সির কুরআনের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন না।

১৩। ইলমুল-ফিক্হ (علم الـفـقـه) বা আইনশাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকতে হবে। ফিক্হের জ্ঞান না থাকলে কুরআন মজীদের আয়াত থেকে শরীয়তের হুকুম আহকাম বের করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। উলুমুল-হাদীস (علوم الحديث) তথা হাদীস সম্পর্কীয় ইলমে পারদর্শী হতে হবে। কুরআন মজীদের মুজমাল ও মুতাশাবাহ বা জটিল দুর্ভেদ্য আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখনিসৃত বাণী থেকে প্রদান করতে না পারলে নিজের খেয়ালখুশীমত তাফসীর করতে বাধ্য হবে, যা হারাম।

১৫। ইলমুল-মাওহিবাহ (علم الموهبه) বা আল্লাহ প্রদত্ত সরাসরি জ্ঞান। কুরআনের ভাষায় যাকে ইলমুল লাদুন্নী (علم لدنى) বলা হয়।

উলূমে মাওহিবা বলতে বুঝায় ঃ

وهوعلم يور ثه الله تعالى لمن عمل بما علم واليه الاشارة بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.

'ঐ ইলম যা ইলম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ দান করেন।'

এ দৃষ্টিকোণেই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ তাকে এমন ইলম দান করেন যা সে জানে না।[১০৬]

কোন কোন কুরআন বিশারদ উপরোক্ত গুণাবলীর সাথে নিম্নলিখিত ইলমী যোগ্যতা থাকা আবশ্যক বলে মতামত পেশ করেছেন ঃ

১৬। মুফাসসিরকে আল্লাহর যাত, সিফাত, হুকুম ও ইখতিয়ারাত সম্পর্কে সঠিক ধারণার অধিকারী হতে হবে। এছাড়া মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালালাম এর রিসালাতের দায়িত্ব ও মর্যাদা এবং তার গোটা সীরাহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে হবে।

১৭। আল-কুরআন যে সমাজে অবতীর্ণ হয়েছিল সে সমাজের সঠিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। এছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে আরব ভূমিতে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল সে বিপ্লব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৮। উলূমুল কুরআনের বিভিন্ন দিক তথা মুহকাম, মুতাশাবিহ, ইজায, আমসাল, তাসবীহ, ওহী, মক্কী, মাদানী সূরাহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।[১০৭]

---

১০৬ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফীউলুমিল কুরআন, পৃ. ১৮০-১৮১

১০৭ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, মুফাস্‌সির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা (রাজশাহী বাংলাদেশ ঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, অক্টোবর-২০০১), স. ১, পৃ. ১০-১১

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল-আবরার গ্রন্থের পরিচিতি, মূল্যায়ন ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

একনজরে

- ভূমিকা
- কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল-আবরার নামকরণের তাৎপর্য
- কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল-আবরার গ্রন্থের রচয়িতা কে?
- কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি
- কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমুহ

০১ ভূমিকা ঃ

মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের মাধ্যমে শব্দ পরিভাষা ও বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তাই আল-কুরআনের প্রকৃত তাফসীর। আল্লাহতায়ালা নিজেই ইরশাদ করেন ঃ

ثم ان علينا بيانه অর্থাৎ 'অতঃপর ব্যাখ্যা উপস্থাপনের দায়িত্বও আমার'।[১]

কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দুটি দিক রয়েছে একটি বাহ্যিক বা যাহির, অপরটি অদৃশ্য বা বাতিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ان القرآن انزل على سبعة احرف مامنهاحرف الاوله ظهر و بطن

'আল-কুরআন সাতটি হরফ বা পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে যার প্রতিটি হরফ বা বর্ণের রয়েছে একটি যাহিরী বা বাহ্যিক তাৎপর্য এবং একটি বাতিনী বা গোপন তাৎপর্য।'[২]

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন ঃ

عن عبدالرحمن بن عوف عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر و بطن والامانة والرحم تنادى الامن وصله الله ومن قطعه قطعه الله رواه فى شرح السنه.

'হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ তিনটি বস্তু কিয়ামত দিবসে আরশের নীচে স্থান পাবে। এক,

---

১ আল-কুরআন, সুরাতুলকিয়ামাহ, আয়াত-১৯

২ আবু নাঈম ইস্ফাহানী (র.)-এর হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থের বরাতে ড. যাহাবী-আততাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন বান্দার পক্ষে বক্তব্য রাখবে যে কুরআনের রয়েছে বাহ্যিক দিক ও অভ্যন্তরীণ দিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হল-আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক, আমানত রক্ষাকারীকে আল্লাহর নৈকট্যে আহবান করা হবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক যে রক্ষা করবে আল্লাহ তাকে মনযিলে মাকসূদে পৌছাবেন, আর যে ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[৩]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আল-কুরআন সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন ঃ

ظا هره انيق وبا طنه عميق، له نجوم وعلى نجو مه لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة.

কুরআনের বাইরের দিক অত্যন্ত স্বচ্ছ, তার ভেতরের দিক অত্যন্ত গভীর। তার অনেকগুলো তারকা রয়েছে। রয়েছে তারকাসমূহের উপর আরো অনেক তারকা। কিন্তু তবুও তার বিস্ময়করতা অসীম, অনায়ত্ত। আর তার অভিনবত্ব কোন দিনই পুরাতন বা জীর্ন হয়ে যাবে না।[৪]

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমুহে এ দুটি দিক যে গ্রন্থে বেশিরভাগ পরিস্ফুট ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা'বীল (تاويل) হলেও তা তাফসীরের কাছাকাছি। বাহ্যিক পরিভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা দ্বারা বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা গেলেও গূঢ় রহস্য আসরার বা (اسرار) উদঘাটন করা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যিনি নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা আলোকিত হয়ে অন্তরচক্ষে লৌহ মাহফুয[৫] (لوح محفوظ) সরাসরী

---

৩ ওলীউদ্দীন খাতীব, মিশকাতুলমাসাবীহ, (مشكواة المصابيح) (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার তা.বি), পৃ. ১৮৬

৪ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ, (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশ খ্রী. ১৯৮৮), পৃ. ৯

৫ লৌহ মাহফুয ঃ লৌহ মাহফুয সপ্তম আকাশের উপর অবস্থিত এমন একটি বোর্ড যাতে আল্লাহর কুদরতী কলম লিখে যাচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'লৌহ মাহফুযের উপর লেখা আছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, তার দ্বীন ইসলাম, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসুল, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি যথাযথ পূর্ণ করবে, তার রাসূলগণের অনুসরণ করবে, তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।' তিনি আরো বলেন ঃ 'লৌহ মাহফুয সাদা মুক্তার তৈরি, তার দৈর্ঘ আসমান ও যমীন থেকে বড়, প্রস্তও প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত। তার চতুপার্শ্ব মুক্তা ও ইয়াকুত পান্না দিয়ে অলংকৃত, তার কলম নূরের তৈরী। তার উপরে লেখাগুলো এতই উজ্জ্বল যার আলো আরশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই লৌহ বা বোর্ডে সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত যা ঘটবে সব লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত এ লেখা চলতে থাকবে। লৌহ মাহফুয আরশের ঠিক ডান পাশে অবস্থিত। চতুপার্শ্বে মুক্তা ও লাল ইয়াকুত দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। (শায়খ আহমদ সাবী-হাশিয়াতু জালালাইন, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী খণ্ড-৪-পৃ: ৩০৮ কাশফুল-আসরার, খণ্ড-১০, পৃ. ৪৪৬, ড. মুহাম্মদ জাফর ইয়াহকী, ফারহাঙ্গে আসতীর, (তেহরান ঃ সুরুশ প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৯-খ্রী. ১৯৯০), পৃ: ৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository

অবলোকন করে রূহের জগতে বিচরণ করতে সক্ষম। হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) ফানাফিল্লাহর[৬] মাকাম পার হয়ে বাকাবিল্লাহর[৭] মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার নূরজগতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে কুরআনে কারীমের মহাসাগর থেকে যে মুক্তা আহরণ করেছেন তার সার নির্যাসই হলো কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার তাফসীর গ্রন্থ।

এ মহান মনীষীর অন্তরে আল্লাহর নূরের জোয়ার সৃষ্টি হওয়ায় তার কালব প্রশস্ত ও ধারণ ক্ষমতা সীমাহীন হয়ে পড়ে। যেমন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح وقيل يا رسول الله هل لذالك علامة تعرف بها فقال التجافى عن دا رالغرور و الا نا بة الى دار الخلود والا ستعداد للموت قبل نزوله.

'কোন মু'মিনের অন্তঃকরণে যখন নূর প্রবিষ্ট হয়, তখন তার হৃদয় প্রশস্তি ও ব্যাপ্তি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কি কোন আলামত আছে? তিনি জবাব দিলেন ঃ ধোকা থেকে দূরে থাকা এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে একনিষ্ঠভাবে ঝুকে পড়া, আর মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া।'[৮]

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) তার বিরচিত 'তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন' গ্রন্থে লিখেন ঃ

وفسر القران زمانا وكان يقول ذكرت التفسير فا نما اذكره من مأةو سبعة تفا سير

---

৬ 'ফানা' শব্দের অর্থ বিলোপ, নিঃশেষ হওয়া। তরীকতের পরিভাষায় اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا জ্ঞান ও সৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব কিছুকে মন থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করা এবং নিজ অস্তিত্বকে বিলীন করে মা' শুকের অস্তিত্বের সাথে মিলনের পর্যায় উপনীত হওয়া। মানাযিলুস সাইরীন, প্রকাশ মাওলা প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬১, খ্রী. ১৯৮২, পৃ. ২১৭

৭ 'বাকা' শব্দের অর্থ স্থিতি, স্থায়িত্ব, বিদ্যমানতা, তরীকতের পরিভাষায় البقاء اسم لما بقى قائما بعد فناء الشواهد و سقوطها রূহের জগতে দৃশ্যমান সব কিছু বিলোপ ও নিঃশেষ করার পর নিজ অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মা'শূকের সান্নিধ্যে একাকার করে মা'শুকের অস্তিত্বে স্থায়িত্ব লাভ করা। মানাযিলুস সাইরীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

৮ ইমাম গাযযালী (র.) মিনহাজুল আবিদীন, অনুবাদ মাওলানা মুজিবুর রহমান, (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশ ২০০০, পৃ. ভূমিকা ১১

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি এক যুগসন্ধিক্ষণে কুরআনের তাফসীর করেছেন। তিনি বলতেন "আমি তোমাদেরকে যে তাফসীর শুনাচ্ছি তা একশ সাত (১০৭) খানা তাফসীর গ্রন্থের সার নির্যাস।"[৯]

০২ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার নাম করণের তাৎপর্য

কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার (كشف الاسـرار وعـدة الابرار) বাক্যটি এ মহান তাফসীর গ্রন্থের পরিচয় বহন করে। কাশফ (كشف) শব্দের অর্থ উদঘাটন করা, উন্মোচিতকরা, দূর করা, উন্মুক্ত করা।[১০]

আবরার বলে থাকে (كشف غمه) তার চিন্তা দূরীভূত হয়েছে।[১১]

যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وان يمسسك الله بضر فلاكاشف له الاهو.

'আল্লাহ যদি কোন ক্ষতির সম্মুখীন করতে চান তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি থেকে মুক্তি দানকারী আর কেউ নেই।'[১২]

الكشف فى اللغة رفع الحجاب وعند الصوفيه هوالا طلاع على وراء الحجاب من المعانى الغيبية والامور الحقيقية وجودا اوشهودا.

'অভিধানের দৃষ্টিতে কাশফ বলা হয় পর্দা উন্মোচন করা। সূফীগণের পরিভাষায় অস্তিত্বগত বা প্রত্যক্ষভাবে পরর্দার অন্তরালে থাকা অদৃশ্য বস্তুর তাৎপর্য ও গূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া বা উদঘাটন করা।'[১৩]

'আসরার' শব্দটি সিররুন (سر) শব্দের বহুবচন। সিররুন অর্থ هوالحديث المكتم فى النفس অন্তরে লুকিয়ে থাকা কথা। الاسرار خلاف الاعلان প্রকাশ্যের বিপরীত। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে سراوعلانية

---

৯ জালালউদ্দীন সুয়ূতী, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন (طبقات المفسرين) (তেহরান ঃ লৌহী প্রকাশনা, ১৯৬০ইং লেটিন ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা সম্বলিত, প্রকাশনা A Moursing-লেডন-১৮৩৯ ইং) আলী আযগর হিকমত, তাফসীরে কাশফুল আসরারের ভূমিকা প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১০ ড. ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা অভিধান প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

১১ ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী, আলমুফরাদাত (المفردات), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

১২ সূরাতুল-আন'আম, আয়াত-১৭

১৩ মুফতী আমীমুল ইহসান (র.), কাওয়ায়িদুল ফিকহ (قواعد الفقه) (ঢাকা ঃ আহমদ আলী জিকু প্রেস, খ্রী. ১৯৬১, হি. ১৩৮১), পৃ. ৪৪৩

Dhaka University Institutional Repository

গোপনে এবং প্রকাশ্যে ।[১৪]

'উদ্দাতুন' শব্দটির বহুবচন عدد বা عدات উদ্দাতুন শব্দের অর্থ الاستعداد যোগ্যতা, সরঞ্জাম عدة البناء والنجار বলতে রাজমিস্ত্রী ও কাঠ মিস্ত্রীর (آلاتهم) সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি বুঝায়। 'উদ্দাতুন' অর্থ আসবাব পত্র, উপায় উপকরণ ।[১৫]

আবরার (الابرار) শব্দটি বিররুন (بر) শব্দের বহুবচন। বিরুন অর্থ সৎ, ন্যায়পরায়ন, পূণ্যবান, সদাচারী,[১৬] সব মিলিয়ে অর্থ দাড়ায় **গোপন রহস্য উদঘাটন কারী এবং সৎ নেককারগণের সম্বল** ।

আল-কুরআনের বাহ্যিক ও গূঢ়রহস্য উদঘাটন মূলক তাফসীর দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে একই গ্রন্থে বিরল। কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ, অতীত ও ভবিষ্যত সকল তাফসীরের মাইল ফলক। আবরারগণের জন্য এতে রয়েছে পাথেয়, সম্বল, আল্লাহ প্রেমের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছার আসবাব।

প্রখ্যাত গবেষক আলী আসগর হিকমত লিখেন ঃ

کتاب مزکور خزانه ایست اکنده به لئالی وجواهر ـ مشتمل بر تفسیر قرآن شریف بسبق مفسرین عامه ومحتوی پرقرائا ت واختلاف انها وشان نزول ایات وبحث دراحکام فقهیه وتا ویلات عرفانی بسبك صوفیه عظام که جابجای بکار باقوالی چند از خواجه انصار مزین است وازلحاظ تفسیر وتاویل وفقه وخبر وسیر وحدیث وادب وصر ف ونحو واشتقاق وکلمات صوفیه ومو اعظ اخلاقی اینا ن ومنتخب اشعار بزرگان با لا خص سنائی غزنوی ودیگران کتا بیست بی نظیر و بی بد یل وگنجی است بی شبیه ومثیل که در بحث ازکلمات رب جلیل برای عباد ذلیل بپارسی گرد کرده وبروزگاران بیاد گار گزشته است ـ

'উক্ত গ্রন্থ এমন এক ভাণ্ডার যাতে রয়েছে অগণিত মণিমুক্তা, সাধারণ মুফাস্সিরগণের পদ্ধতি মোতাবেক আল-কুরআনের তাফসীর, ফিকহ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিধিবিধান, কির'আতের বিভিন্নমুখী প্রয়োগরীতি,

---

১৪ আলমুফরাদাত (المفردات), পৃ. ২২৮

১৫ ডঃ ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. ৪৯৮

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কিরআত সম্পর্কে মতামত, আয়াতের শানে নুযুল, সূফীগণের আধ্যাত্মিক পরিভাষা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন, স্থানে স্থানে খাজা আনসারীর বাণী দিয়ে সুশোভিত হয়েছে, তাফসীর, তা'বীল, ফিকহ, হাদীস, জীবনচরিত, সংবাদ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, শাব্দিক গবেষণা লব্ধ তাৎপর্য, সূফীগণের পবিত্র বাণী ও তাদের চারিত্রিক উপদেশাবলী, বুযুর্গগণের বিশেষ করে আধ্যাত্মিক কবি সানায়ী[১৭] ও অন্যান্যদের কবিতা উপস্থাপনের দৃষ্টিকোণে এ গ্রন্থ একটি বিরল গ্রন্থ। এমন ভাণ্ডার, যার নেই তুলনা, নেই সাদৃশ্য, আল্লাহর তুচ্ছ বান্দাদের জন্য মহানপ্রভূর বাণীর তাৎপর্য ফার্সী ভাষাভাষীদের জন্য সংগৃহীত, যা যুগের পর যুগ ধরে বিশ্ববাসীর জন্য অমরকীর্তি হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।"[১৮]

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, আলিম, অধ্যাপক, শহীদ, আয়াতুল্লাহ মুতাহ্হারী (র.) মৃ. ১৯৭৯ইং)[১৯] লিখেন ঃ

---

১৭ কবি সানায়ী গযনবী (র.) ঃ আধ্যাত্মিক কবি সানায়ী গযনবী (র.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম দিকপাল। তাঁর নাম আবুল মাজদুদ ইবন আদম, পিতা মাওলানা রূমী (র.) তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ মসনবী শরীফে তার কবিতাসমূহের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রথমার্ধে তিনি ইন্তেকাল করেন। মাওলানা রূমী (র.) কবি সানায়ী (র.) সম্পর্কে বলেন ঃ

عطار روح بود و سنائی دوچشم او　　　ما ازپی سنائی و عطار می رویم

আত্তার ছিল প্রাণ আর সানায়ী দু চোখের মণি　　　সানায়ী ও আত্তারের পায়ে পায়ে চলি আমি

তার রচিত হাদীকাতুল হাকিকাহ গ্রন্থটি তার কাব্য প্রতিভা ও পূর্ণতার পরিচায়ক। তিনি হি. ৫২৫ সালে ইন্তেকাল করেন। অধ্যাপক মুতাহহারী (র.) খাদামাতে মুতাকাবিলে ইসলাম ওয়া ইরান, পৃ. ৫৮৬-৮৭, নুফ হাতুল উনস, পৃ. ৫৯৫-৫৯৮

১৮ কাশফুল আসরারের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২

১৯ শহীদ মুতাহহারী ঃ সমকালীন বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, মুজতাহিদ, আয়াতুল্লাহ মুতাহহারী (র.) বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম মেহেদী শহীদী রেজাভী, আগা মেহেদী মির্জা আশতিয়ানী, আল্লামা তাবাতাবায়ী, আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী, আয়াতুল্লাহ্ ইয়াসবেরী কাশানী, আয়াতুল্লাহ সদর, আয়াতুল্লাহ খুনসারী ও ইমাম খোমেনী (র.)-এর মতো মহান শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বিদা'আত আর বিকৃতির বিরুদ্ধে তিনি কঠোরভাবে সংগ্রাম করেছেন। ইরানের পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবসমাজকে নির্ভেজাল ইসলামী দর্শন ও মুত্তাকী আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার ক্ষেত্রে আয়াতুল্লাহ মুতাহহারীর অবদান অসাধারণ। তিনি মার্কসীয় মতবাদের বিষাক্ত সংক্রামণ থেকে ইসলামকে হেফাজত করতে শিখিয়েছেন। তিনি কুরআন বিরোধী ও ইসলামের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে প্রতিহত করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষিতরাও মাদ্রাসার নির্ভেজাল ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অনেকে মাদ্রাসায় পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন।

Dhaka University Institutional Repository

کشف الاسرار: این تفسیر به فارسی است و ده جلد است چند سال پیش درتهران چاپ شد – این تفسیر تالیف ابوالفضل رشیدا لدین میبذی یزدی است که دراوا خرقرن پنجم واوایل قرن ششم می زیسته است –کشف الاسرار که اخیرا چاپ شده است کم وبیش جای خودرا میان اهل فضل باز کرده است.

'কাশফুল-আসরার : এই তাফসীর ফার্সীভাষায় লিখিত দশ খণ্ডে বিন্যস্ত। কয়েক বছর পূর্বে তেহরানে প্রকাশিত হয়। এই তাফসীর আবুল ফযল রশিদুদ্দিন মেইবুদী ইয়াযদীর, যিনি পঞ্চম হিজরী শতকের শেষভাগে এবং যষ্ঠ হিজরী শতকের প্রথম দিকে এ খেদমত আঞ্জাম দেন। সম্প্রতি প্রকাশিত কাশফুল-আসরার জ্ঞানী মনীষীদের কাছে সর্বাধিক সমাদৃত হয়।[২০]

০৩ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল-আবরার গ্রন্থের রচয়িতা কে?

বিশ্ববিখ্যাত কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্‌দাতুল-আবরার (كشف الاسرار وعدة الابرار) তাফসীর গ্রন্থ কে রচনা করেন? এ নিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক ভুলবশত মতানৈক্য করলেও আল্লামা মেইবুদী (র) এর সুস্পষ্ট বক্তব্যে প্রমাণ হয় যে, এ গ্রন্থের মূল সূত্র হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) এর লিখিত আল-কুরআনের রহস্য উদঘাটনকারী তাফসীর। যেগুলো

১৯৫৩ সালের দিকে অধ্যাপক মুতাহহারী তেহরান গমন করেন এবং খোরাসানের একজন প্রসিদ্ধ আলিমের কন্যাকে বিয়ে করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে সুদীর্ঘ ২২ বছর তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী বিজ্ঞান শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ জুন রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানকালে শাহ তাকে গ্রেফতার করে এবং পরে আলিম সমাজ ও জনগণের চাপে মুক্তি দেয়। ইমাম খোমেনী (র.) জেলে থাকাকালে তিনি গোটা বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ সালে ইমাম তুরস্কে নির্বাসনে থাকাকালে। তৎকালীন বিপ্লবী মোর্চা তিনি পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন ইমাম কর্তৃক। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী বিপ্লবের তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে শুধু নয়, আল-কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে তার শতাধিক গ্রন্থ রচনা তার অসাধারণ জ্ঞানেরই পরিচায়ক। ইরানে ইসলামী বিজয়ের পরপরই ১লা মে, ১৯৭৯ তারিখে কুখ্যাত 'ফুরকান' গ্রুপের গুলিতে অধ্যাপক মুতাহহরী শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যে অনলস কর্মপ্রবাহ রেখে গেছেন তা তাঁকে যুগ যুগ ধরে চিরঞ্জীব করে রাখবে।

২০ আয়াতুল্লাহ শহীদ মুতাহহারী, 'খাদামাতে মুতাকাবিল ইসলাম ও ইরান" স. ৭ম, পৃ. ৪১২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাফসীর মাহফিলে পেশ করেছিলেন। এ মূল ভিত্তিকে সামনে নিয়ে ইলমুত-তাফসীরের শর্তাবলী ও স্বীকৃতধারা অনুযায়ী তিনি সাজিয়েছেন। যার ফলে এ গ্রন্থ অতীত ও বর্তমান সকল তাফসীর থেকে স্বকীয় মহিমায় চিরভাস্বর ও চির অম্লান রয়েছে। আজও এ গ্রন্থের জুড়ি নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মেইবুদী (র.) নিজেই লিখেছেন :

فانی طالعت کتاب شیخ الاسلام فرید عصره و وحید دهره ابی اسما عیل عبد الله بن محمد بن علی الانصاری قدس الله روحه فی تفسیر القران وکشف معا نیه ورایته قدبلغ به حد الاعجاز لفظا ومعنی وتحقیقا وترصیعا غیرانه او جز غایة الایجاز وسلك فیه سبیل الا ختصار فلا یکاد یحصل غرض المتعلم المسترشد او یشفی غلیل صدر المتا مل المستبصر فاردت ان انشر فیه جناح الکلام وارسل فی بسطه عنان اللسان جمعابین حقائق التفسیر ولطائف التذ کیر وشهیلا للامر علی من اشتغل بهذا الفن فصممت العزم علی تحقیق مانویت وشرعت بعون الله فی تحریرماهممت فی اوائل سنة عشرین وخمس مائة وترجمت الکتاب بکشف الاسرار وعدة الابرار ارجوا ان یکون اسمایوافق مسماه ولفظا یطابق معناه.

'আমি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, শায়খুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-আনসারী (কাদ্দাসাল্লাহু রূহাহু) কুরআনের তাফসীর ও এর রহস্য উদঘাটন সম্পর্কিত গ্রন্থখানা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। তাতে শাব্দিক, ব্যাখ্যাগত, গবেষণাধর্মীও বর্ণনা শৈলীর দিক থেকে অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ ও অতীব সংক্ষিপ্ত আকারে দেখেছি। যার সংক্ষিপ্ত রূপ এতই দুর্ভেদ্য ছিল যে শিক্ষার্থী, পাঠক, শিক্ষানবিশগণ তা থেকে জ্ঞান অর্জন করা কষ্টসাধ্য। গবেষকদের মনের খোরাক বের করা ছিল কষ্টকর। আমি এর পান্ডিত্যপূর্ণ কথাগুলো প্রাঞ্জল ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা পোষণ করি। যাতে তাফসীরের বাস্তব রূপ থাকবে, থাকবে শিক্ষণীয় বিষয়, সহজতর হবে এ বিষয়ের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য। আমার এ নিয়তকে বাস্তবে রূপ দেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম এবং ৫২০ হিজরীর প্রথমদিকে এ কাজ শুরু করলাম আর এ গ্রন্থের নাম দিলাম 'কাশফুল-আসরার ফি ওয়া উদ্দাতুল আবরার' (کشف الاسرار و عدة

Dhaka University Institutional Repository

(الابرار) আশাকরি এ গ্রন্থ তার নামের যথাযথ তাৎপর্য ও কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য উপস্থাপনে সক্ষম হবে।[২১]

এ প্রসঙ্গে ড. ফজলুল হাদী লিখেন ঃ

ان يكون الميبدى قدجمع مادة تفسير كشف الاسرار وعدة الابرار من خلال دروس شيخ الاسلام ومجالسه فى التفسير والى كان قائما عليها لعشرات السنين فى مدينة هراة ثم رتبها الميبدى واخرجها فى صورة كتاب كبير.

'মেইবুদী কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার তাফসীর গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় শায়খুল ইসলামের হেয়াতে দীর্ঘ দশ বছরের তাফসীর মাহফিলের বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। এরপর মেইবুদী উক্ত তাফসীরকে বিন্যস্ত করে একটি বিশাল গ্রন্থে রূপ দিয়েছেন।'[২২]

উক্ত মতামত থেকে বুঝা যায় এই তাফসীরের মূল বৃক্ষ রচনা করেছেন খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.), আর এ বৃক্ষের ডালপালা, ফুলে ফলে সুশোভিত করেছেন তারই যোগ্য ছাত্র ও উত্তরসূরী আল্লামা মেইবুদী (র.)।

০৪ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার তাফসীর গ্রন্থের রচনা পদ্ধতি

প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থের রচনায় ভিন্ন আংগিকে বিশেষ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি থাকে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থটিও নিজস্ব রচনা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যেমন ঃ

তাফসীরুল কুরআনের জগতে প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহের রচনাশৈলী পরম্পরের সাথে মিল রেখেই ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু 'কাশফুল-আসরার' তাফসীর গ্রন্থ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে তাফসীরে আল্লামা মেইবুদী (র) এ প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

شرط ما دراين كتاب ان است كه مجلسها سازيم درآيات قرآن برولا ودرهر مجلس سه نوبت سخن گوييم.

اول پارسى ظاهر بروجهى كه هم اشارت به معنى دارد و هم در عبارت

---

২১ কাশফুল-আসরার, খণ্ড-১, পৃ. ১

২২ নুফহাতুল উন্সুস মিন হাযারাতিল কুদস, ভূমিকা, পৃ. ৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

غایت ایجاز بود دیگر نوبت تفسیر گوئیم و وجوه قرآت مشهوره وسبب نزول وبیان احکام و ذکراخبار وآثار ونوادر که تعلق به آیت دارد و وجوه ونظائر وما یجری مجراه سه دیگرنوبت : رموز عارفان واشارات صوفیان و لطایف مذکران.

এই গ্রন্থের শর্ত হল এ গ্রন্থকে মজলিস আকারে সাজাবো। একের পর এক আয়াতকে উপস্থাপন করব। প্রতিটি মজলিস ও অধিবেশনকে তিন পর্যায়ে ভাগ করবো।

প্রথম পর্যায়ে সরল সহজ ফার্সী ভাষায় আয়াতের অর্থ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাফসীর শাস্ত্রের ধারা অনুযায়ী শাব্দিক বিশ্লেষণ, প্রসিদ্ধ কিরআত, শানে নযূল, আয়াত থেকে বের হওয়া হুকুম আহকাম, আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত সংবাদ, ইতিহাস ও নিত্য নতুন বিষয়াবলী আয়াত থেকে বের করে যুগোপযুগী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে।

তৃতীয় পর্যায় আধ্যাত্মিক গোপন রহস্য, সূফীগণের ইশারা, ইংগিত এবং নসীহতকারীগণের উপদেশ সম্বলিত কাহিনী ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে।[২৩]

কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ড. রিয়াহী লিখেন ঃ

প্রথম পর্বে আল-কুরআনের আয়াত সমুহের তরজমা সহজ ও প্রচলিত বিশুদ্ধ ফার্সী ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষার প্রজ্জ্বলতা ফার্সী ভাষাভাষীদেরকে আল্লাহর কালামের মর্ম উপলব্ধি করতে আগ্রহী করে তুলেছে। প্রাচীন মূল ফার্সী বিশুদ্ধ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। পরিভাষা প্রয়োগে আল-কুরআনের পূর্ণ আমানত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে কুরআনের পরিভাষার সমপর্যায়ের ফার্সী পরিভাষা বুঝতে সহজ হয়। গবেষকগণ প্রাচীন ফার্সী পরিভাষা প্রয়োগ করে কুরআনের স্বার্থক তরজমা নিয়ে যদি কখনও গবেষণা করেন তাহলে এর মান ও ভাষাগত ব্যঞ্জনা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্বিতীয় পর্বে আয়াত সমূহের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের শানে নুযূল, ইলমুস-সরফ, নাহু, ইশতিকাক, ঘটনাবলী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, আম্বিয়া (আ.)-এর কাহিনী, ইসলামের

২৩ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার, ভূমিকা, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম যুগের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সার্থকভাবে। এ পর্বটি গবেষকদের জন্য ব্যাপক উপকার সাধন করে। এ অংশে ফার্সী ও আরবী মিশ্রন থাকায় আলিমদের জন্য অধিক উপকারী।

তৃতীয় পর্বে আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা সূফীগণের আধ্যাত্মিক ধারায় পেশ করা হয়েছে। যদিও কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাফসীর বিষয়ের ধারার অন্তভূক্ত নয় কিন্তু সাহিত্যিক মান, সূফীগণের ঘটনাবলী, বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হৃদয়গ্রাহী কবিতা, গ্রন্থের এ পর্বকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

এ অধ্যায়ে সবই ইশক ও প্রেমের কথা চলেছে। কবি হাফিয (র.)-এর কবিতায় ঊর্দ্ধ ও নিম্ন উভয় জগতের প্রেম-ভালবাসার কোন সীমা রেখা চিহ্নিত হয় নি। এখানে খাটি আধ্যাত্মিক প্রেমই বর্ণিত হয়েছে-যার পরিভাষায় বাহ্যিক অনুবাদ বা তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ গ্রন্থে উপস্থাপিত আধ্যাত্মিক উৎপ্রেক্ষা, উপমা সবই মনকাড়া ও হৃদয়গ্রাহী। নামস্বর্বস্ব বিকৃত বানোয়াট অশ্লীল আধ্যাত্মিকতার নামে যে সব অপকর্ম এ গ্রন্থে তার স্থান নেই।

যেহেতু ইশক-ভালবাসায় কথা আসবে তাতে কবিতার ছন্দ আসাই স্বাভাবিক। এ জন্যই কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থে তাসাওউফের গদ্যরীতিতে লেখা সাহিত্যের ধারা অনুযায়ী বহু কবিতা স্থান পেয়েছে। এসব কবিতায় বেশীরভাগই কবি সানায়ী (র.) এর দিওয়ান ও তার হাদিকা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানময় কবিতা রচনায় ক্ষেত্রে কবি সানায়ী (র.) ছিলেন মওলানা রুমী (র.), শায়খ সা'দী (র.), খাজা হাফিয (র.)-এর অগ্রদূত। তার কবিতা কাব্যপ্রিয় আল্লাহ প্রেমিকদের প্রাণের খোরাক যোগায়। সানায়ী গযনবী (র.) এর বিখ্যাত চতুষ্পদী থেকে দশটি চতুষ্পদী কাশফুল আসরারে স্থান পেয়েছে। যেমন ১৮ নং চতুষ্পদী চারবার এসেছে, অপর পাঁচটি চতুষ্পদী তিনবার এসেছে, ১৪টি চতুষ্পদীর প্রতিটি দু'বার করে এসেছে। বক্তব্য ও ঘটনাবলীও কোথাও কোথাও পুনাবৃত্তি হয়েছে। তবে আল্লামা মেইবুদী (র) তার সমসাময়িক স্বনামধন্য সূফী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে তৃতীয় পর্বে হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এর তাবাকাতুস সূফীয়্যা (طبقات الصوفيه) গ্রন্থের ঘটনাবলী ও খাজা আনসারী (র.) বক্তব্য সবচেয়ে অধিক স্থান পেয়েছে। আল্লামা মেইবুদী (র.)-এর ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে বলা যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ازنظر ادبی وهنری روایت میبدی پاکیزه تروپیر استه تر وطبعیی تر ودلنشین تر ونثری زنده وجا ندار است.

"সাহিত্যিক, শৈল্পিক দিক থেকে মেইবুদী (র.)-এর বর্ণনা সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, গ্রহণযোগ্য, স্বভাবগত, হৃদয়গ্রাহী এবং একটি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত গদ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।[২৪]

০৫ কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন (تفسير القرآن با لقرآن)

(কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর)

তাফসীর বিল মা'সূর (تفسير با لمأثور) বা বর্ণনাভিত্তিক তাফসীরের ধারায় মুফাস্সিরগণ আল-কুরআনের এক আয়াতের তাফসীরে অপর আয়াত উপস্থাপন করেছেন। 'কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার' তাফসীর গ্রন্থে তাফসীরুল কুরআনের উভয়ধারা তথা বর্ণনা ভিত্তিক এবং তাফসীর বিল মা'কূল (تفسير با لمعقول) যা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীরের সমন্বিত অন্যান্য গ্রন্থ। এ তাফসীর গ্রন্থে যেকোন বিষয়ে একাধিক আয়াত রয়েছে তা একত্রে উপস্থাপন করে ঐ বিষয়টিকে আল-কুরআনের আয়নায় তুলে ধরেছেন। কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর পেশ করা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ان القر آن يفسر بعضها بعضا

'কুরআনের কতকাংশ অপর কতকাংশের ব্যাখ্যা করে।'

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) এর এ কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

كتاب الله تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض.

'আল্লাহ্র কিতাব এমন যে, তারই সাহায্যে তোমরা দেখবে, কথা বলবে, শুনবে। এই কিতাবের কতকাংশ অপর কতকাংশের সাহায্যে কথা বলে, কতকাংশ অপর কতকাংশের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।'[২৫]

দশখণ্ডে রচিত এ বিশাল তাফসীরের পরতে পরতে এ দৃশ্য সমানভাবে

---

২৪ ড. মুহাম্মদ আমীন রিয়াহী, যোগশায়ে রাযে ইশক, (بگشای راز عشق) (তেহরান ঃ সোখান প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৭৩ খ্রী. ১৯৯৫) ভূমিকা, পৃ. ১৩-১৪

২৫ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুরআনের আলোকে শিরক তাওহীদ, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

সূর আল-বাকারার আয়াত

ختم الله على قلوبهم

আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ মোহর মেরে দিয়েছেন।[২৬]

এ আয়াতে তাফসীরে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করেছেন-

(১) وطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون

'মোহর মেরে দেয়া হল তাদের অন্তরে ফলে তারা বুঝতে পারে না।'[২৭]

(২) وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون

'মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে, ফলে তারা জানেই না।'[২৮]

(৩) بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤ منون الاقليلا

'বরং আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের কুফরীর কারণে ফলে তারা খুব অল্প সংখ্যক ঈমান আনে।'[২৯]

(৪) ونطبع على قلوبهم فهم لايعلمون

'আর আমি মোহর মেরে দেব তাদের অন্তরে ফলে তারা শুনতে পাবে না।'[৩০]

উক্ত আয়াতসমূহে কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে মোহর মারা হয়েছে এ সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে।[৩১]

অনুরূপভাবে

وما هم بمؤ منين

'তারা ঈমানদার-ই নয়'।[৩২]

এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নের আয়াত সমূহ উল্লেখ করেন।

(১) الذين قا لوا امنا با فوا ههم ولم تؤمن قلو بهم

'তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি।'।[৩৩]

---

২৬ সূরাতুল-বাকরা, আয়াত-৭

২৭ সূরাতুত-তওবা, আয়াত-৮৭

২৮ প্রাগুক্ত, আয়াত-৯২

২৯ সূরাতুল-নিসা, আয়াত-১৫৫

৩০ সূরাতুল-আ'রাফ, আয়াত -১০০

৩১ কাশফুল আসরার-খ. ১, পৃ ৬৩

৩২ সূরাতুল-বাকারা, আয়াত-৮

৩৩ সূরাতুল-মায়িদাহ, আয়াত-৪১

Dhaka University Institutional Repository

ويقو لون آ منا با لله و با لرسول وا طعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذالك وما ا ولئك با لمؤمنين

'তারা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য করি; কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা আসলেই মু'মিন নয়।'[৩৪]

২. তাফসীরুল কুরআন বিল হাদীস

আল্লাহর বাণী আল-কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লামা মেইবুদী (র.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মুখনিসৃত অমীয়বাণী তথা হাদীস উপস্থাপিত করে তাফসীরে কাশফুল-আসরারকে করেছেন সমৃদ্ধ। আর এমন কিছু হাদীস এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে যা সাধারণত তাফসীর গ্রন্থ উপস্থিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে ড. রিযা ওস্তাদী লিখেন :

درحديث با يادكردن حدود چها رهزارحديث درطول اين تفسير واستفاده به مورد از انها درذ يل آيات مى توان استنتاج كرد كه وى تسلط بسيارى بالاى براحاديث و كتب حديث داشته واحاديث فراوانى را حفظ بوده است.

হাদীসের ক্ষেত্রে তার এ দীর্ঘ তাফসীর গ্রন্থে আয়াতের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল চার হাজার হাদীসের উপস্থাপনা থেকে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, ইলমে হাদীসে এবং হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্য যে কত গভীর ছিল আর কত সংখ্যক হাদীস তার মুখস্থ ছিল।[৩৫]

আল্লামা মেইবুদী (র.) আল-কুরআন মজীদের তাফসীরে প্রতি আয়াত ও বক্তব্যের সমর্থনে হাদীস উপস্থাপন করেছেন। যেমন- সূরাতুল ফাতিহার তাফসীরের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীস দিয়ে। ইরশাদ হয়েছে :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلواة بينى وبين عبدى فنصفهالى و نصفها لعبدى الحديث.

---

৩৪ সূরা আন-নূর, আয়াত-৪৭ কাশফুল আসরার খ. ১, পৃ ৬৬

৩৫ রিযা ওস্তাদী, কেইহানে আন্দীশে (كيهان انديشه) সংখ্যা-৬৫, (তেহরান ঃ ফার্সী ১৩৭৫ ফারভারদিন ও উদী বেহেশত সংখ্যা), পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগ করেছি এক ভাগ আমার জন্য এবং এক ভাগ আমার বান্দার জন্য।'[৩৬]

একই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى صلواة فلم يقرأ فيها بفا تحة الكتاب فهى خداج هى خداج غير تمام.

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নামায পড়ল অথচ নামাযে সূরাতুল-ফাতিহা পড়ল না সে নামায অসম্পূর্ণ।[৩৭]

অনুরূপভাবে الرحمن الرحيم এর তাফসীর করতে গিয়ে হযরত সালমান ফার্সী (রা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل مائة رحمة وا نه انزل منها واحدة الى الارض فقسمها بين خلقه فيها يتعا طفون وبها يتراحمون وا خرتسعا وتسعين لنفسه وان الله قابض هذه الى تلك فيكملهاماية يرحم بها عباده يوم القيامة.

হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহতায়ালার একশটি রহমত রয়েছে এর মধ্যে থেকে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন এবং তা সৃষ্টির মাঝে বন্টন করা হয়েছে তাতেই সৃষ্টি পরস্পরে সৌহার্দ্য ও পরস্পরে দয়া প্রদর্শন করছে। ৯৯ ভাগ রহমত আল্লাহ নিজের জন্য রেখেছেন। এই এক ভাগেই কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি চলবে আল্লাহ তায়ালা সে এক ভাগও নিয়ে নেবেন, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি পূর্ণ একশ ভাগ নিয়েই বান্দাকে রহমত করবেন।[৩৮]

একইভাবে সূরা আল্-বাকারার তাফসীরের শুরুতেই হাদীস বর্ণনা করেন-

---

৩৬ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার, খ. ১, পৃ. ২

৩৭ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة قيل يا رسول الله و ماالبطلة قال السحره.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল-বাকারা শিক্ষা করো, যে এ সূরা ধারণ করবে বরকত পাবে, আর যে ধারণ করবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে গ্রহণ করবে তাকে 'বাতালা' আক্রমণ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো বাতালা কি? তিনি বললেন ঃ যাদু।[৩৯]

সুরা আল-বাকারার শেষ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূযর গিফারী (রা) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এ তাফসীরে। যেমন :

قال ابوذر قلت كم الانبياء قال مائة الف واربعة وعشر ون الفا قلت كم الرسل قال ثلثما ئة وثلثة عشرجما غفيرا يعنى كثيرا طيبا قلت من كان اولهم قال آدم قلت انبى مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا ثم قال يا ابا ذر اربعة سريا نيون آدم وشيث و ادريس وهواول من خط بالقلم ونوح واربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا اباذرو انبياء بنى اسرائيل موسى وأخرهم عيسى واول الرسل آدم وآخرهم محمد قلت فكم كتا با انزله الله قال مائة كتاب واربعة كتب-انزل الله تعا لى على شيث خمسين صحيفة وانزل الله على ادريس ثلثين صحيفة وانزل الله على ابراهيم عشرصحائف وعلى موسى قبل ان ينزل عليه التورة عشرصحائف وانزل الله التورة والانجيل والزبو روالقرقان (الحديث).

হযরত আবূ যর (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামকে প্রশ্ন করলাম : নবীগণ কতজন ছিলেন? বললেন : একলাখ চব্বিশ হাজার। আবার জিজ্ঞেস করলাম : রাসূল ক'জন? উত্তরে তিনি বললেন : তিনশত তের জন। এক বড় দল অর্থাৎ পবিত্র বহর। তাকে প্রশ্ন করলাম তাদের মধ্যে প্রথম কে ছিলেন? তিনি বললেন : আদম (আ.) আমি

---

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞেস করলাম তিনিও কি প্রেরিত নবী ছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ তাকে নিজ হাত দিয়ে তৈরি করেছেন তার দেহে রুহ ফুঁকে দেন তারপর তাকে তিনি সুঠাম করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আবু যর এ নবীগণের মধ্যে সিরিয়ান ভাষার ছিলেন চারজন তারা হলেন : আদম, শীস[৪০] ইদরীস এবং নূহ আর এদের মধ্যে ইদ্রিস (আ.)[৪১] সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন। চারজন ছিলেন আরবী ভাষী, তারা হলেন : হুদ, সালিহ, শোয়াইব এবং তোমার নবী। হে আবু যর বনি ইসরাইলের নবীগণের প্রথম রাসূল হলেন মূসা, আর তাদের শেষ রাসূল হলেন ঈসা, সর্ব প্রথম রাসূল আদম আর সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞেস করলাম : আল্লাহতায়ালা কতখানা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : একশত চারখানা কিতাব। আল্লাহতায়ালা শীসের উপর পঞ্চাশখানা, ইদরীসের উপর ত্রিশখানা, ইব্রাহিমের উপর দশখানা এবং মূসার উপর তাওরাত অবতীর্ণের পূর্বে দশখানা সহীফা অবতীর্ণ করেছেন। আর তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর এবং আল-কুরআন নাযিল করেন।[৪২]

---

৪০ শীস (আ.) ঃ শয়তানের কুমন্ত্রণায় হযরত আদম (আ.)-এর দু'সন্তান হযরত হাবিল (আ.) ও কাবিলের মধ্যে বিবাহ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে। মানবেতিহাসে এটাই প্রথম হত্যাকাণ্ড। বাবা আদম ও মা হাওয়া (আ.) এ ঘটনায় শোকে-দুখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। হাবিল হত্যার পঞ্চাশ বছর পর আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে যে সন্তান দিলেন তাঁর নাম 'শীস'। এ সময় হযরত আদম (আ.)-এর বয়স ছিল একশ' ত্রিশ বছর। শীস শব্দের অর্থ হিবাতুল্লাহ বা আল্লাহর দান। আরবী ভাষায় নামটি শীস, সিরীয় ভাষায় শাস আর হিব্রু ভাষায় শীস ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আদম (আ.)-এর দুঃখী মনে সান্তনা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দান হিসাবে তাঁকে এ সন্তান দেয়া হয়েছে তাই নাম রাখা হয়েছে "শীস"। হযরত শীস (আ.)-এর বয়স যখন চার শ' বছর তখন হযরত আদম (আ.) তাঁকে অসিয়ত করেন। অসিয়ত ছিল-সত্য ও ন্যায় নীতিকে বলিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরবে আর আল্লাহ তায়ালা ও মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর ঈমান আনবে। হযরত আদম (আ.) বলেন ঃ 'হে আমার প্রিয় ছেলে-আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম আরশের গায়ে, বেহেশ্তের দরজায়, আকাশের স্তম্ভে, তুবা বৃক্ষের পাতায় দেখেছি।' হযরত আদম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে তার বিশাল পরিবারের সামগ্রিক দায়িত্ব হযরত শীস (আ.)-এর হাতে ছেড়ে দেন। কাবিল ও তার সন্তানরা ছাড়া অন্য সবাই তাঁকে মেনে নেয়। হযরত শীস (আ.) অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও মানুষের সব রকম সুখ শান্তির জন্যে চেষ্টা চালান। তাঁর নেতৃত্ব অত্যন্ত মজবুত দেখে কাবিল ও তার সন্তানরা শীসের (আ.) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আল্লাহতায়ালা কাবিল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। যুদ্ধনীতি ও

Dhaka University Institutional Repository

কলাকৌশল শিক্ষা দেন। যুদ্ধে কাবিল পরাজিত ও নিহত হয়। শত্রুমুক্ত হয়ে হযরত শীস (আ.) শহর নির্মাণের কাজে হাত দেন। হাজারেরও অধিক শহর নির্মাণ করেন এবং প্রতিটি শহরে একটি করে উচু মিনার তৈরি করেন আর প্রতিদিন এ মিনার থেকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা হতো ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আদামু ছফিউল্লাহ, ওয়া মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" আল্লাহছাড়া কোন মা'বুদ নেই আদম আল্লাহর মনোনীতি আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। হযরত শীস (আ.) জনগণকে পরহেযগারী অবলম্বন ও আল্লাহতায়ালার তাসবীহ আদায়ের নির্দেশ দেন। সৎ কাজের আদেশ দান ও অন্যায় থেকে নিষেধ করাই ছিল হযরত শীস (আ.)-এর প্রশাসনের মূল ভিত্তি। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন চালানোর ফলে গোটা সমাজ ছিল শান্তিপূর্ণ, কোথাও ছিল না হিংসা-বিদ্বেষ। হযরত শীস (আ.) হজ্ব ও ওমরা পালনের জন্যে মক্কা মোকাররমায় বেশি সময় কাটাতেন। তিনি পাথর ও মাটি দিয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছেন। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী শীস (আ.) তাঁর বোন হাযুরা বিনতে আদমকে বিবাহ করেন। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় আল্লাহতায়ালা বেহেশতের হুরকে মানবীয় রূপদান করে পাঠালে তার সাথে হযরত শীসের বিবাহ হয়। সে ঘরেই তাঁর ছেলে-আনুস বিন শীস ও নেয়ামত বিনতে শীস জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শীস (আ.) প্রায় আট শ' বছর হায়াত পান। (তারিখে তাবারী ১/৯৫, আল্লামা নুবাইরী (র.) নিহায়াতুল আরব-৮/২৫)

৪১ **হযরত ইদ্রীস (আ.)** ঃ হযরত ইদ্রিস (আ.) ছিলেন বাবা আদম তনয় হযরত শীস (আ.)-এর পর প্রথম নবী ও রাসূল। তাঁর উপর আল্লাহতায়ালা পরপর ৩০টি ছহীফা নাযিল করেন। তাঁর নাম ছিল খানুক বা আখনুক। বাইবেলে হনোক ইংরেজীতে Enoch, হিব্রু ভাষায় হেনোক নামে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি ইরাকের বাবেলে মতান্তরে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় হযরত আদম (আ.)-এর বয়স ছিল ছয়শত বাইশ বছর। তাঁর বংশ পরিচয় হলো-ইদ্রীস বিন মাদায় বিন্ মাহলাইল বিন কাইনাল বিন আনুশ বিন শীস বিন আদম (আ.)। তাঁর মাতার নাম ছিল কাইনুছ। অতীত যুগে তাঁকে হারমাহ বলা হতো। তাঁর জন্মস্থানের নাম ছিল মুনেফ বা মুনিফ। ইদ্রীস নামকরণের কারণ সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, ইদ্রীস শব্দটি দারুস থেকে বহির্গত যার অর্থ ঠিকানাবিহীন। যেহেতু তিনি দুনিয়ার ঠিকানা থেকে উধাও হয়ে গেছেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হলো ইদ্রীস শব্দটি দার্স থেকে এসেছে। দারস অর্থ লেখাপড়া করা, পাঠদান করা। লেখাপড়ায় অধিক মগ্ন হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয়েছে ইদ্রীস। শারীরিক গড়নের দিক থেকে তার রং ছিল লাল গোরা, সুন্দর চেহারা, ঘন দাঁড়ি, সুঠামদেহ, দীপ্ত চোখ, বিনত অবয়ববিশিষ্ট। বেশীরভাগ সময় লেখাপড়া, চিন্তা, গবেষণা ও আল্লাহর যিকিরে কাটাতেন। বেবিলনে শৈশবকাল কাটানোর পর সেখানে কাবিলের বংশধরগণ যখন মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয় ইদ্রিস (আঃ) তা পছন্দ করেন নি। প্রাপ্ত বয়সে আল্লাহতায়ালা তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি বেবিলন থেকে মিসরে গমন করেন। সেখানে খোদাদ্রোহী শক্তিকে আল্লাহর একত্ব ও সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করেন। মিসরের শাসনকর্তা হযরত ইদ্রীস (আ.)-কে তার ১১ জন সঙ্গীসহ বাসভবনে দাওয়াত করেন। এ রাজা সবসময় রাণীর কথামতো দেশ চালাতো। সে রাণীর নির্দেশে হযরত ইদ্রীস (আ.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তিনি বুঝতে পেরে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যান। তাঁকে ধরার জন্য প্রথমে ৪০ জন লোক

Dhaka University Institutional Repository

পাঠানো হয়। তারা হযরত ইদ্রিসকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হওয়া মাত্রই বেহুঁশ হয়ে মারা যায়।

এরপর বাদশা ৫০০(পাঁচ শত) লোক পাঠায়। এরাও চতুর্দিক থেকে যখন তাঁকে বেষ্টন করে ফেলে আল্লাহর কুদরতে সবাই বেহুঁশ হয়ে মারা যায়। এরপর আর কেউ তাঁকে ধরার জন্যে আসতে সাহস পায়নি। তিনি একটানা বিশ বছর পাহাড়ের গুহায় ছিলেন। দিনে রোযা, রাতে ইবাদত-বন্দেগীতে কাটান। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর ইফতার দিয়ে যেতেন। এই বিশ বছর মিসরে কোন বৃষ্টি হয়নি। যার ফলে দুর্ভিক্ষে মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়। উপায়ন্তর না দেখে সবাই ময়দানে এসে তওবা করে। আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে হযরত ইদ্রীসকে জানিয়ে দেয়া হয় কওমের লোকেরা তওবা করেছে। আপনি গুহা থেকে বের হয়ে আসুন। মিসরের লোক আপনার সাথে যে বেয়াদবী করেছে তারা যদি ক্ষমা চায় প্রার্থনা করে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। হযরত ইদ্রীস (আ.) বের হয়ে আসলে রাজা তার লোকজন নিয়ে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন। হযরত ইদ্রিস (আ.) তাদের ক্ষমা করে দিয়ে দু'হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টি নামে। মুনাজাত শেষ না হতেই পানির সয়লাব হয়ে যায়। মিসরের লোক আবারো আল্লাহর নাফরমানি করতে থাকে। তিনি মিসর থেকে ইয়েমেন চলে আসেন এবং এখানেই হিদায়েতের কাজ চালাতে থাকেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হারুত-মারুতের ঘটনা তাঁর সময়ই সংঘটিত হয়। ইয়েমেনে আসার পর বিশ্বের বিশাল অংশের শাসনভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি আদম সন্তান বসতি এলাকাকে চারটি ভাগে ভাগ করেন এবং প্রতিটি ভাগের জন্য একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাদের নাম ছিল 'ইলউছ', যুছ, এস্তাকলাবিউছ, যুছ আমুন। তিনি এ সব প্রশাসকের মাধ্যমে নামায ও নির্ধারিত দিনে রোযা, যাকাত ও জিহাদের কাজ চালিয়ে যান। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ ৩০ খানা ছহীফার বিষয়বস্তু ছিল-আকাশের তারকাপুঞ্জের গতিবিধি, সৃষ্টিজগতের গতি প্রকৃতি, বস্তুর ব্যবহারের পদ্ধতি। ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি নবুয়্যত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিকমতের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জামা সেলাই করার বিদ্যা অর্জন করেন, সেলাই করা জামা পরিধান, শহর নির্মাণ, বার্ষিক ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করেন। তিনি ১৮৮টি শহর নির্মাণ করেন। শহর নির্মাণের উন্নত কৌশল, সুরম্য ভবন নির্মাণের উন্নত কৌশল, অবলম্বনের জন্য তাঁকে দুনিয়ার প্রথম ইঞ্জিনিয়ারও বলা হয়। শেখ আশরাফ (র.) এজন্যেই তাঁকে বিজ্ঞানের জনক আখ্যা দিয়েছেন। জ্যোতিবিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গতিবিধির জ্ঞান তিনি মানুষের সামনে পেশ করেন। অংক ও গাণিতিক হিসাবের সূত্র তার থেকেই শুরু হয়। তিনি জনগোষ্ঠীকে তিনভাগে ভাগ করেন। একদল ধর্মীয় জ্ঞান ও দাওয়াতে মশগুল ছিল, তারা কৃষি কাজও করতো। দ্বিতীয় দল প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতো তাদের জন্যও কৃষি কাজ করা বাধ্যতামূলক ছিল। তৃতীয় দলের প্রধান কাজই ছিলো কৃষি ও পশু পালন। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য শূকর, উট, কুকুর, গাধার গোশত এবং কিছু সংখ্যক মাদকদ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছেন। সাপ্তাহিক ও মাসিক অনুষ্ঠানমালার প্রবর্তন করেন। নামাজ ও কোরবানী বাধ্যমূলক করেন। তিনিই প্রথম সেনাবাহিনী গঠন করেন। কৃষি ও পশু পালন বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন ভাষাবিদ। সত্তরটি ভাষায় তিনি কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলতে পারতেন। ইবাদত বন্দেগীতে তিনি এতোই উন্নত পর্যায়ের ছিলেন যে তাঁর সুনাম সমগ্র ফেরেশতারা জানতো। ফেরেশতাদের কামনা ছিল হযরত ইদ্রীস (আ.)-কে দেখার। হযরত আযরাইল (আ.) হযরত ইদ্রিস (আ.)-কে দেখার জন্য আগ্রহী ছিলেন। একবার আল্লাহতায়ালা একজন ফেরেশতার উপর রাগ করলেন। এতে তার ডানা ভেঙে সাগরে পড়ে যায়। তিনি আর আকাশে যেতে পারেননি। হযরত ইদ্রীস (আ.) তার দুরবস্থা দেখে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেন। আল্লাহ নবীর দোয়া কবুল করে ফেরেশতার ডানা ফিরিয়ে দেন। ফেরেশতা বললেন, 'আপনি কি চান? আপনার কি খেদমত করতে পারি?' হযরত ইদ্রীস (আ.) বললেন, 'আমি আযরাইল (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এবং দোযখ ও বেহেশত দেখতে চাই। ফেরেশতা আল্লাহতায়ালার অনুমতিক্রমে তাঁর ডানায় করে নবী ইদ্রীস (আ.)-কে চতুর্থ আকাশে নিয়ে যান। সেখানে হযরত আযরাঈলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

হযরত আযরাঈল (আ.) নবী ইদ্রীস (আ.)-কে দেখে মুচকি হেসে বললেন ঃ আল্লাহতায়ালার নির্দেশ হলো চতুর্থ ও পঞ্চম আকাশের মাঝখানে আপনার জান কবজ করতে হবে। হযরত ইদ্রীস (আ.) আল্লাহতায়ালার কাছে আরজ করলেন ঃ আমি দোযখ ও বেহেশ্ত দেখতে চাই। আল্লাহতায়ালা তাঁকে জান কবজের পর পুনরায় জীবন ফিরিয়ে দেন। হযরত আযরাঈল (আ.) হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর অনুরোধে তাঁকে দোযখের সব কিছু দেখান। এরপর বেহেশ্তে যাওয়ার অনুরোধ করেন। হযরত আযরাঈল শর্তারোপ করে বললেন, "আপনি যেতে পারেন তবে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে।" ইদ্রীস (আ.) বেহেশতের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ও অগণিত ফলফলাদি, সুরম্য অট্টালিকা, হুর, গেলমান দেখে বিভোর হয়ে পড়েন। তিনি আযরাঈল (আ.) কে বললেন : আমি বেহেশতে থেকে যেতে চাই, আযরাঈল (আ.) বললেন, 'আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করুন', তিনি বেহেশতে থাকার অনুমতি চাইলে আল্লাহতায়ালা তাকে থাকার অনুমতি দেন। তাই তিনি আজও সে চতুর্থ আকাশে অবস্থান করছেন। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ সফরে চতুর্থ আকাশে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত ইদ্রীস (আ.) যখন চুতর্থ আকাশে ভ্রমণে যান তখন বয়স ছিল ৩৬৫ বছর। আল্লাহতায়ালা আল-কুরআনের দু'টি আয়াতে হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন-প্রথমটি সূরা মারইয়ামে। ইরশাদ হচ্ছে- 'এই কিতাবে ইদ্রীসের কথা আলোচনা করুন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম।' (মারমাইয়াম-৫৭-৫৮) দ্বিতীয় সূরা আম্বিয়ায় ঃ 'এবং ইসমাইল, ইদ্রীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল। আমি তাঁদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।' (আম্বিয়া-৮৫-৮৬)

(আল-আল-কুরআন, তারিখে তাবারী, তাফসীরে মাআরেফুল আল-কুরআন, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাফসীরে সুরাবাদী, আত্তাবাকাতুল কুবরা, তারিখে ইয়াকুবী, তাফসীর আল মিযান, ফায়হাঙ্গে আসাতির, ইসলামী বিশ্বোকোষ ইঃফাঃ)।

৪২ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার, প্রাগুক্ত, খন্ড ১, পৃ. ৭৭৯-৮০

* ইমাম কুরতুবী, তাফসীর আল-কুরতুবী, খন্ড ৬, পৃ. ১৯

* মাওলানা আবদুর রহীম, আল্লাহর হক বান্দার হক, (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

দশখণ্ডে রচিত এ সমুদ্রসম তাফসীর গ্রন্থের হাদীসসমূহ যদি আলাদাভাবে সাজানো হয় ইলমে হাদীসের এক বিশাল গ্রন্থে পরিণত হবে।

৩. মনীষীগণের মতামত উপস্থাপনে কাশফুল-আসরার

আল-কুরআনের পরিভাষাসমুহের যুগপোযুগী ব্যাখ্যা এবং অতীত মনীষীদের মতামত, যুগ চাহিদার আলোকে সমাধান পেশ কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থকে প্রতি পরতে মনীষীগণের মতামত দ্বারা সুশোভিত ও সাজানো হয়েছে। এ যেন মুক্তোমালা। সূরাতুল-ফাতিহার তাফসীর শুরু করতেই নজরে পড়ে ঃ

قال ابو ميسره : اول ماقرأجبرائيل النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فاتحة الكتاب الى خاتمتها.

হযরত আবূমাইসারা (র.) বলেন: মক্কায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের কাছে হযরত জিব্রাইল (আ.) যে পূর্ণাঙ্গ সুরা পাঠ করে শুনান তা ছিল সূরাতুল-ফাতিহা।[৪৩]

قال الخليل بن احمد البصرى : الله هو الاسم الاكبر.

আল্লামা খলিল ইবন আহমদ আলবসরী বলেন : 'আল্লাহ' শব্দটি সবচেয়ে বড় নাম।[৪৪]

سعيد جبير گفت : رحمن است كه رحمت ونعمت وى بر مؤمن وكافر وبر دوست و دشمن روانست.

সাঈদ জুবাইর বলেন : রহমান বলতে তার রহমত ও নিয়ামত মু'মিন কাফির, বন্ধু, শত্রু সবার জন্য অবারিত।[৪৫]

جعفر بن محمد (ع) فقد قال الرحمن اسم خاص بصفة عامه والرحيم اسم عام بصفة خاصه.

ইমাম জাফর সাদিক (র.) বলেন : আর-রহমান আল্লাহর বিশেষ নাম

---

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ গূণবিশিষ্ট আর-রাহীম সাধারণ নাম বিশেষ গুণ বিশিষ্ট।[৪৬]

ابی کعب گفت ومن ورا ئهم ارض بیضاء کالرخام عضها مسیرة الشمس اربعین یوما طولها لایعلمه الا الله عزوجل مملوة ملائکة یقال الروحا نیون زحل بالتسبیح والتهلیل، لوکشف عن صوة احدهم لهلك اهل الارض من هول صوته فهم العالمون.

'উবাহ ইবন কা'ব (র.) বলেন : এ সৌরজগতের প"চাতে **'বায়দা'** নামক আরেকটি জগত আছে যা প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের চল্লিশ দিন লাগে। তার দৈর্ঘ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, এ জগত ফেরেশতায় ভরা, তাদেরকে বলা হয় **'রুহানিয়্যুন'**। যারা সদা-সর্বদা তাসবীহ ও তাহলীলে রত থাকেন। তাদের একজনের কণ্ঠের আওয়াজ যদি এ পৃথিবীতে আসতো সে ভয়ানক শব্দে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। ওখানের ফিরিশতারা সবাই আলিম।'[৪৭]

এভাবে দশখণ্ডের প্রতিপাতায় মনীষীগণের পবিত্রবাণীর উদ্ধৃতি কাশফুল-আসরারকে অন্যান্য তাফসীরের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছে।

৪. ফিকহী মাসাইল বর্ণনায় কাশ্‌ফুল-আসরার

আল-কুরআনের আয়াত থেকে ফিকহী মাসাইল বের করা খুবই কঠিন কাজ। আল্লামা মেইবুদী (র) অত্যন্ত জটিল বিষয়ের ফিকহী সমাধান পেশ করেছেন তার বিশাল তাফসীরে। এসব মাসয়ালা বর্ণনা থেকে সহজেই বুঝা যায় তিনি ছিলেন অন্যতম ফকীহ। শফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলেও ইমাম মালিক (র) (মৃ. হি. ১৭৯) ইমাম আবূ হানীফা (র) (মৃ হি. ১৫০) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) (মৃ ২৪১) ইমাম আওযায়ী (র) (মৃ হি. ২৪১) সহ বিশ্ব বিখ্যাত ফকীহও ইমামগনের মতামত তুলে ধরে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য তা নির্দেশ করেছেন। যেখানেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স"র্কিত আয়াত এসেছে সেখানেই তিনি ফিক্‌হী মাসায়িল অত্যন্ত গভীর পাণ্ডিত্যের সাথে উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ-তাকলীদ বা ইমামের অনুসরণ

---

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪৭ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট রেডিও তেহরানের বহিবিশ্ব কার্যক্রমের ১৩টি ভাষায় প্রচারিত, প্রচারকাল ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৯ (পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত)

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন ১ম খণ্ডের ৪৫২ থেকে ৪৫৫ পৃষ্ঠা। তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়ে লিখেনঃ

تقلید آنست که سخن کسی قبول کنی وحکم وی بی دلیل وبی حجت بپذیری وصواب وخطا دران حکم درگردن وی افکنی.

'তাকলীদ বা অনুকরণ বলতে বুঝায় কারো কথা গ্রহণ করে নেবে তার নির্দেশ কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেবে এ নির্দেশের সঠিক বা ভুল সে ব্যক্তির (ইমামের) ঘাড়ে বর্তাবে।'[৪৮]

তিনি তার দীর্ঘ বর্ণনায় তাকলীদকে তিনভাগে ভাগ করেছেন এবং সব কটি স্তর দলীল ও যুক্তিতে উপস্থাপন করেছেন।

হায়িয বা স্ত্রীলোকের ঋতু সম্পর্কে ১ম খণ্ডের ৫৯৭ পৃ: চমৎকারভাবে দলীল সহকারে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা আলোচনা করেছেন। তার এ আলোচনার পদ্ধতিও অত্যন্ত চমৎকার তিনি লিখেন ঃ

اما احکام حیض انست که برزن حرام بود درحال حیض خواندن قرآن که مصطفی صلی الله علیه وسلم گفت، لایقرء الجنب ولاالحائض شئیا من القرآن، وحرام است بروی یا سیدن قرآن لقوله تعالی" لایمسه الاالمطهرون" وحرام است بروی درمسجد درنگذردن لقوله علیه السلام لایحل المسجد لجنب، ولالحا ئض وحرام است بروی طواف کردن که مصطفی صلی الله علیه وسلم عائشة راگفت اصنعی مایصنع الحاج غیر ان لاتطوفی یعنی فی حال الحیض الخ.

হায়েয় বা ঋতুবতী স্ত্রীলোকের আহকাম হলো ঃ

ঋতুবতী জন্য এ অবস্থায় আল-কুরআন পড়া হারাম, কেননা মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'অপবিত্র ও ঋতুবতী ব্যক্তি আল-কুরআন পড়বে না।' এ অবস্থায় আল-কুরআন স্পর্শ করা হারাম। যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা : 'পবিত্রাগণ ছাড়া এ আল-কুরআন যেন স্পর্শ না করে।' ঋতুবতীর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হারাম, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : 'অপবিত্র ও ঋতুবতীর জন্য মসজিদে প্রবেশ হালাল নয়।' ঋতু অবস্থায় বাইতুল্লাহ

---

৪৮ কাশফুল-আসরার, প্রাগুক্ত, খন্ড ১, পৃ. ৪৫২

Dhaka University Institutional Repository

তাওয়াফ করা হারাম। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম হযরত আয়শা (রা.)-কে বললেন : "ঋতু অবস্থায় অন্যান্য হাজী সাহেবাণীর মতই সবকিছু পালন করো, তবে এ অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।[৪৯]

ফরয গোসল সম্পর্কে	খ. ২	পৃ. ২৫৭
তাইয়াম্মুম সম্পর্কে	খ. ২	পৃ. ৫২১
কেবলা সম্পর্কে	খ. ১	পৃ. ৩৮৫, ৪০০
নামায ও তার আরাকান সম্পর্কে	খ. ১	পৃ. ৬৪৪
কসর নামায সম্পর্কে	খ. ২	পৃ. ৬৫৪
নামাযের পদ্ধতি	খ. ২	পৃ. ৬৬৭
ভয়ের নামায	খ. ২	পৃ. ৬৫৮
রোযা সম্পর্কে	খ. ১	পৃ. ৪৮৭
যাকাত সম্পর্কে	খ. ১	পৃ. ৭২৭
হজ্জের ফরয দায়িত্ব ও আরকান সম্পর্কে	খ. ১	পৃ. ৫২০
হেরেম শরীফ, হেরেমের এলাকা ও হেরেমে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে	খ. ১	পৃ. ৩৪৯
হজ্জের শর্তাবলী ও ক্ষমতা		
বিক্রি ও বিক্রয়ের শর্তাবলী	খ. ১	পৃ. ৭৪৯
সুদ সংক্রান্ত মাসায়েল,	খ. ১,	পৃ. ৭৫৫
হাদিয়া বা উপঢৌকন সংক্রান্ত,	খ. ৩,	পৃ. ৬১৭
প্রাণী জবাই করার হুকুম,	খ. ৩,	পৃ. ১২
মাদক দ্রব্য হারাম হওয়া সংক্রান্ত,	খ. ৩,	পৃ. ২২৪
বহু বিবাহ,	খ. ১,	পৃ. ৫৮৫
একই বিষয়ে,	খ. ১০,	পৃ. ১৪৫
লিয়ান বা শপথ সহকারে সাক্ষ্য প্রদান,	খ. ৬,	পৃ. ৪৯১
স্বামী কর্তৃক দেন মোহর প্রদান,	খ. ১,	পৃ. ৭৬৯
শপথ গ্রহণ ও ভঙ্গের হুকুম,	খ. ১,	পৃ. ৬০৩
মিরাসী আইন,	খন্ড ২,	পৃ. ৪৩৫
হত্যা সংক্রান্ত আইন,	খন্ড ২,	পৃ. ৬৩১
সন্ত্রাস ও রাহজানী সংক্রান্ত,	খন্ড ৩,	পৃ. ১০২

---

৪৯ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯৭

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে গোটা তাফসীর জুড়ে ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা দিয়ে এ মহান তাফসীর গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।[৫০]

৫. আল-কুরআনের রহস্য উদঘাটনে কাশফুল-আসরার

تعرف الاشياء باسمائها বা বস্তুর নাম থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায় আরবী এই প্রবাদটি কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের ক্ষেত্রে যথাযথ। আল-কুরআনের গূঢ় রহস্য, রমূয ও হাকীকত এ গ্রন্থে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাসে এই মানের গ্রন্থ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সূরাতুল-ফাতিহায় আল্লাহ তায়ালার ইসমে যাতের সাথে রাহমান ও রাহীম এ দুটি সিফাত ব্যবহারের রহস্য সম্পর্কে এ তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

اما حکمت دران که ابتدا با لله کر دپس بر حمن پس برحیم آنست : که این بر وفق احوال بند گان فرو فرستاد وا یشان راسه حال است اول آفرنیش، پس پرورش پس آمرزش الله اشارت است با آفرنیش در ابتداء نقدرت رحمن اشارت است بپر ورش در دوام نعمت، رحیم اشارت با امرزش درانتها برحمت چنان استی که الله گفتی اول بیافریدم بقدرت پس بپروردیم بنعمت آخربیامرزم برحمت.

'শুরুতে আল্লাহ, এরপর রাহমান ও তারপর রাহীম পরিভাষা প্রয়োগের হিকমত হলো-এ বিন্যাস বান্দাদের অবস্থা অনুযায়ী করা হয়েছে। মানুষের অবস্থা তিনটি, প্রথম সৃষ্টি, দ্বিতীয় লালনপালন, এরপর ক্ষমা। 'আল্লাহ' শব্দ দিয়ে সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহর কুদরতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'রাহমান' শব্দদিয়ে স্থায়ী নিয়ামত দ্বারা লালন পালন এবং 'রাহীম' শব্দ দিয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষমা করে রহমতের ছায়া তলে স্থান দেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অবস্থা এমন যে আল্লাহ যেন বলছেন প্রথমে নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছি, এরপর নিয়ামত দিয়ে লালন পালন করেছি-সর্বশেষে নিজ রহমতে ক্ষমা করেছি।'[৫১]

সূরাতুল-ফাতিহার তাৎপর্য তুলে ধরে লিখেন ঃ

---

৫০ যিয়া ওস্তাদী, কেইহানে, আন্দীশে (کیهان اندیشه) সংখ্যা-৬৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১, ১৭২

৫১ কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

وسورة الحمد مشتمل است بر آن هشت قسم كه كليد هاى بهشت است يكى از آن ذكرذات خداوند جل جلا له (الحمد لله دب العا لمين) دوم ذكر صفات (الرحمن الرحيم) سيم ذكر افعال (اياك نعبد) چهارم ذكرمعاد (واياك نستعين) پنجم ذكر تزكيه نفس از افات (اهدنا الصراط المستقيم) ششم تحليه نفس بخيرات، واين تحليه وآن تذ كيه هرد وبيان صراط مستقيم است. هفتم ذكر احوال دوستان ورضاء خداوند درحق استن (صراط الذين انعمت عليهم) هشتم ذكر احوال بيگا نگان و غضب خداوند بر يشان (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) اين هشت قسم از اقسام علوم بد لايل اخبار واثار هريكى درى است از درهاى بهشت وجمله درين موجود است. پس هرانكس كه اين سوره با خلاص برخواند درهشت بهشت بروى كشاده شود امروز بهشت عرفان وفردا بهشت رضوان در جوا ررحمان و ما بينهم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر ياء على وجهه فى جنة عدن.

সূরাতুল-হামদ আটটি বিষয়কে সম্পৃক্ত করেছে যে আট বিষয় আট বেহেশতের চাবি।

প্রথমটি হলো আল্লাহ জাল্লাজালাহুর জাত বা মূল সত্তার আলোচনা। যা الحمد لله رب العالمين এর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলির আলোচনা করা হয়েছে। যা الرحمن والرحيم এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয়তঃ কার্যকমের আলোচনা স্থান পেয়েছে। اياك نعبد এ আয়াতাংশে সে কথাই বলা হয়েছে।

চতুর্থতঃ পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে। واياك نستعين তারই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

পঞ্চমতঃ সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নফস তথা আত্মার পরিশুদ্ধির কথা اهد نا الصراط المستقيم এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ আত্মাকে কল্যাণের জন্য সুশোভিত করা, এই তাহলিয়া বা সুশোভিত এবং পবিত্রতা উভয়ই রয়েছে সিরাতাল মুস্তাকীমে (صراط المستقيم) এর মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পর্যায়ে বন্ধুদের বর্ণনা ও বন্ধুদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্টির বর্ণনা দিয়েছে صراط الذين انعمت عليهم এ আয়াতের মাধ্যমে।

৮ম পর্যায়ে অপরিচিত ও শত্রুদের অবস্থা এবং তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছে। غير المغضوب عليهم و لاالضا لين এ আয়াতের মধ্যে।

হাদীস ও রিওয়াতের দলিলে এই আট প্রকার ইলম প্রত্যেকটি বেহেশতের এক একটি দরজা। এরই মাঝে সকল দরজা বিদ্যমান রয়েছে। তাই যে কেউ এই সূরাতুল ফাতিহা-ইখলাস তথা নিষ্ঠার সাথে পড়বে তার জন্য আট বেহেশতের দরজাই খোলা থাকবে। আজকে আধ্যাত্মিকতার প্রশান্তিময় বেহেশত, ভবিষ্যতের রেযামন্দির বেহেশতে রাহমান তথা পরম করুণাময়ের সান্নির্ধে এমনভাবে অবস্থান করবে সেদিন জান্নাতে আদনে মহান প্রভুর মহানত্বের একটি পরদাই শুধু তার সামনে বাকি থাকবে।[৫২]

৬. বিভ্রান্ত আকীদা খণ্ডণে কাশফুল-আসরার

সমকালীন বিশ্বের বাতিল মতবাদ তথা জাবরিয়্যা, মারযিয়্যা[৫৩], ইনাদিয়া, লা আদরিয়া সহ যে সকল মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল এতে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এ সময় কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ আল-কুরআনের গূঢ় রহস্য উদঘাটনের মাধ্যমে আকাঈদের জটিল বিষয়গুলোর সমাধান পেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

যেমন ঃ আল-কুরআনের আয়াত ختم الله على قلو بهم এর তাফসীরে

লিখেন ঃ

دراین آیت رد قدریان روشن است ودلیل اهل سنة در اثبات قد رونفی

---

৫২ কাশফুল-আসরার, খ. ১, পৃ. ৩৮

৫৩ মুরজিয়্যাহ ঃ বনু উমাইয়া যুগে মুরজিয়্যাহ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। জাহাম ইবন সাফওয়ান থেকে এ ফিরকার উদ্ভব হয়। পরে আরো ১২টি শাখায় বিভক্ত হয়। এ ফিরকার আকীদাহ ও বিশ্বাস হল যে, ঈমান কথার নাম; কাজের নাম নয়, কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ উচ্চারণকারী যত বড় গুণাহগারই হোক না কেন সে কখনও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে না। কোন লোক যদি শুধু ইমানের কথা স্বীকার করে বা কালিমায়ে তাওহীদ মুখে উচ্চারণ করে আর কোন প্রকার আমলও না করে তবুও সে কামিল মু'মিন। (আবদুর কাদির জিলানী (র) গুনিয়াতুত্ তালিবীন) বাংলা অনুবাদ-মাওঃ শরীফ মুহাম্মদ ইউসুফ প্রকাশক-হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড ৬৫, চক সায়ফুলায় রোড, ঢাকা-১২১১ প্রকাশ-২০০২ইং

Dhaka University Institutional Repository

استطاعت قوى بهمد الله و منه... ونظير اين در قر آن فر اوان است وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون- بل طبع الله عليها لكفرهم فلا يؤ منون الا قليلا.

এ আয়াতে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের জবাব সুস্পষ্ট আর আহলে সুন্নাতুওয়াল জামায়াতের স্বপক্ষের দলিল। এ আয়াতে তাকদীরের বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়েছে এবং সকল ক্ষমতা আল্লাহর এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে। যা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার জবাব দিচ্ছে। এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে অনেক। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

আল্লাহতায়ালা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তারা বুঝতে পারছে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে বরং আল্লাহতায়ালা তাদের কুফরীর কারণে, তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছে।[৫৪]

আল-কুরআনে সূরা আল-বাকারার আয়াত ثم يميتكم এর তাফসীরে লিখেন ঃ

اما معتزلى كه عذاب گور را منكر است دست درين اية ميزند وميگويد دو زندگى گفت يكى در دنيا ويكى در قيا مت وز ندگى درگور وعذاب نگفت- جواب و ى انست كه زندگى قوم موسى پس از صا عقه كه رسيد ايشا نرا نگفت درين آية و دلالت نكر دكه نيست و ذالك فى قوله تعا لى ثم بعثنا كم من بعد موتكم... زندگى در گور وعذاب قبر اگر دراين آيت منصوص نيست نفى ان درآيت هم نيست انكه دراخبار درست بروا يت ثقات وبز ركان صحابه چون عمرخطاب- وعلى بن ابيطالب و عبد الله مسعود وعبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و جرير بن عبد الله و جابر و ابوهريره وابوسعيد خدرى و ابو ايوب انصارى وا نس بن مالك و براء بن عازب بروايت ايشان درست شده از مصطفى عليه السلام حياة و عذاب قبر و هركه انرا منكراست ضا لست و مبتدع.

'তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায় আযাবে কবরকে অস্বীকার করছে। তারা এ

---

৫৪ কাশফুল-আসরার, খ. ১, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে বলছেন মানুষের দুটি জীবন ঃ একটি হলো দুনিয়া আরেকটি হলো কিয়ামত। এ আয়াতে কবরের জীবন এবং তার মধ্যে আযাবের কথা বলা হয়নি। তাদের জবাবে বলতে চাই, মুসা (আ.) সম্প্রদায়ের বজ্রপাতে মৃত্যুর কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। এ আয়াত এ কথাও বলছে না যে তাদের মৃত্যু হয়নি। অথচ আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ অতঃপর আমি তাদেরকে পুনর্জীবন দিয়েছি তাদের মৃত্যুর পর। উল্লেখিত আয়াতে কবরের জীবন এবং আযাবে কবরের কথা যদিও বলা হয়নি, আবার তা অস্বীকারও করা হয়নি। আমরা দেখছি এর স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য এবং মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়েকিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ওমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবন আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন ওমর, জারির ইবন আবদুল্লাহ, জাবির ইবন আবদুল্লাহ, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু আইউব আনসারী, আনাস ইবন মালিক এবং বারা ইবন আযিব (রাদ.)। এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে কেউ আযাবে কবরকে অস্বীকার করবে সে পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতী।'[৫৫]

তাই বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ ড. জাওয়াদ শরীয়ত ১৯৮৯ সালে ইউনেস্কো আয়োজিত এবং তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে তার ভাষণে বলেন "খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) যদি আকাঈদের জটিল বিষয় ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদের জবাব আল-কুরআন থেকে কাশফুল আসরারের মাধ্যমে না দিতেন তাহলে বিশ্ববাসী বাতিল আক্বিদায় নিমজ্জিত হয়ে যেত।"[৫৬]

৭. কুরআনিক ভূগোল বিশ্লেষণে কাশফুল আসরার

ارض القران বা কুরআনে বর্ণিত স্থানসমুহ এবং تاريخ القران বা কুরআনিক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রেও কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। যেখানেই কোন স্থানের বর্ণনা এসেছে সেখানেই অভিনব পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এ তাফসীর গ্রন্থে।

---

৫৫ কাশফুল-আসরার, খ. ১, পৃ. ১২৪

৫৬ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট, রেডিও তেহরানের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে ১৩টি ভাষায় প্রচারিত, প্রচারকাল ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৯ (রিপোর্টটি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত)

Dhaka University Institutional Repository

যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত মক্কায় অবস্থিত সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের বিশ্লেষণ করে আল্লামা মেইবুদী (র.) লিখেন :

صفا سنگ سپید سخت باشد یعنی صافی که دران هیچ خلطی نبود از خاك وگل وغیر آن ومروه سنگی با شد سیاه وسست ونرم که زود شکسته شود وگفته اند آدم وحوا چون انجا رسید آدم بکوه صفا فروآمد وحوا بکوه مروة بس هردو کوه را بنام ایشان باز خواندند صفا از خواندند که آدم صفی انجا فرو آمد ومروه از ان گفت که مرآة یعنی جفت آدم آنجا فروآمد

সাফা কঠিন সাদা পাথর অর্থাৎ এতই স্বচ্ছ যে তাদের কোন কুলষতা নেই। নেই তাতে ধূলোবালি। মারওয়া এমন পাথর যা কালো ও নরম যা অতি দ্রুত ভেঙ্গে যায়। বর্ণিত হয়েছে যে, আদম ও হাওয়া (আ.) যখন সাফা ও মারওয়া প্রান্তরে আসলেন আদম সাফায় আর হাওয়া মারওয়ায় আরোহণ করলেন। সাফাকে এ জন্য সাফা নাম রাখা হলো যা এ পাহাড়ে আদম সাফী (পূতঃপবিত্র) অবতরণ করেছেন, মারওয়া এ জন্য যে, আদমের সহধর্মীনি মারআত বা মহিলা সেখানে অবতরণ করেন।[৫৭]

কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহের ব্যাখ্যা উপস্থাপনে এমন সব তথ্য প্রদান করেছেন যা বিস্ময়কর।

আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, ঐতিহাসিক ঘটনা, আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। বর্ণিত স্থানটির প্রাচীন নাম কি ছিল, ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ কি ছিল শেষ পরিণতি কি হলো সব বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় এ তাফসীর গ্রন্থে। এ গ্রন্থকে যদি বলা হয়, আল-কুরআনের ইতিহাস গ্রন্থ বা ভূগোল বর্ণনার নির্ভুলযোগ্য সূত্র তাও অতিরিক্ত হবে না।

---

৫৭ কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

৮. আল-কুরআনের তথ্য উপস্থাপনে কাশফুল-আসরার

তাফসীর জগতে আল-কুরআনে বর্ণিত পরিভাষা ইশারা, ইঙ্গিত ও দুর্লভ বিষয়ের ব্যাখ্যায় সকল মুফাসিসরই কিছু না কিছু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অতীতের ইতিহাস গ্রন্থ, ইসরাইলী রিওয়ায়েত ও হাদীসে বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্য ছিল মুফাস্‌সিরগণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থ এক্ষেত্রে অতীত এর ইতিহাসকে হাদীসের আয়নায় যাচাই করে আল-কুরআনের পরিভাষা ও ইশারা ইঙ্গিতের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কোন রূপ বাড়াবাড়ি না করে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছে। অপরিচিত কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা বা তথ্য গ্রহণ করেনি।

মূল কুরআনের শব্দ ও ইঙ্গিতকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে সৃষ্টিজগতের রহস্য ও স্রষ্টার কুদরতের বাস্তবতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এ গ্রন্থে এমন সব তত্ত্বও তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না।

আল্লামা মেইবুদী (র.) দীর্ঘ চৌদ্দশত বছরের তাফসীর জগতের ইতিহাসে যে ব্যতিক্রম জিহাদ চালিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল-কুরআনের ১১৪টি সূরার তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন যা সাধারণত তাফসীর গ্রন্থসমূহে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন সূরাতুল-ফাতিহার তাফসীরে লিখেন ঃ

بدانکه دراین سورة نه ناسخ است و نه منسوخ و بعددکوفیان صدوچهل ودو حرفست وبیست و نه کلمه و هفت آیة.

'জেনে রাখ এ সূরায় ন'টি নাসিখ এবং ৯টি মানসুখ রয়েছে। কুফীদের গণনা অনুযায়ী ১৪২টি হরফ, ২৯টি শব্দ এবং ৭টি আয়াত রয়েছে।'[৫৮]

'আল্লাহ' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন-

ودرقرآن سه هزا روبیست وهفت جای خودرانام الله گفت.

'কুরআনে আল্লাহ নামটি তিন হাজার ২৭ বার উল্লেখিত হয়েছে।'[৫৯]

সুরাতুল-বাকারার তাফসীরে তিনি লিখেন ঃ

---

৫৮ কাশফুল-আসরার, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩

৫৯ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

ودرسورة البقره پانزده مثل است و صدوسی حکم و خوددراية دین باخر سوره چها رده حکم است و جمله سوره دوبیست و هفتاد شش آیت است بعدد کو فیان وشش هزار و صدویا زده کلمه است و بیست و پنج هزار وپانصد حرف.

সূরাতুল-বাকারায় ১৫টি উদাহরণ এবং ১৩০টি নির্দেশ রয়েছে শুধুমাত্র ঋণ সংক্রান্ত আয়াতে ১৪টি নির্দেশ রয়েছে। গোটা সুরায় কূফীদের হিসেব অনুযায়ী ২৮৬টি আয়াত ৬১১১টি শব্দ ২৫৫০০ হরফ রয়েছে।[৬০]

সূরাতু-আলিইমরান (ال عمران) এর তাফসীর করতে গিয়ে প্রথমেই লিখেনঃ

گفته اند دویست آیت است و سه هزا رو چهار صدوهشتاد کلمه و چهارده هزارو پا نصد وبیست وپنج حرف جمله بمدینه فرود آمد.

'বলা হয়েছে এ সূরায় আয়াত সংখ্যা-২০০, শব্দসংখ্যা ৩৪৮০, হরফ সংখ্যা-১৪২৫। গোটা সূরাহ মাদীনা তাইয়্যেবায় অবতীর্ণ হয়েছে।'[৬১]

সুরাতুন্‌নিসায় (سورة النساء) তাফসীরে লিখেন ঃ

این سوره درمدینات شمرند که همه به مدینه فرود آمد ودرابتداء هجرت مصطفی صلی الله علیه وسلم وبعدد کو فیان صدو هفتاد وشش آیت است و سه هزار وهفتصد و چهل و پنج کلمات و شانزده هزار وسی حرف.

এই সূরা মাদানী সূরা হিসেবে গণ্য। গোটা সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের প্রথমদিকেই অবতীর্ণ হয়। কুফী ভাষাবিদগণের হিসেব অনুযায়ী ১৭৬ আয়াত ৩৭৪৫ শব্দ এবং ১৬০৩০টি হরফ রয়েছে।[৬২]

সূরাতুলমাইদার (سورت المائده) তাফসীরের সূচনাতেই লিখেন ঃ

---

৬০ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০, ৪১

৬১ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২

৬২ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

این سورة المائده صدوبیست آیت است بعدد کوفیان ودوهزار وهشتصد وچهار کلمه ویا زده هزا رونهصد وسی وسه حرف است.

এই সূরাতুল মায়িদাতে কুফীগণের হিসাব মতে ১২০টি আয়াত ২৮০৪ শব্দ ১১৯৩০ হরফ রয়েছে।[৬৩]

আল-কুরআনের প্রতিটি সূরায় তথ্য পরিবেশিত হয়েছে একইভাবে। সর্বশেষ সূরাতুন্নাস (الناس) এর তথ্য দিয়েছেন এভাবে ঃ

این سوره هفتاد ونه حرف است بیست کلمه شش ایة جمله به مدینه فرو آمد وقومی گفتند به مکه فرو آمد ودراین سوره ناسخ ومنسوخ نیست.

এই সূরায় ৭৯টি হরফ, ২০টি শব্দ, ৬টি আয়াত রয়েছে। সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মক্কায় অবতীর্ণ, এই সূরায় নাসিখ ও মানসূখ নেই।[৬৪]

সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিষয় হলো-এ তাফসীরের দশম খন্ডে অর্থাৎ সবশেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ জন্য আলাদা একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। সংযোজন নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন ঃ আল-কুরআনের মোট সূরা সংখ্যা ১১২টি। তিনি সূরা আল-ফালাক ও আন্নাসকে আল-কুরআনের সূরা হিসেবে গণ্য করেন নি। তিনি তার মাসহাফ বা পান্ডুলিপিতে এজন্যেই এ দুটি সূরা লিখেন নি।

ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৬টি। তিনি দোয়ায়ে কুনূতকে দু'টি সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। ১টি হল সূরাতুল-খালয় (الخلع) অপরটি সুরাতুল-হাফদ (الحفد)।[৬৫]

সূরাতুল-খালয় (الخلع) নিম্নরূপ ঃ

اللهم انا نستيعنك ونستغفرك و نؤمن بك و نتوكل عليك ونثنى عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك و نخلع ونترك من يفجرك.

---

৬৩ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩

৬৪ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৭৩

৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮১

Dhaka University Institutional Repository

সূরাতুল-হাফদ নিম্নরূপ ঃ

اللهم اياك نعبد و لك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك با لكفار ملحق.

হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন ঃ

'আল-কুরআনে সুরা সংখ্যা-১১৪। বেশিরভাগ সাহাবাও সমগ্র দুনিয়ার ওলামায়ে কিরামের ইজমা হয়েছে ১১৪ এ সংখ্যার উপর।'

আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা হযরত আলী (রা) এর হিসেব অনুযায়ী ৬২৬৬টি, বসরী আলিমদের মতে আয়াত সংখ্যা ৬২০৪টি, বেশীরভাগ আলিমের মতে এবং বহুল প্রচারিত মত হল আয়াত সংখ্যা-৬৬৬৬টি।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র.)-এর মতে আল-কুরআনে মোট শব্দের সংখ্যা ৭৭৪৩৯টি। আল-কুরআনের হরফ সংখ্যা নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) এর মতে ৩২৩৬৭১টি হরফ কুরআনে রয়েছে। ইমাম মুজাহিদ (র.)-এর মতে হরফ সংখ্যা-৩২১১২০টি, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)-এর মতে হরফ সংখ্যা ৩২২৬৭০টি।[৬৬]

একদল তাফসীর বিশারদ আল-কুরআনে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত হরফসমূহের ব্যবহারের যে সংখ্যা বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

আলিফ (الف) এর সংখ্যা	৪৮৮৭২টি
বা (با) এর সংখ্যা	১১৪২৮টি
তা (تا) এর সংখ্যা	১০১৯৯ টি
সা ثا) এর সংখ্যা	১২৭৬ টি
জীম (جيم) এর সংখ্যা	৩২৭৩টি
হা (حا) এর সংখ্যা	৩৯৯৩ টি
খা (خا) এর সংখ্যা	২৪১৬ টি
দাল (د) এর সংখ্যা	৫৬৪২ টি
যাল (ذ) এর সংখ্যা	৪৬৯৭ টি
রা (ر) এর সংখ্যা	১১৭৯৩টি
যা (ز) এর সংখ্যা	১৫৯০টি
সীন (س) এর সংখ্যা	৫৮৯১টি

৬৬ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৮২

Dhaka University Institutional Repository

শীন (ش) এর সংখ্যা	২২৫৩টি
সাদ (ص) এর সংখ্যা	২০১৩টি
দ্বাদ (ض) এর সংখ্যা	১৬১৭টি
তা (ط) এর সংখ্যা	১২৭৪টি
যা (ظ) এর সংখ্যা	৮৪২টি
আইন (ع) এর সংখ্যা	৯২২০টি
গাইন (غ) এর সংখ্যা	২২০৮টি
ফা (ف) এর সংখ্যা	৮৪৯৯টি
কাফ (ق) এর সংখ্যা	৬৮১৩টি
কাফ (ك) এর সংখ্যা	৯৫০০টি
লাম (ل) এর সংখ্যা	৩০৪৩২টি
মীম (م) এর সংখ্যা	২৬১৩৫টি
নূন (ن) এর সংখ্যা	২৬৫৬০টি
ওয়াও (و) এর সংখ্যা	২৫৫৩৬টি
হা (ها) এর সংখ্যা	১৭০৭০টি
লাম আলিফ (لا) এর সংখ্যা	৪৭২০টি
ইয়া (يا) এর সংখ্যা	২৫৯১৯টি।[৬৭]

আল্লামা মেহবুদী (র.) হরফসমূহের সংখ্যা বর্ণনা করে এসব হরফের তাৎপর্য সম্পর্কে খাজা আনসারী (র.)-এর মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) বলেন ঃ

درهر حـــرفی ارادتی، درهرکلمـــتی اشـــا رتی، درهرآیـتی، زیـادتی
درهرســورتی ســعــادتی، درهرحــرفی بدایـتی، درهرآیـتی رعــایـتی، درهر
ســورتی ســرایـتی، درهر الفی الائی، درهر بائی بهـائی، درهر تاتی تحفـه ای،

---

৬৭ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৮২-৬৮৩

Dhaka University Institutional Repository

درهر ثا ئی ثوابی درهر ذالی ذوقی، درهرر ائی راحـــتی، درهرز ائی زیارتی، درهرســـینی سنائی درهرشینی شعاعی، درهرصادی صفائی، درهرضادی ضیائی، درهرطائی طها رتی، درهر ظائی ظرافتی، درهرعینی عنایتی، درهرغینی غبنی، درهرفائی فنائی، درهرنونی نوری، درهر واوی ولائی، درهرهائی هوائی، درهر لام الفی الفی و لطفی، درهر یائی یمنی.

প্রতিটি হরফে এক একটি অভিপ্রায়, প্রতিটি শব্দে এক একটি ইঙ্গিত, প্রতিটি আয়াতে প্রবৃদ্ধি, প্রতি সূরায় সৌভাগ্য রয়েছে। প্রত্যেক হরফে নতুনত্ব, প্রতি আয়াতে উপকারিতা, প্রতি সূরায় ব্যাপকতা রয়েছে। প্রতি আলিফে (ا) একটি নেয়ামত ও শক্তি, প্রতিটি বা (ب) তে শৌর্য-বীর্য্য, প্রতিটি তা (ت) য়ে ভিন্ন ভিন্ন উপঢৌকন। প্রতিটি সা (ث) তে ভিন্ন ভিন্ন সওয়াব, প্রত্যেক যাল (ذ) এ ভিন্ন উদ্দিপনা, প্রতিটি রা (ر) তে ভিন্ন প্রশান্তি, প্রতিটি যা (ز) তে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাৎ, প্রত্যেক সীনে (س) পৃথক পৃথক মর্যাদা, প্রতিটি শীনে (ش) এক একটি স্ফুলিংগ, প্রতিটি সাদে (ص) এক একটি পরিচ্ছন্নতা, প্রতিটি দ্বাদে (ض) এক একটি আলোক প্রভা, প্রত্যেক তা (ط) তে ভিন্ন ভিন্ন পবিত্রতা, প্রত্যেক যা (ظ) তে ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম মর্ম, প্রত্যেক আইন (ع)-এ এক একটি অনুগ্রহ, প্রত্যেক গাইন (غ)-এ এক একটি বিচক্ষণতা, প্রত্যেক ফা (ف) তে এক একটি বিলীনতা, প্রত্যেক নূন (ن)-এ ভিন্ন ভিন্ন নূর, প্রতি ওয়া (و)-তে এক একটি বন্ধুত্বের সোপান, প্রত্যেক হা (ه) তে এক একটি মনের কামনা, প্রত্যেক লাম আলিফ (لا)-এ এক একটি সৌহার্দ ও অনুগ্রহ, আর প্রত্যেক ইয়া (ى) তে নিরাপত্তা ও দয়া নিহিত রয়েছে।[৬৮]

একথায় বলা যায় যে, তাফসীরে কাশফুল আসরার বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্য সাজানো হলে একটি ব্যতিক্রমধর্মী তথ্য গ্রন্থ রচিত হবে।

৯. শাব্দিক অর্থের ব্যাপকতায় কাশফুল-আসরার

আল-কুরআনের পরিভাষাসমুহ এতই ব্যাপক ও তাৎপর্যবহ যে একই পরিভাষা বিভিন্ন আয়াতে উপস্থাপিত হয়েছে। কাশফুল-আসরার গ্রন্থে যে পরিভাষাটি প্রথম এসেছে সেখানেই গোটা কুরআন মজীদে বর্ণিত ঐ পরিভাষা কোন্ আয়াতে কোন অর্থ এবং তাৎপর্য রয়েছে তা বলে দেয়া হয়েছে, অন্যকোন তাফসীর গ্রন্থে এ বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় না।

---

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩-৬৮৪

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ঃ

আদ্ দ্বীন (الدين) পরিভাষাটি কুরআনুল কারীমে ১২টি অর্থে উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

১. আদ্-দ্বীন অর্থ তাওহীদ। যেমন আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

ان الدين عند الله الاسلام

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই তাওহীদ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা।'[৬৯]

২. আদ্-দ্বীন অর্থ হিসাব। যেমন আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

غيرمد ينين اى غير محاسبين

'হিসাব বহিরভুত।'[৭০]

৩. আদ্-দ্বীন অর্থ নির্দেশ। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

فى دين الملك اى فى حكمه

'বাদশাহর হুকুমে।'[৭১]

৪. আদ্-দ্বীন অর্থ মিল্লাত বা জাতি। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وطعنوا فى دينكم

'আর তোমাদের জাতির উপর আঘাত হেনেছে।'[৭২]

৫. আদ্-দ্বীন অর্থ জাযা বা প্রতিফল। যেমন আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেনঃ

انا لمدينون اى مجزيون

'নিশ্চয়ই আমি প্রতিফল দানকারী।'[৭৩]

৬. আদ্-দ্বীন অর্থ সীমা-পরিসীমা। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولايد ينون دين الحق تاخذكم بها رأفة فى دين الله اى فى حدود الله على الزنا

---

৬৯ আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৯

৭০ সূরা আল ওয়াকিয়া, আয়াত-৮৬

৭১ সূরাতু ইউসুফ, আয়াত-৭৬

৭২ সূরাতুত তাওবা, আয়াত-১২

৭৩ সূরা আসসাফফাত, আয়াত-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সত্য দ্বীনের সীমা লংঘন করো না। আল্লাহর সীমায় তোমাদের কোনরূপ সহানুভূতি যেন পেয়ে না বসে।[৭৪] অর্থাৎ জেনার ব্যাপারে আল্লাহর সীমা লংঘন করো না।

৭. আদ্-দ্বীন অর্থ শরীয়ত। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের শরীয়তকে পরিপূর্ণতা দান করলাম।'[৭৫]

৯. আদ্-দ্বীন অর্থ শিরক। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

لكم دينكم

'তোমাদের জন্য তোমাদের শিরকী ব্যবস্থা।'[৭৬]

১০. আদ্-দ্বীন অর্থ দোয়া বা আহবান করা। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

مخلصين له الدين

'দ্বীনের আহবানে তারা নিষ্ঠাবান।'[৭৭]

১১. আদ্-দ্বীন অর্থ মুশরিক দাস। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا

'তাদেরকে ছাড়ো যারা তাদের মুশরিক দাসদেরকে খেল-তামাশার কাজে ব্যবহার করছে।'[৭৮]

১২. আদ্-দ্বীন অর্থ প্রতাপ ও প্রাধান্য পাওয়া। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

ما كان ليأ خذ اخاه فى دين الملك

'সে তার ভাইকে বাদশাহর প্রভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।'[৭৯]

উক্ত ১২টির স্থানে আদ-দ্বীন পরিভাষাটি ১২টি তাৎপর্য বহন করে।[৮০]

---

৭৪ সূরাতুত্ তাওবা, আয়াত-২১

৭৫ সূরাতুল মাইদা, আয়াত-৩

৭৬ সূরাতুল কাফিরুন, আয়াত-৬

৭৭ সূরাতুল বাইয়্যেনা, আয়াত-৫

৭৮ সূরাতুল আনআম, আয়াত-৭০

৭৯ সূরা সূযাতু ইউসুফ, আয়াত-৭৬

৮০ কাশফুল আসরার, খ. ১, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

১০. সর্বস্তরের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে কাশফুল-আসরার

মুহীউদ্দীন ইবন আরাবী (র.) (محى الدين عربى) বিরচিত আধ্যাত্মিক তাফসীর যদিও কাশফুল-আসরারের ধারায় লিখিত কিন্তু কাশফুল-আসরার গ্রন্থ সর্বস্তরের তাফসীর পাঠককে যেভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছে তা অন্য কোন তাফসীর গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয়নি যা নিঃসন্দেহে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য।

যে ব্যক্তি আল-কুরআনের যথার্থ অনুবাদ জানতে চান তিনি কাশফুল-আসরারের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রথম অংশে তা অত্যন্ত উন্নত ভাষা ও পরিভাষা সম্বলিত অনুবাদ পাবেন। যেমন ঃ

بسم الله بنام خدواند **الرحمن** جهان دا ردشمن پرور ببخشا يند گى **الرحيم** دوست بخشاى بمهر بانى **الحمد لله** ستايش نيكو وثناء بسزا خدايرا **رب العالمين** خداوند جها نيان ودار ندهٔ ايشان.

(বিসমিল্লাহ), খোদার নামে, (আররাহমান) বিশ্বব্যাপী দুশমন লালনকারী, ক্ষমাসুন্দর (আররাহীম) বন্ধুদের দয়ারগুণে দানকারী (আলহামদুলিল্লাহ) সর্বোত্তম গুণগান ও প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য (রাব্বুলআলামীন) বিশ্বলোকের রব ও পালনকর্তা।[৮১]

অন্যত্র লিখেন ঃ

الم سر خدا وند يست در قر آن **ذالك الكتاب** اين آن نا مه است **لا ريب فيه** كه دران شك نيست **هدى للمتقين** راه نمونى پرهيز كا رنرا **الذين يؤمنون بالغيب** ايشان كه بنا ديده وپو شيده ميگر وند **ويقيمون الصلواة** ونماز بپاى ميدارند بهنگام خويش **ومما رزقناهم ينفقون** وزا نچه ايشان را روزى داريم هزينه ميكنند.

(আলিফ লাম মীম) কুরআনে আল্লাহর গোপনভেদ (যালিকাল কিতাব) এটা ঐ পত্র (লা-রাইবাফীহে)-যাতে সন্দেহ নেই, (হুদাললিলমুত্তাকীন) পরহিযগারগণের জন্য পথের দিশা, (আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গাইব) যারা না দেখে ও অদৃশ্যে বিশ্বাসী (ওয়া ইউকীমুনাস্সালাতা) নামায যথাযথ ও যথাসময়ে আদায় করে (ওয়া মিমমা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন)-তাদেরকে

---

৮১ কাশফুল-আসরার, খ. ১, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

যে জীবনপোকরণ দিয়েছি ব্যয় করে।[৮২]

যে ব্যক্তি ইলমুত তাফসীরের ধারা অনুযায়ী প্রতিটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চান তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে এমন সব তথ্যসহ বিবরণ পাবেন যা বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থসমূহের শতাধিক তাফসীরের সারনির্যাস।

আর যে ব্যক্তি আল-কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও আয়াতের গূঢ়রহস্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে ও অনুধাবন করতে চান কুরআনুল কারীমের আধ্যাত্মিক মাকামসমূহ তাত্ত্বিক ও বাস্তবভাবে আয়ত্তে আনতে চান, তার জন্য কাশফুল-আসরারের বিকল্প নেই। তৃতীয় অংশে রয়েছে আল-কুরআনের আধ্যাত্মিক খোরাক। এক কথায় সকল শ্রেণীর জনগণ, গবেষক ও তথ্যানুসন্ধানী ও মুফাসসীরের খোরাক রয়েছে এ গ্রন্থে।

১১. *তাফসীরের শর্তপূরণে কাশফুল-আসরার*

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য কমপক্ষে ১৫ প্রকার ইলমের প্রয়োজন।[৮৩] এ প্রসঙ্গে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) লিখেন ঃ

يحتاج المفسراليها وهى خمسة عشر

احدها اللغة، الثانى النحو، الثالث التصريف، الرابع الا شتقاق، الخامس المعانى، السادس البيان، السابع البديع، الثامن علم القرات، التاسع اصول الدين العاشر اصول الفقه، الحادى عشر اسباب النزول والقصص، الثانى عشر الناسخ، والمنسوخ الثالث عشر الفقه، الرابع عشر الاحاديث المبينه لتفسير المجمل والمبهم، الخامس عشرعلم الموهبه.

মুফাসসির তাফসীর করতে হলে পনরটি ইলম প্রয়োজন

১ ইলমুল-লুগাহ বা আরবী ভাষার জ্ঞান

২ ইলমুন-নাহু বা আরবী বাক্য প্রকরণের জ্ঞান

৩ ইলমুস-সারফ বা আরবী শব্দ প্রকরণের জ্ঞান

৪ ইলমুল-ইশ্‌তিকাক বা শব্দের বুৎপত্তিগত জ্ঞান

---

৮২ কাশফুল-আসরার, খ. ১, পৃ. ৩৯

৮৩ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (র.), আল-ইতকান ফী উলূমিল-কুরআন (الاتقان فى علوم القران), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

৫ ইলমুল-মা'আনী বা শাব্দিক অলংকরণ

৬ ইলমুল-বয়ান বা বাক্য প্রয়োগে অলংকরণ

৭ ইলমুল-বা'দী বা ছন্দ প্রয়োগে অলংকরণ

৮ ইলমুল-কিরাআত বা কুরআন মজীদ পঠন রীতি জ্ঞান

৯ ইলমু উসূলিদ্দীন বা দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি ও মুলনীতির জ্ঞান

১০ ইলমু উসূলিল ফিকহ বা ফিকহের মূলনীতির জ্ঞান

১১ ইলমু আসবাবিন নুযূল ওয়াল কিসাস বা সূরাহ, আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কাল, প্রেক্ষিত, কারণ ও ঘটনাবলী সম্পকীয় জ্ঞান

১২ ইলমুন্-নাসিখ ওয়াল মানসূখ বা রহিতকারী আয়াত ও রহিত আয়াত সম্পর্কীয় জ্ঞান

১৩ ইলমুল-ফিকহ বা আইন সম্পর্কীয় জ্ঞান

১৪ ইলমু উলূমিল হাদীস বা হাদীস বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞান

১৫ ইলমুল-মাওহিবাহ বা আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান।[৮৪]

কাশফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ সকল শর্তে পরিপূর্ণ।

কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ প্রথমত: খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) দ্বিতীয়তঃ আল্লামা রশিদুদ্দিন মেইবুদী (র)-এর যৌথ ভূমিকায় একটি পূর্ণাঙ্গ সকল শর্তে ভাস্বর গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। বিশেষ করে উক্ত শর্তাবলীর সর্বশেষ শর্ত হলো 'ইলমুল লাদুন্নী অর্জন করা এ বিষয় খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) সার্থক ব্যক্তি যিনি ইলমুল লাদুন্নী অর্জন করে আল-কুরআনের অনুদঘাটিত রহস্যাবলী উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

১২. *আহলে বাইতের মহামূল্যবান বাণী উপস্থাপনে কাশফুল-আসরার*

আহলে বাইতের ইমামগণ ছিলেন আল-কুরআন যথার্থ মুফাস্সির, হিদায়িতের মশাল ও নাজাতের তরী। প্রখ্যাত গবেষক সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আয়াযী-এ প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

میبدی درضمن تفسیر خوداحادیث متعددی راازطریق اهل بیت طهارت
نقل نموده است از ان میان از علی (ع) بیش از ۱۰۰ مورد وازامام حسن

৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

مجتبی (ع) بیش از ٥ مورد از امام حسین (ع) بیش از ٧ مورد امام سجاد (ع) بیش از ٦ مورد واز امام باقر (ع) ٤ مورد واز امام جعفر صادق (ع) بیش ٣٧ مورد واز امام علی بن موسی الر ضا (ع) ٣ مورد ودر فضائل علی (ع) بیش از ٣٠ مورد فضلیت ومنقبت نقل نموده است.

'মেইবুদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করেন। এর মধ্যে হযরত আলী (আ) এর শতাধিক, হযরত ইমাম হাসান মোজতবা (আ) এর ৫টি, ইমাম হোসাইন (আ) এর ৪টি, ইমাম জাফর সাদিক (আ) এর ৩৭টি, ইমাম আলী ইবনে মূসা আর-রিযা (আ) এর ৩টি এবং হযরত আলী (আ.) এর মর্যাদা সম্পর্কে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ বাণী স্থান পেয়েছে।'[৮৫]

আল-কুরআনের মাহাত্ম ও গুরুত্ব সম্পর্কে আহলে বাইতের ইমামগণ থেকে যে সকল হাদীস ও যে সকল অমূল্যবাণী উপস্থাপন করেছেন এর বেশিরভাগই বিরল। যেমন হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র) বলেন :

قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم کلام الله جدید غض طری.

'আল-কুরআন সব সময়ই নতুন, সজীব ও তাজা।'[৮৬]

হযরত ইমাম বাকির (র.) বলেন :

قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم ان القران حی لایموت والایة حیة لاتموت.

'আল-কুরআন জীবিত, কখনো মরে না, আয়াতও জীবিত কখনো মরে না।[৮৭]

হযরত ইমাম সাদিক (র) বলেন :

ان القران یجری کما یجری اللیل والنها روکما یجری الشمس والقمر ویجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا.

---

৮৫ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আয়াযী, কেইহানে আন্দিশে (کیهان اندیشه) সংখ্যা-২৮ (ইরান, কোম ঃ রাহমান-ইফাদ ফার্সী সাল ১৩৬৮) পৃ. ১৬৮-১৬৯

৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

'যেভাবে রাতদিন, সূর্যচন্দ্র অবিরামভাবে আবর্তীত হয়ে আসছে ও হতে থাকবে। আল-কুরআনও একইভাবে চলতেই থাকবে, পূর্ববর্তী বংশধরগণ যেভাবে আল-কুরআনকে পেয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সে ভাবে সম্পৃক্ত করবে।'[৮৮]

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ

لم صار الشعر والخطب تمل اذا اعيدت والقران يعاد ولاتملّ قال عليه السلام لان القرآن حجة على اهل الدهر الثانى كماهو على اهل الدهر الاول فلذالك ابدا هوغض جديد.

'কবিতা ও বক্তৃতা বারবার শুনলে বিরক্তি আসে কেন? অথচ আল-কুরআন বারবার পড়লেও বিরক্তি কেন আসে না? হযরত ইমাম সাদিক (আ) তার জবাবে বললেন : কেননা আল-কুরআন সকল যুগের লোকের জন্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কোন যুগের সাথে বিশেষিত নয়। আর আল-কুরআন এ কারণেই সর্বাধুনিক ও সদা সতেজ।'[৮৯]

১৩. আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কাশফুল-আসরার

ইলমুল-মা'রিফাতের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে আহলে বাইত সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কাশফুল-আসরার গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) ও আহলে বাইতের ইমামগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে। এ প্রসঙ্গে আলী আসগর হিকমত লিখেন :

صاحب كتاب كشف الاسرار تاليف خود نسبت بمقام امير المؤمنين على عليه السلام وائمه اطهار همه جا بادب واحترام سخن گفته واحاديث وروايات بسيار از ايشان نقل كرده است.

কাশফুল-আসরারের লিখক তার রচনায় হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী আলাইহিস সালাম এবং পবিত্র ইমামগণের মর্যাদা অত্যন্ত আদব ও সম্মানের

---

৮৮ কাশফুল-আসরার, খ. ২, পৃ. ২০৩

৮৯ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

সাথে উল্লেখ করেছেন। তার বহু বানী ও বর্ণনা এ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।[৯০]

নবম খণ্ডের ভূমিকায় জনাব হিকমত লিখেন ঃ

در همه حال وهمه جا بذكر احا ديث صحيحه ونقل روايات مرويه از اهل بيت رسالت ومعادن علم وحكمت متمسك شده ودر فضائل ان خواندان زبان بصدق گشوده وهمت شحنة النجف بدرقهٔ راه اوبوده وازجام ويجزى الذين احسنوابا لحسنى سيراب شده است.

সর্ব অবস্থা ও সকল স্থানে রিসালাত, ইলম ও হিকমতের খনি আহলে বাইতের সহী হাদীস ও তাদের বর্ণনার উপর নির্ভর করা হয়েছে। ঐ বংশের মর্যাদা বর্ণনায় তিনি ছিলেন সক্রিয় ঘোষক। নাজাফের বালুকণা যেন ছিল তার পথের দিশা। আল্লাহর ঘোষণা : যারা উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম কাজ দিয়ে দেয়। এ বক্তব্যের ফয়েজ দিয়ে নিজেকে সিক্ত করেছে।[৯১]

আল্লাহতায়ালার ঘোষণা ঃ

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله

'লোকদের মাঝে এমনও আছেন যে নিজের সত্তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন।'[৯২]

এ আয়াত হযরত আলী (র.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মেইবুদী (র.) লিখেন ঃ

گفته اند كه اين آيت درشان امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) آمد انگه كه مصطفى (ع) هجرت كرد، وعلى را برجاى خواب خود خوا با نيد و ذالك ان الله تعالى اوحى الى جبرائيل و ميكائيل انى اخيت بينكما و جعلت عمر احد كما اطول من عمر الاخر فا يكما يؤثر صاحبه با لحيواة فاختار كلاهما الحيوة فاوحى الله اليهما افلا كنتما مثل على بن ابى طالب اخيت

৯০ ড. আলী আসগর হিকমত, কাশফুল-আসরারের ভূমিকা, খ. ১, পৃ. ৩

৯১ প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২

৯২ আল-কুরআন, সূরাতুল বাকারা, আয়াত-২০৭

Dhaka University Institutional Repository

بينه و بين نبى محمد صلى الله عليه واله وسلم فبات على فراشه يفد يه بنفسه، ويؤثره بالحيوات، اهبطا الى الارض فا حفظاه من عدوه فنزلا، وكان جبرئيل عند راس على و ميكائيل عند رجليه و جبرائيل انادى، بخ بخ من منك يا بن ابى طالب، يباهى الله عزوجل بك الملائكة فانزل الله عز وجل على رسوله و هو متوجه الى المدينة فى شان على.

বর্ণিত হয়েছে এই আয়াত আমিরুল মুমিনীন আলী ইবন আবু তালিব (আ.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। মুস্তাফা আলাইহিস সালাম হিজরত করছিলেন। হযরত আলীকে (আ.) তার বিছানায় শুইয়ে রেখেছিলেন। আল্লাহতায়ালা হযরত জিবরাইল (আ.) ও মিকাইল (আ.)-এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। তোমাদের একজনের চেয়ে অপরজনের বয়স দীর্ঘ করেছি। তোমরা একজনের জন্য অপরজন জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছো কি? আল্লাহতায়ালা ওহীর মাধ্যমে উভয়কে বললেন, তোমরা দু'জন কি আলী ইবন আবু তালিবের মত হয়েছো? আলী ইবন তালিবের সাথে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সাথে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। তিনি নিজের জীবনবাজী রেখে নবীর বিছানায় শুয়েছেন। তোমরা দু'জন পৃথিবীতে যাও এবং তার শত্রু থেকে তাকে রক্ষা কর। তারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন।

জিবরাইল হযরত আলীর মাথার দিকে এবং মিকাইল পায়ের দিকে অবস্থান নিয়ে পাহারা দিতে লাগলেন। জিবরাইল ডাক দিয়ে বললেন, হে আলী ইবন তালিব বাহ! বাহ! তোমার কতই না মর্যাদা। আল্লাহ তোমাকে পাহারা দেয়ার জন্যই ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূল যখন মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে এই আয়াত নাযিল হয়।[৯৩]

---

৯৩ কাশফুল আসরার, খ. ১, পৃ. ৫৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কাশফুল আসরার

আল-কুরআনের ফার্সী অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল ফার্সী ভাষার ধারা কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থে যেভাবে পরিলক্ষিত হয় চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে এধারার উপস্থাপন সত্যিই বিরল।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক আলী আসগর হিকমত লিখেন ঃ

کتاب او قطع نظر از جنبه دینی از لحاظ ادبی وهمچنین در مباحث عرفانی و تصوف یکی از نو ادر زبان فارسی است که ما نند گنجی ثمن هزاران فایدهٔ علمی وادبی ولغوی وتار یخی را بپارسی زبانان تقدیم میدارد و صد ها لغت وا صطلاحاش را ئج درقرن پنجم وششم هجری که دورهٔ اوج ادبیات فارسی بوده است در این گنجینه و جود دارد و طا لبان ادب و لغت و صرف ونحواز آن بهره ورتو انند شد.

"তাঁর গ্রন্থ দ্বীনি ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও আধ্যাত্মিক ও তাসাওউফের গূঢ়রহস্য উপস্থাপনে ফার্সী ভাষার এক বিরল সৃষ্টি। এ গ্রন্থ যেন এমন এক মহামূল্যবান সমৃদ্ধ ভাণ্ডার যাতে জ্ঞানগর্ভ, সাহিত্যিক ভাষাশৈলী ও ঐতিহাসিক হাজারো উপকার ও কল্যান ফার্সী ভাষীদেরকে উপঢৌকন দান করেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতকের ফার্সী সাহিত্যের সোনালী যুগে প্রচলিত শত শত ভাষা ও পরিভাষা এ জ্ঞান ভাণ্ডারে বিদ্যমান রয়েছে। ভাষা, সাহিত্য, সরফ, নাহু তথা আরবী ব্যকরণের জ্ঞান পিপাসুদের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত খোরাক।[৯৪]

ফার্সী ভাষা শত প্রাচীন ভাষা হলেও ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে আল কুরআনের ছোয়ায়। অগ্নি উপাসকদের পরিভাষাসমূহ আল-কুরআনের প্রভাবে নতুন তাৎপর্য নিয়ে ইসলামী রূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করলে ফার্সী ভাষা তার অতীত ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়। আল-কুরআন ও হাদীসশরীফের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য উপস্থাপন, ছন্দে অলংকরণ, আসরার বা গূঢ়রহস্য উদঘাটন, ছন্দবদ্ধ গদ্যের উন্মেষ এ সকল উৎকর্ষ সাধনে কাশফুল-আসরার গ্রন্থের কাছে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বহুলাংশে

---

৯৪ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

ঋণী। যে গ্রন্থের ভাব, উপমা, উৎপেক্ষা, ছন্দবদ্ধ গদ্যের সার নির্যাস নিয়েই রচিত হয়েছে শায়খ সা'দী (র.)-এর গুলিস্তান, বুস্তান ও গাযালিয়াত, মাওলানা রুমী (র.)-এর মসনবী, খাজা হাফিয (র.) দিওয়ান, আল্লামা জামী (র.), খাজা ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র.)-এর আধ্যাত্মিক কাব্য, ওমর খৈয়াম (র.)-এর রুবাইয়াত, নিযামী গাঞ্জাবী (র.)-এর মরমী কবিতা, নাসির খসরু (র.)-এর কাব্য সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের অনবদ্য অবদান এসব সাহিত্যের সকল পর্যায়ে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) এর সাহিত্য সমুদ্র এবং কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ তাফসীরের বক্তব্য উপস্থাপন ও পরিভাষাসমূহকে বাদ দিয়ে ফার্সী জগতে বিশ্ব সাহিত্যের উপাদান কল্পনা করা যায় না। এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত ছন্দবদ্ধ গদ্য, ফার্সী সাহিত্যের মাধুর্য ও ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। পরবর্তী সাহিত্যাকাশের প্রতি কোনায় এ তাফসীরের ভাষা, পরিভাষা চলার পথের ধ্রুব তারা হিসেবে প্রতিভাত হয়ে আসছে।

ফার্সী ভাষার গদ্য ও পদ্যের সমন্বিত রূপ এবং আধুনিক গদ্য কবিতার উদ্ভাবণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থ এক্ষেত্রে মূল বৃক্ষ বাকী সবই তার কান্ড।

এই তাফসীরে ছন্দবদ্ধ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। এ প্রসঙ্গে ড. যবীহ উল্লাহ সাফা লিখেন ঃ

فقرات مسجع بکار رفته است که برای نمونه یك مورد از ان را دراینجا نقل می کنیم.

এই তাফসীরে ছন্দবদ্ধ বক্তব্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নমুনা স্বরূপ তার তাফসীরের একটি অংশ নিম্নরূপ ঃ

اینست خطاب خطیر ونظام بی نظیر سخنی بر آفین وبردلها شیر ین جانرا بیغا مست و دلرا انس و زبانرا آئین فرمان بز رگوار از خدای نامدار میگوید بندگان من پرستید مرا خوا نند و مرادا نند که آفریدگارمنم کردگا رنامدار بنده نواز امورکار منم مرا پرستید که جزمن معبود نیست مراخوا نید که جز من مجیب نیست.

এটাই মনকাড়া সম্বোধন, দৃষ্টান্তহীন ব্যবস্থাপনা, উচ্চাঙ্গের ভাষা অন্তরে মিষ্টতাদানকারী, প্রাণকে দুঃশ্চিন্তামুক্তকারী, মনসমূহকে সম্প্রীতিদানকারী, মুখের ভাষাকে সংযতকারী মহান খোদা বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

'আমার বান্দারা আমারই ইবাদত করো। আমাকেই ডাকো, আমাকে জানো, আমি তো তোমাদের স্রষ্টা, মহান সৃষ্টিকর্তা, বান্দার লালন-পালনকারী সব কাজের কাজী আমিই। আমার উপাসনা কর। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমাকেই ডাকো, আমি ছাড়া ডাকে সারা দেবার আর কেউ নেই।[৯৫]

উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থসমূহে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের তাফসীর কোথাও দু'লাইন, কোথাও এক প্যারা, আবার কোথাও মাত্র এক পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। সকল তাফসীরের ভাষা ও পরিভাষায় মিল রয়েছে। কিন্তু কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থে ১১৪ সূরার মধ্যে ১১৩ সূরায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা ও ছন্দবদ্ধ বক্তব্যের মধ্যে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীমের তাফসীর উপস্থাপনায় ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষ সাধনে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে কয়েকটি সূরার সূচনা بسم الله الر حمن الرحيم এর তাফসীরের কিছু দিক উদ্ধৃত হলো ঃ

সূরাতুল-ফাতিহায় بسم الله الر حمن الرحيم এর তাফসীর করতে গিয়ে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) লিখেন ঃ

الهی نام تو ماراجو از، و مهر تو ما را جهاز، الهی شنا خت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان، الهی فضل تو ما را لوا و کنف توما را ماوی، الهی ضعیف ان را پناهی قاصد ان را بر سر راهی، مو منان را گواهی، چه بود که افز ایی و نکا هی، الهی چه عز یزست او که تو او را خوا هی و ربگریز دا و را در راه ائی، طو بی آنکس را که تو او رائی آیا که تا از ما خود کرائی؟

'ইলাহী! তোমার নামই আমার বৈধতা, তোমার দয়াই আমার তোবা, তোমাকে চেনাই আমার নিরাপত্তা, তোমার বিশেষ মেহেরবানী আমার অস্তিত্ব, খোদা গো! তোমার অনুগ্রহই আমার ঝান্ডা, তোমার স্নেহই আমাদের আশ্রয়স্থল, হে এলাহী! দুর্বলদের আশ্রয়দানকারী, দূতগণের পথের দিশা তুমি, মুমিনদের সাক্ষী তুমি বাড়িয়ে দাও বা কমিয়ে দাও তাতে

---

৯৫ ড. যবীহ উল্লাহ ছাফা, তারিখে আদাবিয়্যাত দার ইরান, খ. ২, পৃ. ২৫৭ উদ্ধৃতি-কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার, খ. ১, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

তোমায় কী বা হবে? হে ইলাহী, কতই না প্রিয় সে, তুমি যাকে চাও, পথ হারা হলে পথের দিশা দাও। সুসংবাদ তার জন্য যার উপর সন্তুষ্ট। তুমি আমার উপর কবে সন্তুষ্ট হবে?'[৯৬]

সূরা আল-বাকারায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের তাফসীরে গূঢ়রহস্য এভাবে ব্যক্ত করেন ঃ

پس معانی آن نا مها درین سه نام جمع کرده و معا نی آن سه قسم است قسمی جلال و هیبت راست، قسمی نعمت و تربیت راست، قسمی رحمت و مغفرت راست، هر چه رحمت و مغفرت است درنام رحیم تاگفتن آن بر بنده آسان باشد وثواب و ی فرا وان ورأفت ورحمت الله بروی بی کران.

'আল্লাহর নামসমূহের তাৎপর্য এই তিন নামের মধ্যে নিহিত। এর তাৎপর্যও তিনটি স্তরে সন্নিবেশিত। একটি স্তর জালাল ও হয়বত তথা মাহাত্ম ও শান-শওকত পূর্ণ, দ্বিতীয় স্তর নিয়ামত ও প্রশিক্ষণমূলক, তৃতীয় স্তর রহমত ও মাগফিরাতের। রহমত ও মাগফিরাতের সবটুকুই রাহীম নামের সাথে সম্পৃক্ত। তা উচ্চারণ করাও বান্দার জন্য সহজ, এর সওয়াবও অনেক। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তার প্রতি সীমাহীন।[৯৭]

সূরাতু আলিইমরানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের তাফসীরে লিখেন ঃ

بسم الله الر حمن الرحيم اشتقاق "اسم" از سمو است ومعنى سمو ارتفاع است یعنی که نام سماء نا مورست ونشان ار تفاع او وخداوند مارا عزو جل نامها ست درکتاب ودرسنت و بدان نامها نامور است.

'ইসম (اسم) শব্দটি সমুওউন (سمو) শব্দ থেকে বহির্গত। সুমু অর্থ উর্ধ্বে আরোহণ। অর্থাৎ তিনি যেমন উন্নত তার নামও তেমনই উন্নত নাম দ্বারা নাম করা হয়েছে। এ নামসমূহ তার উচ্চ মর্যাদার বাহন। আমাদের মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহতায়ালার নামসমূহ কিতাব ও সুন্নাতে রয়েছে যে গুলো

---

৯৬ কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার, খ. ১, পৃ. ২৯

৯৭ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

তার সুউচ্চ মাকামেরই বহিঃপ্রকাশ।'[৯৮]

সূরাতুন্‌নিসার সূচনায় بسم الله الرحمن الرحيم এর তাফসীরে লিখেনঃ

اول راز باعاشقا نست، آخر نیاز آ شنایانست، میا نه ناز عارفانست و راز عاشقی تا نیازآ شنائی هزارمنز لست آشنا یان را فرود آ رند "فی جنات ونهر" عار فان را فرود آر ند "فی مقعد صدق" عاشقان را فرود آ رند در حضرت عندیت "عند ملیك مقتدر" چندان که میان آشنائی و عا شقی است، همچند ان میان جنات ونهر و میان عند ملیك مقتد راست.

'আশিকদের সাথে প্রথম গোপন রহস্য, পরিচিতদের সাথে শেষ কাজ হলো সৌজন্য রক্ষা করা, আর মধ্যখানে আনন্দ আরিফদের। প্রেমের রহস্য থেকে পরিচিতির সৌজন্যবোধে পৌঁছতে হাজার মনযিল অতিক্রম করতে হয়। পরিচিতজনদের উঠিয়ে নিয়ে আসেন (فی جنات ونهر) জান্নাত ও তার প্রস্রবনে আরিফগণকে নিয়ে আসেন (فی مقعدصدق) সত্যের উচ্চ আসনে আর প্রেমিক আশিকদেরকে নিয়ে আসেন (عند مليك مقتدر) সান্নিধ্যে যেভাবে পরিচিতি ও প্রেমে মগ্ন সেভাবে জান্নাত ও প্রস্রবনীতে অনুরূপভাবে শক্তিধর মালিকের সান্নিধ্যে অবস্থান করছে।[৯৯]

সূরাতুলমাইদার সূচনায় بسم الله الرحمن الرحيم এর তাফসীরে লিখেনঃ

بنام خدا وندی که بهیچ چیز وهیچ کس نماند-بهیچ کاربهیچ وقت درنماند دشمن پروراست و دوست نواز عیب پوش است وکارساز یاد اوائین زبان و دیدا راوز ندگی جان، ویافت اوسرورجا ودان پادشاه است بی سپاه واستوار است بی گواه، از نهان اگاه، ومضطر راپناه خداوندی که بعلم نزدیك است وا زهم دور، جوینده او کشته با جانست، ویافت او رستا خیز بی صور، پس نه جوینده مغبون است و نه مزدور معذور. جوینده درگرداب حسرت ویا ونده حیران درموج نور، همی گو یند از سرحیرت بزبان دهشت.

---

৯৮ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯

৯৯ প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

'সে আল্লাহর নামে তিনি ছাড়া কোন বস্তু এবং কোন ব্যক্তি কিছুই থাকবে না। কোন কাজও কোন সময়ও অবশিষ্ট থাকবে না। শত্রুদের লালনকারী, বন্ধুসুলভ দোষ গোপনকারী, কর্ম বিধায়ক, তার স্মরণই বিধান, তার কথা ও সাক্ষাৎই প্রাণের স্পন্দন, তাকে পাওয়াই হলো চিরস্থায়ী আনন্দের সোপান, সিপাহীবিহীন শাহানশাহ, সাক্ষী ছাড়াই সুদৃঢ়, গোপন সব কিছু জ্ঞাত, সন্ত্রস্তদের আশ্রয়স্থল। এমন খোদা যিনি জ্ঞান থেকে নিকটে, চিন্তা থেকেও দূরে, তার অন্বেষণকারী নিজেকে হত্যাকারী, তাকে পাওয়া শিংগা ছাড়াই পুনরুত্থান, তাকে অন্বেষী হয় না ব্যর্থ, পরিশ্রমী হয় না নিরাশ, অন্বেষী আফসুসের ডোবায়, নৈকট্য লাভকারী নূরের উত্তম তরঙ্গে পেরেশান ক্লান্ত শ্রান্ত, এ জন্যই বলা হয় ক্লান্ত শ্রান্ত মুখে কী আর বলা যায়।[১০০]

সূরাতুল-আন্'আমের শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم এর তাফসীরে লিখেনঃ

نام خداوندیست باقی و پاینده بی امد- غالب و تاونده بی یار وبی مدده درذات احداست بی عدد، درصفات قیوم و صمد، بی شریك و بی نظیر بی مشیرو بی ولد، نه فضل ا وراحد، نه حكم اوراردر، لم يلد ولم يولد از ازل تاابد، خدائی عظیم جباری کریم.

ارمز دور رابهشت باقی حظ است، عارف از دوست درآرز وی یك لحظ است-ارمز دور در بندزیان وسوداست عارف سوخته باتش بی دوداست.

'খোদার নাম চিরস্থায়ী, যে তাঁকে পেয়েছে তার চাহিদা নেই, তিনি বিজয়ী তাই তার সান্নির্ধ থেকে বঞ্চিত বন্ধুহীন, সাহায্যহীন, তিনি সত্তাগত এক, নেই তার সংখ্যা, গুণগত চিরস্থায়ী ও স্বয়ংভূ, নেই শরীক, নেই উপমা, নেই উপদেষ্টা, নেই সন্তান, তার মর্যাদার নেই সীমা-পরিসীমা, এমন খোদা, যিনি মহান, পরাক্রমসম দয়াবান, পরিশ্রমীর জন্য অপেক্ষা করছে বেহেশত, আরিফ বন্ধুর আশায় প্রহর গুণছে, তাকে পাওয়ার পথের সাধক ক্ষতি ও লাভের মাঝে, আর আরিফ ধুঁয়াহীন আগুনে জ্বলে ভস্মিভূত।[১০১]

---

১০০ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০

১০১ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সূরাতুলআ'রাফের শুরুতে লিখেন ঃ

نام خدای کریم، جبار، نام دار، عظیم، اول بدانائی وتوانائی، وآخر بکار رانی وکار خدائی-طاهربکر دگاری وپاد شاهی، باطن از چون و چرائی اوهر نعمت، آخرهرمحنت، ظاهر هر حجت، باطن هرحکمت.

দয়ার আধার খোদার নামে পরাক্রমশালী, নামীদামী, মহান, জ্ঞান ও ক্ষমতায় সবার শীর্ষে, কার্যসম্পাদনে চূড়ান্ত, কর্মবিধায়ক, সৃষ্টি ও রাজা-বাদশাদের সব কিছু থেকে পূতঃপবিত্র, গোপনীয়তায় বাক-বিতন্ডাহীন, সকল নিয়ামতের সূচনা, সকল পরিশ্রমের চূড়ান্ত, সকল দলীল থেকে প্রকাশমান, সকল কৌশলের গোপন ভান্ডার।[১০২]

সূরাতুল-আনফালের শুরুতে লিখেন ঃ

بسم الله معراج القلوب الاولياء، بسم الله نور سرالاصفياء، بسم الله شفاء صدورا لاتقياء-بسم الله كلمة التقوى وراحة الثكلى وشفاء المرضى، بسم الله نور دل دوستان است، آئينه جان عارفان است، چراغ سينه موحدان است، آسايش رنجوران ومرهم خستگان است، شفاء دردطبيب بيمار دلان است، خدايا! گرفتار آن دردم كه تود واى آن دانى، درآ رزوى آن سوزم كه تو سرانجام آنى

বিস্‌মিল্লাহ ওলীগণের অন্তরের মি'রাজের স্থল, বিস্‌মিল্লাহ সূফীগণের গোপন ভেদের নূর, বিস্‌মিল্লাহ মুত্তাকীগণের অন্তরের শেফা। বিস্‌মিল্লাহ তাকওয়ার ঘোষণা, সকল বিপদের উপসম, রোগের আরোগ্য, বিস্‌মিল্লাহ বন্ধুদের অন্তরের নূর, আরিফগণের প্রাণের আয়না, তৌহিদবাদীদের বক্ষের চেরাগ, দুঃখীদের প্রশান্তি, ক্লান্তদের প্রশান্তি, ব্যথার উপসম, রোগাক্রান্ত অন্তরের ডাক্তার। হে খোদা! ঐ সকল ব্যথায় আমি ব্যথিত যার ওষুধ তুমি জানো। যে আকুতিও আশা-আকাঙ্ক্ষায় জ্বলছি তুমিই তার চূড়ান্ত।[১০৩]

---

১০২ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫৪
১০৩ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সূরাতুইউনুসের শুরুতে লিখেন ঃ

الله است افروز ندهٔ دل دوستان، رحمن است باز برندهٔ اندوه بیچارگان، رحیم است آمرز ندهٔ گناه عاصیان، الله یعطی الرویه بغیر حجاب، الرحمن یرزق الرزق بغیرحساب، الرحیم یغفرالذنب بغیر عتاب.

আল্লাহই তো বন্ধুদের অন্তর প্রজ্বলনকারী, রাহমান বা পরম করুণাময় অসহায়দের দুঃখ মোচনকারী, রাহীম বা অসীম দয়ালু অপরাধের অপরাধ মার্জনাকারী, আল্লাহ তো তিনিই যিনি দেখা দেন খোলাখুলি, রাহমান তো তিনিই যিনি রিযক দেন হিসাব ছাড়া, রাহীম তো তিনিই যিনি ভর্ৎসনা না করেই মাফ করেন গুণাহ।[১০৪]

পরবর্তী যুগে আল-কুরআনের যত তাফসীর গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত রচিত হবে সবই কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থকে সম্মান করেই তাদের পথ চলতে বাধ্য। তাই এক কথায় বলা যায় ফার্সী গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কাশফুল-আসরার তাফসীর শুধুমাত্র একটি গ্রন্থই নয় বরং হাফিযের ভাষায় (سرب) সার্ব বৃক্ষ, **'চিরহরিত দেবদারু'** বা **সুলাসায়ে গাচ্ছাল্লা** (ثلاثه غساله) বা চির অমর ইতিহাস।

১৫. বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও ভাষা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ

তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাসে কুরআনে উপস্থাপিত বিষয়াবলীকে শরিয়তের সরাসরী নির্দেশসমূহের আদলে সাজানোই ছিল মুফাসিসরগণের কাজ। কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থ এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুফাসিসরগণের ধারা ঠিক রেখে শরিয়তের মূল ভিত্তিকে মজবুত করার সাথে সাথে যে অনন্য উপহার মুসলিম জাতীর সামনে উপস্থাপন করেছে তা হলো একই বিষয়ের যাহিরী ও বাতিনী তথা বাহ্যিক ও গোপনীয় উভয় দিকের শাখা প্রশাখার উপস্থাপন।

যার ফলে আল-কুরআন যে এক মহাসাগর এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ এবং এর বিষয় বস্তু যে এতই ব্যাপক তা উপলব্ধি করতে বিজ্ঞ পাঠকগণ সক্ষম হয়েছেন।

---

১০৪ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫২

Dhaka University Institutional Repository

এর আগে আল-কুরআনে যে এত সুক্ষ্ম বিষয় বস্তু রয়েছে তা অনেকের ধারণাই ছিল না।

অল্পকথায় অধিকবক্তব্য এবং পাঠকের বোধগম্য ভাষায় বিষয়ের উপস্থাপন, উৎপ্রেক্ষা, গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রন, স্থানকাল ও পাত্রভেদে বক্তব্য উপস্থাপন অলংকার শাস্ত্রের অন্যতম দিক হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহর কুরআন ভাষা শৈলী ও বিষয়ের উপস্থাপনা ও বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে معجز যা অলৌকিকত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করছে।

কাশফুল-আসরার তাফসীরগ্রন্থে কুরআনের আয়াতের তাফসীর পেশের ক্ষেত্রে যে ধারা অবলম্বন করা হয়েছে যা সাধারণত অন্য তাফসীর গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না।

যেমন ঃ

১. সাধারণ অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

২. হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা উপস্থাপন।

৩. শানে নুযূলকে সামনে রেখে তাফসীর করণ।

৪. সাহিত্যিকমান ঠিক রেখে তাফসীরকরণ অর্থাৎ তাফসীর করতে গিয়ে তা সাহিত্যের কোন পর্যায়ে পড়ে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ও আল্লামা মেইবুদী (র.) তা উপস্থাপন করেছেন, যার ফলে অসংখ্য কবিতা, গযল ও চতুষ্পদীয় (رباعی و غزل، شعر) অবতারণা করেছেন যাতে শ্রোতা বিষয়টি ভালভাবে আয়ত্ব করতে পারে।

যেমন ঃ সূরাতুল্-ফাতিহার আররাহমান (الرحمن) ও আররাহীম (الرحيم) এর তাফসীরে লিখেন ঃ

روزی که مرا و صل تود ر چنگ آید

از حال بهشتيان مرا ننگ آید.

'যে দিন আমি ধন্য হবো তোমার পরশে

বেহেশতীদের আরাম-আয়েশ ঘৃণিত হবে।'[১০৫]

১০৫ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

মালিকি ইয়াউমিদ্দীন (مالك يوم الدين) এর তাফসীরে লিখেন ঃ

جز خدمت روی تو ندارم هوسی

من بی تو نخواهم که برآرم نفسی

'তোমার সেবা ছাড়া প্রাণের মোর ছিল না কিছু

মুহূর্তের তরে তুমি ছাড়া হয় না আরাম কিছু।'[১০৬]

'সিরাতাল্লাযিনা আন আমতা আলাইহিম' (صراط الذين أنعمت عليهم) এর তাফসীর পেশ করতে গিয়ে সুন্নাতের পাবান্দীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে লিখেন ঃ

سنی ودین دارشو تاز نده مانی زانك هست

هرچه جز دین مردگی وهرچه جز سنت حزن.

'সুন্নাতের অনুসারী দ্বীনদার হও বাঁচবে সম্মানে

বেদ্বীনি মরার সমান, সুন্নাতহীনে দুঃশ্চিন্তাই আছে।'[১০৭]

সূরা আল-বাকারায় মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করে আল্লাহর দিদারকে মু'মিনের জন্য সফলতার চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ দিদার কিভাবে হতে পারে সে প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

حال چهرة جانان اگر خواهی که بینی تو

دوچشم سرت نا بینا وچشم عقل بیناکن.

'প্রিয়তমের চেহারার রূপ দেখতে যদি চাও

মাথার দু'চোখ অন্ধ করে আকলের চোখ খুলে দাও।'[১০৮]

مثلهم كمثل الذى استو قد نارا এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন ঃ

گلها که از باغ وصالت چیدم

درها که من از نوش لبت درديدم

১০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১০৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

ان گل همه خار گشت دردیدهٔ من

وان درهمه از دیده فر بار دیدم

وکان سراج الوصل از هربینا

فهبت به ریح من البین فا نطفی

প্রণয়ের বাগান থেকে ফুলগুলো ছিঁড়েছি

তোমার ঠোঁটের রঙিন আভায় মুক্তগুলো দেখেছি

ফুলগুলো কাঁটা হয়ে গেল আমার দৃষ্টির মাঝে

মুক্তগুলোকে দেখলাম ফেলেছে আকর্ষণ হারিয়ে

এ যেন মিলনের বাতি জ্বলে উঠলো আলো নিয়ে

হঠাৎ প্রচন্ড বাতাস এসে, দিল তা নিভিয়ে।[১০৯]

৫. আধ্যাত্মিক পরিভাষা ও কুরআনের রমূয (رموز) বা গূঢ়রহস্য সমুহ উচ্চাঙ্গ সাহিত্যিক অলংকরণে আবেগ প্রবণ ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। এতে যারা সাহিত্যিক বা হাদীসবেত্তা অথবা ঐতিহাসিক বা চিন্তাবিদ এমনকি আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যে-ই হোন না কেন সকলের খোরাক অনায়াসেই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

আরবী, ফার্সী মিশ্রিত উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের অনবদ্ধ এক সমাবেশ যে তাফসীরে পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ। তাইতো ইরানের পয়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় (دانشگاه پیام نور) কর্তৃক প্রকাশিত গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল-আসরার گزیده تفسیر کشف الاسرار গ্রন্থের সম্মানিত লেখক ড. রিযা আনযাবী নাযাদ উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন ঃ

کشف الاسرار هم از لحاظ خصائص دستوری و لغوی و هم از جهت نکات ادبی و عرفانی بسیاری که در آن آمده یکی از کتب برجسته ادب

---

১০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

فارسی به شمار می رود وبویزه بخش یانوبت سوم آن به را ستی مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته زیرا اقوال ار جمند پیامبر اکرم و یشوا یان دین ومشائخ تصوف واشعارد لکش شاعران تازی و پارسی بویزه متنبی وسنائی را جای جای یاد کرده است وازین جهت جهات معنوی درمیان متون تفسیر ی پارسی اگربی نظیر نباشد به را ستی کم نظیر است.

কাশফুল আসরার ভাষা ও ব্যাকরণের দৃষ্টিতে অনুরূপভাবে সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর উপস্থাপনায় ফার্সী সাহিত্যের এক বিশাল ও অনবদ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। বিশেষকরে তার প্রতিটি অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ সত্যই (مرهم دلهای خسته و کلیددرهای بسته) অশান্ত প্রাণের প্রশান্তি, ব্যথিত মনের উপশম, বদ্ধধারের চাবি। কেননা উক্ত তাফসীর গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম, দ্বীনের ইমামগণ, তাসাওউফের মাশায়িখ-গণের মূল্যবান বাণী, মুতানাব্বী ও সানায়ীর (র.)-এর মত কবিদের মর্মস্পর্শী কবিতা সমূহ বহু জায়গায় স্থান পেয়েছে। এ সব বৈশিষ্ট্যের কারণে এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ফার্সী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে অবশ্যই নজীরবিহীন না হলেও বিরল গ্রন্থ তো বটেই।[১১০]

১৬. মহান প্রভূর দরবারে মনের আকুতি প্রকাশে কাশফুল আসরার

আল-কুরআনের তাফসীর করতে গিয়ে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) আল্লাহতায়ালার ইশকে মুনাজাত করে যে আকুতি প্রকাশ করেছেন এ ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যকোন তাফসীর গ্রন্থে মনের গহীনকোণে আল্লাহ প্রেমের বহি:প্রকাশ এভাবে প্রকাশিত হয়নি। এ আকুতি গুলোই পরবর্তীতে মুনাজাতে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (مناجات خواجه عبدالله انصاری) নামে প্রকাশিত হয়ে ৩৬টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে যা কাশফুল আসরার তাফসীর গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।[১১১]

---

১১০ ড. রেযা আনযাবী নাযাদ, গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার, পৃ. ৪

১১১ আন্তর্জাতিক সেমিনার রিপোর্ট, পরিশিষ্টে সংযোজিত

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ঃ

خداوندا ! همچون یتیم بی پدر گریا نم، درمانده دردست خصمانم، خستهٔ جرمم وازخویشتن برتاوانم، خراب عمر ومفلس روزگار دیدی من آنم.

"হে খোদা! পিতৃহীন ইয়াতিমের মত কাঁদছি, অসহায় বিচারের সম্মুখীন, অপরাধে জর্জরিত নিজেই নিজের উপর ক্ষমতাবান ছিলাম। জীবনকে ধ্বংস আর যুগের অসহায় হিসেবে যদি দেখি তাহলে আমাকেই দেখি।"[১১২]

الهی اوکه حق را بدلیل جوید ببیم وطمع برستد، واوکه حق را با حسان دورست دا رد روز محنت بر گردد واو که حق را بخویشتن جوید نا یا فته را یا فته پندارد.

ইলাহী! যে সত্যকে দলীলের মাধ্যমে খুঁজে সে সন্দেহপ্রবণ এবং লোভে আসক্ত। যে সত্যকে প্রিয়তমের দয়া মনে করে সেই পরিশ্রমী হয়। আর যে সত্যকে নিজের মধ্যে খুঁজে, সে কিছু না পেলেও তা আছে মনে করে।[১১৩]

১৭. যুগজিজ্ঞাসার জবাবদান

আল-কুরআন কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ। যুগ জিজ্ঞাসার সমাধান আল-কুরআন যেভাবে দিতে পেরেছে অন্যকোন আসমানী গ্রন্থ বা কোন দার্শনিকের দর্শন তা দিতে সক্ষম হয়নি।

তাফসীর গ্রন্থসমুহে সম্মানিত মুফাস্সিরগণ আল-কুরআন এর ব্যাখ্যা উপস্থাপনের সময় যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন, তবে দর্শন ও ইরফান এর জটিল বিষয় নিয়ে অনেকেই মুখ খুলেন নি তাতে অজ্ঞ ও ভন্ড তাপস ও বিভ্রান্ত দার্শনিকদের ভাবার মারপ্যাঁচে ইসলামী দর্শন ও ইরফানের মহামূল্যবান দিক নির্দেশনা জ্ঞান পিপাসুদের অন্তদৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। যার ফলে নানান বাতিল মতবাদ ও ফিরকার সৃষ্টি হয়।

কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ যুগের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অপব্যাখ্যাসমুহ খন্ডন করে শরিয়তভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহ ও রাসূল

---

১১২ কাশফুল আসরার, খ. ৮, পৃ. ১৫৬

১১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমে সিক্ত দর্শন, বাস্তবতা যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছে। এ সাহসী পদক্ষেপ ও আপোষহীন ভূমিকার ফলে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সর্বপ্রথম শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত হন। আর ভ্রান্ত মতবাদের জবাবে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ সর্বজন স্বীকৃত গ্রন্থে পরিণত হয়।

১৮. বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের আবেদন

চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে আল-কুরআনের তাফসীরের ধারায় অনেক উথান পতন ঘটেছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও মুসলিম উম্মার সামাজিক অবস্থাকে সামনে নিয়ে ব্যক্তিগত ঝুঁকি এড়িয়ে অধিকাংশ মুফাসসির আল-কুরআনের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সর্বযুগেই ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের ব্যাখ্যা কোন না কোন ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান যুগে যে সকল তাফসীর গ্রন্থ আমাদের সামনে রয়েছে তার বেশীরভাগই হয় অতীতকে নিয়ে। নতুবা বর্তমান চাহিদার জবাব দিয়ে রচিত হয়েছে। আল-কুরআন যে শাশ্বত বিধান ও মানুষের দেহ ও রূহের খোরাক দিতে সক্ষম তার বাস্তব প্রমাণ ও জিজ্ঞাসার জ্ঞানগত জবাব দিতে বেশিরভাগ তাফসীর গ্রন্থ সক্ষম হয় নি।

আল-কুরআনের মূল বিষয়ের প্রতি ফিরে যেতে হলে, দেহ ও মনের খোরাক যোগাতে হলে, আল-কুরআন থেকে কুরআনের, হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ইতিহাসের আয়নায় জীবন দর্শন খুঁজে পেতে হলে, কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের কাজ করবে।

বর্তমান বিশ্ব ধ্বংসের কারণ হলো চিন্তা চেতনা, দর্শন ও রূহের খোরাক থেকে মুসলিম সমাজ তথা বিশ্ব মানবতা যোজনদূরে অবস্থান করছে, এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জগতকে রহমতের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার জন্য কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ যে মাইল ফলকের ভূমিকা রাখবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এক কথায় বলা যায় যে, কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর জগতে এমন একটি উজ্জল নক্ষত্র যা ليلها ونهارها سواء অর্থাৎ চিরভাস্বর

চিরঅম্লান। কিয়ামত পর্যন্ত মূল ফার্সী ভাষায় অনুবাদ, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও আলকুরআনের গূঢ়রহস্য উন্মোচন ও উদঘাটনে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ অনন্য ভূমিকা পালন করে যাবে, আল-কুরআনকে যথার্থ অর্থে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কাশফুল-আসরার সকল শ্রেণীর মানুষের আলোকবর্তিকা হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত অবদান রেখে যাবে।

এ মহান গ্রন্থ সর্বপ্রথম ফার্সী ১৩৭১ মোতাবেক ১৯৫২ ইং সনে অধ্যাপক আলী আসগর হেকমতের তত্ত্বাবধানে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০ খন্ডে প্রকাশিত হয়। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪৯৭।[১১৪]

১১৪ ড. ফজলুল হাদী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের সাথে কয়েকখানা বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা

একনজরে

- জামি'উল-বয়ান ফী তা'বীল আয়িল-কুরআন লিত্ তাবারীর সাথে তুলনা
- তাফসীর আল-কাশশাফের সাথে তুলনা
- তাফসীরু ইবন কাসীরসহ ১২ খানা তাফসীর গ্রন্থের সাথে সামগ্রিক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থের সাথে কয়েকখানা বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের তুলনামূলক পর্যালোচনা

তাফসীর জগতে রচিত হয়েছে হাজারো তাফসীর গ্রন্থ। প্রতিটি গ্রন্থ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তাফসীর জগতে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। নিম্নে কয়েকখানা তাফসীর গ্রন্থের সাথে কাশফুল-আসরারের তুলনা সন্নিবেশ হলো।

১। জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরীল-কুরআন লিত্‌তাবারী

তাফসীর জগতের ইতিহাসে তাফসীরুত তারাবী ইমাম বা মাসদার তথা উৎসের ভূমিকা রাখে। ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর (র.) ২২৪ হিজরীতে ইরানের আমুল প্রদেশের তাবারিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান অন্বেষণে ১২ বছর বয়সে বের হয়ে মিশর, সিরিয়া, ইরাক সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে শেষ বয়সে এসে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ৩১০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ড. যাহাবী (র.) ভাষায় :

فكان حافظا لكتاب الله-بصيرا با لقران، عارفا با لمعانى، فقيها فى احكام القران، عا لما با لسنن و طرقها، و صحيحها و سقيمها و نا سخها ومنسوخها عا رفا با قوال الصحا بة و التا بعين و من بعدهم من المخالفين فى الاحكام، ومسا ئل الحلال والحرام عا رفا با يام الناس واخبارهم.

তিনি ছিলেন আল্লাহর কিতাবের হাফিয বা সংরক্ষক। আল-কুরআন সম্পর্কে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, আল-কুরআনের গূঢ়রহস্য সম্পর্কে অবগত, আল-কুরআনের আহকাম সম্পর্কে অন্যতম ফকীহ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির সম্যক জ্ঞান লাভ কারী, সহীহ ও ভুলের নাসিখ বা রহিতকরণ ও মানসূখ তথা রহিত বিষয়ের বিজ্ঞ আলিম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীনে ইমামগণের বক্তব্য ও রায় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। পরবর্তী যুগের আহকামের বিপরীত মত প্রকাশকারীগণ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত, হালাল ও হারামের জ্ঞানে সুনিপূর্ণ, যুগ সচেতন।[১]

---

১ ড. যাহাবী, আত্‌ তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সীরুন, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র) এর বিরচিত তাফসীরুত তারাবী, আত্-তাফসীরুল মা'সূর (التفسير المأثور) বা সনদ সম্বলিত রিওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে পরবর্তী সকল তাফসীরের মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত।

ড. যাহাবী (র) এর মতে ঃ

يعتبر تفسير ابن جرير من اقوم التفاسير وا شهرها كما يعتبر المرجع الاول عند المفسرين الذين عنو ابا لتفسير النقلى.

তাফসীর ইবন জারীর সব চেয়ে মজবুত ও প্রসিদ্ধ তাফসীর হিসেবে বিবেচিত। সেভাবে তাফসীরুন নকলী বা রিওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীরের মধ্যে মুফাস্সিরগণের মত অনুযায়ী প্রথম উৎস। (المرجع الاول)।[২]

এ তাফসীরে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন ও তাবিয় তাবিঈগণের মূল্যবান বাণী সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে।

তাফসীরুত তারাবী ইলমুত তাফসীরের যে খেদমত করেছে তা কুরআন বুঝার জন্য সনদ ভিত্তিক দলীল হিসেবে পরিগণিত।

তবে কাশফুল-আসরার তাফসীর গ্রন্থ একই ধরনের রিওয়ায়েত উদ্ধৃতির সাথে সাথে উলূমুল-কুরআনের সকল শর্ত পূরণ করে পরবর্তী দুই শতাব্দীর গবেষণাও যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে। উপরন্তু আসরার তথা আল-কুরআনের গূঢ়রহস্য উদঘাটনে এমন সব তত্ত্বও তথ্য উপস্থাপন করেছে যা পূর্ববর্তী ১০৭ খানা তাফসীরের সার নির্যাস। এছাড়াও হযরত আবুল-হাসান খারাকানী (র) এর মত কুতুবুল-আলমের সরাসরি ফয়েয প্রাপ্ত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) ইলমুল লাদুন্নীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এ গ্রন্থে।

২. তাফসীর আল-কাশশাফ

আবুল-কাশিম মাহমূদ ইবন উমার আয্‌যামাখশারী (র) (৪৬৭ হিঃ-৫৩৮ হি.) রচিত তাফসীর 'আল-কাশ্‌শাফ' তাফসীর জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। ৪র্থ হিজরী শতকের শেষ ও ৫ম হিজরী শতকের প্রথমার্ধে যে সকল

---

২ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাফসীর আল-কাশশাফ কালোত্তীর্ণ পরিচিতি লাভ করেছে। ৫২৬ হিজরীতে আল্লামা যামাখশারী আল্-কাশ্শাফ রচনা শুরু করে ৫২৮ হিজরীর ২৩শে রবিউল-আউয়াল আল্-কাশ্শাফ রচনা সমাপ্ত করেন।[৩]

আল্লামা যামাখশারী তার তাফসীরের প্রশংসায় নিজেই বলেছেন ঃ

ان التفاسير فی الدنيا بلاعدد–وليس فيها لعمری مثل كشا فی

ان كنت تبغی الهدی فالزم قرآ ته + فا لجهل كا لداء والكشاف كالشا فی

বিশ্বজুড়ে তাফসীর গ্রন্থের অন্ত নেই

কসম খোদার কাশ্শাফের মোর জুড়ি নেই

চাও যদি হিদায়েত পড় তা ভাল করে

মুর্খতা রোগকে কাশশাফ আরোগ্য করে।[৪]

অপূর্ব শব্দ চয়ন, উপমার যথার্থ প্রয়োগ এবং অলংকার পূর্ণ বাক্যের অবতারণার মাধ্যমে আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, শব্দের নির্গমন উৎস ও ভাষাগত নৈপূণ্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যামাখশারী তার তাফসীর গ্রন্থে। যেমন-ড. যাহাবী (র.) লিখেন ঃ

ولما اظهر فيه من جمال النظم القر آنی وبلاغته و ليس كالزمخشری

'আল-কুরআনের সুন্দর বিন্যাস ও অলংকরণ প্রকাশে আল-কাশ্শাফের জুড়ি নেই"।[৫]

তাফসীর আল-কাশ্শাফে ভাষাগত ও অলংকরণ থাকলেও শায়খ হায়দর আলী হারাবী (র) এর তাফসীরের মূল্যায়ন করে লিখেন ঃ

انه يطعن فی اولياء الله المر تضين من عباده انه اورد فيه ابيات كثيره

وامثالاعزيرة بنی علی الهزل والفكاهة اسا سها.

---

৩ ইবনু খাল্লিকান, পৃ. ২৭৮

৪ ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, পৃ. ১৫৩

৫ ড. যাহাবী, পৃ. ৪৩৩

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি আল্লাহর মকবুল ওলীগণের উপর আঘাত হেনেছেন। তিনি তার তাফসীরে এমন সব কবিতার উল্লেখ করেছেন এবং উদাহরণ স্বরূপ এমন সব অশ্লীল ও হাস্যকর বক্তব্য পেশ করেছেন যা সত্যই প্রত্যাখ্যান যোগ্য।[৬]

আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকী (র) তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুঈদুন্ নিয়াম ও মাবিদুন্ নিক্কাম (معيد النعم و مبيد النقم) গ্রন্থে লিখেন ঃ

واعلم ان الكشاف كتاب عظيم فى بابه، ومصنفه امام فى فنه الا انه رجل مبتدع متجاهر ببدعته، يضع من قدرا لنبوة كثيرا، ويسئ ادبه على اهل السنة والجماعة، والواجب كشط ما فى الكشاف من ذالك كله.

"জেনে নাও নিশ্চিত যে, আল-কাশশাফ তাফসীর জগতে এক মহান কৃর্তি এর সংকলকও এ জগতের ইমাম, তবে লোকটি বিদ'আতী, তার বিদআ'ত সুস্পষ্টভাবে গর্বের সাথে নিজেই প্রকাশ করেছেন। নবুয়্যতের মর্যাদা বহু স্থানে ক্ষুন্ন করেছেন। আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়া'তের সাথে বিআদবী করেছেন। এসব বিতর্কিত ও আপত্তিকর বক্তব্য আল-কাশশাফ তাফসীর গ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব।"[৭]

সুরা আত্তাওবার আয়াত عفا الله عنك এর তাফসীর করতে গিয়ে যামাখশরী লিখেন ঃ

كناية عن الجناية، لان العفو رادف لها، و معناه : اخطات وبئس ما فعلت.

এ আয়াতের দ্বারা নবীজির অপরাধের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা অপরাধের পরই ক্ষমার কথা আসে, এর অর্থ হে নবী তুমি ভুল করেছ এবং তুমি যা করেছ তা খুবই খারাপ।[৮]

অথচ আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্ব সম্মত রায় হল নবীগণ নিষ্পাপ।

এভাবে মু'তাযিলা ফিরকার প্রত্যাখাত আকীদাসমূহ অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করে নিজেকে আহলে হক বলে দাবী করেছেন।

---

৬ হাজী খলিফা, কাশফুযযুনুন, খ. ২, পৃ. ১৭৩

৭ ড. যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, পৃ.

৮ আল্লামা যামাখশরী, তাফসীরে আল-কাশশাফ (تفسير الكشاف), (মিশর ঃ আমিরিয়া প্রেস ১৩১৮ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

অথচ কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার তাফসীর গ্রন্থ একই শতাব্দীতে এসব বাতিল আকীদার সঠিক জবাব দিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাসমূহ দলীল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত: আল-কাশশাফ তাফসীর গ্রন্থে আল-কুরআনের অনুবাদ বর্ণিত হয়নি। গোটা আয়াতের সামগ্রিক তরজমা আল-কাশশাফ থেকে বুঝা যায় না। কিন্তু কাশফুল আসরারের প্রথম অধ্যায়ে স্বার্থক অনুবাদ পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাব্দিক ব্যাখ্যা (تفسير القرآن با لقرآن) হাদীস (تفسيرالقران با لحديث) তাফসীরুল-কুরআন বি আকওয়ালিল হুকামা (تفسير القران با قوال الحكماء) মনীষীগনের বক্তব্য সন্নিবেশিত করে সমকালীন তাফসীর জগতে অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআনের আসরার বা গূঢ় রহস্য, হাকীকত ও গভীর গূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করে সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ তাফসীরের আসন অলংকৃত করেছে। এ ক্ষেত্রে তাফসীর আল-কাশশাফকে একটি পুকুর ধরলে তাফসীর কাশফুল-আসরার তার মোকাবিলায় এক মহাসাগর এতে সন্দেহ নেই।

৩। তাফসীরু ইবন কাসীর

ইবনু কাসীর (র.) রচিত 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম' (تفسير القران العظيم) 'তাফসীরুত ইবন কাসীর' নামে সুপরিচিত একখানা বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। কাশফুল-আসরার তাফসীরের দু শ বছর পরে লিখিত উক্ত তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীর তাবাঈর অনুকরণে কিছু কিছু নতুন তথ্য নিয়ে লেখা। বনি ইসরাঈলের কিতাবসমূহ থেকে নেয়া কুরআনের ঘটনাবলীকে তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন নি। সর্বক্ষেত্রে গবেষণা করে রিওয়ায়েত পাওয়া যায় কিনা তা তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছেন। ফকীহ মাসায়ালা আলোচনা করেছেন, তবে বাড়াবাড়ী করেন নি। যেমন ড. যাহাবী (র) লিখেন ঃ

وهكذا يدخل ابن كثير فى خلافات الفقهاء و يخوض فى مذاهبهم وادلتهم كلما تلكم عن آية لها تعلق با لاحكام، ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما اسرف غيره من فقهاء المفسرين.

Dhaka University Institutional Repository

"ইবন কাসীর আল-কুরআনে ফিকাহগত বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য ও তাদের মাযহাবের দলীলগুলো খুঁজে বের করার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু, তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। অন্যান্য ফকীহ মুফাসসীরের মত বাড়াবাড়ি করেন নি।[৯]

এছাড়াও ইলমুত তাফসীরের ইতিহাস অধ্যায়ে বর্ণিত নিম্নলিখিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ যেমন ঃ

❑ বাহরুল উলুম	(بحر العلوم)	আবুল লাইস আসসামারকান্দী (র.)
❑ আল্-কাশফ ওয়াল-বয়ান আন তাফসীরুল- কুরআন	(الكشف والبيان عن تفسير القرآن)	আল্লামা আবূ ইসহাক আস্সালাবী (র)
❑ মায়া'লিমুত্ তানযীল	(معالم التنزيل)	আল্লামা আবূ মুহাম্মদ আল-হুসাইন আল-বাগাবী (র)
❑ আল-জাওয়াহিরুল- হিসান ফী তাফসীরিল-কুরআন	(الجواهر الحسان فى تفسير القران)	আবদুর রহমান আস্সায়ালাবী (র)
❑ আদ্দুরলমানসূর ফিত্ তাফসীরিলমাসূর	(الدرا لمنثورفى التفسير الما ثور)	জালালউদ্দিন সুয়ূতী (র)
❑ মাফাতিহুল-গায়ব	(مفا تيح الغيب)	'ইমাম ফখরুদ্দিনরাযী (র)
❑ আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরারুত্ তা'বীল	(انوارا لتنزيل واسرار التا ويل)	আল্লামা নাসির উদ্দিন বায়যাবী (র)

---

৯ ইমাম যাহাবী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৭

❑ আল্লামা ইবনু কাসীর, তাফসীরে ইবনু কাসীর (تفسير ابن كثير), (বৈরুত ঃ দারুল ফিক্র, হি. ১৪০৭, খ্রী. ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

❑ মাদারিকুত্‌তানযীল ওয়া হাকায়িকুত্ তা'বীল	(مدارك التنزيل وحقايق التاويل)	আল্লামা নাসাফী (র)
❑ আল-বাহরুল-মুহীত	(البحرا لمحيط)	আল্লামা আবূ হাইয়্যান (র.)
❑ গারায়িবুল-কুরআন ও রাগায়িবুল-ফুরকান	(غرائب القران ورغائب الفرقان)	আল্লামা নিশাপুরী (র)
❑ রুহুল মায়ানী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াস্ সাবয়ীল মাসানী	(روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى)	আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র)
১২. লুবাবুত্ তা'বীল ফি মা'য়ানীত্ তানযীল	(لباب التاويل فى معانى التنزيل)	আল্লামা খাযিন (র)

সহ শতাধিক তাফসীর গ্রন্থ পুংখানুপুংখরূপে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট বিদ্যমান। সকলেই আল্লাহর কুরআন কে মানুষের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সবাই এ সকল তাফসীর গ্রন্থে রাওয়ায়েত ও শাব্দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যাহিরী ইলমের কিছু কিছু দিক স্থান পেয়েছে। ভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদের ধরন কেমন হবে, তা এ গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। হাদীস ও আসারের সাথে মনীষীগণের বক্তব্য, কাব্যিক অলংকরণ, শরয়ী মাসাইল উপস্থাপন ও আধ্যাত্মিক রহস্য উদঘাটন এককভাবে কোন তাফসীর গ্রন্থে স্থান পায়নি। এক্ষেত্রে যথার্থ অর্থে শাব্দিক, ব্যাখ্যা দান দলীল সনদ ও বাস্তবতার আলোকে সর্বযুগের সকল শ্রেণীর জাগতিক, আধ্যাত্মিক খোরাক দানে কাশফুল-আসরারের জুড়ি নেই। এর কারণ ঃ

প্রথমত ঃ আল-কুরআনের পরিভাষা সমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা, একই শব্দ বা বাক্য বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপনের মর্ম ও তাৎপর্যের পার্থক্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে, যা বিশ্বের খুব কম সংখ্যক তাফসীরেই পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ হাদীস ও মনীষীগণের বক্তব্য স্থানকাল পাত্রভেদে কাশফুল

Dhaka University Institutional Repository

আসরারে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে অন্যকোন তাফসীরে এতো ব্যাপকভাবে উল্লেখ হয়নি। এছাড়াও শুধু রিওয়ায়েত এনেই ছেড়ে দেন নি। আয়াতের শিক্ষা ও ফিক্হী মাসাইল বের করে আল-কুরআনের আমলী যিন্দিগীর বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

তৃতীয়তঃ আলকুরআনের তথ্য, তত্ত্ব ও ইতিহাস বর্ণনায় এ তাফসীর অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

চতুর্থত ঃ আলকুরআনের রহস্য উন্মোচনে আরবদের পরিভাষা, আরবী ও ফার্সী ভাষার বিশ্ববিখ্যাত কবিদের কবিতা উপস্থাপন এ তাফসীরকে স্বকীয় বৈশিষ্টের আসনে অসীন করেছে।

পঞ্চমত ঃ ইলমুল মা'রিফাত, হাকীকত ও আসরার যা আল-কুরআনের বাহ্যিক নির্দেশ মোতাবেক আমলের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল-কুরআনের নূরে আলোকিত হয়ে দিব্য দৃষ্টি ও ইলমুল লাদুন্নী অর্জিত হয় তাই প্রকৃত ইলম। যে ইলম সম্পর্কে ইমাম জা'ফর সাদিক (র.) বলেছেন ঃ

ليس العلم بكثرة العلم و لكنه نور يقذفه الله فى قلب من يرد الله يهد يه فا ذااردت العلم فا طلب اولا فى نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعما له ثم استفهم الله يفهمك.

'বেশী বেশী জ্ঞান অর্জনের নাম ইলম নয় বরং প্রকৃত ইলম হল-এমন নূর যা আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির কালবে ঢেলে দেন যাকে হিদায়েতের পথে নিতে ইচ্ছে করেন। যদি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পেতে চাও প্রথমে নিজের অস্তিত্বে বান্দা হওয়ার হাকীকত বা গূঢ় রহস্যকে অন্বেষণ করো, ইলম অন্বেষণ করো আমল করার জন্য, এরপর বুঝ ও মেধা শক্তির জন্য জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো আল্লাহ তোমাকে বুঝার শক্তি দেবেন।'[১০]

---

১০ আবু ইব্রাহিম ইসমাইল বোখারী, শরহি আত্ তাযাররুফ ফী মাযহাবিত তাসাওউফ (التعرف فى مذهبة التصوف), (তেহরান ঃ আসাতীর প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪, খ. ৯, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ

ان العلم ليس بكثرة الرواية وانما العلم نور يقذ فه الله فى القلب.

'বেশী বেশী রিওয়ায়েত বা বর্ণনা করার নাম ইলম নয় প্রকৃত ইলম তো এমন এক নূর যা আল্লাহ অন্তরে ঢেলে দেন।'[১১]

দুনিয়ার অন্যান্য তাফসীর থেকে কাশফুল আসরারের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হল এ তাফসীর ইলমুল লাদুন্নীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ দুনিয়ার সর্ব প্রথম শাইখুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র) এর পবিত্র মুখে আল-কুরআনের আসরার বা গূঢ়রহস্য কাশ্‌ফ বা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। যাতে কুরআন যে বাহ্যিক জগতের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম এবং একইভাবে রূহের খোরাক দিতে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে তা বাস্তবে বর্ণিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বিস্‌মিল্লাহ (بسم الله) বাক্যের তাফসীর করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

الباء بهاء الله وا لسين سناء الله والميم ملك الله.

باء দ্বারা আল্লাহর জৌলুস س দ্বারা আল্লাহর উচ্চ মর্যাদা আর ميم দ্বারা আল্লাহর রাজত্ব বুঝানো হয়েছে ঃ

الباء بره با و ليائه والسين سره مع اصفيائه والميم منه على اهل ولائه-باء براوبر بندگان او سين او سراوبا دوستان او ميم منت اوبر مشتاقان او اگرنه بر اوبودى رهى راچه جاى تعبيه سراو بودى ورنه منت اوبودى رهى راچه جاى وصل اوبودى.

باء বা দ্বারা তার ওলিগণের সাথে উত্তম ব্যবহার, সীন দ্বারা পূতঃপবিত্র বান্দাদের সাথে গোপন সম্পর্ক, মীম দ্বারা তার আশিকগণের প্রতি অনুগ্রহ বুঝানো হয়েছে। তার উত্তম আচরণ ও মধুময় ব্যবহার না থাকলে তার গোপন রহস্যের জগতে প্রবেশের কোন সুযোগ ছিল না। তার অনুগ্রহ না হলে তার মিলন কি করে সম্ভব হতো।[১২]

---

১১ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), আদ-দুররুল-মানসুর (الدر المنثور) (বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, হি. ১৪৩৩, খ্রী. ১৯৮৩), সং ১ম, খ. ৭, পৃ. ২০

১২ কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার, খ. ১, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

الحمد لله আলহামদুলিল্লাহর তাফসীরে বলেন ঃ

ستا ئش خدای مهربان کردگار روزی رسان، یکتا در نام ونشان خداوندی که ناجسته یا بند ونا در یا فته شنا سند ونا دیده دوست دارند قادراست بی احتیال، قیوم است بی گشتن حال. در ملك ایمن از زوال. درذات ونعت متعال. لم یزل ولایزال.

'প্রশংসা অসীম দয়ালু স্রষ্টার যিনি রিযক পৌছান, নাম ও ঠিকানায় যিনি একক, এমন খোদা যিনি তালাশ না করে সবকিছু পেয়ে যান, তিনি কাছে না গিয়ে সব চিনে ফেলেন, না দেখেই যাকে ভালবাসা হয়, নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক, অপরিবর্তিত অবস্থায় চিরস্থায়ী, তার রাজত্ব ধ্বংস থেকে মুক্ত, তার সত্ত্বা ও গুণে তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যার লয় নেই, ক্ষয় নেই।'[১৩]

যেমন সূরা আল-কাউসারের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি লেখেন ঃ

"انا اعطيناك الكوثر"

ماتراحوض کوثر دادیم، تا تشنگان امت راشراب دهی، شرابی بی کدر، شارب آبی سکر، ساقی آن یکی صدیق اکبر، یکی فا روق انور، یکی عثمان ازهر، یکی مرتضی انور اشهر اینست لفظ خبر که صادر گشت از سید وسالار بشر علیه السلام.

আমি আপনাকে হাউযে কাউসার দিয়েছি, যাতে তৃষ্ণার্ত উম্মতকে পান করাতে পারেন। যে পানীয় নির্মল, পানকারীর মাদকাশক্ততার ভয় নেই, পান করাবেন যারা তাদের একজন হলেন সিদ্দিকে আকবর (রা) আরেকজন ফারুকে আনওয়ার (রা) তৃতীয়জন হলেন-ওসমান আযহার বা ফুলের কলি, (রা) অপর জন হলেন নূরের ফুল মুরতাদা (রা) এইতো সংবাদ দিয়েছেন সমাজের নেতা ও মানবতার সিপাহসালার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম।[১৪]

---

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১৪ প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সূরাতুল-ইখলাসের তাফসীরে লিখেন ঃ

قل هو الله احد هر آیتی تفسیر آیت پیش است چون گویند من هو اوکیست؟ توگوئی "احد" چون گویند "احد" کیست؟ توگوئی "صمد" چون گویند "صمد" کیست؟ توگوئی "الذی لم یلد ولم یولد" چون گویند لم یلد ولم یولد کیست؟ گوئی الذی "لم یکن له کفوا" احد ویقال کاشف الاسرار بقوله "هو" وکاشف الارواح بقوله الله وکاشف القلوب بقوله "احد" وکاشف نفوس المؤمنین بباقی السورة ویقال کاشف الوالهین بقوله "هو" والموحدین بقوله "الله" والعارفین بقوله" احد والعلماء بقوله "الصمد" والعقلاء بقوله "لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفوا احد.

সূরাতুল-ইখলাসের প্রতিটি আয়াতের তাফসীর তার পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যখন বলা হবে هو বা সে কে? জবাব আসবে احد যা তিনি এক, যখন বলা হবে احد বা এক কে? জবাব আসবে الصمد বা মুখাপেক্ষিহীন, যখন বলা হবে صمد বা মুখাপেক্ষীহীন কে? জবাব আসবে لم يلد ولم يولد যিনি জন্ম নেন না, জন্ম দেন না, যখন বলা হবে لم يلد ولم يولد বা কে জন্ম নেন না বা জন্ম দেন না? জবাবে বলা হবে لم يكن له كفوا احد যার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না।

গোপন রহস্য উন্মোচন করেন যিনি তিনিই هو বা সে রুহের ভেদ উন্মোচনকারী হলেন (الله) আল্লাহ, অন্তরের রহস্য উদঘাটনকারী احد বা এক সত্ত্বা বাকী সূরায় মুমিনের নফসসমূহের ভেদ উদঘাটনকারী। কেউ কেউ বলেছেন অনেক ইলাহের আপনোদনে هو তাওহীদবাদীদের জন্য, আল্লাহ (الله) আরেফগণের জন্য একসত্ত্বা বা (احد) আলিমগণের জন্য আসসামাদ (الصمد) মুখাপেক্ষীহীনতা জ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের জন্য لم يلد و لم يو لد ولم يكن له كفوا احد তিনি জন্ম নেন না এবং জন্ম দেন না। যার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না।[১৫]

---

১৫ প্রাগুক্ত, খন্ড-১০, পৃ. ৬৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ দশখণ্ডে ৩০ পারা তাফসীরের এ বিশাল গ্রন্থের পরতে পরতে এমন সব রহস্য ও ভেদ উদঘাটন করা হয়েছে এবং রিওয়াতের ক্ষেত্রেও মনীষীগণের এমনসব বিরল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে যা বিশ্বের তাফসীর গ্রন্থসমূহ এতটা পরিলক্ষিত হয় না। শাব্দিক ব্যাখ্যা, নতুন পরিভাষা, কবিতার অলংকার, বালাগাত ফাসাহাতের সর্বোচ্চ ব্যবহার, তথ্য ও তত্ত্ব সবই নতুন আঙ্গিকে বর্ণিত। উপরন্ত আহলে বাইতের বর্ণনা ব্যাপকভাবে স্থান পেয়ে এ তাফসীরকে করেছে সমৃদ্ধ। এছাড়া এ তাফসীর গ্রন্থে ভ্রান্ত আকীদা ও বিদআতের[১৬] বিরুদ্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। তাই এ তাফসীরকে যেভাবে তাফসীর আল-মাসূর বা আল-মানকূল তথা বর্ণনা মূলক তাফসীর বলা যায়, একইভাবে তাফসীর আল-মা'কুল বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীরও বলা চলে, এই তাফসীর যেভাবে শরীয়তের বাহ্যিক

---

১৬ বিদা'আত ঃ বিদা'আত শব্দের অর্থ নবউদ্ভাবিত, নতুন সৃষ্টি। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় বিদা'আতের সংজ্ঞা নিন্নরূপ ঃ
হযরত ইমাম শাফে'য়ী (র) বলেন ঃ
ما يخالف بالقرآن و السنة او الاثار والاجماع فهى بدعة مذموم وما لايخالف ليس مذموم যে নতুন কাজ কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবাদের রীতি ও ইজমার বিরোধী হবে, তা ভ্রান্ত-গোমরাহী আর যে-নতুন বিষয় কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধী নয়, তা খারাপ নয়।
আল্লামা মোল্লা আলীকারী (রহঃ) মিশকাত শরীফের শরাহ মিরকাতে লিখেন ঃ
বিদা'আত পাঁচ প্রকার। বিদা'আত হয়তো ওয়াজিব যেমন আরবী ব্যাকরণ শেখা এবং ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সমুহ বিনস্ত করা অথবা হারাম যেমন জাবরীয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বা মুস্তাহাব যেমন মুসাফিরখানা ও মাদ্রাসাসমুহ তৈরী করা এবং প্রত্যেক ভাল কাজ যা আগের যুগে ছিল না, যেমন জামায়াতসহকারে তারাবীর নামায পড়া অথবা মাকরূহ যেমন মসজিদসমূহে গৌরব বর্ধক কারুকার্য করা অথবা জায়েয যেমন ফজরের নামাযের পর মুছাফাহা করা ও ভাল ভাল খানাপিনার ব্যাপারে উদারতা দেখান।
এতে বুঝা যায় প্রত্যেক নতুন জিনিস খারাপ বিদা'আত নয়। কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার খেলাফ যদি না হয় এবং গ্রহণযোগ্য ওলামায়েকেরাম যদি নতুন কোন কাজকে ভাল মনে করেন যা উম্মতের জন্য কল্যাণকর তা সুন্নতেরই অংশ। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها যে ব্যক্তি নতুন কোন ভাল কাজের প্রচলন করলো তার যত সওয়াব সবটুকুই সে পাবে। ঐ সুন্নাত মোতাবেক যারা আমল করবে সে সওয়াবও ঐ আমলের প্রচলনকারী পাবেন। (আন-নিহাইয়া, হাসিয়া ইবন মাজাহ, মিরকাত ফী শরহিল মিশকাত)

Dhaka University Institutional Repository

চাহিদা পূরণে সক্ষম অনুরূপভাবে দিয়েছে রূহের[১৭] খোরাক। উপরন্ত এ তাফসীর ইলমুল লাদুন্নী তথা সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাই এ গ্রন্থকে তাফসীরুল লাদুন্নীও বলা চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, যুগে যুগে আধ্যাত্মিক ইলমের বিরোধী শক্তিরা ক্ষমতার মসনদে বসে এ মহামূল্যবান ইলমী সম্পদকে পরদার আড়াল করে রেখেছে যা থেকে বিশ্বের ১৪০ কোটি মুসলমান আজও বঞ্চিত।

---

১৭ রূহ বা আত্মা চার প্রকার ১. নবী-রাসূলদের আত্মা, ২. মুমিনদের আত্মা, ৩. মুমিন পাপীদের আত্মা, ৪. কাফির ও মুসরিকদের আত্মা। আল-কুরআন নবীগণের আত্মাকে মডেল হিসেবে স্থাপন করেছেন। মুমিনের আত্মা নবীগণের অনুসরণের মাধ্যমে সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হয়ে ওলীতে পরিণত হবে। ওলীগণের পথ ধরে মুমিন পাপীদের আত্মা পরিশুদ্ধি লাভ করবে। আর কাফির-মুশরিকরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ঈমানের দিকে অগ্রসর হলেই রূহের খোরাক দিতে সক্ষম হবে। (ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, রূহের সফর, ঢাকা ঃ মুজাদ্দেদিয়া কমপ্লেক্স গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, সং ১, হি. ১৪২৩, খ্রী. ২০০৩, পৃ. ৮১)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

একনজরে

- ইউনেস্কো প্রস্তাবিত ইরানের সাংস্কৃতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন আয়োজিত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ৯ শত বর্ষ ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে রেডিও তেহরানের বর্হিবিশ্ব কার্যক্রমে ১৩টি ভাষায় প্রচারিত জীবনালেখ্যের মূল পান্ডুলিপি (প্রচার-১৯৮৯ইং)
- ফার্সী পান্ডুলিপির বাংলা অনুবাদ
- খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) সম্পর্কে ইন্টারনেট সফটওয়্যারে সংরক্ষিত তথ্য
- গ্রন্থপঞ্জি
- গ্রন্থাবলীর আলোকচিত্রসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

০১ ইউনেস্কো প্রস্তাবিত তেহরানে অনুষ্ঠিত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট

জাতিসংঘের শিক্ষা ও সাংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো প্রস্তাবিত এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের "সাংস্কৃতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন" আয়োজিত বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্‌সির শায়খুল ইসলাম, পীরে হেরাত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (রঃ) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ক. গত ২৬ অক্টোবর ১৯৮৯ ইং বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় ইসলামী ইরানের 'সাংস্কৃতি গবেষণা ফাউন্ডেশন' হলে বহুসংখ্যক চিন্তাবিদ, গবেষক, আলিম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সাংবাদিক ও লেখকের উপস্থিতিতে হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (রঃ) শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রথম দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল "খাজা আবদুল্লাহর ইরফান (আধ্যাত্মিকতা) এবং ছন্দবদ্ধ গদ্যে খাজা আবদুল্লাহ আনসারীর অবদান।" অনুষ্ঠানের শুরুতেই আল-কুরআন থেকে তিলাওয়াতের পর গবেষণা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডঃ মাহমুদ বরুজারদী তার উদ্বোধনী ভাষণে পীরে হেরাতের জীবনের সামগ্রীক দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ৩৯৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঁচাশি বছর বয়সে অর্থাৎ ৪৮১ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন রাসূল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের মেযবান হযরত আবু আউয়ুব আনসারী (রা.) এর বংশধর। তিনি শৈশব থেকেই প্রখর মেধা, স্মরণশক্তি ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহীর ব্যক্তিত্ব। যুবক বয়সেই ফিক্‌হ, হাদীস ও তাফসীরে সমকালিন সমাজে এত উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান, বুৎপত্তি অর্জন করেন যে, সে যুগে ওলামায়ে কেরাম ও মনিষীগণ তাকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধী দান করেছিলেন। দুনিয়ার বুকে তিনিই প্রথম শায়খুল ইসলাম উপাধীতে ভূষিত হয়ে ছিলেন। সনদসহ তিনি লক্ষাধিক হাদীস, এবং একশ সাতখানা তাফসীরের উপর গভীর পান্ডিত্ব অর্জন করেও জ্ঞান পিপাসা মিটাতে পারেন নি। অবশেষে সে যামানার শ্রেষ্ঠ ওলী হযরত আবুল হাসান খারাকানী (র.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ইলমুল মারিফাত, তরীকত ও হাকীকতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন।

ডঃ মাহমুদ বরুজারদী পীরে হেরাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ খাজা হেরাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শরীয়তের হুকুম আহকামের উপর অবিচল থাকা এবং ভন্ডপীর ও আরিফ নামধারীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

সেমিনারের প্রধান বক্তা ডঃ জনাব সাইয়্যেদ হাসান সাদাত নাসেরী পীরে হেরাতের ইরফান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা রাখেন। তিনি তার বক্তব্যের একাংশে বলেন ঃ খাজা হেরাতের ইরফান তথা আধ্যাত্মিকতার বাস্তব নিদর্শন তার রচনাবলী। এরমধ্যে তার কাশফুল-আসরার নামক বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে ছিল ১০৭ খানা তাফসীরের সার নির্যাস। তার বিরোচিত তাবাক্বাতুস-সুফীয়্যা, মানযিলুসসাইরীন, মুহব্বত নামে, ইত্যাদী গ্রন্থ শরীয়ত, তরীকত ও মা'রিফতের অথৈই সাগর। ইলমুল কালাম, ইলমুল হাদীস, তাফসীর ইত্যাদী বিষয়ের উপর অসাধারণ পান্ডিত্য থাকার কারণেই খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ইরফানকে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। ড. নাছেরী আরো বলেনঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ঐ সময় আধ্যাত্মিকতাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যখন দর্শন ও ইরফান এ দু'টি ধারা ভিন্ন গতিতে চলছিল। খাজা হেরাত দার্শনিক ভিত্তিতে দাড় করিয়ে বিশ্ববাসীর জন্য তাসাউফ শাস্ত্রকে একটি অনস্বীকার্য ও মানবজীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেন। তার এ সংস্কার ও তাজদীদের কারণেই তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইরফানের শত সহস্র দিকপালের মধ্যে তাকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি দেয়া হয়। তিনি আরো বলেন ঃ "ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই ইরফানের এ সংস্কারের কারণে তিনি পেয়েছেন "শায়খুল ইসলাম" খেতাব। আর ইমাম গাযযালী (র.) ইরফান বিরোধীদের বিরুদ্ধে কলমধরে হয়েছেন দুনিয়ার প্রথম হুজ্জাতুল ইসলাম।"

সেমিনারের সর্বশেষ আলোচক ছিলেন ডঃ ইসমাইল হাকেমী। ছন্দবদ্ধগদ্যে খাজার অবদানের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ ফার্সী সাহিত্যে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রন এবং ছন্দবদ্ধভাবে উপস্থাপন করার পদ্ধতি যে মনীষী চালু করেন তিনি হলেন পীরে হেরাত।

আরবী সাজা سجع বা ছন্দ শিল্প থেকে ফার্সী গদ্য সাহিত্যে ছন্দের মিল ও প্রানবন্ত করার যে পদ্ধতি খাজা হেরাত আবিষ্কার করেন সে সূত্র ধরেই বিশ্ববরন্য কবি ও সাহিত্যিক শায়খ সাদী (র.) তার গুলিস্তান সহ অন্যান্য গদ্য সাহিত্য রচনা করেন। পরবর্তী যুগে এ রীতি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, ফার্সী গদ্য সাহিত্যে এ রীতির রচনাই সমাদৃত হতে থাকে।

খ. সেমিনারের ২য় দিবসের রিপোর্ট

গত ৯ নভেম্বর ১৯৮৯ ইং বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় ইসলামী ইরানের সাংস্কৃতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ বহুসংখ্যক চিন্তাবিদ, গবেষক, আলিম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সাংবাদিক ও লেখকের উপস্থিতিতে হযরত খাজা আবদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

আনসারী (রঃ) শীর্ষক ২য় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল-**"ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটনে খাজা আবদুল্লাহ আনসারীর অবদান এবং বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে কাশফুল আছরারের দর্পনে খাজা হেরাত।"** অনুষ্ঠানের শুরুতে আল-কুরআন তিলাওয়াতের পর ইরানের প্রখ্যাত দার্শনিক ও গবেষক **ডঃ মুহাম্মদ জাওয়াদ শরীয়ত** খাজা হেরাত রচিত ইরফানের কষ্টিপাথরে গড়া প্রখ্যাত তাফসীর কাশফুল-আসরারের আলোকে খাজার জনপ্রিয়তার উৎসসমূহ তুলে ধরেন।

জনাব জাওয়াদ শরীয়ত কাশফুল আসরারের শতাধিক উদ্ধৃতি তুলে ধরে প্রমাণ করেন যে,

খাজা আনসারীই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি কুরআনের পরিভাষা সমূহকে অত্যন্ত সুবিন্যস্ত আধ্যাত্মিক পরিভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। খাজা আনসারীর তৎকালিন জাবরীয়া ও মরজিয়াদের মতবাদ খন্ডন করে এসব মতবাদ যে বাতিল তা প্রমাণ করেছেন। যেমন আল্লাহতায়ালাকে মানুষ দেখতে পাবে কিনা এ নিয়ে আধ্যাত্মিক বা রুহনী আলিম ও যুক্তিবিদগণের মধ্যে যে বিরাট দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে উঠে ছিল খাজা হেরাত তার বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করে সঠিক রায় পেশ করেছেন। **"মানুষ তার মানবিক গন্ডী পার হয়ে তার জেসমানী তথা ইন্দ্রীয় ও নুরানী পরদা ভেদ করে যখন হারিমে খোদা তথা আল্লাহর পবিত্র সান্নিধ্যে পৌছে যায় তখন আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার হয়ে যায়।"**

কুরআনের শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং শানে নুযুল ও ইতিহাসের আলোকে তাফসীর রচনা যে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর নয় বরং কুরআনী পরিভাষাগুলোর রুহানী ও বাস্তব আমল ও তত্ত্বের মাধ্যমে উপলব্ধি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ও আরিফগণ (র.) যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাই মূল তাফসীর, বিশ্ববাসীর কাছে এ তত্ত্ব ও তথ্য যিনি প্রামাণসহ উপস্থাপন করেছেন তিনি হলেন খাজা হেরাত (র.)। সেমিনারের দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন জনাব ডঃ মুহসিন বিনা। জনাব বিনা বলেন ঃ "খাজা হেরাতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও ইরফানের জাগতিক একটি বাস্তব ও দার্শনিক ভিত্তি সম্পন্ন জগত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বাস্তব প্রামণ হলো তার বিশ্ববিখ্যাত মানাযিলুসসাইরীন গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখজনক হলো হাজার বছর পার হলেও এ সুমহান গ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যা ও তথ্য তুলে ধরা

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। খাজা হেরাত মা'রিফাতের একশটি ময়দান বা স্তর এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যা সাধারণ আলিম ও আরিফের পক্ষে বুঝা মুশকিল।"

ইরফানের একশটি মনযিল বা স্তর আল-কুরআনের দৃষ্টি ও নতুন পরিভাষার সংযোজন কোন আরিফ উপস্থিত করেছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। খাজা আনসারীর আধ্যাত্মিকতা দুনিয়া বিমুখ ছিল না। দুনিয়ার প্রাকৃতিক ও দৈনন্দিন কার্যক্রম ও লেনদেনকে আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে ফিকহ ও আফাইদের দৃষ্টিতে যাচাই করে বাস্তব জীবনে আমল করেছেন। খাজা হেরাত তার রচনায় এমন সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যেগুলোর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য উপস্থাপন করলে এমন সব বিষয় ও বক্তব্য বের হয়ে আসে যেগুলোর বলে বলিয়ান হয়ে মানুষ কাবা-কাউসাইন তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালার এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ও তাই।[১]

---

১ রেডিও তেহরানের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের ১৩টি ভাষায় কষ্টিপাথর অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রচারকাল-২৯ অক্টোবর ১৯৮৯ ইং রিপোর্টটি রেডিও তেহরানে বাংলা অনুষ্ঠানে সংরক্ষিত ফাইল থেকে সংগৃহিত

Dhaka University Institutional Repository

০২ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ৯ শত বর্ষ ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে রেডিও তেহরানের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে প্রচারিত জীবনালেখ্যের মূল পাণ্ডুলিপি। প্রচারকাল, ডিসেম্বর-১৯৮৯ইং।

گرامید اشت یا دخوا جه عبدا... انصاری

مجری : چندی قبل بنا به پیشنها دنما یندگی جمهوری اسلامی ایران بزرگد اشت نهصد مین سال- وفات عارف بزرگ فارسی زبان خواجه عبدالله انصاری، اعضای شورای اجرائی یونسکو ازمدیر کل این سازمان در خو است کردندتا نسبت به بزرگداشت یا داین عا رف گرانقدرو ترجمه آثارش بویژه منا جات نامه اقدام نما یند. درهمین راستا جهت آشنا یی با زندگی وخصوصیات این عا رف نامی تاملی گذراداریم برز ندگی وافکار خواجه عبدا...انصاری که اینك شمارا به شنیدن آن دعوت می کنیم.

موزیك مناسب.........

خواجه عبدا...انصاری معروف به پیرهرات درسال ۱۰۰۳ میلادی درقریه ای واقع در شمال شرقی ایران بدنیا آمد. وی که ازنبوغ واستعدا دهای فوق العا ده ای برخور دا ربود ازهمان اوان کودکی توانست به کمك حا فظهٔ عجیب خودوفر اگیری علوم توجه دیگران را بخود معطوف داردرسنین جوانی بعنوان یکی ازبزرگترین عا لمان دین در آید. به دلیل تبحری که درفقه وحدیث وتفسیر در آن روزگارداشت ارزشی وا لایا فت بگونه ای که اوراشیخ الاسلام لقب داده بودند. درشرح حال وی آورده اندکه ازسیصدنفر حدیث شنیده بودو بنا به گفته ای سیصدهزار حدیث وروا یت می دانست. قرآن را براساس یکصدوهفت تفسیر از مفسران گذشته به شاگردان خودتعلیم داد. مجا دلات اوبا فقیهان و متکلمان آن زمان وکینه و حسا دتی که این گروه نسبت به وی داشتند میتوا ندخودتا حدودی بیا نگر موقعیت وا عتبا روی با شدواز مقام وحیثیت علمی او حکایت کند. آثا روکتب درجای ما نده از اونیز ازسویی می تواندتا ئیدی برجا معیت ووسعت دانش اودر علوم شرعتی باشد.

Dhaka University Institutional Repository

خواجه پس ازفراگیری علوم زمان تا حدکمال به عر فان روی آوردوبه سیروسلوک در این وادی پرداخت.

آنان که خود درمشرق زمین زندگی می کنندویا با شرق وافکاروانديشه های شرقیان آشنا یند بخوبی می دانندکه معنویت وگرایش های معنوی دراین نقاط همو اره از کششی عجیب وجاذبهای فوق العاده برخوردا ربوده است. کمترفردی از بزرگان تاریخ مشرق زمین را میتوان یافت که مبری وبیگانه با این علقه های روحی با شد. خواجه عبدا...انصاری نیز از جمله این افراد بودکه با وجود اندوخته های علمی بسیا رحقیقت رادر چیز دیگری جستجو می گرد. اوخود این حالت خویش را این چنین بیان داشته است :

"عبدا...مردی بود بیا بانی، می رفت به طلب آب زندگانی، ناگاه رسید به شیخ ابوالحسن خرقانی، دیدچشمهء آب زندگانی چندان خوردکه از خودگشت فانی که نه عبدا... ماندونه شیخ ابو الحسن خرقانی."

شیخ ابوا لحسن خرقانی همان کسی است که خواجه به او ارادتی خاص و تام داشت، و با وجود اینکه درسیروسلوک عرفانی خودا زافراد دیگری نیز مدد می گرفت لیکن همواره شیخ خرقانی رابعنوان تنهاکسی که وی رادریافتن حقیقت یاری کرده است، معرفی می کرد.

عرفان خواجه تلفیقی معتدل از عشق وعبا دت بوداونه یکسره زاهد تارك دنیا بودونه یکباره عاشق سرگشته بلکه باآنکه صوفی بود به کسب وکا روزر اعت می پرداخت درنظر اوعشق لازمه همه مراحل سیر و سلوك است و برای رسیدن به معبود الزا می است شور و شوق عاشقا نه وآرزوی- دیدا رحق ما یه اصلی عرفان اوست واین خا صیت در منا جات و اشعا را وبخوبی نما یان است لیکن وی ماننددحا فظ و مولوی از عشق مجازی سخن نمی گوید : او از استغر اق درحا لات جذبه واز خود- بیخود شدن انچنا نکه در میان صوفیان مرسوم است اجتناب می نمود.

Dhaka University Institutional Repository

عرفان خواجه عبدا... انصاری وحیات در ونی وی را با ید از منا جاتهای اوشناخت. مناجات نا مه از جمله تالیفات خواجه است که از روح بزرگ خوا جه دربعد عرفان خبرمی دهد. همانگونه که ازنام این کتاب برمی آید محتوای آن دربردا رنده‌ء نیا یش ها یی است که تنها یك انسان غرق شده در عظمت پروردگار می تواند برزبان براند، به گزیدهای از آن گوش دهید:

خدا یا من کیستم که بردرگاه توزارم یاقصه دردخودبه توپردازم. الهی به روزگار آمدم بنده واره بالب پرتوبه وزبان پر استغفار، خواهی به کرم عزیزدار، خواهی، خوار، که من خجلم وشر مسا روتو خدا وندی وصاحب اختیار.

آنچه که بی منا سبت نیست در اینجا گفته شودا عتقا دات باطنی خواجه نسبت به مسائل اعتقا دی و مذهبی است که از قیود تعصب برکنارش می ساخت. با آنکه در ظو اهرشرع از مذهبی خاص پیروی می کردودر استحکام اصول وحفظ موا زین آن تلاش می نمود، درعالم فکرو نظر گرفتا رحدود تقلیدی نبود. وی عقل واستدلال را درکا ردین و ایمان ست وبی اعتبار می دانست و متکلمین را ملامت می نمودو عشق را راهگشای تعا لی می دانست چنا نکه درمنا ظره "عقل و عشق" که یکی از با بهای کتاب مشهوروی می باشد عقل راوا ما نده تعریف می کند پیر هر ات نخستین کسی بود که کوشید تما می آیات قرانی رابرحسب رموزو اشارات عرفا نی تفسیر کند واولین کسی است که در این باره کتاب مستقل و مجزائی تالیف کرده که اخیرا بنام" مجموعه رسایل خواجه عبدالله انصاری" در ایران به چاپ رسیده است.

خواجه عبد الله انصاری ۱۳ کتاب تا لیف نمود وشاگردان وی نیز از گفته های وی ء کتاب تدوین نمودندو چندکتاب دیگر نیز به وی نسبت می دهند.

Dhaka University Institutional Repository

خواجه دراین آثا ربویژه درکتاب صدمیدان کوشیده است مراحل ومقامات، سلوك راطرح و تنظیم نمایده چندسال بعدا زتحریرکتاب صدمیدان به خواهش مرید انش این کتاب را به زبان عربی املا نمود وآنرا "منارل السائرین" نام نهاد. اگرچه درظا هرسا ختمان هردوکتاب "صدمیدان" و "منازل السائرین" یکسان است لکن درپاره ای از موضوعات مهم تصوف و در بسیاری از جرئیات میان این در تالیف تفاوت زیادی است. منازل السائرین از آثار دوران سالخوردگی فکر خو اجه عبد الله انصاری است و بیان آن نیز در حدبلاغت، و ایجاز است. اما آنچه یادپیر هر ات را پس از هزارسال در دلها زنده نگهد اشته است نه کتابهای مناسك و صدمیدان اوست، بلکه منا جات ور از و نیا زهای پرشور وگداز و گفتار های شور انگیز اوست که تا امروز همه را از جذبات روحی و ذوقی و عرفانی وی با خبر می سازدودر طی ده قرن گذشته نیز همواره برای دوستان و همزبانان وی غذای دل و جان بوده است.

در انتها ضمن گرا مید اشت، یا دا و وذکر این سخن که خواجه عبدا... انصا ری درسال ۱۰۸۸م درگذشت و دریکی از شهر های افغانستان کنونی به نام هر ات بخاك سپرده شد، بر نا مهءخودرا به پایان می بریم.

০৩ মূল ফার্সী বাংলা অনুবাদ
খাজা আনসারীর জীবনালেখ্য

শায়খুল ইসলাম পীরে হেরাত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার একটি গ্রামে হাজার তিন (১০০৩) খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। শৈশব কালেই তার প্রখর মেধা ও স্মরণ শক্তি এবং শিক্ষার প্রতি ঝোক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যুবক বয়সে একজন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ফিকহ্‌, হাদীস ও তাফসীরে সমকালিন সমাজে এত উচ্চ পর্যায়ের ইলম অর্জন করেছিলেন যায় কারণেই তাকে শায়খুল ইসলাম উপাধি দেয়া হয়।

ঐতিহাসিকগণ তার জীবনী সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "হযরত খাজা আনসারী তিনশতাধিক মুহাদ্দিসের কাছে রাসূলুল্লাহ আলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

Dhaka University Institutional Repository

সাল্লামের হাদীস শিক্ষা লাভ করেছিলেন।" ঐতিহাসিকগণ আরো উল্লেখ করেছেন খাজা আনসারী (র.) সনদসহ তিন লক্ষ হাদীস জানতেন। আলিমকুল শিরমনি হযরত খাজা আনসারী (র.) একশ সাতখানা তাফসীরের ভিত্তিতে ছাত্র ও মুরিদগণকে কুরআন মাজীদের তাফসীর শিক্ষা দিয়েছেন। সে যুগের ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রবিদগণের সাথে তার বাহাস (তর্কযুদ্ধ) এবং তার প্রতি ঐ দলগুলোর হিংসা বিদ্বেষই তার অবস্থান ও মর্যাদা অনুভব করা যায়। আর এ বাহাস তর্কই তার সম্মান ও জ্ঞানগত গভীরতার পরিচায়ক। তার যেসব লেখাগ্রন্থ বিশ্ববাসীদের জন্য রেখে গেছেন এবং জ্ঞানীগুণীদের কাছে সমাদৃত হয়েছে সেগুলো তার শরীয়তের ইলম ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা ও ব্যাপকতার প্রকৃষ্ট দলীল।

হযরত খাজা আনসারী (রহ) যাহিরী ইলমে বাহরুল উলূম তথা ইলমের সাগর হওয়ার সাথে সাথে কামালিয়াত ও মা'রিফাতের সর্বোচ্চ মাকামে আরোহন করেছিলেন। তরীকত ও ইরফানের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যাহিরী ও বাতিনী উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভকারী ইনসানে কামিলে পরিনত হয়েছেন।

প্রাচ্য জগতে যারা বাস করছেন অথবা প্রাচ্য ও প্রাচ্যবাসীদের চিন্তাধারা ও মানসিকতা সম্পর্কে জানেন তাদের অবশ্যই জানা আছে যে এ অঞ্চলে আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা সব সময়ই আশ্চর্য ধরনের আকর্ষন ও বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। প্রাচ্যজগতের মহান ব্যক্তিত্ব ও মনীষীগণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কম সংখ্যক মনীষীই এ আধ্যাত্মিক চেতনা ও চিন্তাধারা বির্বজিত ছিলেন। খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) এমন এক মনীষী ছিলেন যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হওয়া সত্ত্বেও হাকিকত তথা গূঢ়রহস্যকে অপর বস্তুতে খুঁজতে থাকেন। তিনি নিজেই তার অবস্থা সম্পর্কে বলেন-

عبداللّه مردی بود بیابانی- می رفت به طلب اب زندگانی- ناگاه رسید به شیخ ابوالحسن خرقانی- دید چشمهٔ آب زندگانی چندان خورد که از خود گشت فانی که نه عبد اللّه ماند و نه شیخ ابوالحسن خرقانی

"আবদুল্লাহ ছিল মরুচারী একটি লোক যে আবহায়াতের খোজে পথ চলছিল। ভাগ্যক্রমে শায়খ আবুল হাসান খারাকানীর নিকট পৌছলো, যেখানে আব হায়াতের ঝর্ণাধারা দেখতে পেল আর তা থেকে এতই পান করলো যে নিজেই আত্মহারা হয়ে গেল যাতে আবদুল্লাহও রইল না শায়খ আবুল হাসান খারাকানীও থাকলো না।"

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শায়খ আবুল-হাসান খারাকানী (র.) ঐ মহান ব্যক্তিত্ব খাজা আনসারী (র.) যাকে নিজের বিশেষ পূর্ণতা লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। খাজা আনসারী (র.) তরীকত ও মা'রিফতের বেলায় অপর রুহানী ওলীদের সহযোগীতা নিলেও শায়খ আবুল হাসান খারাকানীকেই (র.) তার হাকীকত লাভের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

খাজা আনসারী (র.) আধ্যাত্মিকতায় ইশক ও ইবাদতের ভারসাম্যপূর্ণ গতিধারা বিরাজমান ছিল। তিনি এক দম দুনিয়াত্যাগী যাহিদও ছিলেন না আবার ভবঘুরে আশিক ও ছিলেন না বরং এমন একজন সূফী ছিলেন, আয় উপার্জন কাজকর্ম ও চাষাবাদ করতেন। তার দৃষ্টিতে তরীকত ও মা'রিফাতের সকল পর্যায়ে ইশক প্রয়োজন। মাবুদের সান্নিধ্যে পৌছায় জন্য প্রেম ও ভালবাসায় মজে যাওয়া চাই, আর আল্লাহর দিদার লাভের কামনাই ইরফান ও মা'রিফাতের মূল প্রতিপাদ্য। তার এই চিন্তাধারা তার লিখিত মুনাজাত নামে ও কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তবে তিনি আ'রিফ কবি হাফিয ও মাওলানা রূমী (র.) এর মত রূপক প্রেমের উপমা উৎপ্রেক্ষা ও পরিভাষা প্রয়োগ করেন নি। ইশকের দরিয়ায় ডুব দিয়ে জজবার হালাতে আত্মবিস্মৃত হয়ে যাওয়ার যে প্রচলন সূফীদের মধ্যে বিরাজমান ছিল তা থেকে বিরত থাকতেন। খাজা আনসারী (র.)-এর আধ্যাত্মিকতা ও মা'রিফাতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তার মুনাজাত ও কবিতায় দিবালোকের ন্যায় চিরভাস্বর হয়ে আছে। তার মুনাজাত সমূহে তার রুহানী জীবনের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠে। তার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুনাজাতনামে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ও সাড়াজাগানো গ্রন্থ যা খাজার আবদুল্লাহ আনসারী (র.) মারিফাতের গভীরতা ও আধ্যাত্মিক উচ্চ মাকামে অসীন হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেশ করে।

এ মুনাজাত নামে এমন এক আত্মবিলাপ ও মনের কথা যেগুলো কেবলমাত্র ঐ ইনসানে কামিলের মুখ দিয়েই বের হওয়া সম্ভব যে ব্যক্তিত্ব মহান আল্লাহর আজমত (বড়ত্ব) ও মুহাব্বতের দরিয়ায় ডুব দিয়েছে। যেমন খাজা আনসারী (রঃ) তার মুনাজাতে রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে বলেন ঃ

خدایا من کیستم که بردرگاه تو زارم یا قصه در خود به تو پردازم الهی به روزگار آمدم بنده و اربالب پرتوبه و زبان پراستغفار خواهی به کرم عزیزدار- خواهی خوار- که خجلم و شرمسار و تو خداوندی و صاحب اختیار

'মাওলাগো আমি কে যে তোমার দরগায় রোনাজারী করবো ! অথবা

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে নিজের দুঃখ বেদনার কথা বলব। ইয়া এলাহী ওষ্ঠে তওবা ও মুখে ইস্তেগফার নিয়ে তোমার দরবারে এ বান্দা হাজির হয়েছি। যদি ইচ্ছা করো তোমার দয়ায় ভালবাসো আর যদি মন চায় তা হলে তাড়িয়ে দাও। আমি তো লজ্জিত, অনুতপ্ত আর তুমিতো ক্ষমতার মালিক খোদা।'

এখানে আরেকটি বিষয় প্রানিধান যোগ্য যে, খাজা আনসারী (র.) এর বাতেনী আকীদা বিশ্বাসের সাথে শরয়ী আকীদা বিশ্বাস এমনই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল যাতে গোড়ামীর বালাই ছিল না। তিনি জাহিরী শরীয়তের বেলায় একটি মাযহাবের অনুসরণ করতেন। দ্বীনি আইন কানুন পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করতেন। তবে চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ অনুকরণীয় জড়তা ছিল না। তিনি দ্বীনি ও ঈমানী ব্যাপারে যুক্তি খাটানো কে ঈমানের দুর্বলতা ও নিরর্থক বলে মনে করতেন। কালাম শাস্ত্রবিদগণকে ভর্ৎসনা করতেন। এশক ও মুহব্বতকে আল্লাহর পথ পাওয়ার আসল বাহন বলে মনে করতেন। যেমন তার মুনাযিরা গ্রন্থে আকল ও ইশক তথা যুক্তি প্রেম সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায় রয়েছে। সেখানে তিনি যুক্তি তর্ককে অচল বলে বর্ণনা করেছেন।

পীরে হেরাত খাজা আনসারী (র.)-ই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি মারিফাত তথা আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণে কুরআনে কারিমের তাফসীর করতে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে তার কাশফুল আসরার নামক তাফসীর গ্রন্থ দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনিই প্রথম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এ সম্পর্কে মজমুয়ায়ে রাসায়িলে (مجموعه رسائل) খাজা আবদুল্লাহ আনসারী নামে তার কয়েকটি গ্রন্থের সংকলন একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে ইসলামী ইরানে প্রকাশিত হয়েছে।

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) তেরখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১] তার ছাত্রগণ তার বক্তব্য সমূহ ছয়টি গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থও তার নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

খাজা তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছদময়দান (صد میدان) নামক গ্রন্থে তরীকতের একশটি পর্যায় ও স্তরের বর্ণনা অত্যন্ত সুবিন্যস্থ ও সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থ রচনার কয়েক বছর পর মুরীদগণের অনুরোধে এ গ্রন্থকে আরো নতুন তথ্য সংযোগে "মানাযিলুস সায়িরীন" নামে রচনা করেন।

---

১. রেডিও তেহরানের ভাষ্যকার খাজা আনসারী (র.) রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৩ খানা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ব্যাপক গবেষণায় জানা যায় তার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৪৬, (গবেষক) ১৯৯৪ ইং সনে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দানের দায়িত্বে অংশগ্রহণের সময় রেডিও তেহরানের বর্হিবিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা বিভাগের গবেষণা বিষয়ক রেকর্ড ফাইল থেকে ফার্সী ভাষায় লেখা-১৯৮৯ ডিসেম্বর মাসে হযরত খাজা আনসারী (রা)-এর বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রচারিত নিবন্ধটি সংগ্রহ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্টারনেট

ON TASAWWUF Shaykh Abu Isma`il `Abd Allah al-Harawi al-Ansari (d. 481)

A Sufi shaykh, hadith master (hafiz), and Qur'anic commentator (mufassir) of the Hanbali school, one of the most fanatical enemies of innovations, and a student of Khwaja Abu al-Hasan al-Kharqani (d. 425) the grandshaykh of the early Naqshbandi Sufi path. He is documented by Dhahabi in his Tarikh al-islam and Siyar a`lam al-nubala', Ibn Rajab in his Dhayl tabaqat al-hanabila, and Jami in his book in Persian Manaqib-i Shaykh al-Islam Ansari.

He was a prolific author of Sufi treatises among which are:

- Manazil al-sa'irin, on which Ibn Qayyim wrote a commentary entitled Madarij al-salikin
- Tabaqat al-sufiyya (Biographical layers of the sufi masters),which is the expanded version of the earlier work by Abu `Abd al-Rahman al-Sulami (d. 411) bearing the same title
- Kitab `ilal al-maqamat (Book of the pitfalls of spiritual stations), describing the characteristics of spiritual states for the student and the teacher in the Sufi path
- Kitab sad maydan (in Persian, Book of the hundred fields), a commentary on the meanings of love in the verse: "If you love Allah, follow me, and Allah will love you!" (3:31). This book collects al-Harawi's lectures in the years 447-448 at the Great Mosque of Herat (in present-day Afghanistan) in which he presents his most eloquent exposition of the necessity of following the Sufi path
- Kashf al-asrar wa `uddat al-abrar (in Persian, the Unveiling of the secrets and the harness of the righteous), in ten volumes by al-Maybudi, it contains al-Harawi's Qur'anic commentary

---

Reproduced with permission from Shaykh M. Hisham Kabbani's
The Repudiation of "Salafi" Innovations (Kazi, 1996) p. 319-320.

Blessings and Peace on the Prophet, his Family, and his Companions

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি
BIBLIOGRAPHY
الكتب المراجعة
فهرست مآخذ

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সী গ্রন্থাবলী (منبع و مصادر فارسی)

১ ড. সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন সাজ্জাদী ঃ مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف
মুকাদ্দামায়ে বার মাবানীয়ে ইরফান ওয়া তাসাওউফ
তেহরান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানবিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা সংস্থা (সেমাত), সং ৪র্থ, ফার্সী সাল ১৩৭৪, খ্রী. ১৯৯৫

২ অধ্যাপক ওয়াহিদ দাস্তগারদী ঃ مقدمه رسائل خواجه عبد الله انصاری
মুকাদ্দামায়ে রাসাইলে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী
তেহরান, ফরুগী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৫ খ্রী. ১৯৮৬

৩ কাসিম আনসারী ঃ مقد مه صد میدان
সদ ময়দান (ভূমিকা)
তেহরান, তাহুরী, প্রকাশনী, ফা. সা. ১৩৬৮ খ্রী. ১৯৮৯

৪ আবদুর রহমান জামী ঃ نفحات الانس من حضرات القدس
নুফহাতুল উন্‌স মিন হাযারাতিল কুদ্‌স
তেহরান ঃ মাহমুদী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৩৮, খ্রী. ১৯৫৯

৫ গোলাম সরওয়ার হিন্দী ঃ خزینة الاصفیاء
খাযিনাতুল আসফিয়্যা
পাকিস্তান, লাহোর প্রকাশনী তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

৬ হামদুল্লাহ মুস্তাওফী ঃ نزهة القلوب
নুযহাতুল কুলুব
তেহরান, তাহুরী প্রকাশনী, তা.বি.

৭ সা'ঈদ নাফিসী ঃ تاریخ نظم ونثرد رایران و درزبان فارسی
তারিখে নাযম ও নাসর দার ইরান ওয়া দারযাবানে ফার্সী
তেহরান, ফরুগী প্রকাশনী, ফার্সী সাল-১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪

৮ আবদুল হোসাইন সা'ঈদিয়ান ঃ مشاهیر جهان
মাশাহীরে জাহান
তেহরান, ইলম ও যিন্দিগী প্রকাশনী, সং-১ম ফার্সী সাল ১৩৬৩ খ্রী. ১৯৮৪

৯ হুসাইন আ'হী ঃ مقد مه طبقات الصوفیه
তাবাকাতুস্ সূফিয়্যা, ভূমিকা
তেহরান, ফরুগী প্রকাশনী, ফার্সী সাল, ১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪)

১০ অধ্যাপক জালাল উদ্দীন হুমায়ী ঃ غزالی نامه
গাযযালী নামে
তেহরান প্রকাশনা সংস্থা, ফার্সী সাল, ১৩১৮, খ্রী. ১৯৩৯

১১ ড. মুহাম্মদ জাফর ইয়াহেক্বী ঃ فرهنگ اساطیر
ফারহাঙ্গে আসাতীর
তেহরান, সুরুশ প্রকাশনী, ফার্সী সাল, ১৩৬৯ খ্রী. ১৯৯০

১২ হোসাইন আনুশেহ ঃ دانشنا مه اداب فارسی در افغانستان
দানেশনামে আদাবে ফার্সী দার

Dhaka University Institutional Repository

		আফগানিস্তান তেহরান, সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয় প্রকাশনা সংস্থা, ফার্সী সাল ১৩৭৮ খ্রী. ১৯৯৯
১৩ আল্লামা আবদুর রহমান আল-জব্বার আল কাফী	ঃ	تاريخ هرات তারিখে হেরাত হেরাত, আফগানিস্তান তা. বি.
১৪ নিজামুদ্দিন নূরী কুতনায়ী	ঃ	دیباچه ای بر مبانی عرفان و تصوف দিবাচেয়ে বার মাবানী ইরফান ওয়া তাসাউউফ ইরান, মাযান্দারান, সোহাবী প্রকাশনী ফার্সী সাল ১৩৭০, খ্রী. ১৯৯১
১৫ ড. আলী ফাযিল	ঃ	سراج السائرين সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা সিরাজুস সায়িরীন আহমদ জাম-জিন্দাপীল (র.) ইরান, মাশহাদ, আস্তানে কুদস রাযাভী প্রকাশনা সংস্থা, ফার্সী সাল ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৮৯
১৬ আইনুল কুযাত হামেদানী	ঃ	زبدة الحقائق যুবদাতুল হাকাইক সম্পাদনায় আকীক আইরান, তেহরান ইউনিভার্সিটি প্রকাশনা তা.বি.
১৭ ব্রার্টলাস ফার্সী অনুবাদ, সীরুস ইয়াযদী	ঃ	تصوف وادبيات تصوف তাসাওউফ ও আদাবিয়াতে তাসাওউফ তেহরান, আমীর কবির প্রকাশনী তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

১৮ ফরিদ উদ্দীন আত্তার ঃ تذکرة الاولیاء
তাযকিরাতুল-আউলিয়া
তেহরান, যাওউয়ার প্রকাশনী, সং
৫ম, ফার্সী সাল-১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭

১৯ বাদীউযযামান ফরুযানফার ঃ مقدمهٔ رسالهٔ قشیریه
রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা ভূমিকা
তেহরান, মারকাযে ইন্তেসারাতে
ইলমী ও ফারহাঙ্গী, ফার্সী সাল ১৩৬১
খ্রী. ১৯৮৩

২০ কাসিম আনসারিয়ান ঃ مقدمه کشف المحجوب
কাশফুল মাহজুব, ভূমিকা
তেহরান, তাহুরী প্রকাশনা, সং-৩,
ফার্সী সাল, ১৩৭৩ খ্রী. ১৯৮৪

২১ ড. যবীহ উল্লাহ সাফা ঃ تاریخ ادبیات ایران
তারিখে আদাবিয়াতে ইরান
তেহরান, ফেরদৌস প্রকাশনী, ফার্সী
সাল-১৩৭২ খ্রী. ১৯৯৩

২২ আবদুর রাফী হাকীকত ঃ پیام جهانی عرفان ایران
পায়ামে যাহানীঈ ইরফানে ইরান
তেহরান ঃ কোমেশ প্রকাশনী
ফার্সী সাল-১৩৭০, খ্রী. ১৯৯১

২৩ ঐ ঃ سلطان العارفین بایزید بسطامی
সুলতানুল আরিফীন বায়েযীদ বুস্তামী
তেহরান, আরিয়েন প্রকাশনী, ফার্সী
সাল, ১৩৬৬ খ্রী. ১৯৮৭

২৪ মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (র) ঃ مثنوی شریف
মসনবী শরীফ
চতুর্থ দপ্তর
ইনতিশাবাতে জাবিদান, সং ৫, ফার্সী
সাল ১৩৬৪, খ্রী. ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মুজতবা মিনাবী : احوال واقوال شیخ ابوالحسن خرقانی
আহওয়াল ওয়া আকওয়ালে শায়খ আবুল হাসান খারাকানী
তেহরান, তাহুরী লাইব্রেরী, ফার্সী সাল ১৩৬৭, খ্রী. ১৯৮৮

২৬ কবি মোহাম্মদ সাদিক আনকা : مزامیرحق
মাযামিরে হক
তেহরান, তা.বি.

২৭ শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের : اسرار التوحید
আসরারুত তাওহীদ
তেহরান, কিতাবখানে তাহুরী, সং ২য়, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৮৯

২৮ ড. যায়নুদ্দীন কিয়ায়ী নাযাদ : سیرعرفان دراسلام
সায়রে ইরফান দার ইসলাম
তেহরান, আশরাকী প্রকাশনা, ফার্সী সাল ১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭

২৯ ড. মুহাম্মদ জাওয়াদ শরীয়ত : جو اهرالاسرار و زواهر الانوار
জাওয়াহিরুল আসরার ওয়া যাওয়াহিরুল আনওয়ার
ইরান, মশাল প্রকাশনা সংস্থা ইস্ফাহান, ফার্সী সাল ১৩৬০, খ্রী. ১৯৮১

৩০ সাঈদ নাফিসী : سرچشمهٔ تصوف در ایران
সারচশমায়ে তাসাওউফ দার ইরান
তেহরান, মারুভী প্রকাশনা, সং ৮ম, ফার্সী সাল ১৩৭১, খ্রী. ১৯৯২

৩১ সালাউদ্দিন আল মুনাজ্জেদ : مقدمهٔ منازل السائرین
মুকাদ্দামা মানাযিলুস সাইরীন
আরব দেশীয় পান্ডুলিপি সংগ্রহ সংস্থার পরিচালক, কায়রো, মিশর

Dhaka University Institutional Repository

তেহরান, মাওলা প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬১, খ্রী. ১৯৮২

৩২ ড. মুহসিন বিনা ঃ مقامات معنوی
মাকামাতে মা'নাবী
তেহরান, শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়, ফার্সী সাল-১৩৬৩, খ্রী. ১৯৯৪

৩৩ আলী শিরওয়ানী ঃ شرح منازل السائرين
শরহে মানাযিলিস সাইরীন
তেহরান, যাহরা প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৭৩, খ্রী. ১৯৯৪

৩৪ হাজ সাবয আলী আলী পানাহ ঃ مقدمهٔ مناجات خواجه عبد الله انصاری
মুনাজাতে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, ভূমিকা
তেহরান, মায়ভী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৫৭, খ্রী. ১৯৮৭

৩৫ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ঃ مناجات نامه
মুনাজাত নামে
তেহরান, ফরুগী বই বিতান, ফার্সী, ১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭

৩৬ ঐ ঃ رسالهٔ جان ودل
রিসালায়ে জান ও দিল
তেহরান, সালিহ প্রকাশনী, সং ৪র্থ, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯

৩৭ ঐ ঃ رسالهٔ واردات
রিসালায়ে ওয়ারিদাত
তেহরান, সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯

৩৮ ঐ ঃ كنز السالكين
কানযুস্-সালিকীন

Dhaka University Institutional Repository

			তেহরান, সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯
৩৯	ঐ	ঃ	رسالهٔ قلندر نامه রিসালায়ে কালান্দর নামে তেহরান, সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী সা. ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯
৪০	ঐ	ঃ	رسالهٔ هفت حصار রিসালায়ে হাফ্‌ত হিছার তেহরান, সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী সা. ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯
৪১	ঐ	ঃ	رسالهٔ محبت نامه রিসালায়ে মুহাব্বত নামে তেহরান, সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী সা. ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯
৪২	ঐ	ঃ	رسالهٔ مقولات রিসালায়ে মাকূলাত তেহরান, সালিহ প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৯৯
৪৩	নূরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী (র.)	ঃ	مقامات شيخ الاسلام هروى মাকামাতে শায়খুল ইসলাম আনসারী হারাবী সম্পাদনা, ব্যাখ্যা সংযোজন আলী আসগর বশীর, কাবুল আফগান সাল সূর-১৩৫৫
৪৪	আহমদ জাম যিন্দাপীল (র.) সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা-ডঃ আলী ফাযিল	ঃ	انيس التائبين আনিসুত্ তাইবীন তেহরান, হায়দরী প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৮, খ্রী. ১৯৮৯
৪৫	রিচার্ড এন ফ্রাই অনুবাদ মাসুদ রজবনিয়া	ঃ	عصر زرين فرهنگ ايران আসরেযাররিন ফারহাঙ্গে ইরান

Dhaka University Institutional Repository

		তেহরান, সুরুস প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪
৪৬ আল-যাখেরযী (র)	ঃ	دامیات القصر দামিয়াতুল কাসর আফগানিস্তান, তা.বি.
৪৭ আবদুল গাফির আল ফারেসী	ঃ	تاریخ نیشاپور তারিখে নিশাপুর তেহরান, তা.বি.
৪৮ ড. আবদুল্লাহ রাযী	ঃ	تاریخ کامل ایران তারিখে কামিল ইরান তেহরান, ইকবাল মুদ্রণ ও প্রকাশনী, সং ৪র্থ, ফার্সী ১৩৭৭, খ্রী. ১৯৯৮
৪৯ ইমাম শাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দী (র.)	ঃ	عوارف المعارف আওয়ারিফুল মা'আরিফ (ফার্সী অনুবাদ) তেহরান, ইস্ফাহানী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কোম্পানী ফার্সী-১৩৬৪, খ্রী. ১৯৮৫
৫০ ড. যাওয়াদ শারীয়ত	ঃ	فهرست تفسیر کشف الاسرار ফিহরিস্ত তাফসীরে কাশফুল আসরার তেহরান, আমীর কবীর ফাউন্ডেশন, ফার্সী সাল-১৩৬৩ খ্রী. ১৯৯৪
৫১ ড. রিযা নিলীপুর	ঃ	گزیدهٔ تفسیر کشف الاسرار গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার তেহরান নং-২, অধ্যায়-২, পয়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা কেন্দ্র, ফার্সী-১৩৭৫, খ্রী. ১৯৯৬
৫২ ড. নজমে দাই	ঃ	مرصاد العباد মিরসাদুল ইবাদ

Dhaka University Institutional Repository

তেহরান, ইনতিশারাতে ইলমী,
তা.বি.

৫৩ ড. আলী আসগর হিকমত ঃ مقد مه تفسير كشف الاسرار
মুকাদ্দামায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার
তেহরান, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশনা, ফার্সী সাল ১৩৩১, খ্রী. ১৯৫৩

৫৪ ড. মুহাম্মদ মুঈন ঃ مقد مه لغت نا مه دهخدا
মুকাদ্দামায়ে লুগাত নামে দেহখোদা
তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা ও মানবিক বিজ্ঞান অনুষদ, ফার্সী, ১৩৩৭, খ্রী. ১৯৫৮

৫৫ ড. আলী আকবর দেহ খোদা ঃ لغت نامه دهخدا
লুগাতনামে দেহখোদা
অভিধান সংস্থা, সাহিত্য অনুষদ
তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৩৭, খ্রী. ১৯৫৮

৫৬ নাজমুদ্দীন কুবরা (র) ঃ رسالة الطيور
রিসালাতুত্ তুয়ূর
তেহরান, তা.বি

৫৭ এডওর্য়াড ব্রাউন
অনুবাদ-গোলাম মুহসেন সাদরী আফসা ঃ تاريخ ادبيات ايران از فردوسى تا سعدى
তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান আয ফেরদৌসী তা সা'দী
তেহরান, মারওয়ারীদ প্রকাশনী, ফার্সী সাল ১৩৬৬, খ্রী. ১৯৮৭

৫৮ ড. মুস্তাফা খোররামদেল ঃ مقدمه فى ظلال القران
মুকাদ্দামায়ে ফী যিলালিল কুরআন
তেহরান, মুহরাত প্রকাশনী
ফার্সী সাল ১৩৬২, খ্রী. ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

৫৯ আয়াতুল্লাহ শহীদ মুতাহহারী ঃ خدمات متقابل اسلام درایران
'খাদামাতে মুতাকাবিল ইসলাম ও ইরান"
ইসলামী প্রকাশনা দপ্তর, হি. ১৩৯৮, ফার্সী সাল ১৩৫৭, খ্রী. ১৯৭৮

৬০ আল্লামা শাহাবুদ্দীন নুবাইরী (র.) ঃ نهاية الارب
অনুবাদ ড. মাহমুদ মাহদাবী দামেগানী
নিহায়াতুল আরব
তেহরান, ফার্সী সাল ১৩৬৪, খ্রী. ১৯৮৫

৬১ আল্লামা আবুবকর আতীক নিশাপুরী ওয়ফে সূরাবাদী (র.) ঃ تفسير سور آبادى
তাফসীরে সুরাবাদী
তেহরান, খারয়মী প্রকাশনী, সং ২, ফার্সী সাল ১৩৬৫, খ্রী. ১৯৮৬

৬২ আবু ইব্রাহিম ইসমাইল বোখারী ঃ شرح التعرف فى مذهب التصوف
শরহি আত্ তাযাররুফ ফী মাযহাবিত তাসাওউফ
তেহরান, আসাতীর প্রকাশনী, ফার্সী ১৩৬৩, খ্রী. ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আরবী গ্রন্থাবলী

الكتب المراجعة باللغة العربية

Dhaka University Institutional Repository

আরবী গ্রন্থাবলী

১ আল-কুরআনুল কারীম

২ ইবন খাল্লিকান : وافيات الاعيان وانباء ابناء الزمان
ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া
আম্‌বাউ আবনাইয-যামান
বৈরুত, দারুল কিতাবিল্‌ আরাবী
হি. ১৪১৪

৩ ইবন রাজাব হাম্বলী : كتاب الذيل على طبقات الحنابله
কিতাবুয-যায়ল আলা তাবাকাতিল
হানাবিলা
দামেস্ক, রুবাইয়াত দারুল মা'রিফা,
হি. ৩৭০, খ্রী. ১৯৫১

৪ ড. মুহাম্মদ সা'ঈদ আবদুল মজীদ : شيخ الاسلام عبد الله انصارى حياته
و ارائه
শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ আনসারী
হায়াতুহু ওয়া আরাউহু
মিশর, দারুল কুতুবিল হাদীসাহ,
তা.বি.

৫ শামসুদ্দীন দাউদী : طبقات المفسرين
তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন
দামেস্ক, হি. ১৩৭০ খ্রী. ১৯৫১

৬ ইমাম যাহাবী (র.) : سير اعلام النبلاء
সিয়ারু আলামিন নুবালা
বৈরূত, হি. ১৪০৬, খ্রী. ১৯৯২,
আররিসালা ফাউন্ডেশন

১ ইমাম যাহাবী (র.) : تذكرة الحفاظ
তাযকিরাতুল্‌ হুফ্‌ফায
বৈরুত দারুএহইয়াইততুরাসিল
আরাবী, তা.বি.

৮ ফাযলুল হাদী এবং : التفاسير باللغة الفارسيه

Dhaka University Institutional Repository

যাইন মুহাম্মদ ওমর

واتجاهاتها
আত্ তাফসীর বিল লুগাতিল
ফারসিয়্যাতে ওয়া ইতজাহাতিহা
পি.এইচ.ডি গবেষণাপত্র
মদীনা শরীফ, মসজিদের নববীর
বাবে ওমর গ্রন্থাগার, গ্রন্থ নং
৪৮৩২৯

৯ আল মাহাদি লিদিনিল্লাহ আহমাদ ইবন ইয়াহিয়া আল ইয়ামানী

ঃ المنيه والامال فى شرح الملل والنحل
আল মুনিয়া ওয়াল আমাল ফী
শারহিল মিলাল ওয়ান নাহাল
মুয়াসসাসা আল কিতাব আস
সাকাফা প্রকাশ ১৯৮৮ইং

১০ আবূ মানসূর আল-বাগদাদী

ঃ الفرق بين الفرق
আল ফারকু বাইনাল-ফারাক
কায়রো মাকতাবাতুল মাআরিফ, হি.
১৩২৮ খ্রী. ১৯১০

১০ ইবন জারীর তাবারী

ঃ تاريخ الامم والملوك
তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক
বৈরূত, দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,
সং ২, হি. ১৪০৮, খ্রী. ১৯৮৮

১১ আল্লামা আবদুর রহমান সফুরী

ঃ نزهة المجالس
নুযহাতুল মাজালিস
দামেস্ক, দারুল ইমান, তা.বি.

১২ ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী

ঃ صحيح البخارى
সহীহুল বুখারী
ইস্তাম্বুল-আল মাকতাবাতুল
ইসলামিয়্যা, খ্রী. ১৯৭৯

১৩ ইমাম যাহাবী (র.)

ঃ العبر
আল'ইবার
বৈরূত, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

১৪ ইবনুল জাওযী ঃ مدارج السالكين
মাদারিজুস সালিকীন
লেবানন, দারুল কুতুবিল
ইসলামিয়া, খ্রী. ১৯৮৮

১৫ ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.) ঃ الاستقامة
আল ইস্তেকামাতু
কায়রো, কর্ডোবা ফাউন্ডেশন,
তা.বি.

১৬ আল্লামা ইবনু হাজার আল আসকালানী ঃ شرح نخبة الفكر
শরহে নুখবাতুল ফিকার
ভারত, ফয়সল পাবলিকেশন্স, জামে
মসজিদ, দেওবন্দ তা.বি.

১৭ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ঃ منازل السائرين
মানাযিলুস-সাইরীন
তেহরান, মাওলা প্রকাশনী, ফার্সী
সাল-১৩৬১,খ্রী. ১৯৮২

১৯ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী ঃ طبقات الحفاظ
তাবাকাতুল হুফফায, লেডেন, খ্রী.
১৮৩৯

২০ আল্লামা শিহাবুদ্দীন হামূবী ঃ معجم بلدان
মু'জামুল বুলদান
বৈরূত, দারু সাদির, তা.বি.

২১ আবদুর রহমান ইবন আবদুল আযীয আশশিবল ঃ الدراسة من تحقيقه لكتاب ذم الكلام للشيخ الانصارى
আদ্‌দিরাসা মিনতাহকীকিহি
লিল্‌কিতাবে যাম্মুলকালাম
লিশ্‌শায়খিল আনসারী,
মাকতাবাতিল উলূমে ওয়াল হিকাম
যিলমাদীনাতিল মুনাওয়ারা হি:
১৪৯৫ খ্রী: ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

২২ ওলী উদ্দীন খাতীব (র.) ঃ مشكواة المصابيح
মিশকাতুল মাসাবীহ
ঢাকা, ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.

২৪ ইবন মানযুর আল-ইফরীকী ঃ لسان العرب
লিসানুল আরব,
কায়রো, আল মাকতাবা আল
আমীরিয়া, হি. ১৪০৮, খ্রী. ১৯৮৮

২৫ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী ঃ البحر المحيط
আল-বাহরুল মুহীত
বৈরুত, দারুল ফিকর, হি. ১৪১২
খ্রী, ১৯৯২

২৬ শায়খ মুহাম্মদ আবদুল আযীম আয যারকানী ঃ مناهل العرفان فى علوم القرآن
মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল
কুরআন
কায়রো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল
আরাবিয়্যা, খ্রী. ১৯৮০

২৭ নূরুদ্দিন আলজাযায়িরী ঃ فروق اللغات فى تمييز بين
مفاد الكلمات
ফরুকুল লুগাত ফীত্তাময়ীযে
বাইনা মাফাদিল কালিমাত
তেহরান, মাকতাব নাশরিস
সাকাফাতিল ইসলামিয়্যা সং ২ হি.
১৪০৮ ফার্সী সাল ১৩৬৭

২৮ আল্লামা আশফাকুর রহমান ঃ مرأة التفسير
মিরআ'তুত তাফসীর
ভারত, কুতুবখানা রাহীমিয়্যা
দেওবন্দ তা.বি.

২৯ মুফতী আমীমুল ইহসান ঃ التنوير فى اصول التفسير
আততানবীর ফী উসূলিত্ তাফসীর
ঢাকা, নিউ আশরাফিয়া লাইব্রেরী,
খ্রী. ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৩০ আসসাবত : قواعد التفسير
কাওয়ায়িদুত্ তাফসীর
কায়রো, দারু ইবন আফফান, হি. ১৪২১

৩১ মুসাইদ সুলাইমান : اصول التفسير
উসুলুত-তাফসীর
দাম্মাম, দারু ইবনিল জাওযী, হি. ১৪২০

৩২ ইমাম রাগিব আল ইস্ফাহানী : المفردات فى غريب القرآن
আল মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুরআন,
বৈরূত, দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.

৩৩ খালিদ আলইক : الفرقان و القرآن
আল-ফুরকান ওয়াল-কুরআন
দামিশ্ক, আলহিকমা, সং-১ হি. ১৪১৪ খ্রী. ১৯৯৪

৩৪ ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল : مسند امام احمد
মসনদে ইমাম আহমদ
বৈরূত, দারুসাদির, তা.বি.

৩৬ ড. সুবহী সালিহ : مباحث فى علوم القرآن
মাবাহিস ফী উলূমিল-কুরআন
বৈরুত, দারুল ইলমী লিলমালায়ান, খ্রী. ১৯৬৫

৩৭ আবু নাঈম আল-ইস্ফাহানী : حلية الاولياء
হিলইয়াতুল-আউলিয়া
বৈরূত, দারুল কিতাবিল আরাবী, হি. ১৪০৭ খ্রী. ১৯৮৭

৩৮ ড. মুহাম্মদ হোসাইন যাহাবী : التفسير و المفسرون
আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন
বৈরূত, দারুল কালাম, সং-১, হি. ১৪০৭, খ্রী. ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৯ ইবন জারীর তাবারী ঃ جامع البيان فى تاويل اى القرآن
জামিউল বায়ান ফী তাবীলে- আইএ কুরআন
মিশর, আমীরিয়্যা প্রেস, হি. ১৩২৩

৪০ মান্না আল-কাত্তান ঃ مباحث فى علوم القرآن
মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন
রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত্ তাওযী, হি. ১৪১৩
১৯৯২ খ্রী.

৪১ ইবন হাজার আল-আসকালানী ঃ التهذيب التهذيب
আত-তাহযীবুত-তাহযীব
বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, হি. ১৪১৫, খ্রী. ১৯৯৫

৪২ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আননাদীম ঃ الفهرست
আল-ফিহরিস্ত
তেহরান, মারযী অফসেট প্রিন্টিং, খ্রী. ১৯৭১

৪৩ ড. মুহাম্মদ আস-সাববাগ ঃ لمحات فى علوم القرآن
লামহাত ফী উলূমিল কুরআন
বৈরূত, দারু ইহয়াইল উলুম, হি. ১৪০৭, খ্রী. ১৯৮৭

৪৪ আল্লামা মুহাম্মদ যফযাফ ঃ التعريف بالقرآن والحديث
আত্ তারিফ বিল কুরআন ওয়াল হাদীস
কায়রো, আল মাকতাবা আল-মিসরিয়্যা, হি. ১৩৯৬

৪৫ অধ্যাপক আহমদ আমীন ঃ ضحى الاسلام
দুহাল-ইসলাম
কায়রো, মাকতাবাতুন নাহদা আল-মিসরিয়্যা, সং ১০, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

৪৬ ইবন হাজার আসকালানী : فتح الباری فی شرح البخاری
ফাতহুলবারী ফী শরহিল বুখারী
বৈরূত, ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী,
সং-৪, হি. ১৪০৮, খ্রী. ১৯৮৮

৪৭ ইমাম আবদুর রাযযাক আস-সামআনী : تفسير عبد الرزاق
তাফসীরু আবদির রাযযাক
বৈরুত, দারুল কতুবিল ইলমিয়্যা,
খ্রী. ১৯৯৯ হি. ১৪১৯

৪৮ জালালউদ্দিন সুয়ূতী : طبقات المفسرين
তাবাকাতুল মুফাস্‌সরীন
লেডেনে মুদ্রিত খ্রী. ১৮৩৯

৪৯ ইমাম ইবন তাইমিইয়াহ : فتوی ابن تيميه
ফাতওয়ায়ে ইবন তায়মিইয়্যাহ
কুর্দিস্তান আল ইলমিয়্যা, হি. ১৩২৯

৫০ ইয়াকূত আল হামাভী : معجم الادباء
মু'জামুল উদাবা
কায়রো, মাত্‌বা'আতু ঈসা
আল-হালাবী, খ্রী. ১৯৩৬

৫১ খায়রুদ্দীন আয-যিরিকানী : الاعلام
আল-আলাম
কায়রো, খ্রী. ১৯৫৪

৫২ আবুল লায়স সামারকান্দী (র.) : بحر العلوم
বাহরুল উলূম
বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা,
হি. ১৪১৩, খ্রী. ১৯৯৩

৫৪ ইবন খালদুন : المقدمه : كتاب العبر
فی ديوان المبتد اء والخبر
আল মুকাদ্দামা : কিতাবুল-ইবার ফী
দিওয়ানিল-মুবতাদাইওয়াল-খাবার
মিশর, আশ শারফিয়্যা, হি. ১৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

৫৫ আল্লামা ইবন কাসীর (র.)	ঃ البداية والنهاية আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া বৈরূত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, সং-১ম, হি. ১৪০৭, খ্রী. ১৯৮৮
৫৬ ইমাম জালালুদ্দীন মুহাল্লী ও ইমাম সুয়ূতী (র.)	ঃ تفسير الجلالين তাফসীর আল-জালালাইন ভূমিকাংশ মুআসসাসাতুর রাইয়ান বৈরূত, ১ম সং হি. ১৪২২
৫৭ ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (র.)	ঃ الاتقان فى علوم القرآن আলইতকান ফী উলুমিল কুরআন বৈরূত, দারু এহইয়াইল উলূম, হি. ১৪০৭, খ্রী. ১৯৮৭
৫৮ হাজী খলিফা	ঃ كشف الظنون কাশফুয যুনুন দামেশ্ক, দারুল ফিকর, হি. ১৪০২, খ্রী. ১৯৮২
৫৯ আল্লামা ফিরোযাবাদী	ঃ القاموس المحيط কামুসুল মুহীত ভূমিকা অংশ
৫৯ ইবন হাজার আল-আসকালানী (র.)	ঃ لسان الميزان লিসানুলমিযান বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, সং.-২, তা.বি.
৬০ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস সংকলক, আল্লামা ফিরোজাযাবাদী	ঃ تنوير المقياس من تفسير ابن عباس তানবীরুল মিকইয়াস মিন তাফসীরে ইবন আব্বাস বৈরূত
৬০ তাজুদ্দীন আস-সুবকী	ঃ طبقات الشافيعه الكبرى তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা

Dhaka University Institutional Repository

		বৈরূত, দারুল মাগরিকা, হি. ১৪০৮, খ্রী. ১৯৮৮
৬১ খাতীব আল-বাগদাদী	ঃ	تاريخ بغداد তারীখে বাগদাদ সাকাফিয়া তা.বি.
৬৩ ইসমাইল পাশা আল-বাগদাদী	ঃ	هدية العارفين و اسماء المؤلفين و اثار المصنفين হাদিয়াতুল আরিফীন ওয়া আসমাউল মুয়াল্লিফীন ওয়া আসারুল্ মুসান্নিফীন বৈরুত, দারু এহ ইয়াই ততুরাসিল আবারী, তা.বি.
৬৪ মুহিউদ্দিন শায়খ যাদাহ	ঃ	حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوى হাশিয়া শায়খ যাদাহ আলা তাফসীরিল বায়যাবী বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা ১৯৯৯ খ্রী. ১৪১৯ হি.
৬৫ ইমাম আননাসাফী	ঃ	مقدمه تفسير مدارك التنزيل মুকাদ্দামাতু তাফসীরি মাদারিফিত তানযীল বৈরূত, দারুল কালাম, সং-১, হি. ১৪০৮, খ্রী. ১৯৮৯
৬৬ তাফসীরু রুহিল বয়ান	ঃ	تفسير روح البيان বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুয়াসিল আরাবী
৬৭ শায়খ আহমদ আস সাওবী	ঃ	حاشية جلالين হাশিয়াতু জালালাইন তেহরান, দারু ইহইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী

Dhaka University Institutional Repository

৬৮ মুহাম্মদ ইবন সা'দ : الطبقات الكبرى
আত্‌তাবাকাতুল কুবরা
বৈরূত, হি. ১৪০৫, খ্রী. ১৯৮৫

৬৯ আহমদ ইবন আবি ইয়াকুব : تاريخ يعقوبى
তারিখে ইয়াকুবী
ইলমী ও ফারহাঙ্গী প্রকাশনা
কোম্পানী, সং-৫, ফার্সী সাল ১৩৬৬,
খ্রী. ১৯৮৭

৭০ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন আহতাবাতাবায়ী : تفسير الميزان
তাফসীর আল-মিযান
তেহরান, কুতুবিল ইসলামিয়্যা,
ফার্সী সাল ১৩৬২, খ্রী. ১৯৮৩,
সং-৪র্থ

৭১ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-কুরতুবী : الجامع لاحكام القران للقرطبى
আল জামিউ লিআহকামিল কুরআন
বৈরূত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল
আরাবী, হি. ১৪০৫, খ্রী. ১৯৯৫

৭২ ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী : معيد النعم و مبيد النقم
মুঈদুন্‌ নি'আম ও মাবিদুন্‌ নিকাম
প্রকাশ, মিশর, তা.বি.

৭৩ আল্লামা যামাখশরী : تفسير الكشاف
তাফসীরে আল-কাশশাফ
মিশর, আমিরিয়া প্রেস ১৩১৮ হি.

৭৪ আল্লামা ইবনু কাসীর : تفسير القرآن العظيم
তাফসীরুল কুরআন আজীম
বৈরূত, দারুল ফিকর, হি. ১৪০৭,
খ্রী. ১৯৮৬

৭৫ আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) : الدر المنثور
আদ-দুররুল-মানসুর

Dhaka University Institutional Repository

বৈরূত, দারুল ফিকর, হি. ১৪৩৩, খ্রী. ১৯৮৩

৭৬ আবদুল গনী মুহাদ্দেসে দেহলবী : حاشية ابن ماجه
হাসিয়াতু ইবন মাজাহ দেওবন্দ

৭৭ মোল্লা আলী কারী (র.) : مرقات فى شرح المشكواة
মিরকাত ফী শরহিল মিশকাত
মিশর, তা.বি.

৭৮ ইমাম নাসায়ী : تفسير النسائى
তাফসীরুন নাসায়ী
বৈরূত, মুআস্‌সাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, হি. ১৪১০, খ্রী. ১৯৯০

৭৯ ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ আন নিশাপুরী : الوسيط فى تفسير القران المجيد
আল-ওয়াসীত ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ
বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, হি. ১৪১৫, খ্রী. ১৯৯৪

৮০ ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন : القاضى ناصر الدين البيضاوى واثاره فى تفسير القرآن
আলকাযী নাসির উদ্দিন আল বায়যাবী ওয়া আসারুহু, ফী তাফসীরিল কুরআন
রাজশাহী, বাংলাদেশ, মারকাযুল বহুসুল ইসলামিয়া

আরবী ম্যাগাজিন

৬ শায়খ ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফতী : المحاضرة فى التفسير الموضوعى
আল-মুহাদারাতু ফিত্ তাফসীরিল মুউদুঈ মিশর, পান্ডুলিপি মাহাদুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ
আল-উলিয়া, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

উর্দু গ্রন্থাবলী

১ প্রফেসর গোলাম আহম্মদ হারিরী ঃ تاریخ تفسیر و مفسرین
তারিখে তাফসীর ওয়া মুফাসসিরীন
দিল্লী, তাজ কোম্পানী, খ্রী. ১৯৮৬

২ মুফতী মুহাম্মদ শফী ঃ دیباچه تفسیر معارف القران
দিবাচেয়ে তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন
দেওবন্দ, বাইতুল হিকমত, তা.বি.

বাংলা গ্রন্থাবলী

১ কুরআনুল করীমের অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

১ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ই.ফা. ১৯৯৫ইং

২ ড. মোহাঃ নজরুল ইসলাম খান ঃ বিখ্যাত মুফাসসিরবর্গ (১০০-৪০০ হি.) ঃ জীবন ও তাফসীর পদ্ধতি
পি.এইচ.ডি গবেষণা পত্র, ২০০০ইং

৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) ঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প,
মদীনা মুনাওয়ারা, হি. ১৪১৩

৪ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ঃ আরবী-বাংলা অভিধান
ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, সং ২য়, ২০০০ইং

৫ ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ঃ কুরআনের পরিভাষা
ঢাকা, কামিয়াব প্রকাশন, বাংলাবাজার, সাল ১৯৮৮ইং

৬ ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রকাশনা
ঢাকা, সং ১ম, ১৯৯৮ইং

৭ মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ ঃ কুরআন সংকলণের ইতিহাস
ঢাকা, দারুল-ইফতা ও গবেষণা পরিষদ
১নং সিদ্দিক বাজার, ১৯৮৬

৮ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন ঃ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৯ ড. আবদুর রহমান আনোয়ারী ঃ তাফসীরুল কুরআন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ২০০২ইং

১২ কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) ঃ তাফসীরে মাযহারী, বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা
অনুবাদ মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ১৯৯৮ইং

১৪ মওলানা মহিউদ্দিন খান ঃ তাফসির মাআরিফুল কুরআনের মুকাদ্দিমা, জীবনী অংশ

১৫ মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ আল কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ
ঢাকা, খায়রুন্ন প্রকাশনী, খ্রী. ১৯৮৮

১৬ ইমাম গাযযালী (র.) ঃ মিনহাজুল আবিদীন
অনুবাদ মাওলানা মুজিবুর রহমান
ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০

১৭ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ আল্লাহর হক বান্দার হক
ঢাকা, খায়রুন্ন প্রকাশনী, হি. ১৪০৮
খ্রী. ১৯৮৮

১৮ আবদুর কাদির জিলানী (র) ঃ গুনিয়াতুত্ তালিবীন বাংলা
মাওঃ শরীফ মুহাম্মদ ইউসুফ
ঢাকা, হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড ২০০২ইং

Dhaka University Institutional Repository

১৯ ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক	ঃ	রূহের সফর ঢাকা, মুজাদ্দেদিয়া কমপ্লেক্স গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, সং ১, হি. ১৪২৩, খ্রী. ২০০৩
২ রেডিও তেহরান বাংলা অনুষ্ঠানের পান্ডুলিপি	ঃ	ইউনেস্কো আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের রিপোর্ট, প্রকাশকাল ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৯
১১ ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন	ঃ	মুফাস্‌সির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা বাংলাদেশ, রাজশাহী, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, খ্রী. ২০০১

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

১ Mr. S. Rahman	:	An introduction to Islamic Culture and Philosophy P. 220, pablic library, No 290/S 261
৩ MR. Wollaston	:	Mahammad his life and doctrine P. 143
৪ The Encyclopadia of Islam	:	Leiden 1978, Vol. IV, p. 191.
৫ M.C.A. Storey	:	Persian Leterature, Section-1, No.-12, P. 7, London-1927
২ Internet	:	hllp:IIwww.sunnah.scholar13.ktm. org/tarmmaf

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সী ম্যাগাজিন

১ ম্যাগাজিন ইয়াগমা : مجله يغما
বর্ষ ১৪, ফার্সী ১৩৪০ খ্রী. ১৯৬০

২ ম্যাগাজিন ইয়াগমা : مجله يغما
বর্ষ ২০, ফার্সী ১৩৪০ খ্রী. ১৯৬০

৩ অধ্যাপক মুহাম্মদ তাকী দানেশ পযূহ : ফারাহাঙ্গে ইরান যমীন, সংখ্যা-১৬

৪ রিযা ওস্তাদী : كيهان انديشه
কেইহানে আন্দীশে, সংখ্যা-৬৫
তেহরান : ফার্সী সাল-১৩৭৫, খ্রী. ১৯৯৬, ফায়ভারদীন ও উর্দী বেহেশত সংখ্যা

৫ শায়খ মুস্তাফা কামাল তাযেরী (র.) : مجلة الهداية
মাজাল্লাতুল-হিদায়াহ, তিউনিসিয়া, ৩য় সংখ্যা, ১৪০২ হি.

৮ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আয়াযী : كيهان انديشه

Dhaka University Institutional Repository

কেইহানে আন্দীশে
ইরান, কোম, সংখ্যা-২৮,
রাহমান-ইস্ফান্দ ফার্সী সাল ১৩৬৮
খ্রী. ১৯৮৯

৩ কাসিম আনসারী ঃ زبان وفرهنگ ایران
যবান ওয়া ফারাহাঙ্গে ইরান
তেহরান, ম্যাগাজিন সংখ্যা-৮৮,
তাহুরী প্রকাশনী ফার্সী সাল ১৩৬৮,
খ্রী. ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-০৬

গ্রন্থাবলীর আলোকচিত্রসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-ক

খাজা আবদুল্লাহ আনসারী ও রশিদুদ্দিন মেইবুদী
(রহঃ) রচিত কাশফুল আসরার গ্রন্থ

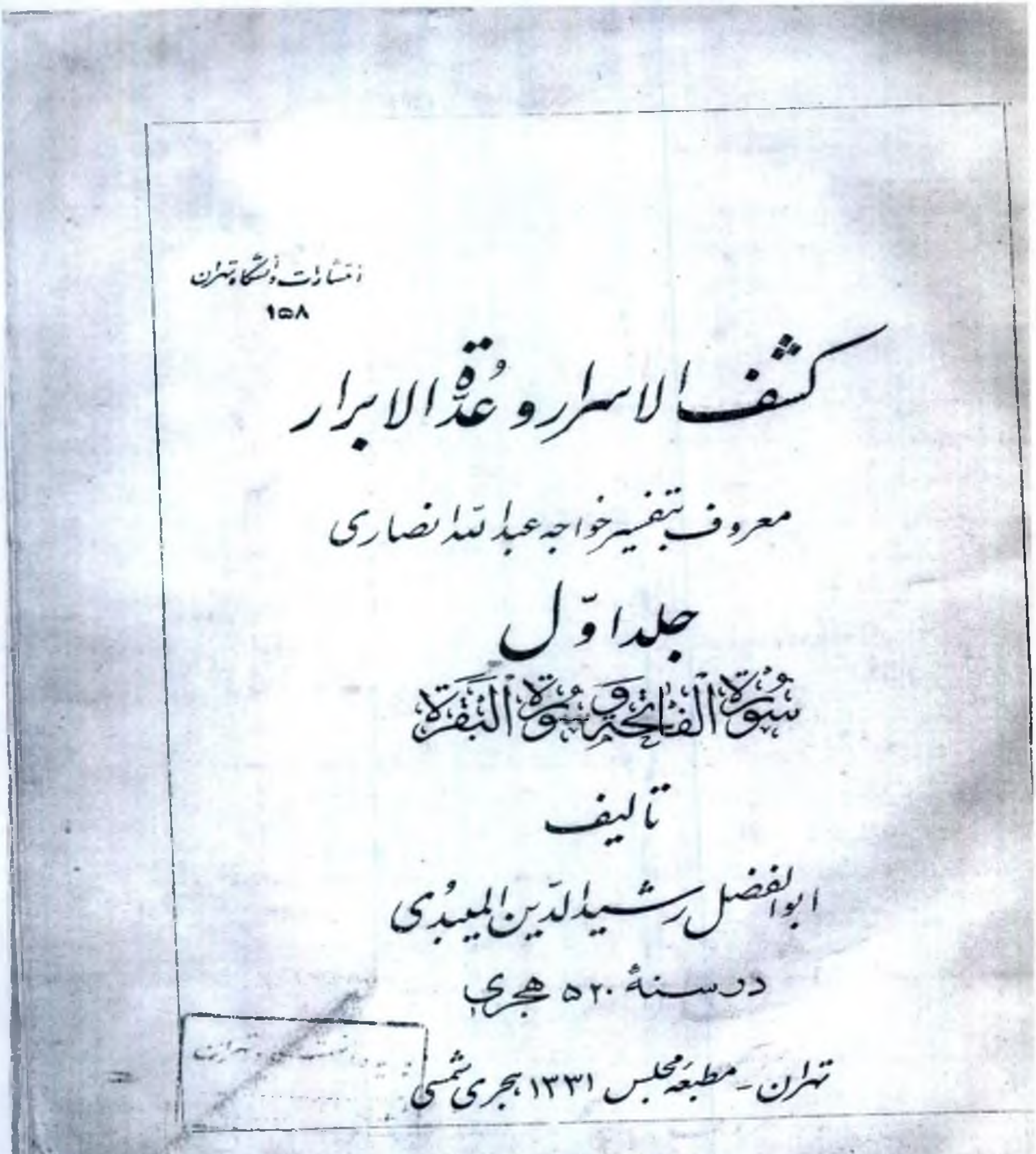

انتشارات دانشگاه تهران
۱۵۸

کشف الاسرار و عدة الابرار

معروف بتفسیر خواجه عبدالله انصاری

جلد اوّل

سورة الفاتحة و سورة البقرة

تالیف

ابو الفضل رشید الدّین المیبدی

در سنهٔ ۵۲۰ هجری

تهران - مطبعهٔ مجلس ۱۳۳۱ هجری شمسی

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-খ

মানাযিলুস সাইরীন গ্রন্থ

منازل السايرين

خواجه عبدالله انصاری هروی

(۳۹۶ – ۴۸۱ه)

متن عربی بامقایسه به‌متن

علل المقامات

و

صد میدان

ترجمه دری منازل السایرین و علل المقامات

وشرح کتاب از روی آثار پیرهرات

از

روان فرهادی

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-গ

মুনাজাত নামে গ্রন্থ

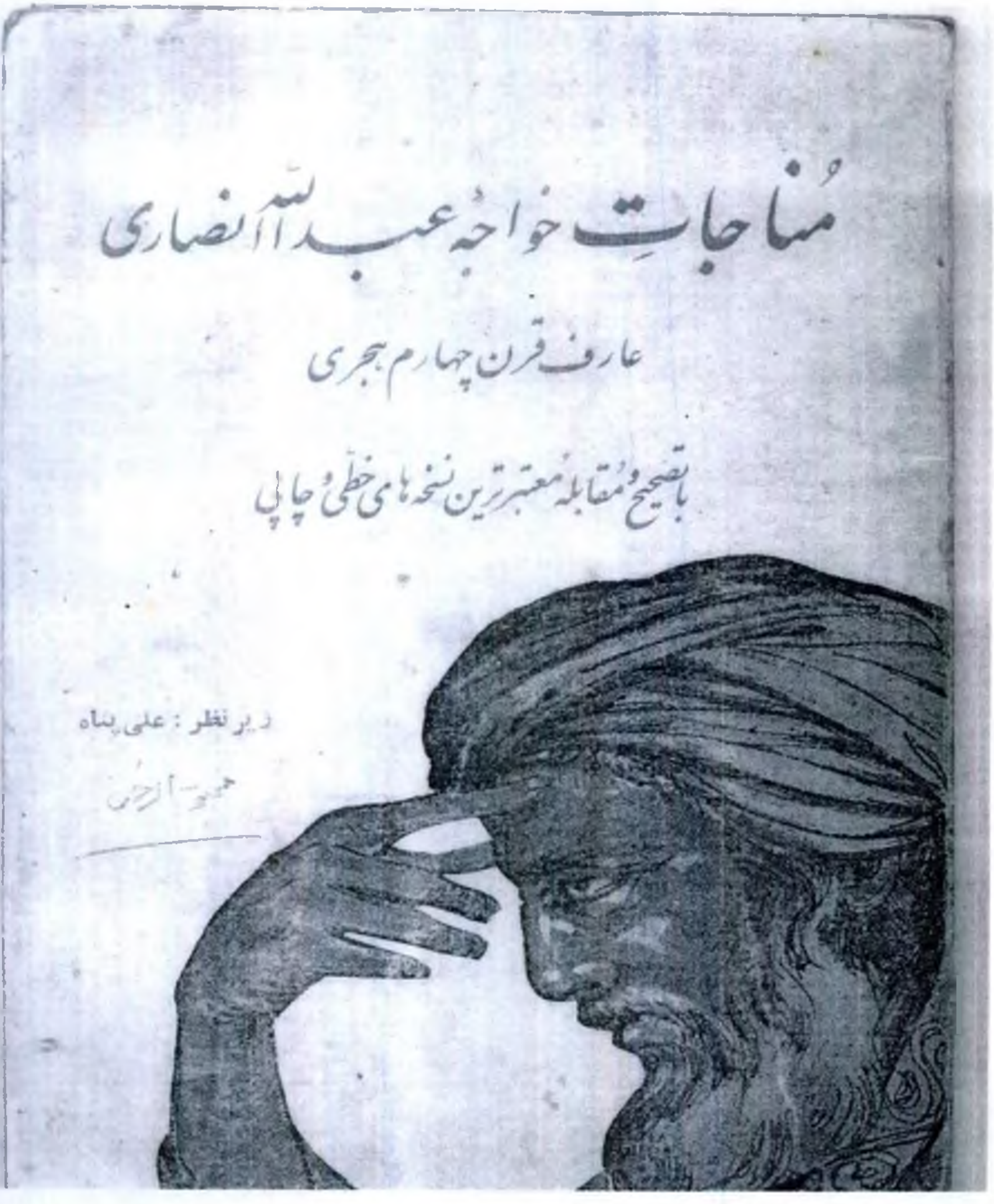

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-ঘ

সদ ময়দান গ্রন্থ

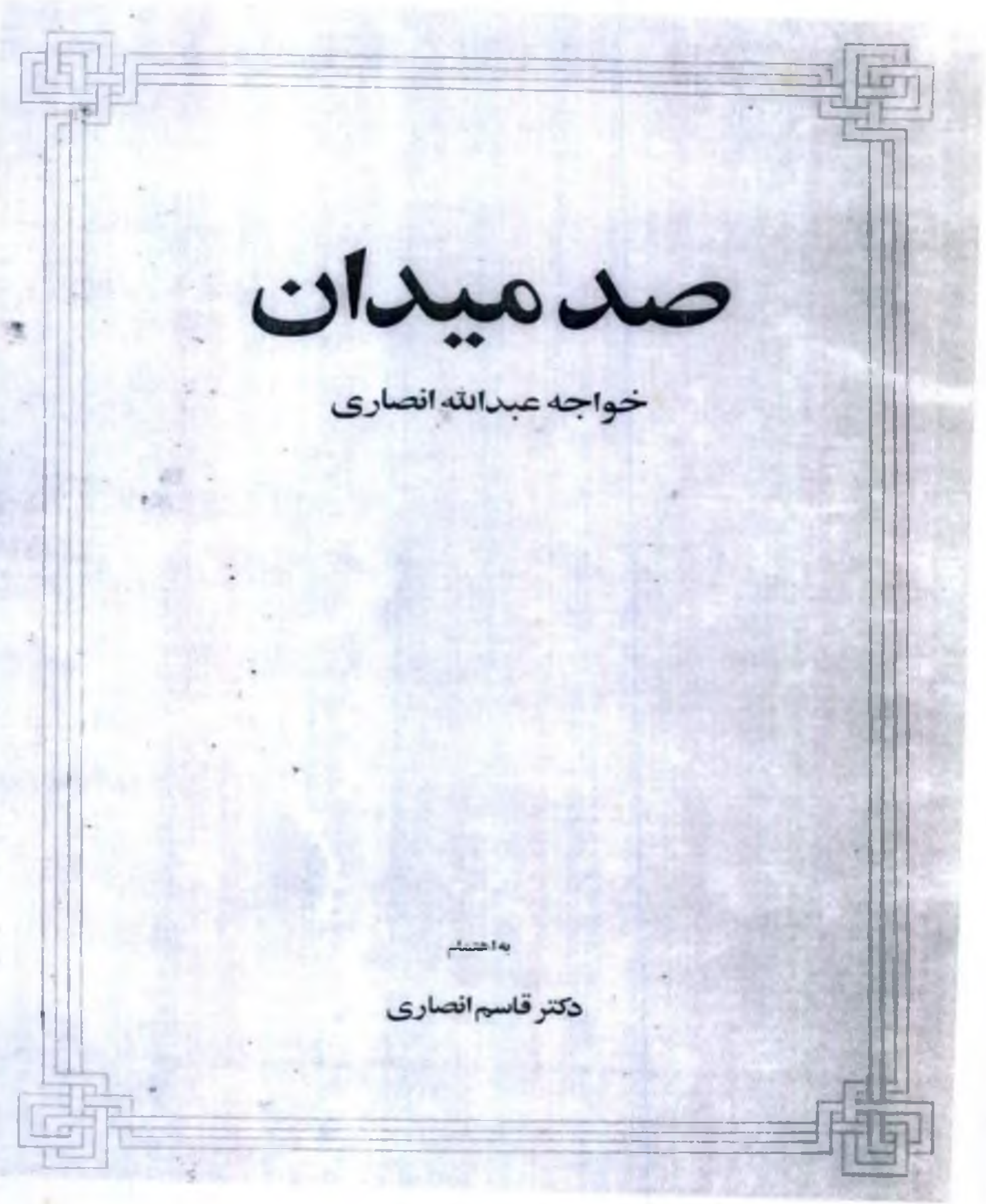

صد میدان

خواجه عبدالله انصاری

به اهتمام

دکتر قاسم انصاری

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-৬

তাবাকাতুস সুফিয়্যা গ্রন্থ

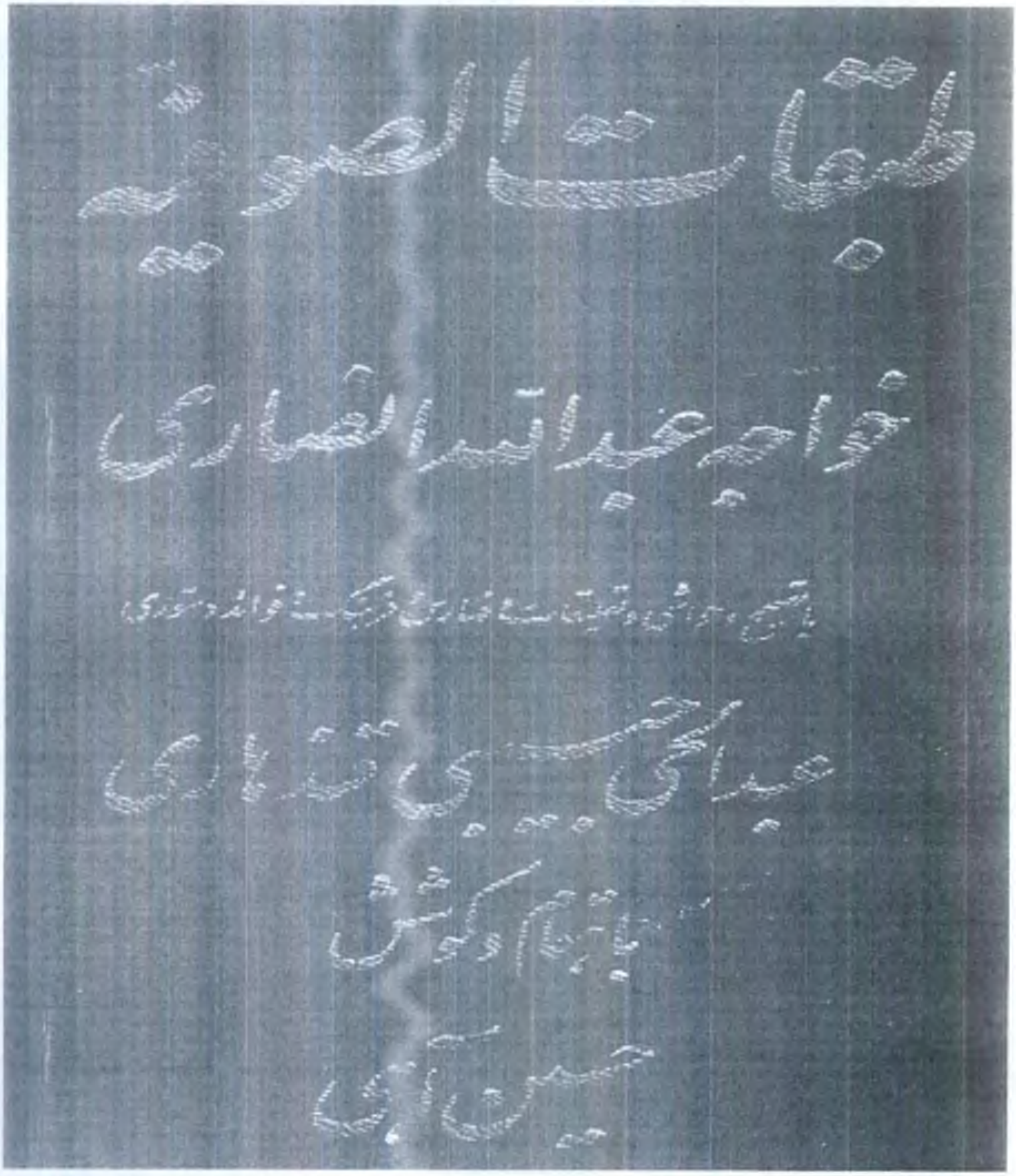

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-চ

রাসাইলে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী (র.) গ্রন্থ

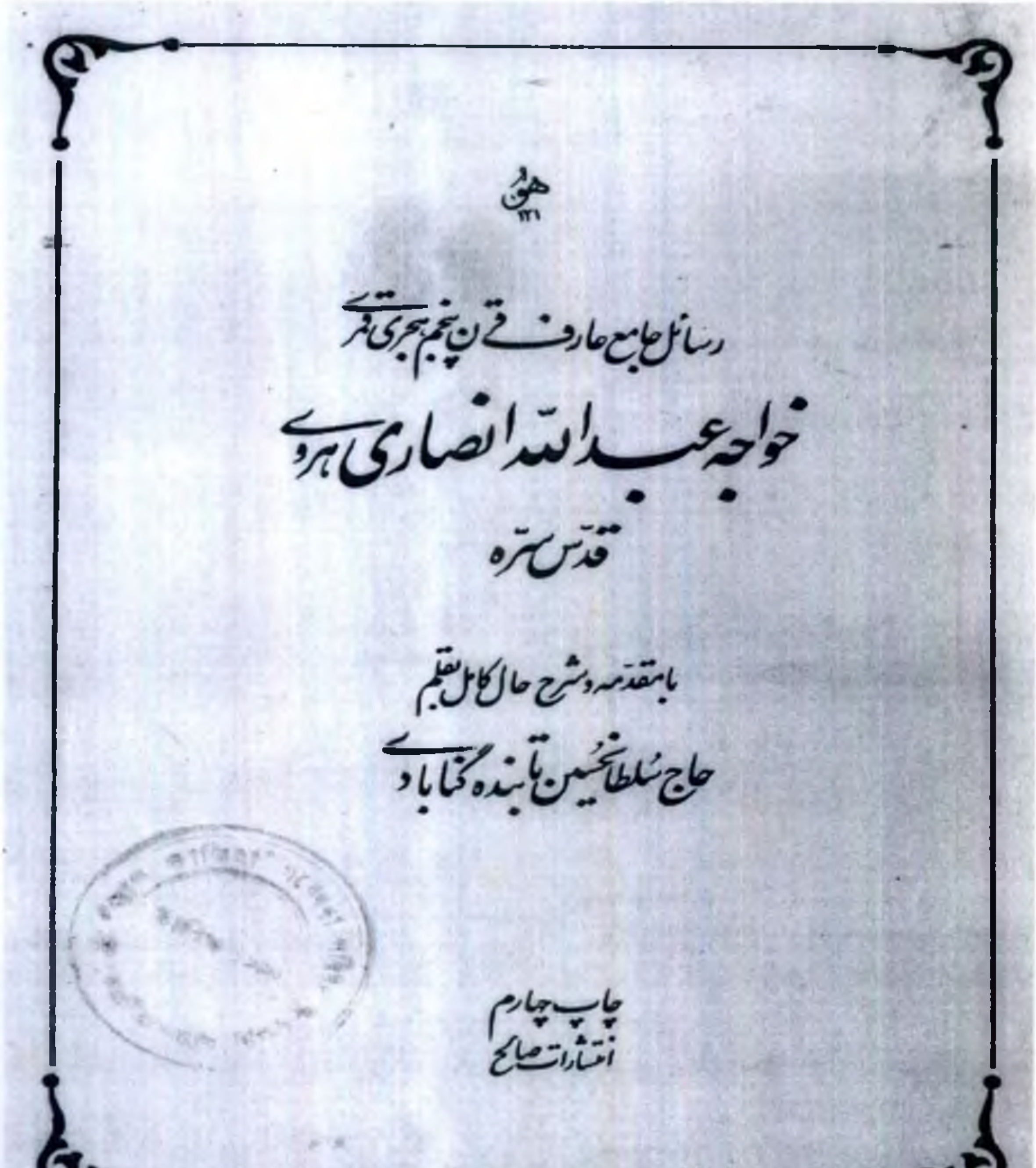

هو
۱۲۱

رسائل جامع عارف قرن پنجم هجری قمری

خواجه عبدالله انصاری هروی

قدس سره

با مقدمه و شرح حال کامل بقلم

حاج سلطانحسین تابنده گنابادی

چاپ چهارم

انتشارات صالح

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-ছ

গুযিদায়ে তাফসীরে কাশফুল আসরার গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-জ

রফী হাকীকতের সুযোগ্য কন্য-তারানায়ে হাকিকত অত্যন্ত আকর্ষনীয় ছবি এঁকেছেন-শায়খ খারাকানী ও সুলতান মাহমুদের সাক্ষাৎকারের। যা ইরানের আঞ্জুমানে খোশনাবীসানের প্রখ্যাত অধ্যাপক হাসান সাখাওয়াত তার শিল্পতুলিতে সাজিয়ে মহান ওলীর দরবারে স্থাপন করেছেন।[৭৯] যা নিম্নরূপ :

نازم به بی‌نیازی سلطان [illegible]   چشم فلک ندیده مقامی [illegible]
هر [illegible] به کوه تعالی کند عروج   در مکتب طریقت عرفان [illegible]

اشعار از عبدالرفیع حقیقت [illegible] مورخ و شاعر نامی معاصر [illegible] کتابهای [illegible]
[illegible] شیخ ابوالحسن خرقانی [illegible] حقیقت [illegible]
[illegible] شیخ ابوالحسن خرقانی [illegible]

৭৯. আবদুর রফি হাকীকত, পামে যাহানীঈ এরফানে ইরান (پیام جهانی عرفان ایران), তেহরান, কোমেশ প্রকাশনী পৃ. ১৮৯